গ্রন্থাবলী সিরিজ

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

ষষ্ঠ সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

নরমেধ-যজ্ঞ

ভক্তি ও করুণ-রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক

রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ

নারদ … … … দেবর্ষি।

যযাতি … … … ভারত-সম্রাট্।

আনন্দ … . … রাজ-সহচর।

মহানন্দ . . … … রাজ-সহচব।

বিশোক … … … রাজমন্ত্রী।

সিদ্ধার্থ … … … দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

জনার্দ্দন … … … সিদ্ধার্থের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

অর্জ্জুন . . … … " মধ্যম পুত্র।

কুশধ্বজ … … … " কনিষ্ঠ পুত্র

রত্নদত্ত … … … কুসীদজীবী (সুদখোর)

মণিদত্ত … … … রত্নদত্তের পুত্র।

বজ্রধর … … … মহানন্দের পুত্র।

এতদ্ব্যতীত সম্রাট্ নহুষের প্রেতাত্মা, রাজ-পুরোহিত, রাজ-মন্ত্রী, রাজ-ভৃত্য, ঘোষযন্ত্র-বাদক, দ্বারপালগণ, ব্রাহ্মণগণ, মিষ্টান্ন-বিক্রেতা ইত্যাদি।

স্ত্রী

কাত্যায়নী … … … সিদ্ধার্থের পত্নী।

মাতঙ্গী … … … মহানন্দের পত্নী।

এতদ্ব্যতীত অপ্সরাগণ, গায়িকা ইত্যাদি।

নরমেধ-যজ্ঞ

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রয়াগ—রাজপথ—মহানন্দের বাটীর সম্মুখ।

(আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ। কথাটা ঠিক,—চাষার হালে মাটী চষা—রাজার হালে স্বর্গে বসা। মহারাজ যযাতির কল্যাণে আছি ভাল, থাক্‌বও ভাল। বড়র সমস্তই বড়, কিন্তু সব বড়র নয়, অনেক লোক বাইরে বড়, ভেতরে ছোট, যে বড়র বার ভেতর বড়, সে-ই বড়। আমাদের মহারাজও সেই দরের বড়, তাই বলছি, বড়র কাছে বড় সুখেই মন-সাগরে প্রাণের পাল তুলে দিয়ে হেসে হেসে যাচ্ছি ভেসে। আজ আবার সন্ধ্যের পর নতুন মুখখানি দেখবো—চন্দ্রালোকে অপ্সরোৎসব, মর্ত্ত্যেই স্বর্গদর্শন। মহারাজের কল্পনাকে বলিহারি। কবির কল্পনা লেখায় ফোটে—মহারাজের কল্পনা দেখায় ওঠে। এখন মহানন্দ ভায়াকে এই সুখবরটা দিয়ে মেছেতা-পড়া দাঁত দুপাটীর হাসি-কপাটী খেলাটি দেখি। ভায়ার সদরদোরের ফাটা কপাট আট প্রহরই আঁটা। অর্থশাস্ত্রে একটা সূত্র আছে,—"যার হাত আঁটা, তার কপাট আঁটা।" কাঙ্গাল-ভিখারীকে মহানন্দ ভায়ার আঁটা কপাট বলছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। আচ্ছা, একবার ডেকেই দেখি। বাড়ীতে কে আছ গো?

নেপথ্যে মহা। কে ব্যাটা, কে রে ব্যাটা, ভিখিরী বুঝি? দাঁড়া তো, লাঠিয়ে মাথাটা দুফাঁক ক'রে দি।

(যষ্টি হস্তে মহানন্দের বেগে প্রবেশ)

আনন্দ। আরে, থাম ভায়া, থাম, আমি আনন্দ।

মহা। কি লজ্জা, তুমি? ভাগ্যে লাঠি হাঁকরাই নি।

আনন্দ। হাঁকরালে কি হতো?

মহা। যোড়া বাস্তু-ঘুঘুর একটা যেতো।

আনন্দ। তুমি আমি কি ঘুঘু?

মহা। মহারাজের কাছে আমাদের যে কাজ, তাতে লোকে আমাদের ঘুঘুই বলে। ঘুঘু দুই প্রকার,—এক ঘুঘু ওড়ে, এক ঘুঘু ওড়ায়, আমরা শেষটা; এক ঘুঘু রাজার চিড়িয়াখানায় তারের খাঁচায় দানা খায়, এক ঘুঘু ধনের মাচায় শনির চোখে কেবল চায়, আমরা শেষটা।

আনন্দ। 'আমরা' বল কেন? বরং অন্য বিষয়ে আমরা এক জোড়া, কিন্তু ঘুঘুর বেলা জোড়াভাঙ্গা—কেবল তুমি।

মহা। ঘুঘু না হ'লে যে চিনির বলদ হ'তে হয়, নিজের ভোগে খিনি-খাটুনি—পরের ভোগে চিনি চাটুনি। জন্তু তত্ত্ব শিক্ষা ক'রেছ কি?

আনন্দ। করেছি।

মহা। কবে? কোথায়? কার কাছে?

আনন্দ। অদ্য, হেথায়, তোমার কাছে।

মহা। তবে বল তো আনন্দ-ভায়া, বাস্তু ঘুঘু বড়, না চিনির বলদ বড়?

আনন্দ। ও দুটোই অধম। ও দুটোর একটাও আমি নই। আচ্ছা ভায়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ভিখিরীর উপর অত চটা কেন?

মহা। আমার বিশ-হেতে কুষ্ঠীতে হাত উপুড় করা কথাটা আদৌ লেখা নেই।

আনন্দ। কি তবে আছে?

মহা। কেবল হাত চিৎ—আর মুঠো।

আনন্দ। তোমার পাপ কুষ্ঠীর কুষ্ঠ হোক্। তা এখন একটা কথা বলি, সজ্ঞানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, দাদা। প্রবঞ্চনা ক'রে অনেকের সর্ব্বনাশ করেছ, করছো, প্রতিদিন ভিখিরীদের কিছু কিছু ভিক্ষে দিয়ে পাপের মাত্রাটা কমাও, নইলে নরক-কুণ্ড।

মহা। (বিরক্তভাবে) গুরুদেব, ক্ষমা দিন, নরক-কুণ্ড আমার সুধা-সমুদ্র, নরকবিষ্ঠা আমার ফুলশয্যা। কেন আর সত্ত্বহীন তত্ত্ব-কথার গোবর ছড়া দিয়ে আমার ঝাঁট-দেওয়া সদর দোর কাদা করছেন? আজ কি মনে ক'রে শুভাগমন হয়েছে, আজ্ঞা করুন্! নইলে আবার দোরে হুড়কো এঁটে খাটে পড়ি গে।

আনন্দ। তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর, আমি চল্লুম।

মহা। আচ্ছা ভায়া, এসো।

আনন্দ। তা লাভটা দুভাগ হ'তো, ভালই হ'লো আমার ভাগ্যেই পূরো লাভ! চল্লুম।

মহা। (শশব্যস্তে) ভাগ! ভাগ! ব্যাপার কি?

আনন্দ। কিছুই না, চল্লুম।

মহা। আরে দাদা-ভাই, রাগ কর কেন? ভাগ কর না? তোর পায়ে পড়ি ভাই, ভাগাভাগির আমাকে ভাগী কর; আজ কি কোন লীলাখেলা আছে?

আনন্দ। ন ভূত, ন ভবিষ্যতি—এমন হয় নি, হবে না। আজ সম্রাটের অশোকবনে চন্দ্রালোকে অপ্সরোৎসব, রজত-কাঞ্চন-মণি-রত্ন-বৃষ্টি।

মহা। অঁ্যা—অঁ্যা, বল কি?

আনন্দ। এমন ঘটা ঘটনা কখনও ঘটে নি।

মহা। তাই তো হে, ব্যারামের দরুণ সম্রাটের নিকট এক মাসের ছুটী নিয়ে বাড়ী ব'সে আছি,—(স্বগত) ব্যারাম তো ছাই, কেবল মনিবকে ফাঁকি দিয়ে চাকি লোটা।—(প্রকাশ্যে) তা এরি মধ্যে ভায়া এমন অপূর্ব্ব ঘটন-ঘটনা! খবরটা দিয়ে যথার্থ বন্ধুর কাজটা কর্‌লে। আমি জানি, আনন্দ মহানন্দ-ছাড়া নয়, মহানন্দও আনন্দ-ছাড়া নয়,—এক জোড়া।

আনন্দ। আবার জোড়া? আমি যাই।

মহা। না না, জোড়া নয়, বিজোড়—বিজোড়। রাগ ক'রো না, ঠাণ্ডা হয়ে শোনো। অপ্সরোৎসবে কোন্ কোন্ অপ্সরার অশোক-বনে আবির্ভাব হবে?

আনন্দ। স্বর্গবাসিনী অপ্সরাদের মধ্যে মেনকা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পুঞ্জিকস্থলা, উর্ব্বশী ইত্যাদি ঢের ঢের, আর মর্ত্ত্যবাসিনীদের মধ্যে ভুজঙ্গদশনা, কড়্‌ক্তি-বসনা, লম্বোদরা, দিগম্বরী বিড়াল-লোচনা, কর্কশ-বচনা, কোস্তাহস্তা, ভূষণ-বস্তা ইত্যাদি হাজার হাজার।

মহা। বটে। তবে আজ অশোকবনে চাঁদের আলোয় চাঁদের মেলা! (ভাবিয়া) ও আনন্দ, স্বর্গ থেকে বস্তা আসবে তো?

আনন্দ। মর্ত্ত্যেই বা কম কি? সম্রাটের অশোক-বনেও তো অসংখ্য বস্তা গাদি মেরে কাঁদি কাঁদি ঝুলছে। আচ্ছা, স্বর্গের বস্তার নামে তোমার জিবে জল সরে কেন দাদা?

মহা। আরে দূর আহাম্মোক! কলা বস্তা নয়, অপ্সরা বস্তা।

আনন্দ। তোমা হেন হনুর জ্বালায় বস্তা-দর্শনস্থলে বস্তাপ্রদর্শন!

মহা। ফের উল্টা কথা? সে বস্তা কি গেল্‌বার? দেখ্‌বার—দেখ্‌বার।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। আপনি এখানে?

আনন্দ। ভায়াকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি!

ভৃত্য। মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন

আনন্দ। অপ্সরারা এসেছে?

ভৃত্য। অশোকবনে জায়গা কুলোচ্চে না।

আনন্দ। বলিস্ কি রে ব্যাটা?

ভৃত্য। অশোক-বন রসাতল।

মহা। অপ্সরা মাগীগুলো জ্যান্ত পাহাড়-পর্ব্বত না কি রে? তাদের ভারে একেবারে অশোকবন রসাতল?

ভৃত্য। ভারি ভিড়, জায়গা হচ্চে না। মহা-রাজের হুকুম, আপনি এখনি গিয়ে অপছুঁড়ীদের আরাম করবার বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন চলুন।

আনন্দ। মাটীতে জায়গা না কুলোয় তো অপ-ছুঁড়ীদের গাছে চ'ড়ে বসতে বল্ গে। যা যা, তুই এগো, আমরা যাচ্ছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে, দেরী না হয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আনন্দ। তবে চল ভায়া অশোকবনে। সন্ধ্যেও হয় হয়।

মহা। সদর-দোরটায় হুড়কো দিতে বলি। গিন্নি, ও গিন্নি।

নেপথ্যে মাতঙ্গী। কেন? ভিখিরীর হাতে পড়েছ না কি?

মহা। তোমার ঠাকুর-পোর হাতে।

নেপথ্যে মাতঙ্গী। বটে। (জানালার নিকটে আসিয়া) ঠাকুরপোকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এস।

আনন্দ। না বৌ-দিদি, এখন যাচ্ছি নে, আগে দাদাকে কিছু পাইয়ে আনি!

মাতঙ্গী। পেত্নী পাইয়ে না কি?

মহা। (সহাস্যে) তুমি থাকতে আবার পেত্নী!

মাতঙ্গী। মুখে আগুন!

মহা। ভায়া, দেখছো তোমার গুণবতী বৌ-দিদির গুণ?

আনন্দ। এ রকম গুণাগুণ না হ'লে দাম্পত্য-প্রেমের একাধিপত্য অটুট হয় না! বৌ-দিদি এখন তো কেবল কথায় তোমার মুখে আগুন দিচ্ছেন, কিন্তু যখন সত্যি সত্যি তোমার মুখে সত্যিকার আগুন দেবেন, তখন চিতেয় ধূ ধূ রওমশাল জ্বোলে উঠবে।

মহা। দূর ছুঁচো! (মাতঙ্গীর প্রতি) নেমে এসে, সদর-দোরে হুড়কো এঁটে দে যাও।

মাতঙ্গী। যাও, যাচ্ছি।

মহা। আগে হুড়কো আঁট, তবে যাব।

মাতঙ্গী। কি লজ্জা! পুরুষমানুষেরও এত ভয়?

মহা। আইবুড়ো হ'লে কোন ব্যাটা ভয় করতো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রয়াগ—অশোক-বন।

পুষ্পবেদিকায় রাজা যযাতি উপবিষ্ট।

অপ্সরাগণ ও চামরধারিণীদ্বয় দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

যযাতি। চমৎকার! চমৎকার! তোমরা যথার্থই সুধাকণ্ঠী।

(কিয়ৎকাল পরে আনন্দ ও মহানন্দের প্রবেশ)

আনন্দ ও মহানন্দ। সম্রাটের জয় হোক্।

যযাতি। আনন্দ, মহানন্দ, আজ বড় সুখের শুক্লপক্ষীয়া পঞ্চমী রজনী। অপ্সরাদের কণ্ঠ-সুধার প্রস্রবণ।

আনন্দ। মহারাজ, তার চেয়েও বেশী, সুধার গোমুখী! ঝর ঝর ক'রে এই সকল গোমুখ ফুটে সুধা গড় গড় ছুটে আসে, আর আনন্দ মহানন্দ ঐরাবত-যুগল সেই সুধার স্রোতে চিতিয়ে কাতিয়ে উপুড়িয়ে ভাসে।

১ম অপ্সরা। (সহাস্যে) মহারাজ! ঐ রসিক পুরুষটি কে? অনুগ্রহ ক'রে বল্লে কিঙ্করী চিরবাধিত হয়।

মহা। মহারাজকে আর কষ্ট দাও কেন? আমি স্পষ্ট পরিচয় দি, শোনো—এই রসিক পুরুষটি মহারাজের চিড়িয়াখানায় লোহার ঘরে বাস করেন, আজ তোমাদের রূপ দেখবার জন্যে দোর ভেঙ্গে জোর ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন।

আনন্দ। ওগো, শোন শোন, আমরা দুজনে যমজ ভাই।

মহা। গানের বেলায় যমজ-ভাই, আর মানের বেলায় বৈমাত্র-ভাই।

আনন্দ। (চামরধারিণীদ্বয়ের প্রতি) তোমরা দুটি কাঠের পুতুল না কি? খালি খালি দাঁড়িয়ে কেন? সম্রাটের ডাইনে বাঁয়ে চামর-বায়ু খেলাও।

যযাতি। আমি ওদের নিষেধ করেছি। নিশায় অশোক-বনে বেশ মলয়-সমীরণ সঞ্চারণ করছে।

আনন্দ। আজ্ঞে, তবু চামর-সঞ্চালন চাই।

যযাতি। মলয়-বাতাসের কাছে চামর-বাতাসের কি প্রয়োজন?

আনন্দ। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোকে প্রতিমার কাছে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালায় যে প্রয়োজন!

যযাতি। বটে!

আনন্দ। আজ্ঞে। ওগো, দুজনে গিয়ে ঠিক ওজনে মহারাজের তপ্ত অঙ্গ শীতল কর। (চামরধারিণীদ্বয়ের যযাতিকে চামরবীজনকরণ)

মহা। বাঃ! বেশ চামর চলছে। এইবার গান চলুক!

অপ্সরাগণ (গীত)

নধর অধরে আধ সুধা-ধারা
ঢালি শশধর লুকাল সই।
আমি যে পিয়াসী চকোরী অধীরা,
সুধার পিয়াসা মিটিল কই।
চাঁদ-বদনে বদন রাখি,
অধর-সুধা অধরে মাখি,—
প্রেম-সোহাগে ঘুমায়ে থাকি,
সে আশা মিটিল না;—
হতাশ-প্রাণে, আকাশ-পানে,
কেবল চাহিয়ে রই॥

(পুষ্পবেদিকায় যযাতির নিদ্রাকর্ষণ)

মহা। অহে আনন্দ-ভায়া, সম্রাট্ ফুলবেদীর ওপর ঘুমিয়ে পড়লেন যে?

আনন্দ। (হাই তুলিতে তুলিতে) আমি যে এখনও জেগে আছি, সেই আশ্চর্য্য! এ গান কানে সেঁধুলে প্রাণ বেহুঁস হয়, ঘুম চোখ টিপে চেপে বোসে মানুষকে পেড়ে ফেলে। মন্দ দাদা হে, আমায় ধর।

মহা। অ্যাঁ, আমার নাম কি মন্দ?

আনন্দ। এত ঘুম যে, জিব জড়িয়ে আস্‌ছে। ম—হা—ন—ন্দ! উঃ, বড় লম্বা।

(ভূতলে উপবেশন)

মহা। তাই মন্দ?

আনন্দ। শব্দসংক্ষেপ! মন্দ দাদা, আমার কপাল নেহাৎ মন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

মহা। তুমি বার বার অত দীর্ঘনিশ্বাস বার কর্‌ছো কেন? তোমার কি পেট ফেঁপেছে?

আনন্দ। উহুঁ, গান শুনে প্রাণ তেপেছে! আহা, স্ত্রীলোকের সর্ব্বের মন্দ, কেবল গলার স্বরখানি পুরুষের গলা কাটবার ক্ষুরখানি! প্রাণ যায় দাদা! প্রাণ যায়!

মহা। বটে বটে, তা এতক্ষণ বল নি, দগ্ধে মর্‌ছো! (অপ্সরাদের প্রতি) ওগো, ভায়া আমার টুঁটি-কাটা হয়ে ছট্‌ফটাচ্ছে, আর একবার জোরে সুর-ক্ষুর বসাও, ভায়াও নিশ্চিন্তি, দাদাও নিশ্চিন্তি।

আনন্দ। দাদা মহানন্দ, গান শুনে প্রাণ গেল গেল, পেট কিন্তু জ্ব'লে উঠলো, আর গানে কাজ নেই

মহা। আমারও শেষটা। বোধ হয়, অপ্সরারাও সরা সরা মিষ্টান্নপ্রার্থিনী।

১ম অপ্সরা। আমরা পুরুষ নই, স্ত্রীলোক।

মহা। তাই তো বল্‌ছি, পুরুষ যদি এক গুণ মিষ্টান্ন খায় তো স্ত্রীলোক অষ্টগুণ চায়; সকল বিষয়েই মেয়ে বড়, পুরুষের চেয়ে আটগুণ দড়।

আনন্দ। মহারাজ পুষ্পবেদিকায় নিদ্রাসুখ ভোগ করছেন; চল চল, আমরাও এই অবকাশে ভোজন-সুখটুকুর মুখটি দেখে নিই গে। (অপ্সরাদের প্রতি) ঐ দেখ্‌ছো, ঐ পূর্ব্বদিকে ভোজন-ভবন। নানাবিধ ভোজ্য বস্তু আমাদের কুন্দবিনিন্দিত বত্রিশপাটি দন্ত না দেখে আপসোসে ঝোড়ায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

[যযাতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যযাতি। (জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক)

কি আশ্চর্য্য! অলৌকিক অদ্ভুত স্বপন!
কত দিন কত স্বপ্ন দেখেছি নিদ্রায়,
কিন্তু হেন স্বপ্ন দেখি নাই কভু!
স্বপ্নেও ভাবি নি হেন স্বপনের কথা!
যত ভাবি, তত ডুবি—
অনন্ত ভাবেতে কি
এক গভীর শূন্য-মাঝে।
সেই শূন্যে—শূন্যপ্রাণে, শূন্য অবলম্বনে
লম্বিত হইয়া মোর পূজ্যপাদ পিতা,
অহর্নিশি ভুঞ্জিছেন অসহ্য যাতনা—
হৃদিমাঝে দারুণ বেদনা—
অশ্রুধারা দুই চক্ষে ঝরে দর দর!
জনকের অশ্রু জ্বলন্ত অঙ্গারসম
শূন্য হ'তে পড়ি,
দগ্ধ কৈল হৃৎপিণ্ড মোর!
যেন বজ্রাঘাত সম অভিশাপ!
ভস্ম বুঝি হই! কোথা যাই!
কোথায় দাঁড়াই!
স্থান নাই, কিসে রক্ষা পাই!
(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও কে?
মানবদের না!
চাহিতে না পারি ওর পানে,
চক্ষু মোর ঝলসিয়া যায়, প্রাণ বাহিরায়!
সুধীর গম্ভীরভাবে আকাশ ছাড়িয়া,
বাতাসে মিশিয়া, ওই এল—ওই এল!
চাহিতে না পারি আর,
মুদিত-নয়নে ত্বরা ফিরিয়া দাঁড়াই।

(ধীরগম্ভীরে নহুষের প্রেতাত্মার প্রবেশ)

কই? নাহি হয় অনুভব;
চলিয়া গিয়াছে বুঝি?
(প্রেতাত্মা কর্তৃক যযাতির পৃষ্ঠস্পর্শ)
(দেখিয়া চমকিত হইয়া স্বগত)
এ কি দেখি।
এই মূর্ত্তি এই কতক্ষণ
অচেনা বলিয়া ভেবেছিনু;
কিন্তু এবে চেনো চেনো করি।
কে ইনি? কে ইনি? কে ইনি?
চিনি চিনি করি, পুন চিনিতে না পারি।
কি এক মোহের ধাঁধা
ধাঁধে মোর নয়নের দিঠি।
ভাল, বারেক জিজ্ঞাসি।—
(প্রকাশ্যে) কে তুমি?—
কৃপায় উত্তর দেহ—কে তুমি?
(বিশেষরূপে দেখিয়া) চিনেছি,
চিনেছি এইবার,
দৃষ্টি-ধাঁধা ভেঙ্গেছে আমার।
পিতা, পিতা, এ কি দশা!
এ কি মূর্ত্তি তব?
কায়াময় কিংবা ছায়াময়?
বুঝিবারে নাহি পারি।
কৃপা করি বুঝাও রহস্য-কথা।
পুত্র আমি, তব পদাধীন!

[নহুষের প্রেতাত্মা কর্তৃক যযাতিকে বাহুদণ্ডসঙ্কেত দ্বারা আহ্বান ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যযাতির নীরবে প্রস্থান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য দিকে এক জন ভৃত্যের সহিত আনন্দ ও মহানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

ভৃত্য। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! মহারাজ নেই গো—মহারাজ নেই।

মহা। নেই কি রে! ফুল-বেদীতে ফুলগদীর ওপর মহারাজ নিদ্রা যাচ্ছিলেন, আবার এরি মধ্যে নেই কি রে?

ভৃত্য। হায় হায়, কি হলো গো, কি হলো! রাজা মশাই কোথা গেল গো—কোথা গেল?

মহা। আচ্ছা, পুকুরের জলে ভুড়ভুড়ি কাট্‌ছে কি?

ভৃত্য। ওগো না না।

মহা। তবে কি তুই খেয়াল দেখছিস্?

ভৃত্য। আমি তো আর মাতাল পাগল গেঁজেল নই।

আনন্দ। তুই ওর সঙ্গে কথা কস্‌নি। আমায় বুঝিয়ে বল্, মহারাজ নেই মানে কি?

ভৃত্য। একটা মস্ত লম্বাপানা ভূত, কি দানো, কি পেরেত, আমি ঠিক চিন্‌তে পারি নি, মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে অশোকবনের বাইরে গেল গো, বেরিয়ে গেল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, গলায় রা ফুটলো না, চেঁচাতে পারলুম না, রাজাকে ভূতে ধ'রে নিয়ে গেল গো,—ভূতে ধ'রে নিয়ে গেল!

মহা। (সভয়ে) আনন্দ ভায়া, এ চাকর ব্যাটা বলে কি হে? ভূত! অশোক-বনে ভূত! রাজার ঘাড়ে ভূত?

আনন্দ। ঐ, সত্যি বলচিস্—ভূত?

ভৃত্য। মালীরাও দেখেচে মশাই!

আনন্দ। আচ্ছা, আমি জেনে আস্‌চি।

ভৃত্য। আচ্ছা চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্চি।

(উভয়ের গমনোদ্যোগ)

মহা। (শশব্যস্ত ভৃত্যের হস্ত ধরিয়া) আরে ব্যাটা, যাস নি, আনন্দ একলা যাক; তোতে আমাতে কথা কই আয়।

[আনন্দের প্রস্থান।

হ্যাঁ রে, তোর বয়স কত? গায়ে খুব জোর আছে? আমায় কাঁধে নিয়ে দৌড়ুতে পারিস্? আমি তোকে ডাল-রুটী দেব, খুব খাস, গায়ে বেশ জোর হবে: (নেপথ্যে পদশব্দ) অ্যাঁ, ও কিসের শব্দ রে? ওরে ব্যাটা, বল না—ভূত?

ভৃত্য। (ভয়ে) হিঁ গো, ভূত—ভূত!

মহা। (অত্যন্ত ভয়ে) বাবা রে!

[ভৃত্যকে ধাক্কা দিয়া মহানন্দের বেগে প্রস্থান।

ভৃত্য। (ভূতলে পড়িয়া অতি কষ্টে) বাবা রে! গিছি রে!

[খঞ্জবৎ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রয়াগ—প্রান্তর।

(নহুষের প্রেতাত্মা ও যযাতির প্রবেশ)

প্রেতাত্মা। বৎস রে!
তোমা হেন পুত্র বিদ্যমানে
দারুণ দুর্গতি মোর!
শূন্যে শূন্যে ঘুরি, শূন্যে রহি আশ্রয়-বিহীন
নাহি পারি বৈকুণ্ঠে পশিতে;
স্বর্গের দুয়ারে
দণ্ডধর দেবদূত আটকে আমারে
হুঙ্কারিয়া ভৈরব গর্জ্জনে।

যযাতি। (বিষাদে) দারুণ দুঃখের কথা!
তোমা হেন ধাম্মিক-প্রধানে
দেবদূত দ্বার নাহি ছাড়ে,
না দেয় পশিতে স্বর্গমাঝে?
অশ্বমেধ, বাজপেয়, অগ্নিহোত্র আদি
শত শত মহাযজ্ঞ সম্পাদিলে তুমি;
কোটি কোটি ব্রাহ্মণে তুষিলে
নানাবিধ ভোজ্য-পান-দক্ষিণা-প্রদানে
গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা পূজিলে যতনে;
প্রজাগণে পুত্রসম পালিয়াছ পিতা,
দীন দুঃখী কাঙ্গাল সবারে
রেখে গেছ সুখের জগতে,
আরো কত পুণ্যকর্ম্ম—
তীর্থসেবা, ধর্ম্মসেবা করিয়াছ তুমি,
তবু তুমি স্বর্গহীন পিতা?
দিব্যমূর্ত্তিহীন হ'য়ে,
প্রেতাত্মা লভিয়ে ভ্রমিছ মনের ক্ষোভে,
কহ পিতা, কৃপা করি—
তোমা হেন পুণ্যবান্ জন
স্বর্গচ্যুত কিসের কারণ?

প্রেতাত্মা। পুণ্যচ্যুত হয়ে
স্বর্গচ্যুত হইয়াছি শেষ।

যযাতি। পুণ্যচ্যুত কি হেতু হইলে পিতা?

প্রেতাত্মা। পুত্রের পাপেতে।

যযাতি। (অতি বিস্ময়ে) আমার পাপেতে?

প্রেতাত্মা। মহাপাপী অধর্ম্মী নারকী তুই!
নিতান্ত অভাগা আমি,
ভাগ্যে মোর অনন্ত যন্ত্রণা,
তেঁই তুই হেন বিষ্ঠাকীট কুমার আমার।
লোকে পুত্র চায় স্বর্গ লভিবারে,
পিণ্ড পাইবারে,
ত্রাণ পেতে পুন্নরক হ'তে,
কিন্তু ছি ছি, মোর ভাগ্যে সবি বিপরীত।
স্বর্গ নাহি পাই, পিণ্ড নাহি পাই,
ভয়ঙ্কর নরক-অনলে—
জ্ব'লে মরি পলে পলে,
হাহাকারে ভাসি অশ্রুজলে।
পিতৃভক্ত সৎপুত্রের গুণে
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি দিব্য-রথে চড়ি

দিন দিন কত পিতা আনন্দ-অন্তরে
পশিছে স্বর্গের দ্বারে ;
নতশিরে দ্বারী ছাড়ে দ্বার
খা স্বর্গে পশিবারে হেরি সে সবারে,
ব কাঁদি আমি নিশ্বাস ফেলিয়া
হতাশ হইয়া হাহাকারে।
ক পুত্রসত্বে পুত্রহীন আমি,
স্ব হইনু নরকগামী !
ঐ ছি ছি ! এ দুঃখ রাখিব কোথা ?
ভো তি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) পিতা, পিতা !
না নিতান্ত পাপিষ্ঠ আমি,
দি জ্ঞানচক্ষু অন্ধ ছিল মোর,
মোহ-ঘোর তেঁই ঘুচে নাই ;
আজি কিন্তু তব দরশনে—
যযা তব পরশনে পেনু জ্ঞান,
কি গার বচনে মহামোহ হইল মোচন
য়য়াছি এতক্ষণে—
শুর সমান হয়ে,
র্থিব তামস মহোৎসবে
তিয়া সর্ব্বদা আমি ভুলেছিনু তোমা
পমূর্ত্তি নারীগণ-সনে—
র্থপর চাটুকার-সনে—
থিবীর পাপ-প্রলোভনে
র্ব্বনাশ করিয়াছি আমি,
হায় হায়, তেঁই তুমি প্রেতাত্মা-দশায়
মহাকষ্ট পাও দিবানিশি !
ধিক্ মোরে ধিক্ কোটিবার।
তৃদ্রোহী মহাপাপী আমি !
কেও নাহি স্থান মোর।
তা, পিতা, ধরি পায় ;
বহ আদেশ দাসে—
ক কার্য্য করিলে,
স্বর্গে তুমি পারিবে পশিতে ?
অসাধ্য হলেও তাহা করিব সাধন,
অগ্নিকুণ্ডে—অস্ত্রধারে—সর্পমুখে যদি
ত্যজিতে জীবন হয় প্রয়োজন,
তাহাও করিব আমি।
প্রাণদানে পিতৃঋণ শুধিব এখনি।

প্রেতাত্মা। বৎস যযাতি ! মতি-গতি
ফিরিয়াছে তোর।
শোন্ কথা মোর—
ত্যজিতে না হবে প্রাণ ;
দুই কার্য্য কর বাছাধন,
এক কার্য্য পরিণয়—
অন্য কার্য্য যজ্ঞ নরমেধ।
পরিণয় না হইলে বংশরক্ষা নাহি হয়,
বংশ না রহিলে
পিতৃলোক পিণ্ড নাহি পায়,
শ্রাদ্ধতর্পণাদি বিনা
পরলোকে কষ্ট পায় অতি।
এই সে কারণে হয় বিবাহ উচিত।
কিন্তু তুমি মোহাবেশে মজি,
পাপ ভজি, পাপী কৈলি মোরে।
বহুকাল হ'তে
যন্ত্রণার জ্বালাময় স্রোতে
জ্বলিয়া ভাসিয়া শূন্যে ঘুরি,
আর না সহিতে পারি।
অগ্রে তুই বিশেষ বিধানে
নরমেধ যজ্ঞ কর্।
তার পর করিস্ বিবাহ।
নরমেধ-যজ্ঞ বিনা
পাপ তোর ঘুচিবে না ;
তোর পাপ না ঘুচিলে স্বর্গলাভ
নাহি হবে মোর ;
বৈকুণ্ঠে না পাব স্থান।
মোক্ষদাতা শ্রীহরির শ্রীপদকমলে
নারিব লুটাতে শির।

যযাতি। পিতা, সন্দেহ বাড়িল চিতে,
না পারি বুঝিতে কিছু।

প্রেতাত্মা। কি সন্দেহ, কহ মোরে খুলি ?

যযাতি। পাপক্ষয়ে পুণ্য প্রয়োজন ;
কিন্তু পিতা,
নরমেধ-যাগে নরহত্যা করি,
ধর্ম্মপুণ্য কিরূপে লভিব ?
কিরূপে সে ধর্ম্মপুণ্যে
তুমি বা পশিবে স্বর্গধামে ?
কিরূপে হেরিবে নারায়ণে ?
কিরূপে মিশিবে তাঁর চরণ-পঙ্কজে ?
বিষম সমস্যা এ যে পিতা !

প্রেতাত্মা। আরে রে অবোধ পুত্র,
পৃথিবীর জীব তুই।
আমিও ছিলাম বটে, কিন্তু এবে নই।
যা বলিনু, তাই কর্।
নরমেধ-যজ্ঞ বিনা—হবে না হবে না—
কভু স্বর্গবাস মোর।

যযাতি। পিতা, ভয়ে কাঁপে প্রাণ !
এ যজ্ঞের কিরূপ বিধান ?

প্রেতাত্মা। দেবর্ষি নারদে

জিজ্ঞাসিও এ যজ্ঞবিধান।
তাঁহারি আদেশে তোরে কবিনু আদেশ
নরমেধ-যজ্ঞ করিবারে।
আজি নিশাকালে
তোর সন্নিধানে যাবেন নারদ-ঋষি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ভক্তিতে পূজিয়া,
নিবেদিবি সব কথা তাঁরে।
তিনিই দেবেন তোরে
নরমেধ-যজ্ঞের বিধান।
যাও এবে—যাই আমি,
যজ্ঞদিনে আবার দিব রে দেখা।

প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান

যযাতি। প্রণিপাত করি, পিতা,
স্বপ্ন মোর হইল সফল—
পিতৃ-মুক্তি—যজ্ঞ নরমেধ।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রয়াগ—মহানন্দের বাটীর একটি কক্ষ।

(মহানন্দ ও মাতঙ্গীর প্রবেশ)

মাতঙ্গী। ওগো, বল কি!

মহানন্দ। আমার মাথা আর মণ্ডু! নারদটা ধূর্ত্ত ঋষি, রাজাটাও তেমনি বোকা, তা না হ'লে এমন সৃষ্টিছাড়া নরমেধ-যজ্ঞ কেউ কখনও করে? যাই হোক্, একটা নর হ'লে হলো, তা নয়, আট বছর বয়স হবে, ব্রাহ্মণের ছেলে হবে, এমন বিধান যে পুরুত দেয়, সে রাক্ষস, রাক্ষস! কা'ল রেতে নারদ বুড়ো এই গণ্ডগোল বাধিয়ে গেছে, নগরময় হুলস্থুল পড়েছে, বামুনের আট-বছুরে ছেলে আর থাক্‌বে না—থাক্‌বে না—থাক্‌বে না।

মাতঙ্গী। (ভয়ে) ও মা, কি সর্ব্বনেশে যজ্ঞি গো! আমাদের বজ্জরধর যে ঠিক আট বছরের গো। আমার বুকের পাঁজরাগুলো থড়্‌থড় ক'রে নড়ছে গো! চোঁয়া ঢেকুর উঠছে গো! চোখ চিরে গল গল ক'রে জল গল্‌ছে গো!

মহা। অত ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদিস্‌ নে রে পাগ্‌লি, কাঁচা কাজল জলে ধুয়ে গেল যে।

মাতঙ্গী। ওগো, বজ্জর আগে, না কাজল আগে? যদি রাজা মিন্‌ষে জান্‌তে পারে, আমাদের বজ্জর ঠিক আট বছরের, তবেই তো আমার কোল শূন্যি! দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধ'রে শেষে কি এই হ'লো! বাছা আমায় ফেলে গেল! হায় হায়, নরমের ওপর দিয়েই নরমেধ হ'ল্যো গো! বাপ রে আমার—কোথা গেলি রে বাপ!

মহা। ওগো ওগো, কর কি? বজ্জরা যায় নি। কেন মিছি মিছি "বাপ রে আমার—কোথা গেলে রে" ব'লে কেঁদে আথালি-পাথালি খাচ্চো? স্থির হও, চুপ কর।

মাতঙ্গী। হুপভাঙ্গা মন চুপ মানে না যে গো। ওরে বজ্জর! মা'র মাথায় বজ্জর হান্‌লি রে বজ্জর!

মহা। বজ্জর বজ্জর ক'রে মজালে তুমি। যদি বা ছেলেটা বাঁচতো, সে দফাও রফা করলে। ওগো, শীগ্‌গির চোখ মুছে ঢোক গিলে কান্নার সুর গিলে ফেলো। ঐ বজ্রধর দৌড়ে আস্‌ছে; চুপ চুপ।

(বেগে বজ্রধরের প্রবেশ)

বজ্র। মা, ও মা, তুই কাঁদছিস্? বাবা, তুই মাকে মেরেছিস্? তোর বড্ড বাড় বেড়েছে, বাবা। দাঁড়া, রাজা মশাইকে ব'লে দিয়ে আস্‌ছি। (গমনোদ্যোগ)

মাতঙ্গী। (বজ্রের হাত ধরিয়া) কোথায় যাস বাবা? সে যমের কাছে যাস্‌নি।

বজ্র। যমের কাছে কেন? রাজার কাছে।

মাতঙ্গী। ও রে, যমের কাছে যাওয়া সইতে পারি, কিন্তু রাজার কাছে যাস্‌নি। রাজা মিন্‌ষেই জ্যান্ত যম রে যাদু। রাজা পোড়ার-মুখো নরমেধযজ্ঞি করবে, তা তোকেই নাকি ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে কেটে আগুনে হোম করবে।

বজ্র। (সভয়ে) অ্যাঁ, বলিস্ কি মা! ন্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে আমাকেই কাটবে! অ্যাঁ অ্যাঁ! (রোদন)

মহা। ভাল জ্বালা! আচ্ছা ল্যাঠা! মায়েপোয়ে কান্নার কারবার সুরু করলে দেখছি। ওরে বজরা, থাম থাম। ও মাতু, থামো থামো—মাতন্ থাম গো, তোমাদের সাতগুষ্টীর পায়ে পড়ি, চুপ দাও।

নেপথ্যে আনন্দ। (বিকৃত কৃত্রিমস্বরে) মহানন্দ শর্ম্মা বাড়ী আছেন?

মাতঙ্গী। ওগো, ছেলে গেল গো! ছেলে গেল! ঐ রাজবাড়ী থেকে ছেলেধরা এসেছে গো! কোন্ আঁটকুড়ীর ব্যাটা আমার বাছার সন্ধান ব'লে দেছে গো! ওগো কি হবে! হে মা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল কর মা, জোড়া মোষ দে পূজা দেবো মা!

মহা। ব্রাহ্মণি, ধাক্কা লাগলেই ঠাকুর-দেবতার পায়ে লুঠে পড়,—কতই জীবহত্যের মানসিক করেছ, সংখ্যা করলে পৃথিবীতে তত পাওয়া যায় কি না সন্দেহ;

কিন্তু কাজ-সিদ্ধির পর মোষ-পাঁঠা তো দূরের কথা, একটা ছাবপোকার ডিমও খাঁড়ার তলায় রাখ না।

মাতঙ্গী। সে আমার দোষ, না তোমার? তুমিই তো বাধা দেবার ঠাকুরদাদা! সে দিন একটা পাঁঠা কিনিয়ে আনালুম; চুপি চুপি দশ পোণ নিয়ে তুমি তাকে বেচে ফেল্‌লে, আমার দোষ?

বজ্র। হুঁ হুঁ; বাবা ম'লে আজ্জন্মে পাঁঠা হবে, মা দশ পোণ নিয়ে আমায় বেচবে, ঠাকুরের পাঁঠা অমনি না—হ্যাঁ।

নে-আ। (পূর্ব্ববং স্বরে) ওগো, মহানন্দ মহাশয় বাড়ী আছেন?

মাতঙ্গী। ওগো, এখনও মিন্‌ষে যায়নি যে, আবার ডাক্‌ছে, সর্ব্বনাশ হাতের কাছে। হ্যা দ্যাখ বাবা বজ্জর, এইখানে থাক্‌, আমি এক্ষুনি আস্‌চি।

[বেগে প্রস্থান।

বজ্র। বাবা, মা অমন কর্‌ছে কেন?

মহা। কুস্তির কসরৎ শিখছেন।

(কম্বল লইয়া মাতঙ্গীর পুনঃ প্রবেশ)

মাতঙ্গী। বাবা বজ্জর রে, থপ ক'রে ভুঁয়ে শুয়ে পড়, ঝপ ক'রে কম্বল ঢাকি, শো শো শো।

বজ্র। ও বাবা, এই কুস্তির কসরৎ। হাঁপিয়ে মর্‌বো, ভারি গরমাই।

মাতঙ্গী। হাঁপিয়ে মরণ, তাও সয়, কিন্তু চুপিয়ে কাটন সইতে পার্‌বো না। শো বাবা, ঝট ক'রে শো।

মহা। ছেলেটাকে গলা টিপে মারবে না কি? তুমি তো দেখচি খুব দয়াবতী।

মাতঙ্গী। তুমিও তো খুব দয়াবতী! জলজ্যান্ত ছেলেটাকে খাঁড়ার তলায় আগুনঝলায় ফেলে দিতে চাও না কি? শো রে শো। (বজ্রধরকে ভূতলে ফেলিয়া কম্বল ঢাকন।)

নে-আ। (পূর্ব্ববং স্বরে) ওগো মহানন্দ ঠাকুর মহাশয়, থাকেন তো সাড়া দিন, নইলে ফিরে চল্লুম।

মহা। আঃ, কে ডাক্‌চো হে?

নে-আ। (পূর্ব্ববং স্বরে) আমি।

মহা। আরে, আমিও তো আমি, আমি বললে চিনবো কি ক'রে? আমি কি নামী।

নে-আ। (পূর্ব্ববং স্বরে) আনন্দ শর্ম্মা।

মহা। অমন ষাঁড়ের মত গলা কেন?

নে-আ। (স্বাভাবিক স্বরে) চেনা লোককে যে সাড়া দেও না।

মহা। বটে, যাক্‌, কি দরকার?

নে-আ। একাদশ বৃহস্পতি।

মহা। উঁহু, রন্ধ্র গত শনি।

নে-আ। তোমার দিব্য, একাদশ বৃহস্পতি।

মহা। আচ্ছা, দাঁড়াও, দোর খুলচি।

[প্রস্থান।

মাতঙ্গী। বাবা রে, নড়িস্‌ নি; একটুখানি মড়ার মত অসাড় হয়ে প'ড়ে থাক।

(আনন্দের সহিত মহানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

আনন্দ। বৌ-দিদি, মুখ চোখ অত রাঙ্গা কেন?

মাতঙ্গী। ভিজে কাট; রান্নাঘরে টেঁকা ভার, তাই ভাই এ ঘরে এসে হাঁফ ছাড়ছি।

আনন্দ। দাদাকে চুলোয় বরাত দিতে পার নি?

মহা। আমার রন্ধিত ব্যঞ্জনে কুকুরেও মুখ দেয় না।

আনন্দ। তুমি দিলেই বস!

মহা। আমি বুঝি কুকুর?

আনন্দ। গোবিন্দ, দাদাঠাকুর।

মহা। যাক্‌, ব'সো। একাদশ বৃহস্পতির সঞ্চারটা দেখাও তো ভায়া।

আনন্দ। ভুঁয়ে বস্‌বো কি? এই যে একখান ভোটকম্বল, পেতে বসি।

মাতঙ্গী। না না, না না, উঁহু, ছুঁয়ো না, কম্বল ছুঁয়ো না।

আনন্দ। ব্যাপারখানা কি?

মাতঙ্গী। ছোঁচ পড়েচে।

আনন্দ। ওর ভেতরে নড়ে কি? বেরাল?

বজ্র। উঁহু, আমি। (শশব্যস্তে কম্বল ফেলিয়া দিয়া উত্থান)

আনন্দ। কে রে? বজ্জর?

মাতঙ্গী। বাছার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। এই কুল্লে ছ-বছর ন-মাস তের দিনের ছেলে; আহা, জ্বরে জ্বরে বাছাকে খেলে।

মহা। (স্বগত) দেবী আমার বুদ্ধিতে ক্ষুরের ধার। দেখছো, অমঙ্গলের সঙ্গে কেমন বেমালুম মঙ্গল মিশিয়ে দিচ্ছেন। (প্রকাশ্যে) বলি, আনন্দ ভায়া, সঞ্চার কর।

আনন্দ। হ্যাঁ, করি;—মহারাজ দেশবিদেশে লোক পাঠাচ্ছেন, কত দিকে কত রথ ছুটছে; কত লোক রাশি রাশি ধনরত্ন, অন্ন-বস্ত্র, অর্থ নিয়ে একটি অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বালক আনতে বহির্গত হয়েছে। তোমাকেও ধনরত্নাদির সহিত বালক অন্বেষণে প্রেরণ করা হবে, তাই মহারাজ আমায় দিয়ে তোমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েচেন। আমিও এক দিকে যাব। যে ব্যক্তি কৃতকার্য্য হয়ে আস্‌বে, সম্রাট্‌ তাকে এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

মহা। (অতিবিস্ময়ে) অ্যাঁ, বল কি ভায়া, একাদশ

বৃহস্পতি তো অতি তুচ্ছ, এ যে দেখচি একেবারে পূরো রাশিচক্র! নবগ্রহ একসঙ্গে অনুকূল! এরূপ স্বপ্নাতীত অনুমতি কখন্ হলো?

আনন্দ। হবামাত্রেই তোমার নিকট ছুটে এলাম।

মহা। বটে! আহা, তবে তো ভাবি কষ্ট হয়েচে। মাতু, গুড়-ছাতু ভায়াকে শীগ্‌গির দাও, ঠাণ্ডা জল আন। আনন্দ ভায়া ভারি ঘেমেছে! বজ্র, দুখানা পাখা নিয়ে আয়, দুহাতে হাওয়া কর।

আনন্দ। (স্বগত) একেই বলে লোভ-সাগরে ভাবের ঢেউ! (প্রকাশ্যে) না দাদা, ও সবে দরকার নাই।

মহা। অ্যাঁ,—কেন—কেন—তা—তা—

আনন্দ। দাদা, একটা কথা, যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তোমাকে অর্দ্ধেক দেব; যদি তুমি হও, আমাকে অর্দ্ধেক দিও, কি বল?

মহা। (স্বগত) পুরস্কারের অর্দ্ধেক ভাগ, না তিরস্কারের পূরো ভাগ? আমি মরবো খেটে, ভায়া নেবেন বেঁটে। উঃ বাপ! এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা! ছোঁড়াটাকে হাতছাড়া করবো কি? তাই তো—ছেলে—মাগী বড় রাগী—লোকানন্দে—তা হোক্—উঁহু কাজনি, থাক্। আগে বাইরে চেষ্টা করি; না পাই, শেষে বজ্রাকে যজ্ঞে দিয়ে কোটি স্বর্ণমুদ্রার বস্তা ঘরে পূরবো। এর পর ছেলে ঢের হবে, কিন্তু কোটি স্বর্ণমুদ্রা ত হবে না।

আনন্দ। কি ভাবচো, দাদা?

মহা। কোন্ দিকে যাব, তাই ভাবচি।

মাতঙ্গী। যে দেশে মেয়ের চেয়ে ছেলে বেশী, সেই দেশে যাও। দেখ না, বড় সুযোগ, কম নয়, এক কোটি—ইস—! এক কোটি সোনা!

মহা। অ্যাঁ, তুমি স্ত্রীলোক হয়ে, ছেলের মা হয়ে, এমন লোভ করছো?

মাতঙ্গী। আমি তো আর নিজের হাতে ছেলে ধ'রতে যাচ্চি নি; তোমার খুসী, যাবে যাও, রবে রও।

আনন্দ। (স্বগত) যেমন দেবা, তেম্নি দেবী! (প্রকাশ্যে) এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরামর্শ করতে নেই, চল, আমরা রাজবাড়ী যাই। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলি, আমি তাই ছেলে ধ'রতে নারাজ। তবে সম্রাটের সাম্নে না বলতে পারি নি, তুমি যা হয় কোরো।

মহা। তা আমিই তোমায় রেহাই দেবো। ব্রাহ্মণি, বজ্রকে নিয়ে রসুই-ঘরে যাও; আমি এখনি আস্‌চি! (যাইতে যাইতে) হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল কথা, আগে সদরদোরে হুড়কোটা এঁটে দে যাও। ধর্ম্মভণ্ড স্বার্থপর ভিখিরীদের চাঁদা আদায়ের ভারি উৎপাত।

মাতঙ্গী। হুড়কোর হিড়িকেই গেলে! তুমি ভারি নীরস রসিক।

মহা। বা রে আমার ভাঙ্গা বাঁশী! সরস-রসিকতার ধুম্বো ঢেঙ্গা মাদী খাসি। আমি মুক্ষু সুক্ষু রসিক, আমার বাক্-নাটকে স্থানে স্থানে নীরস রসিকতার রসবিরোধ ঘটে, কিন্তু ওরে আমার ব্যঙ্গবিহারিণি বিচ্ছেদিগ্‌গজিনি রসছড়ানি। তোমার সরস-রসিকতার এক-চখো মহা-সমালোচনা শিকেয় তুলে থোও।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবগ্রাম—সিদ্ধার্থের কুটীর-সম্মুখ।

কাত্যায়নী ও কুশধ্বজ।

কুশ। (কাতরস্বরে) মা, বড় ক্ষিদে পেয়েচে, কি আছে, দে না মা।

কাত্যা। (সদুঃখে) কি দেবো বাবা, কিছুই যে নেই।

কুশ। তবে আমি শুকিয়ে মরি, তুই দাঁড়িয়ে দ্যাখ।

কাত্যা। (স্বগত) হা কপাল! মায়ের সাম্নে ছেলে উপুসী। ভগবান্, গরীবদুঃখীদের ঘরে ছেলে কেন? আমি বন্ধ্যে হ'লে সব যন্ত্রণা ঘুচে যেতো। হরি, তোমার লীলা বোঝা ভার,—যার বিষয় আছে, তার তনয় নেই, যার তনয় আছে, তার বিষয় নেই; কোন লোকই জগতে সুখী নয়, একটা না একটা বিষয়ে কষ্ট আছেই। ঠাকুর, অন্য ধনের চেয়ে পুত্রধনের মূল্য অনেক বেশী, আমার একটি আধটি নয়, তিনটি ছেলে। কোথায় আমি সুখী হব, না অনন্ত দুঃখে নিরন্তর চো'খের জলে ভাস্‌চি। দিন নেই, ক্ষণ নেই, কেবল দারুণ যন্ত্রণা—নিদারুণ ভাবনা।

কুশ। মা, তুই চুপ ক'রে রইলি, তবু কিছু খেতে দিলি নি? কি করবো, পুকুরে গিয়ে জল খাই।

কাত্যা। ওরে অবোধ ছেলে, এ কি কাঠ খড়ের আগুন যে, জলে নিববে? পুকুরের জলে ক্ষুধানল আরও জ্বলে।

কুশ। আচ্ছা মা, মাটীতে গাছ হয়, গাছে মিষ্টি ফল ফলে, কিন্তু মাটী কেন মিষ্টি হয় না?

কাত্যা। (স্বগত) ক্ষুধাতুর শিশুর মুখে অদ্ভুত প্রশ্ন! আমি কিন্তু এর উত্তর জানি নি!

কুশ। মাটী মিষ্টি হ'লে বাবাকে দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হ'তো না, তোকে কাঁদ্‌তে হ'তো না, দাদাদের সঙ্গে আমাকে ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে হতো না। আর সেই দস্যি বস্তিটের গালাগালিও শুন্‌তে

হ'তো না। যখনি ক্ষিদে পেতো, তখনি মাটী খেতুম, মাটী কিন্তু মিষ্টি নয়, কি খাবো মা?

কাত্যা। তোর দাদারা বনে বনকুল পাড়তে গেছে, এখনি আসবে, একটু থাম্ বাবা।

কুশ। তোর ক্ষিদে পায় নি কি না, তাই থাম্ থাম্ ক'চ্ছিস।

কাত্যা। বাছা রে, তুই যে খাবি নি, নইলে আমার বুকের মাংস কেটে তোকে খেতে দি। হরি হে, তোমার পৃথিবীতে এত খাবার জিনিস, তবু আমার ছেলে তিনটি খেতে পায় না। আর জন্মে আমি না জানি, কত ছেলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলেম, তাই এই জন্মে চক্ষের সামনে নিজের ছেলেগুলিকে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করতে দেখতে হচ্ছে। আকাশ, তোমার অত বড় ভাণ্ডার, কিন্তু আমার মস্তকে নিক্ষেপ করতে কি একটিও বজ্র নেই?

(রোদন)

কুশ। মা, তুই কাঁদচিস্?

কাত্যা। না বাবা!

কুশ। মা, আমার ক্ষিদে গেছে, এই গাছতলায় শুয়ে থাকি।

কাত্যা। (স্বগত) প্রথম বোলটিতে আমায় প্রবোধদান, দ্বিতীয়টিতে বাছার ক্ষিদের কষ্ট প্রকাশ। (প্রকাশ্যে) বাবা, এইখানে খানিক থাক, আমি তোমার দাদাদের ডেকে আনি। আমিও বনকুল আন্‌চি! কোথাও যেয়ো না।

[প্রস্থান।

কুশ। যাদের খাবার পাবার উপায় নেই, তাদেরি বেশী ক্ষিদে, যাদের কিছু ক্ষিদে নেই, তাদেরি কাছে অনেক খাবার; যে কাঠে জল নেই, সেই কাঠ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে, কিন্তু যে কাঠে জল আছে, সে কাঠ জ্বলে না। আমার জ্বলন্ত ক্ষুধানল দেখে মা চোখের জল মুছতে মুছতে বনকুল আন্‌তে গেল। আর কখনও মা'র কাছে ক্ষিদের কথা বল্‌বো না; বল্‌লে মা আবার কাঁদবে! ক্ষিদে পেলেই পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌বো। (ক্ষণপরে) বড় ঘুম পাচ্চে, ঘুমুই, ক্ষিদের কষ্ট মিটে যাবে। বাবা বলেন, "হরি অন্নদাতা।" হরি, আমার ক্ষিদের কষ্ট মিটিয়ে দাও!

(বৃক্ষতলে শয়ন)

তৃতীয় দৃশ্য

দেবগ্রাম—পথ।

(রত্নদত্তের সহিত মণিদত্তের মিষ্টান্নহস্তে প্রবেশ)

মণি। বাবা, আর হাঁটতে পাচ্চি নে।

রত্ন। তবে এই গাছতলায় ব'সে খাবার খা, আমি সিধুঠাকুরের কাছে প্রাপ্য আদায় ক'রে আনি। (কিয়দ্দূরে গমন, এমন সময়ে সহসা অন্তরীক্ষ হইতে বেগে একটা চিলের অবতরণ ও মণিদত্তের হস্ত হইতে ছোঁ মারিয়া ঠোঙা সমেত মিষ্টান্ন লইয়া প্রস্থান।)

মণি। (সরোদনে) বাবা, চিল ছোঁ।

রত্ন। দূর হ বোকা ছেলে, এত অন্যমনস্ক। এক পণ কড়ির মেঠাই-মণ্ডা চিলের নখে উড়িয়ে দিলি! তোর কিছু হবে না, চিরকাল লোকের কাছে ঠক্‌বি। আমি যে কত কৌশল ক'রে সুদি অর্থের কাঁড়ি জমালেম, তুই ব্যাটা আমি—ঈশ্বর না করুন—ম'লে দুদিনে সব উড়িয়ে দিবি। তো হ'তেই চতুর রত্নদত্ত যতুর হবে।

মণি। কি খাব বাবা?

রত্ন। বাবার মাথা, গাছের পাতা।

(এক জন মিষ্টান্নবিক্রেতার প্রবেশ)

মি-বি। চাই মেঠা—(দেখিয়া চমকিতভাবে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, রত্নদত্ত এ পথে! ফিরে পালাই।

রত্ন। বলি ওহে ময়রা!

মি-বি। (স্বগত) ব্যাটা যেন সহস্রলোচন ইন্দির, পিঠেও চোখ (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে কি বলচেন, দত্তমশাই?

রত্ন। মহাজনকে দেখে ফিরে পালাচ্চো?

মি-বি। মহাযমকে দেখে কে না পালায়?

রত্ন। মহাযম, না মহাজন?

মি-বি। আমড়া মুড়্‌ক্ষু সুড়্‌ক্ষু লোক, অত অখির মানে বুঝি নি, মশাই।

রত্ন। তা বুঝেও দরকার নেই, সুদশুদ্ধ আমার একুশটো মুদ্রা দাও তো।

মি-বি। (স্বগত) এই সেরেছে। একুশটো তাবা যোগাড় কত্তে পারি নি, তা একুশটো মুদ্রা। এর একুশটো মুদ্রা নিয়ে আমার বুকের একুশখানা পাঁজড়া খ'সে যাচ্চে। ভগবান্! কবে আমাকে ঋণমুক্ত করবে? রত্নদত্তর কাছে যে একবার ঋণ করেছে, তাকে সাত পুরুষ চির-ঋণী থাক্‌তে হয়।

রত্ন। দাও না হে!

মি-বি। আজ্ঞে, আজকাল তেমন বিক্কিড়ি-সিক্কিড়ি নেই তাই সুবিধে ক'ত্তে পাচ্চিনি।

রত্ন। আচ্ছা, তিন মাসের সুদটো সাত মুদ্রা চোদ্দ গণ্ডা চুকিয়ে দাও।

মি-বি। আজ একটিও দিতে পাচ্চি নি। এখনও বৌনি হয় নি, মশাই!

রত্ন। কবে দেবে, ঠিক ক'রে বল?

মি-বি। আস্‌চে মাসে সুদসমেত বেবাক চুকিয়ে দেবো।

রত্ন। যদি না দাও, তবে প্রতি মুদ্রায় প্রত্যহ দু'গণ্ডা ক'রে সুদ ধরবো, তার ওপর সুদের সুদ আদায় করবো।

মি-বি। তাড় চেয়ে আমাড় গলায় ক্ষুড় বসিয়ে দিন্‌!

রত্ন। আমার মুদ্রা তো আর মাটীর চাক্তি নয়, শক্ত রূপো! রূপো বাড়ে বই আর কমে না। যাক্, এখন তুমি একপো মিষ্টান্ন দাও।

মি-বি। যে আজ্ঞে, দয়া ক'ড়ে যদি এই ড়কমেও আদায় কড়েন, তবে ড়ক্ষে পাই।

রত্ন। এ আসল আদায় নয়, সুদের ফাও।

মি-বি। (সবিস্ময়ে) বল কি দত্ত মশাই, সুদের ফাও! আজ্ঞে, আমি বড় গড়িব, সুদেড় ফাও দেবো কি ক'ড়ে।

রত্ন। তবে সমস্ত মুদ্রা মায় সুদ কড়া-ক্রান্তি এখনি চুকিয়ে দিয়ে কথা কও।

মি-বি। (স্বগত) যমেও দয়া কড়ে, কিন্তু তোমাড মত সুদপিচিশে দয়া কড়ে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা নিন্‌ দত্ত মশাই, সুদেড় ফাও নিন্‌। (মিষ্টান্ন প্রদান)

[মিষ্টান্ন-বিক্রেতার প্রস্থান।

রত্ন। (মণিদত্তের হস্তে মিষ্টান্ন দিয়া) এইবার খুব সাবধান। আমার সঙ্গে আর এখানে থাক্‌লে আবার চিলে ছোঁ মারবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সিদ্ধার্থের কুটীর-সম্মুখ।

বৃক্ষতলে কুশধ্বজ নিদ্রিত।

কুশ। (স্বপ্নে) বড় ক্ষিদে, হরি, বড় ক্ষিদে। (অন্তরীক্ষ হইতে চিল-নখরচ্যুত ঠোঙাসমেত মিষ্টান্ন পতিত) অ্যাঁ, কে আমাকে ঢিল মারলে! কই, ঢিল তো নয়, পাতা মোড়া কি একটা, খুলে দেখি। (তদ্রূপ করিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, এ যে নাড়ু! কে দিলে? কে ফেল্‌লে? কই, কই, কেউ তো এখানে নেই! (ঊর্দ্ধে দেখিয়া) ওঃ, বুঝেছি, ঐ চিল এই খাবার ফেলেছে। আহা, আমার হরি ঠাকুরের অপার দয়া। আমি ঘুমুবার সময় বলেছিলেম, অন্নদাতা হরি, আমার ক্ষিদের কষ্ট মিটিয়ে দাও, তাই তিনি চিলকে দিয়ে আমায় খাবার পাঠিয়েছেন।

(গীত)

ক্ষুধানলে বড়ই জ্ব'লে,
ভেসেছিলেম নয়ন-জলে।
কাতর হয়ে কাঁকর ভুঁয়ে
ছিলেম শুয়ে ঘুমের কোলে॥
ব্যাকুল হয়ে আমার দুখে,
দয়াল হরি চিলের মুখে,
জানি না গো কোথায় থেকে,
খাবার দিলে ক্ষুধার কালে;—
মা এলে বল্‌বো মাকে,
হরিনামে খাবার মিলে॥

মা'র জন্যে, বাবার জন্যে, বড় দা, মেজদাদার জন্যে সাতটা নাড়ু রাখি, আমি আর একটা খাই। (ভক্ষণোদ্যোগ)

(সহসা রত্নদত্ত ও মণিদত্তের প্রবেশ)

রত্ন। ওরে ও কুশো! বাতাসা জোটে না, এত নাড়ু পেলি কোথা?

কুশ। (পশ্চাদ্ভাগে নাড়ু গোপন করিয়া) চিলে ফেলে দিয়েছে।

রত্ন। কি কি! চিলে নাড়ু ফেলেছে?

কুশ। হুঁ।

রত্ন। হক্কের ধন হাবাবার নয়। ব্যাটা চিল, আমার ছেলের হাতে ছোঁ মেরে পরের ছেলের হাতে ফেলেছো! পাওয়া গেল, ভালই হ'লো। ওরে কুশো, তোর নাড়ু খাবার কপাল নয়, সব নাড়ু আমার মণির হাতে দে; ও আমার মণির নাড়ু।

কুশ। (সদুঃখে) আমি তো মণির কাছ থেকে নিইনি।

রত্ন। যখন চিলে নিয়ে তোকে দিয়েচে, তখন তোরই নেওয়া হয়েচে। দে, নাড়ুগুলো দে।

কুশ। আচ্ছা, আমার নাড়ুটো নেও।

মণি। বাবা, আমার হাতে অনেক নাড়ু আছে, কুশী ওটা থাক্।

রত্ন। ওঃ, ব্যাটা আমার কি দাতার ব্যাটা দাতা রে! ফের যদি অমন বেফাঁশ বাক্যি বলবি তো দু গালে এক চড় বসিয়ে দেবো। (চপেটোত্তোলন)

কুশ। (শশব্যস্তে বাধা দিয়া) ওগো, মণিকে মেরো না, মেরো না, এই নেও আমার নাড়ুটো।

রত্ন। আর ওগুলো?

কুশ। ওগুলো তো আমি খাব না, বাবা, মা, দাদাদের জন্যে রেখেছি।

রত্ন। আবে রেখে দে তোর বাবা, মা, দাদা! দে ঠোঙা শুদ্ধ সব নাড়ু আমাব মণিব হাতে।

কুশ। এই নাও। (মণিদত্তের হস্তে ঠোঙা-সমেত সমস্ত নাড়ু প্রদান করিয়া সখেদে) ক্ষিদে আমাব, নাড়ু আমার নয়!

মণি। (স্বগত) আহা, হাতে পেয়েও কুশী খেতে পেলে না। বাবা আমাব দস্যি!

রত্ন। ওবে কুশো, তোব বাবা কোথা?

কুশ। তোমাব ধাব শুধবে ব'লে ভিক্ষে কবতে গেছে।

রত্ন। ভিক্ষেয় কি ধাব শোধ হয়? ধাব ববং আরও বাড়ে। লক্ষ্মীব ভাণ্ডাব এনে দিলেও রত্নদত্তের ধাব সাত জন্মে কেউ শুধতে পাবে না।

কুশ। আমাব বাবাও তাই বলে।

রত্ন। তোমাব মা কোথা?

কুশ। দাদাবা বনে বনকুল পাড়চে, মা গেছে তাদেব ডাকতে।

রত্ন। মণি, এইখানে ব'সে খাবাব খা। আমি কুশোর মাকে খুঁজে আনি। (বিবক্তিবিদ্রূপে) বনে বনে বনকুল পাড়া হচ্ছে, ধাব শোধবাব সাড়া নেই।

[প্রস্থান।

(দ্বৈত গীত)

মণি। খেতে গে তুই পাস্‌নি খেতে
হাতেব নাড়ু ছিল বে হাতে,
(আমাব বাবা) নিদয় হয়ে,
ব্যথা দিলে তোর কোমল চিতে।
আয় কুশী ভাই মোর সমুখে,
নাড়ু তুলে দিই মলিন মুখে,
ক্ষুধার যাতনা রবে না রবে না,
দারুণ বেদনা হবে না পেতে॥

কুশ। না ভাই নাড়ু খাব না খাব না,
তোকেও গাল খাওয়াব না।

মণি। বাবা কাছে নাই, ভয় কি রে ভাই?

কুশ। না ভাই, নাড়ু নেবো না নেবো না।
তুই তো জানাবি নি জানি,
কিন্তু তোব বাবা যে জান্‌তে পারবে?

মণি। কি ক'বে জান্‌বে?

কুশ। এই যে দেখ না, নাড়ু ফেলে দিলে চিলে, তোর বাবা চিনে নিলে।

মণি। দেখলে তো চিনবে? পেটে গেলে বাবার চোখের কি সাধ্যি যে চিন্‌তে পাবে?

কুশ। নাক দে যদি আমার মুখ সোঁকে, তবেই তো নাড়ুব গন্ধ পাবে?

মণি। যাতে বাবা তোব কাছে না যায়, তার উপায় কববো।

কুশ। দেখিস্ ভাই, আমাব জন্যে তোকেও যেন বিপদে পড়তে না হয়।

মণি। তুই দেবী কবলেই বিপদ, শীগ্‌গির খা, আমি তোকে খাইয়ে দি। (খাওয়াইয়া দেওন)

কুশ। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া চঞ্চল হইয়া) ও ভাই, কে আস্‌চে বুঝি।

মণি। (শশব্যস্তে) তবে এই ক'টা নাড়ু তোর জন্যে পাতা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখি; তোর মুখ মুছিয়ে দি; তুই হাসিস্ নি কুশী; খুব মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্; আমি কান্না ক'বে কাঁদি। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ!

(রত্নদত্তেব পুনঃ প্রবেশ)

রত্ন। (শশব্যস্তে) কি বে মণি, কি হয়েছে? কাঁদচিস্ কেন? কুশো তোকে মেরেছে?

মণি। না বাবা, কুশী মাবে নি, চিলে মেরেচে!

রত্ন। চিলে মেবেচে কি বে?

মণি। ছোঁ মেবেচে।

রত্ন। আবাব ছোঁ?

মণি। ও যে চেনা চিল, একবার নাড়ুব স্বাদ পেলে, বাব বাব ছোঁ।

রত্ন। (বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া) ছোঁ ছোঁ, তুই ব্যাটা বোকা, কবলি কি? ষোল ষোলটা নাড়ু এক দম্ জলে ডুবলো!

মণি। জলে ডোবে নি বাবা, আকাশে উড়লো।

রত্ন। তোব কপাল পুড়লো। আট দিন তোর জলপানি বন্ধ, সুদের কড়ি ক্ষিদেয় শোধ ব্যাটা!

কুশ। (সদুঃখে) মণি ভাই, আট দিন তুই জলপানি—

মণি। ওরে কুশী, পালিয়ে আয়, আবার ছোঁ মারবে ডোম চিলেব ছোঁ চোখ তুলে নেয়।

[কুশধ্বজ ও মণিব বেগে প্রস্থান।

রত্ন। বামনী মাগীকে তো দেখতে পেলেম না; দেখি, বামন কতক্ষণে আসে। আজ আসলের একান্ন আর সুদের সাড়ে তিন শো আদায় ক'বে তবে ছাড়বো। রোজ রোজ ভাঁড়াভাঁড়ি আর ভাল লাগে না। (বৃক্ষতলে উপবেশন ও ক্রমে ক্রমে তন্দ্রাকর্ষণ)

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! যম যে সম্মুখে তন্দ্রায় ঢুলচে; চোখ মেলবার অগ্রেই চ'লে যাই। না, যাব না। (প্রকাশ্যে) আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

রত্ন। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ! তুমি? অনেকক্ষণ এসে তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছি।

সিদ্ধার্থ। তবে তো আপনার বড় কষ্ট হয়েছে!

রত্ন। (দণ্ডায়মান হইয়া) কষ্ট দিচ্চ কেন? পাওনাগুলো মায় সুদসমেত অদ্য তোমার চুকিয়ে দেবার কথা, দিয়ে কষ্ট দূর কর।

সিদ্ধার্থ। (স্বগত) কষ্টের প্রতিশোধ কষ্টে! হা নারায়ণ, হা মধুসূদন হরি, দরিদ্রের কেন মৃত্যু হয় না? আর যে ঋণসঙ্কটরূপ জ্বলন্ত নরকের অনন্ত যাতনা সহ্য হয় না! কৃষ্ণ হে, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী জগন্মাতা লক্ষ্মীর পতি, তবে কেন তোমার এই দীনহীন দরিদ্র ভক্তের দুর্গতি-মোচন হয় না? ঠাকুর, যদি মৃত্যুর অপেক্ষা অন্য কিছু ভব-যন্ত্রণার বিষয় থাকে, তবে তা ঋণ! যে চিরদীন, তারই চিরঋণ। এই চিরদীনের চিরদিনই কি চিরঋণ থাক্‌বে হরি?

রত্ন। চুপ ক'রে রইলে কেন? দাও না, দাও না?

সিদ্ধার্থ। (স্বগত) হে রমাকান্ত! এই অশান্ত কৃতান্তের তীক্ষ্ণ দন্ত হ'তে আমা হেন হতভাগ্যকে পরিত্রাণ কর।

রত্ন। কথার জবাব নেই যে! বলি, এ তোমার কিরূপ বিবেচনা? মুদ্রা দেবে কি না? আমার আর কোন অপরাধ নেই।

সিদ্ধার্থ। মহাশয়, আপনার কিসের অপরাধ? আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী। যখন আজ পর্য্যন্ত আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পাচ্চিনে, তখন আপনার দোষ কি?

রত্ন। এখন দোষাদোষ থাক্, একান্ন আসল আর সুদ সাড়ে তিন শো, সাকল্যে চার শো এক মুদ্রা ফেলে দিলেই তো সব গোল মিটে যায়—দোষ কেটে যায়।

সিদ্ধার্থ। ক্ষমা করুন, সুদ কোনমতেই দিতে পারবো না।

রত্ন। আসল ছাড়তে পারি তো সুদ ছাড়তে পারিনে। সুদ আমার মায়ের দুধ, দুধ ছাড়লে বাঁচবো কি ক'রে? সুদে আসলে কড়াক্রান্তিও বাদ দেবো না, সমস্তই বুঝে নেবো!

সিদ্ধার্থ। আমার অবস্থা তো আপনি জানেন?

রত্ন। আমার অবস্থাও তো তুমি জান?

সিদ্ধার্থ। জানি, আপনার অবস্থা শরৎকালের শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র, আমার অবস্থা গ্রীষ্মকালের দগ্ধ মরুভূমি।

রত্ন। আঃ, কি বল তুমি? মরুভূমির সঙ্গে ঋণের কারবার ক'রে আমিও যে মরুভূমি হলেম, প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো। মুদ্রা দাও, মুদ্রা দাও, মুদ্রা দাও।

সিদ্ধার্থ। ভিক্ষায় কিছুই সঞ্চয় হয় না, যা পাই, স্ত্রী, তিনটি পুত্র আর আমার এক বেলাও খেতে কুলোয় না। বাড়ীখানি ছিল, তাও আপনাকে সুদের হিসাবে বিক্রয় করেচি। এখন বাস্তুভিটে ছেড়ে এই সামান্য কুটীরখানিতে সকলে মিলে অতিকষ্টে কালযাপন করচি।

রত্ন। সুদের হিসাবে তোমার এই কুটীরখানিও অদ্য আমায় বিক্রয় কর।

সিদ্ধার্থ। (চমকিত হইয়া) এতে আপনার কত সুদ শোধ হবে মহাশয়?

রত্ন। দু চার মুদ্রাও তো হবে।

সিদ্ধার্থ। এ দারুণ গ্রীষ্মে কোথায় থাক্‌বো?

রত্ন। গাছতলায়।

সিদ্ধার্থ। হা ভগবান্! এও আমার অদৃষ্টে ছিল! পিতৃ-শ্রাদ্ধের জন্য ঋণ ক'রে নিদারুণ দায়ে ঠেক্‌লাম! দোহাই আপনার, দীনহীন ভিক্ষুককে দয়া করুন, ঋণার্থ দান দিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করুন, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।

রত্ন। এখন তোমার ও মায়াকান্না রাখ, কুটীর বিক্রয় কর, বাকী প্রাপ্য করে দেবে, ঠিক ক'রে বল।

সিদ্ধার্থ। মহাশয়, গরীবের কুটীরে আপনার কোন লাভই হবে না, অথচ আমার স্ত্রী-পুত্রেরা আশ্রয়হীন হবে, তার চেয়েও বরং এক কাজ করুন।

রত্ন। কি কাজ?

সিদ্ধার্থ। আমি আপনার ভৃত্য হয়ে যাবজ্জীবন আপনার সেবা করবো, মাসে মাসে আমাকে যে বেতন দেবেন, তা না দিয়ে আপনার ঋণের হিসাবে শোধ ক'রে নেবেন।

রত্ন। আঃ, তুমি যে ছাই ব্রাহ্মণ!

সিদ্ধার্থ। যে পিতৃশ্রাদ্ধের ঋণ শোধ করতে পারে না, সে আবার ব্রাহ্মণ? আমি চণ্ডাল, নতুবা আপনার নিকট ঋণ গ্রহণ করবো কেন? হা, পিতৃদেব, একবার স্বর্গ হ'তে তোমার নরাধম ঋণগ্রস্ত পুত্রের দুর্দ্দশা দেখ।

রত্ন। বেলা বেড়ে উঠলো, আর বিলম্ব সয় না, বল বল, শীগ্‌গির বল, কুটীর দেবে কি? না দাও তো রাজদ্বারে অভিযোগ ক'রে খরচা সমেত সমস্ত ধ'রে নেবো।

সিদ্ধার্থ। (বিষাদে) আর কি বলবো, যা উচিত হয় করুন।

রত্ন। আচ্ছা, সাড়ে চার মুদ্রা দিচ্চি। হলো, তোমার নিকট এখন আমার পাওনা তিন শো সাড়ে ছিয়ানব্বই মুদ্রা—কি বল?

সিদ্ধার্থ। হা অদৃষ্ট! গাছের তলাই গৃহ হলো! এখনও অনুরোধ করচি, বিপন্নকে দয়া করুন।

বসু। তবে কুটীরের মূল্য দুই মুদ্রা। তাও দি কি না সন্দেহ।

সিদ্ধার্থ। আর আমার উপায় নেই, কুটীর নিন, আমি চল্লেম।

বসু। বাকী প্রাপ্য?

সিদ্ধার্থ। আমি ম'লে আমার হাড় কখানা বিক্রয় ক'রে নেবেন, জীবনে তো আর পারবো না।

বসু। আমি ছাড়বো না সাবধান, কুটীরে আর প্রবেশ করো না। আমি এখনি গিয়ে লোক পাঠাচ্চি, তালা-কুলুপ বন্ধ ক'রে যাবে।

সিদ্ধার্থ। কুটীরে দু'একটা ভাঙ্গা ঘটী পাথর আছে, বার ক'রে আনি।

বসু। সে আর তোমার নয়। (কুটীরদ্বার চাপিয়া উপবেশন)

সিদ্ধার্থ। তবে আমার ছেলেরা জল খাবে কিসে।

বসু। হাতের অঁাজলায়।

সিদ্ধার্থ। মহাশয়, আপনারও তো পুত্র আছে।

বসু। বাজে কথা রাখ, কুটীরে প্রবেশ করো না, কিছু জিনিসপত্তর বার করো না।

সিদ্ধার্থ। যখন আপনি নিষেধ করচেন, তখন আমি কুটীরে যাবও না—কিছু নেবও না।

বসু। বিশ্বাস কি?

সিদ্ধার্থ। আমি ঋণী বটে, কিন্তু কুসীদজীবীদের ন্যায় অধার্ম্মিক নই।

বসু। (সরোষে) তুমি এ স্থান হ'তে এখনি প্রস্থান কর।

সিদ্ধার্থ। যে আজ্ঞে।

(বেগে কুশধ্বজের প্রবেশ)

কুশ। বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েছ, কুঁড়ে ঘরে বেশ ঠাণ্ডা জল আছে ব'লে পুকুরের গরম জল খাইনি।

সিদ্ধার্থ। বাবা রে, এখন থেকে পুকুরের গরম জলই খেতে হবে!

কুশ! কেন বাবা? কুঁড়ের ঠাণ্ডা জল কি হবে?

সিদ্ধার্থ। ঠাণ্ডা কলসীতেই শুকুবে।

কুশ। কেন বাবা?

সিদ্ধার্থ। হা ভাগ্য! হা ঈশ্বর!

কুশ। তুমি কাঁদচো কেন বাবা?

বসু। আঃ! কেন বিলম্ব করচো! যাও না।

সিদ্ধার্থ। আয় কুশী, পুকুরের জলে নয়নজল মিশাই গে

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রয়াগ—রাজকক্ষ।

যযাতি।

যযাতি। দিন যায় দিন আসে!
দিনে দিনে দারুণ ভাবনা বাড়িয়া উঠিছে
মনে সমুদ্র-সমান;
পলে পলে আকুলিত হইতেছে প্রাণ!
পিতৃকর্ম্ম ছাড়ি, ছি ছি ধর্ম্মহীন হয়ে
সারশূন্য কর্ম্মসুখে আছিনু মাতিয়া,
তেঁই মোর পূজনীয় পিতা
কষ্টময় প্রেতাত্মা লভিয়া
যন্ত্রণা ভুঞ্জিয়া শূন্যে করেন ভ্রমণ।
পুত্রপাপে পিতৃপাপ ঘটে,
ধিক্ মোর পাপ-জীবনে!
লোকের সমাজে কোন্ লাজে
দেখাইব মুখ?

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। সম্রাট্!

যযাতি। প্রণিপাত করি মুনি,
কিন্তু মোরে সম্রাট্ বলিয়া আর না
করিও সম্বোধন;
মহাপাপী নরাধম আমি।
নরকের জীব পুণ্যবান্ মোর চেয়ে।

নারদ। না সম্রাট, না কর বিলাপ,
পরিহর পরিতাপ।
পুণ্যময় নরমেধ-যাগে—
সর্ব্বপাপ ঘুচিবে তোমার;
পিতার তোমার
খুলে যাবে স্বর্গের দুয়ার।

যযাতি। উভয় সঙ্কট মোর এবে,
ভেবে ভেবে হইনু আকুল!
নরহত্যা কিরূপে করিব মুনিবর?
তাহে পুনঃ ব্রাহ্মণ-বালক—
অষ্টমবর্ষীয় শিশু!
ছি ছি! আমি নরাকার পশু।
কে হেন কঠিন পিতা—
কে হেন নিদয়া মাতা,
ছেড়ে দেবে প্রাণের কুমারে
ভয়ঙ্কর নরমেধে মোর?
বরঞ্চ দারুণ অভিশাপ
মনস্তাপ দিবে মোরে।

ভস্ম হব—যাবৎ জীবন,
রব অনন্ত-নরকে!
বুঝিয়াছি তপোধন।
পিতৃদ্রোহী পুত্র আমি,
পিতারে দিতেছি কষ্ট,
তেই তিনি রুষ্ট হয়ে
অপরের পিতৃশাপে ভস্মীভূত
করিবেন মোরে।

নারদ। না বৎস, না কহ হেনরূপ,
নহেন বিরূপ তব পিতা।
সত্য সত্য কহিতেছি—
পিতা তব সত্যবাদী।
নরমেধ মহাযজ্ঞে সুনিশ্চয়
স্বর্গলাভ হইবে তাঁহার!

যযাতি। স্বর্গ-গতি-পথ শাস্ত্রমতে নানামত,
তবে কেন নরমেধ-যাগ?
পুনঃ মুনি, তোমার বচন-মতে এ দারুণ
যাগে অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রসুতে যজ্ঞকুণ্ডে
দহিতে হইবে! তুমিও আমার বাম।

(অধোমুখে অবস্থিতি)

নারদ। (স্বগত) বাম নহি রাজা!
পূরাইব মনস্কাম পিতার তোমার এই
নব নরমেধ যাগে!
ঘুচাইব পাপরাশি তব,
দেখাইয়া সাক্ষাতে তোমারে
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরে!
অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রসুত নরমেধ বিনিয়োগ
আমারি কৌশল। হেন না করিলে,
প্রেতাত্মিক পিতার তোমার চিররুদ্ধ
স্বর্গের দুয়ার।
সে নিগূঢ়-তত্ত্ব-কথা—
না কহিব এক্ষণে তোমারে।
তোমার মনস্তাপে অনুতাপ জাগে,
অনুতাপে পাপে ঘৃণা হয়,
পাপ ঘুচে গেলে জ্যোতির্ম্ময় হরি মিলে
তব পিতারে ভুলিয়া কুলাঙ্গার
স্বার্থপর পুত্র সম তুমি
আত্মসুখে ছিলে মাতি দিবারাতি,
রাজা!
অনুতাপ করে এবে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ নয়নের জলে!
(প্রকাশ্যে) মহারাজ!
পাঠায়েছে যত জনে দেশ-দেশান্তরে
অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশু আনিবারে,
কৃতকার্য্য হয়ে কেহ এলো কি ফিরিয়া?

যযাতি। মোরে বধি যজ্ঞকুণ্ডে
করিলে নিক্ষেপ,
যাবে নাকি পিতার আক্ষেপ?
দিলে মোর প্রাণ, পিতা যদি পান ত্রাণ,
এখনি করিব তাহা। বল বল তপোধন!
শাস্ত্রে হেন আছে কি বিধান?

নারদ। হেন শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে।

যযাতি। অহো, শাস্ত্র অতি নিদারুণ!
কোটি শস্ত্র কাটি শাস্ত্র-বিধি!

নারদ। কহ রাজা, কেহ কি আসিল ফিরি
বিপ্রশিশু ক্রয় করি?

যযাতি। এ কি মুনি ক্রয়ের জিনিস?
কোন্ পিতামাতা পারে বেচিতে নন্দনে?
সমস্ত অভাব যদি ঘটে,
পড়ে যদি মরণ-সঙ্কটে,
তবু কেহ নাহি বেচে প্রাণের কুমারে
যজ্ঞানলে আহুতির তরে।

নারদ। এ সংসারে অসম্ভব নাহি কিছু।

যযাতি। অসম্ভব—শুধু এই ক্রূর নরমেধ।
অসম্ভব—অষ্টমবর্ষীয় বিপ্র-শিশু!
অসম্ভব—পিতার আমার স্বর্গলাভ!

নারদ। কি তবে সম্ভব?

যযাতি। মোর জীবনে নরক-ভোগ—
মরণেও অনন্ত নরক।

নারদ। অসম্ভব হইবে সম্ভব, স্বয়ম্ভূ ভবেশ ভাব মনে।
যাই আমি এবে তব পিতার গোচরে।

যযাতি। (করপুটে) পিতারে বুঝায়ে বোলো মুনি।
যেন তিনি রোষ ছাড়ি তোষ মনে ক্ষমেন
আমারে, ব'লে দেন এ অধমে অন্য ত্রাণ-বিধি;
তাঁর পরিত্রাণ তরে করিব তাহাই।

নারদ। অন্য বিধি নাই।

[প্রস্থান।

যযাতি। হায়, বাম বিধি, তেঁই হেন বিধি। (ভূতলে পতন)

(আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ। সম্রাটের জয় হৌক্।

যযাতি। কে ও?

আনন্দ। সম্রাটের চির আশ্রিত আনন্দ ব্রাহ্মণ।

যযাতি। কি এনেছ?
সুকঠিন বজ্র কিংবা কোমল কুসুম?

বজ্রাঘাত করিবে কি শিরে ?
অথবা কুসুমবৃষ্টি ?

আনন্দ। (স্বগত) ব্যাকুল প্রাণের সনে
ব্যাকুল প্রাণের সম্মিলন ;
যাই নাই শিশু অন্বেষণে,
আমার সে কার্য্য নয়।
মিথ্যা কথা কহি ভূপে বুঝাই এক্ষণে ;
এ মিথ্যায় যদি হয় পাপ—
হউক, নাহিক পরিতাপ।
(প্রকাশ্যে) মহারাজ, বহু অন্বেষণে
না পাইনু কোন স্থানে ব্রাহ্মণ-কুমার !

যযাতি। আনন্দ রে, এরি নাম কুসুম-বর্ষণ।
বিপ্রশিশু আনিতে যদ্যপি,
তা হ'লে করিতে তুমি বজ্রাঘাত মস্তকে
আমার !

আনন্দ। মহারাজ, বিপ্রশিশু বজ্ররূপী বটে,
কিন্তু এবার উভয়সঙ্কটে
পড়িলে যে তুমি, নরনাথ !
পিতার তোমার প্রেতাত্মা
দেবাত্মা হইবে কিসে ?
কিরূপে হইবে স্বর্গবাস ?

যযাতি। জটিল সমস্যা। অস্থির হয়েছি বড়,
গূঢ় মর্ম্ম গূঢ় ধর্ম্ম না পারি বুঝিতে।
এক দিকে পিতৃ-ঋণ—
অন্য দিকে ব্রাহ্মণ-শিশুর প্রাণ।
আনন্দ রে !
কোন্ দিকে যাই ? কিসে ত্রাণ পাই,
এই দারুণ সঙ্কটে ?
অকূল বিপদ্-সিন্ধু দুই দিকে মোর,
মধ্যস্থলে পড়িয়াছি আমি ;
দুই সিন্ধু এক হয়ে ডুবাইল ডুবাইল
ডুবাইল মোরে !
আনন্দ রে ! (ভূতলে পতন)

আনন্দ। মহারাজ ! মহারাজ !
শান্ত কর মনঃপ্রাণ বিপদে অধৈর্য্য ভাল নয়

যযাতি। ও বিপদ্ অনন্ত পাথার।
নাহি মানে ধৈর্য্যবাঁধ বাধা !
কি হবে রে ! কোথা যাই !
পিতা ! পিতা ! কোথা পিতা ?
ঐ—ঐ ;—পিতা ! পিতা !

[অগ্রে বেগে যযাতি ও পশ্চাৎ আনন্দের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈদূর্য্যনগর—পথ

(ঘোষযন্ত্র-বাদকের সহিত বিশোক মন্ত্রীর প্রবেশ)

বিশোক। (ঘোষযন্ত্র-বাদকের ঘোষযন্ত্র বাদনের পর) সকলে সম্রাটের আদেশ শ্রবণ কর।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

১ম ব্রা। আপনি কে মহাশয় ? নাম কি ?

বিশোক। সম্রাট যযাতির অন্যতম মন্ত্রী, নাম বিশোক।

১ম ব্রা। বটে বটে, জয় হোক্, জয় হোক্ !

বিশোক। আপনাদের প্রণাম করি।

১ম ব্রা। তা করবেন বৈ কি, জয় হোক্, কল্যাণ হোক্, তা সম্রাট কি আদেশ করেছেন ?

২য় ব্রা। যখন ঢেঁড্‌রা-পেটায় ঢেঁড্‌রা পিটচে, বিশোক মন্ত্রী মহাশয় এত দূরে এসে ঘোষণা করচেন, তখন সম্রাটের আদেশ যে অবশ্য ব্রাহ্মণগণের হিতকর হবে, তার আর কোনরূপ সন্দেহই নাই।

১ম ব্রা। অবশ্য অবশ্য ! সম্রাট্ যযাতি অধুনা একমাত্র পৃথিবীশ্বর—বড় দানশীল, যজ্ঞশীল, কর্ম্মশীল, ধর্ম্মশীল। তা মন্ত্রী মহাশয়, সম্রাট্ কি সম্প্রতি কোন ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেছেন ?

বিশোক। হ্যাঁ ঠাকুর।

১ম ব্রা। কিরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম ?

বিশোক। নরমেধ-যজ্ঞ।

ব্রাহ্মণগণ। নরমেধ-যজ্ঞ ?

বিশোক। নরমেধ-যজ্ঞ।

১ম ব্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অশ্বমেধ, গোমেধ, সর্ব্বমেধ ইত্যাদি ভূরি ভূরি মেধ আছে, এইবার সম্রাট্ নরমেধে মনোযোগ করেছেন। তা ভালই হয়েচে। এই বৈদূর্য্য-নগরে আমরা সকলেই সুব্রাহ্মণ, বিদায়টা আশা করি, আশাতীত হবেই। তা মন্ত্রী মহাশয়, অদ্যই কি আমরা আপনার সমভিব্যাহারে প্রয়াগ রাজধানীতে শুভযাত্রা করবো ?

বিশোক। আজ্ঞে, আমার একটি বক্তব্য আছে, সম্রাটের নরমেধ-যজ্ঞে বলির নিমিত্ত একটি নরের প্রয়োজন, যথেষ্ট মূল্য দিয়ে ক্রয় করবো, সেই জন্য আমার আগমন।

১ম ব্রা। তা এ নগরে শূদ্রও অনেক আছে, দেখুন না, সন্ধান ক'রে।

বিশোক। সম্রাটের এ নরমেধ-যজ্ঞে শূদ্রের প্রয়োজন নাই।

১ম ব্রা। বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ও অনেক আছে।

বিশোক। আজ্ঞে, তাতেও হবে না।

১ম ব্রা। তবে কাতে হবে?

বিশোক। আজ্ঞে, একটি সুব্রাহ্মণ চাই।

ব্রাহ্মণগণ। (সভয়ে) অঁ্যা, অঁ্যা, বলেন কি!

১ম ব্রা। (ভয়ে) আমি সুব্রাহ্মণ নই, পতিত ব্রাহ্মণ।

২য় ব্রা। আমি অব্রাহ্মণ।

৩য় ব্রা। আমি চণ্ডাল।

৪র্থ ব্রা। আমি শূদ্দুর শূদ্দুর।

বিশোক। শূদ্রের কণ্ঠে কি পৈতে থাকে ঠাকুর?

৪র্থ ব্রা। এ পৈতে নয়, সাদা ঘুন্সী।

বিশোক। গলায় ঘুন্সী?

৪র্থ ব্রা। ওহে বৌধায়ন, ও ভাগুরি, ও দেবশর্ম্মা, আর কেন, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস!

১ম ব্রা। কি সর্ব্বনাশ! বাপ! ব্রাহ্মণ বলিদান! যযাতি উৎসন্ন যাক্, উৎসন্ন যাক্।

[ব্রাহ্মণগণের বেগে প্রস্থান।

(ঘোষযন্ত্র-বাদকের ঘোষযন্ত্র বাদন)

(বেগে রত্নদত্তের প্রবেশ)

রত্ন। মহাশয়, এ ঘোষযন্ত্র-বাদনের কারণ কি?

বিশোক। সম্রাট্ যযাতি নরমেধ-যজ্ঞ করবেন, সেই যজ্ঞে একটি অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বালককে বলিদান কর্‌তে হবে, তাই সম্রাটের আদেশ, আমি আশাতীত মূল্য দিয়ে, সেইরূপ একটি বালক ক্রয় করবো ব'লে আজ সাত দিবস নানা স্থানে ভ্রমণ কর্‌চি, কিন্তু কোথাও পাচ্ছিনে; কোন পিতামাতাই পুত্রবিক্রয়ে সম্মত হচ্চে না।

রত্ন। (বিস্ময়ে) আশাতীত মূল্য পাবে, তবুও ছেলে বেচতে চায় না! এত বড় পৃথিবীতে এমন আহাম্মোক বাপ-মাও আছে?

বিশোক। আপনি বলেন কি! সামান্য মূল্যের লোভে অমূল্য পুত্রও কেউ বেচতে চায়?

রত্ন। যে চায় না, সে মুদ্রা যে কি অমূল্য বস্তু, বোঝে না। ছেলে মরে, মুদ্রা অমর। আবার তেজারতি কারবার করলে সুদবংশ রক্তবীজের ঝাড়ের মত বাড়ে। ছি ছি, এমন প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান্ মুদ্রার অপমান!

বিশোক। (বিস্ময়ে) আপনি বলেন কি, মহাশয়!

রত্ন। ঠিক বল্‌চি, মহাশয়।

বিশোক। আপনার নাম?

রত্ন। রত্নদত্ত।

বিশোক। আপনি?

রত্ন। বৈশ্য।

বিশোক। বিষয়-কার্য্য?

রত্ন। ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি—সুদী কারবার।

বিশোক। ও, তাই আপনি ছেলের প্রাণ অপেক্ষা মুদ্রার মান বেশী বোঝেন।

রত্ন। আপনি মূল্য দিয়েও একটি অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বালক পাচ্চেন না? আচ্ছা, কত মূল্য দিতে পাবেন?

বিশোক। যত মূল্য সেই বালকের পিতা-মাতা প্রার্থনা করে।

রত্ন। (অতি বিস্ময়ে) অঁ্যা, অঁ্যা, বলেন কি!

বিশোক। তাতেও যে পাই নি, বরং অভিসম্পাতের ভাগী হই।

রত্ন। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আসুন।

বিশোক। আপনি পারবেন?

রত্ন। রত্নদত্তের অসাধ্য কিছুই নাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবগ্রামের শেষসীমা—বটবৃক্ষ-তল।

(জনার্দ্দন, অর্জ্জুন ও কুশধ্বজ)

সকলে। (গীত)

বাপ ভিখারী, মা ভিখারী,
নয়ন-বারি ঢালে দুখে।
বাবা-মায়ের দুঃখ দেখে
আমরা কাঁদি অধোমুখে॥
নাইকো কড়ি নাইকো কুঁড়ে,
রোদে পুড়ি ক্ষিধেয় পুড়ে,
গাছের তলায় থাকি প'ড়ে,
হাত দু'খানি রেখে বুকে॥
কাঙ্গাল বাপের কাঙ্গাল ছেলে,
কাঙ্গাল মাকে কাঁদাই খালি,
এ ছার ভালে লিখেছিলে,
এই কি তুমি বনমালী;—
পাঁচটি মোরা হলেম সারা,
কেউ চায় না দয়ার চোখে॥

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

জনা। বাবা, কি এনেচো?

সিদ্ধার্থ। চাট্টিখানি মুড়ি বৈ আর কিছুই পাইনি বাবা! এই নাও, তোমরা তিন জনে ভাগ ক'রে খাও। (মুড়ি প্রদান)

কুশ। তিন জনে কেন? পাঁচ জনে। মা'র আর তোমার ভাগ চাই।

সিদ্ধার্থ। না বাবা, আমাদের ভাগ চাইনে, তোমরা তিন ভায়ে ভাগ ক'রে খাও।

কুশ। মা আর তুমি খাবে না কেন?

সিদ্ধার্থ। আমাদের একাদশী।

কুশ। রোজ রোজ তো একাদশী হয় না, মাসে কুল্লে দু'দিন।

সিদ্ধার্থ। গরীবের একাদশী মাসে তিরিশ দিন।

কুশ। কেন বাবা?

সিদ্ধার্থ। সে কথা বস্নদত্তকে জিজ্ঞাসা ক'রো। এখন তোমরা মুড়ি খাও। ব্রাহ্মণী কোথা?

কুশ। মা জল আন্‌তে গেছে।

জনা। কুশী, তুই বাবার কাছে থাক, আমরা দুজনে মাকে ডেকে আনি। রোদে রোদে ঘুরে বাবার মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে, এখানে জল নেই।

সিদ্ধার্থ। ওরে, বড় রোদ্দুর, যাসনে বাবা!

জনা। এক দৌড়ে এ গাছতলা, একদৌড়ে ও গাছ-তলা ক'রে যাব, রোদের তাপ লাগবে না। আয় অর্জ্জুন!

সিদ্ধার্থ। তোদের মুড়ির ভাগ নিয়ে যা।

জনা। এসে খাব।

[বেগে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কুশ। ইস্, তোমার বড় ঘাম হচ্ছে বাবা। আমি গাছের ডাল ভেঙ্গে আনি, বাতাস করবো।

সিদ্ধার্থ। না কুশী, গাছের ডাল আন্‌তে হবে না; এখানে দরিদ্রের বন্ধু পবনদেব সঞ্চরণ করচেন।

কুশ। না বাবা, যেমন ঘাম, তেমনি হাওয়া চাই, আমি আনি।

[প্রস্থান।

সিদ্ধার্থ। আহা, পুত্র তিনটি আমার মরুভূমে ছায়া-তরু। ভগবান্ আমা হেন চিরদরিদ্রকে অর্থধনে বঞ্চিত করেছেন বটে, কিন্তু পুত্রধনে কৃতার্থ করেছেন। তবে এই বড় দুঃখ, দরিদ্রের পুত্রদেরও দারিদ্র্যভাগী হ'তে হয়। মানুষ যে সকল সুখের অধিকারী নয়, আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(ভগ্নশাখাহস্তে কুশধ্বজের পুনঃ প্রবেশ)

কুশ। বাবা, বাবা, খুব পাতাভরা ডাল এনেছি, এর পাতায় পাতায় বাতাস লুকিয়ে আছে, নড়্‌লেই ঝরে পড়বে, এই দেখ। (বাতাস করিতে করিতে) হ্যাঁ বাবা, হাওয়া লাগলে গায়ের ঘাম শুকোয়, পেটের ক্ষিধে যায় না কেন?

সিদ্ধার্থ। ক্ষুধাহারী হরিকে স্মরণ কর, ক্ষুধা যাবে। আমার ঘাম শুকিয়েচে, তুমি মুড়ি খাও।

কুশ। দাদারা আসুক। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া শুষ্কমুখে) বাবা, মুড়ি খাওয়া ঘুচে গেল।

সিদ্ধার্থ। ও কি কথা, বাবা!

কুশ। ঐ মণির বাবা আসচে।

সিদ্ধার্থ। (শশব্যস্তে) বস্নদত্ত? আ সর্ব্বনাশ!

কুশ। এখান থেকে পালাই চল।

সিদ্ধার্থ। যম যে সর্ব্বগামী, পাতালেও প্রবেশ করে। যা করেন ভগবান্; মনে মনে হরিনাম স্মরণ কর।

(বস্নদত্ত, বিশোক ও ঘোষযন্ত্রবাদকের প্রবেশ)

মহাশয়, আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এই দেখুন, এই গাছতলাটিতে পাঁচটি প্রাণীর বাস। মহাশয়, আমার কষ্ট ভগবান্ বৈ কেউ জানে না।

বস্ন। ভগবান্ তোমার কষ্ট জানেন ব'লেই তো আজ তার প্রতীকার করবেন, তোমার সমস্ত ঋণসঙ্কট মোচন করবেন।

সিদ্ধার্থ। (সানন্দে) আমি শুনে যার-পর-নাই সুখী হলেম যে, এত দিনে এই বিপন্ন দরিদ্র ঋণগ্রস্তের প্রতি আপনার করুণা-সঞ্চার হয়েচে। ধন্য আপনি, দিন মহাশয়, আমায় রেহাই দিন। ভগবান্ হরি আপনার অশেষ মঙ্গল করবেন। দরিদ্রকে দয়া দান করলে দাতাকে আর দারিদ্র্যের মুখ দেখতে হয় না।

বস্ন। ব্রাহ্মণ, তুমি আমার কথামত কার্য্য করলে তোমাকেও দারিদ্র্য এবং ঋণের মুখ দেখতে হবে না।

সিদ্ধার্থ। অবশ্য আমি আপনার কথামত কার্য্য করবো, বলুন, কি করতে হবে?

বস্ন। সম্রাট্ যযাতি নরমেধ-যজ্ঞ করবেন।

সিদ্ধার্থ। আমার ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সে যজ্ঞে ঋণ-মোচনের উপযুক্ত দক্ষিণা পাবে?

বস্ন। তোমায় যজ্ঞস্থলেও যেতে হবে না, এই স্থানেই,—ঋণ-মোচনের অর্থ তো সামান্য কথা, তার চেয়ে যথেষ্ট অর্থ পাবে।

সিদ্ধার্থ। বলেন কি! কে দেবে?

বস্ন। ইনি দেবেন। ইনি সম্রাট্ যযাতির মন্ত্রী, নাম বিশোক।

সিদ্ধার্থ। সম্রাট্ যযাতি, বিশোক মন্ত্রী, আর আপনাকে আমি কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রদান করচি। মন্ত্রী মহাশয়, আমি বস্নদত্ত উত্তমর্ণ মহাশয়ের সুদে আসলে চার শো মুদ্রা ধারি, কিছুতেই পরিশোধ করতে পাচ্চিনে; বড় দরিদ্র, ছেলে তিনটি বাপমার কোলে উপুসী হয়ে

শুয়ে থাকে। আমি বেশী প্রার্থনা করি না, আপনি দয়া ক'রে রত্নদত্ত মহাশয়কে চার শো মুদ্রা দিয়ে আমায় ঋণমুক্ত করুন, তা হ'লেই আমার আশাতীত অর্থলাভ হবে।

রত্ন। ইনি অর্থ দেবেন, কিন্তু তোমার নিকট অর্থের বিনিময়ে কিছু নেবেন। যদি তুমি তা দিতে স্বীকার কর, তবে অর্থ পাবে, ঋণমুক্ত হবে, নতুবা তোমার ঋণ মুক্তির অন্য উপায় নেই।

সিদ্ধার্থ। আমার সাধ্যের অতীত না হ'লে অবশ্যই দেব।

রত্ন। সাধ্যের অতীত নয়।

সিদ্ধার্থ। কি দিলে চার শো মুদ্রা পাব বলুন?

রত্ন। চার শো কেন? চার লক্ষ মুদ্রা পাবে, দু লক্ষ তোমার, দু লক্ষ আমার।

সিদ্ধার্থ। (চমকিত হইয়া) চার লক্ষ মুদ্রা!

রত্ন। অব্যর্থ, নিশ্চয়।

সিদ্ধার্থ। আমার পক্ষে স্বপ্ন রহস্য।

রত্ন। না, সত্যকথা।

সিদ্ধার্থ। যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই আমার সাধ্যের অতীত বস্তু ইনি প্রার্থনা করেন।

রত্ন। সাধ্যাতীত নয়।

সিদ্ধার্থ। সাধ্যাতীত নিশ্চয়।

রত্ন। সাধ্যাতীত হ'লে তোমায় বলতেম না।

সিদ্ধার্থ। সাধ্যাতীত না হ'লে আমি চার লক্ষ মুদ্রার নামও শুন্‌তেম না। মহাশয়, আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে, —কি যেন একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গল আমার মস্তকে পদাঘাত করচে। আমি যাই, আয় কুশী। (গমনোদ্যোগ)

রত্ন। (বাধা দিয়া) ভয় কি? মঙ্গলকে অমঙ্গল ভাব কেন?

সিদ্ধার্থ। আমি ভাবি না, ভাবনা আপনি আসচে। দারুণ সন্দেহ, দারুণ সন্দেহ। আমি যাই। আজীবন ভিক্ষা ক'রে যতদূর পারি, আপনার ঋণ পরিশোধ করবো। আয় কুশী।

[কুশধ্বজের হস্ত ধরিয়া বেগে প্রস্থান।

রত্ন। ও ঠাকুর, যেও না, যেও না, শোন, শোন, দাঁড়াও, যেও না। (বিশোকের প্রতি) দেখুন, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আজ সুদে আসলে সমস্ত মুদ্রা নেবোই নেবো। [বেগে প্রস্থান।

ঘোষবস্ত্রবাদক। মুন্সিরী মশাই, ব্যাপারখানা কি?

বিশোক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ পুত্রহারা হবে, এই রত্নদত্তের উদ্দেশ্য। আহা, দরিদ্রের ঋণ-সঙ্কট বিষম সঙ্কট।

ঘো-বা। রত্নদত্ত ব্যাটা চামার না কসাই?

বিশোক। একসঙ্গে দুই।

ঘো-বা। (অতিরোষে) রত্নদত্ত কসাই—চামার। পাজী শালার মুণ্ডুটো যদি রাস্তা হ'তো, তবে আমি জুতো পায়ে দিয়ে তার ওপর মস্ মস্ ক'রে হেঁটে যেতুম।

(রত্নদত্ত, সিদ্ধার্থ ও কুশধ্বজের পুনঃ প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ। (অত্যন্ত কাতর হৃদয়ে) হা ভগবান, বজ্রও যে এর চেয়ে অতি কোমল। রত্নদত্ত মহাশয়, আমি দরিদ্র ঋণী ব'লে কি আমার মর্ম্মে এইরূপ নিদারুণ আঘাত করা আপনার উচিত?

রত্ন। নিদারুণ আঘাত আবার কোথায় দেখলে? আরও তোমার দুটি ছেলে আছে, কুশী তো নিজেই যেতে চাচ্চে।

সিদ্ধার্থ। কুশী তো এখনও পুত্রের পিতা হয় নি, পুত্র যে কি অমূল্য ধন, তা পিতাই জানে। কুশী আমার অতি শিশু, তাকে আপনি নরমেধ-যজ্ঞে—উঃ। আপনার হৃদয় কি ক্ষুরধারে নির্ম্মিত?

রত্ন। (বিরক্তভাবে) যে ধারেই হোক, এখন আমার ধার তুমি শুধবে কি না বল? আজ সমস্ত প্রাপ্য নেবো, তবে ছাড়বো।

সিদ্ধার্থ। পুত্রের প্রাণ দিন, আমার প্রাণ নিন, ঋণ পরিশোধ হোক।

রত্ন। বাতাসের প্রাণে আকাশের চাঁদ পাওয়া যায় না।

সিদ্ধার্থ। তবে এই দরিদ্র পতি-পত্নীর প্রাণ নিন। আমার পুত্র তিনটিকে আপনি রাখাল ক'রে দুটি দুটি খেতে দেবেন, এতেও কি আপনার চার শো মুদ্রা শোধ হবে না?

রত্ন। প্রাণ দিলে যদি মুদ্রা মেলে, তবে আমিও দিতে পারি।

সিদ্ধার্থ। আপনার প্রাণ স্বতন্ত্র পদার্থ। পরম দয়াল ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, তা যদি হ'তো, তবে আমার চক্ষের জল আপনার চক্ষুও দেখতে পেতো। আপনার প্রাণ মরুভূমি—আপনার প্রাণ খরশাণ ক্ষুর—আপনার প্রাণ জ্বলন্ত নরক।

রত্ন। (রোষে) মহাজনের সাম্নে খাতকের এরূপ দুর্ব্বাক্য ব্যবহারও কঠিন শাস্তি পাবার যোগ্য জান?

সিদ্ধার্থ। আবার বলি,—তোমার প্রাণ দস্যুর প্রাণ —রাক্ষসের প্রাণ—পিশাচের প্রাণ। দাও, কি শাস্তি দেবে দাও?

রত্ন। এখনও ক্ষমা করুচি।

সিদ্ধার্থ। তোমার কোন পুরুষেও ক্ষমার মুখ দেখেনি। প্রস্তরে কোমলতা আর রত্নদত্তে ক্ষমা সমান। বিষ্ঠায় কখনও সুগন্ধ হয়?

রত্ন। (অত্যন্ত রোষে) দেখ দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ, আমার সম্মুখে তোমার এরূপ দুর্ব্ব্যবহার কখনই ভাল নয়।

সিদ্ধার্থ। তুমি আমার পুত্রহন্তা—তুমি মহা পাতকী, তুমি নারকী! নারকীর প্রতি কে কোথায় সদ্ব্যবহার করে?

রত্ন। আচ্ছা, আমারও ব্যবহার দেখ। অদ্যই তোমাকে কারাগারের গর্ভযন্ত্রণা-ভোগ করাচ্চি। এই আমি বিচারপতির নিকট চল্লেম। (কিয়দ্দূর গমন)

বিশোক। মহাশয়, স্থির হোন্, ব্রাহ্মণের প্রতি রুষ্ট হবেন না। ইনি অন্য উপায়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করবেন। আপনি এক্ষণে গৃহে যান, আমিও অন্যত্র প্রস্থান করি।

রত্ন। না, তা কখনই হবে না, আজ একে এর ছেলে বেচিয়ে আমার সমস্ত প্রাপ্য এখনি নেবো। এমন সুযোগ আর হবে না। দেখ সিদ্ধার্থ, হয় এখনই তোমার অষ্টমবর্ষীয় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র কুশধ্বজকে বিক্রয় ক'রে আমার সমস্ত মুদ্রা দাও, নয় বিচারকের নিকট চল। তোমার ভিক্ষা করবারও পথ না থাকে, তোমার পরিবারের, তোমার ছেলেদের মুষ্টিও না যোটে, তাদের গাছের তলায় উপবাসে মৃত্যু, কারাগারে তাদের শোকে তোমার রোদন, এই আমার প্রতিজ্ঞা, চল।

(হস্তাকর্ষণ)

কুশ। (সরোদনে) ওগো, আমার বাবাকে অমন ক'রে টেনো না। আমার বাবা কারাগারে গেলে মা আমার ম'রে যাবে, দাদারা বাঁচবে না।

রত্ন। চল, প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ, আজ তোমারই এক দিন কি আমারই এক দিন। (পুনর্ব্বার হস্তাকর্ষণ)

কুশ। গীত)

(রত্নদত্তের প্রতি) নিদয় প্রাণে,
কঠিন টানে,
টেন না আমার বাবারে।
(সিদ্ধার্থের প্রতি) যাও ভুলে যাও,
দাও বিদায় দাও,
নরমেধ-যাগে আমারে॥
(বিশোকের প্রতি) ঋণের কড়ি দিয়ে,
চল আমায় নিয়ে,
ঝাঁপ দেবো গো আগুনে;
(ঋণার্থের তোড়া গ্রহণ)
(সিদ্ধার্থের প্রতি) আমার বেচার কথা,
শুন্‌লে পাবে ব্যথা,
মা যেন আমার না শোনে;—
(রত্নদত্তের প্রতি) ঋণের কড়ি নাও,
বাবায় ছেড়ে দাও,
(ঋণার্থের তোড়া প্রদান)
(সিদ্ধার্থের প্রতি) বিদায়-প্রণতি তোমারে।

সিদ্ধার্থ। কুশী রে, এ কি বলিস্! (ভূতলে পতন)।

কুশ। রত্নদত্ত মশায়, আমার বাবা অঋণী হলেন তো?

রত্ন। দাঁড়াও, আগে গুণে দেখি।

সিদ্ধার্থ। নরকেও তোমার স্থান নাই।

রত্ন। অর্থই আমার স্বর্গ, অর্থই আমার চতুর্ব্বর্গ।

সিদ্ধার্থ। অর্থই তোমার সর্ব্বনাশের মূল! যদি যথার্থই আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ হই, যদি সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমব্রহ্ম শ্রীহরির পাদপদ্মে আমার ভক্তি থাকে, তবে শীঘ্রই তুমি এর প্রতিফল পাবে—পাবে—পাবে।

রত্ন। আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা। যান মন্ত্রী মহাশয়! যা কুশী!

কুশ। জয় হরি দয়াময়। আমার চিরঋণী বাবা আজ অঋণী। যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই—বাবা, চিরকাল বরং ভিক্ষে ক'রে খেয়ো, তবু যেন কখন কারো কাছে এক কড়া কড়িও ঋণ ক'রো না। প্রণাম করি বাবা। চলুন, মন্ত্রী মশায়! বধ কৈ?

সিদ্ধার্থ। মন্ত্রী মহাশয়, আপনিও কি রত্নদত্ত হলেন?

বিশোক। ঠাকুর, আমি প্রভুর ভৃত্য—পরাধীন, কি করি বলুন? আমারও দয়া, মায়া, স্নেহ আছে, প্রকাশ করবার অবকাশ পেলেম না। পরের ভৃত্যকে অনেক সময় নিজের হৃদয় লুকিয়ে রেখে, পরের হৃদয়ে কার্য্য করতে হয়। এই কতক্ষণ আপনি আমাকে রত্নদত্তের সঙ্গে তুলনা কচ্ছিলেন, কিন্তু আমি অন্তরে রত্নদত্ত নই, রত্নদত্ত বাহিরে! ঠাকুর, আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না, ক্ষমা করুন, ব্রাহ্মণের ক্ষমাই ভূষণ। হা ধিক্ পরাধীনতায়! ধিক্ দাসত্বে!

কুশ! বাবা, আসি তবে।

সিদ্ধার্থ। ওরে, একলা কোথা যাবি? আমি সঙ্গে যাব।

বিশোক। ঠাকুর, সম্রাটের এরূপ আদেশ নেই যে।

সিদ্ধার্থ। রত্নদত্ত, এখনও দয়া কর, আমার স্নেহের শিশু কুশীকে ফিরে দাও। আমার অমূল্য রত্ন যত্নের ধন পুত্রের মূল্য কি চার শো মুদ্রা? রত্নদত্ত, তোমার অতুল বিষয়, ধোত্তে গেলে সমস্ত অধমর্ণদের নিকট তোমার এক দিনের সুদ চার শো মুদ্রারও বেশী হয়, তবে একটি দিনের সুদ ছাড়্‌লে যদি আমার কুশীর প্রাণ বাঁচে, তা তো অনায়াসে কত্তে পার। রত্নদত্ত, আমি কখনও তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাই নি, আজ এই ভিক্ষা চাচ্চি। দাও

আমার কুশীকে—দাও, আমার কুশীকে ভিক্ষা দাও, ফিরে দাও।

রত্ন। কুশী নিজে আত্মবিক্রয় করেচে, আমার অপরাধ কি ?

সিদ্ধার্থ। ধিক্ ধিক্, প্রবঞ্চনাময় নিষ্ঠুর মানব !

[কুশধ্বজকে লইয়া বিশোক ও ঘোষযন্ত্রবাদকের প্রস্থান।

সিদ্ধার্থ। (উন্মত্তের ন্যায় হইয়া) কুশী, কুশী, বাবা রে, কোথা যাস্ ? দাঁড়া দাঁড়া। (গমনোদ্যোগ)

রত্ন। স্থির হও, কোথা যাও ? (বাধাপ্রদান)

সিদ্ধার্থ। রাক্ষস ! দূর হ—দূর হ ! কুশী, কুশী, হাত ছাড়্, দস্যু নরাধম, হাত ছাড়্। কুশী, কুশী, দাঁড়া বাবা, দাঁড়া। আঃ, হাত ছাড়্ পিশাচ, হাত ছাড়্, ছুঁস্‌নে নারকী, হাত ছাড়্ !

রত্ন। এখনও বুঝি ঋণ শোধবার ইচ্ছা নেই ?

সিদ্ধার্থ। দূর হ, নরপিশাচ !

[রত্নদত্তকে ধাক্কা দিয়া সিদ্ধার্থের বেগে প্রস্থান।

রত্ন। (ভূতলে পতিত হইয়া কাতরস্বরে) উঃ, বড় আঘাত লেগেচে। উপুসী ব্রাহ্মণেরও এত জোর ! যাই, ব্রাহ্মণকে ফের আট্‌কাতে হবে। যতক্ষণ না রথখান দেবগ্রাম ছাড়াচ্চে, ততক্ষণ এ অর্থের তোড়া আমার নয়, আমার নয়।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৈদূর্য্যনগর—রত্নদত্তের বাটী-সম্মুখ।

(মহানন্দের প্রবেশ)

মহা। যতটা সুবিধে ভেবেছিলাম, ততটা নয়, কাজটা বেয়াড়া শক্ত ! মিষ্টি মুখে মুদ্রা দিয়ে তুষ্ট ক'রে, এক ব্যাটা বাবা—এক বেটী মা'কেও তো বাজী করতে পার্‌লেম না। আরে, খুন করতে কেউ কি কখনও ছেলেপুলে বেচে ? তিন চার জায়গায় কথা পেড়ে ঠেঙানি পর্য্যন্ত খেয়েছি, তবু ছেলে মেলে না যে। ওদিকে সম্রাট্ অনেক ধনরত্ন, ঘরবাড়ী, জায়গাজমী পুরস্কার দেবেন ; কিন্তু এ দিকে আটবছুরে বামুনের ছেলেগুলোর বাপ-মা জ্যেঠাখুড়োর তিরস্কারের হুড়োর চোটে সব ফসকায় যে ! এক দিকে মস্ত পুরস্কার—অন্য দিকে আস্ত তিরস্কার—এখন করি কি ? অমনি অমনি খালি-হাতে ফির্‌বো কি ? উঁহু, তা হ'লে উদিকেও খালি হাত ; তা হচ্ছে না। মহানন্দ শর্ম্মা যে সে জীব নয়, বাপু, সাক্ষাৎ কৃতকার্য্য ! একটা আটবছুরে ছেলে হাত কর্‌বোই কর্‌বো। সজ্ঞানে কিন্তু এ কাজ আর হচ্ছে না, হবে অজ্ঞানে। বাপ-মাকে না ব'লে ফাঁকি দে একটা ছেলে ধ'রে নে যাই। মিথ্যা কথা না কইলে, মিথ্যাচার না কর্‌লে, আজকাল্‌কার বাজারে নাচার হ'তে হয়। এখন জালজুওচ্চুরি, চুরি-চামারিরই আমল ! বামনই বল, আর শূদ্দুরই বল, সব ব্যাটাই ঠকের চূড়োমণি। বিশেষতঃ ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামির বাড়াবাড়িটাই পনর আনা। এই দেখ না, দুর্ভিক্ষের চাঁদা, কন্যের সহবাসের চাঁদা, ঠাকুরঘর মেরামতের চাঁদা, চাঁদ ধরার চাঁদা, কত চাঁদাই ভণ্ডগুলো তুল্‌চে ; কিন্তু আসল কাজে ফোক্কা, নিজের পুঁজী টাকা। এই সকল চাঁদাখোর ব্যাটারা সব চোর ! তবে আমি আর একলা ফাঁকে পড়ি কেন ? এও তো ধর্ম্মের নামে ছেলে ধরার ফাঁদা-চাঁদা ? হুঁ, এ নগরটার নাম শুন্‌লেম বৈদূর্য্যনগর। গ্রামের চেয়ে নগরে লোক বেশী। দেখি দিকি, এইখানেই ফাঁদে পাখী পড়ে কি না ? (নেপথ্যে দেখিয়া) আরে এই যে, মেঘ না চাইতেই জল। বাঃ, ছেলেটা দিব্বি দেখ্‌তে, বয়েসটাও আট আট ঠেক্‌ছে, চেহারাখানাও বামুনের মতন। যা করেন বাবা পঞ্চানন্দ ! মিলেছে ভাল, পঞ্চানন্দও ছেলের সম, মহানন্দও তাই ; কাছে ঘেঁষে যাই।

(মণিদত্তের প্রবেশ)

ও বাপু, তোমার নাম কি ?

মণি। শ্রীমণিদত্ত।

মহা। তোমার ঠাকুরের নাম ?

মণি। শ্রীযুক্ত রত্নদত্ত।

মহা। তোমরা কি ব্রাহ্মণ ?

মণি। না, বৈশ্য।

মহা। (স্বগত) ব্রাহ্মণও দ্বিজ, ক্ষত্রিয়ও দ্বিজ, বৈশ্যও দ্বিজ, তিন জাতিই পৈতেধারী, পৈতে হ'লেই এক প্রকার ব্রাহ্মণ হ'লো। (প্রকাশ্যে) ও বাপু, তোমার বয়স কত ?

মণি। ন বছর।

মহা। (স্বগত) ও আট নয় একই কথা, কে আর কুষ্টি-ফুষ্টি ঘাঁটকাতে যাবে ? সব জিনিসের যখন ফাও আছে, এও না হয় আটের ফাও নয়। সম্রাট্‌কে অষ্টম-বর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বালক ব'লে বুঝিয়ে দেব, পুরস্কারের ঠেলায় একেবারে প্রথম শ্রেণীর বড়লোক হব। এইবার ফাঁদ পাতি, দেখি পড়ে মশা কি হাতী ; (প্রকাশ্যে) তোমার বাবা মশায় কোথা ?

মণি। বাবাকেই খুঁজচি। বাবা আজ সকাল থেকে যে কোথা গেছে, দুপুর উতরে গেল, তবু দেখতে পাচ্চিনি। তুমি কি আমার বাবাকে দেখেচ ? না, তুমি তো আমার বাবাকে চেন না

মহা। চিন্‌তেম না, কিন্তু এখন চিনেচি।

মণি। কি ক'রে ?

মহা। তোমার বাবার নাম বত্নদত্ত বল্‌লে না ?

মণি। হুঁ, রত্নদত্ত।

মহা। তাতেই চিনেচি বাপু, তাতেই চিনেচি।

মণি। চোখে মানুষ না দেখলে, কানে নাম শুনে কি চেনা যায় ?

মহা। বত্নদত্ত নামে মানুষ দেখে এলেম।

মণি। কোথায় ?

মহা। ঐ নদীর ধারে একটা গাছতলায়। তাঁর বড় পেটব্যথা কর্‌চে, তাই আস্‌তে পাচ্চেন না, ছটফট কর্‌চেন, আমাকে ব'লে দিলেন—আমার ছেলে মণিদত্তকে ঝাঁ ক'রে ডেকে আন।

মণি। (শশব্যস্তে) অঁ্যা, বল কি গো! আচ্ছা, আমি বাড়ীতে খবর দি। (গমনোদ্যোগ)

মহা। (মণিদত্তের হস্ত ধারণ করিয়া) আরে, বাড়ীতে খবর দেবার সময় নেই, তুমি শীগ্‌গির আমার সঙ্গে নদীর ধারে চল! এই তো কাছে নদী, দেরি কর্‌লে তোমার বাবার কি জানি কি হয়। এর পর তোমার বাবা এসেই বাড়ীতে খবর দিবেন। এখন তুমি বাড়ীর ভিতর গেলে বাবা হারাবে, বাবা! আমার সঙ্গে সাঁ সাঁ ক'রে চ'লে এস!

মণি। আচ্ছা, তবে চল।

মহা। (স্বগত) আর কোথা যায়? পাখী ধরেছি! বাবার নামে হাবা ছেলে ইঁদুর-কলে পড়েছে, আর ওদিকেও এক কোটি কর্‌করে স্বর্ণ-মুদ্রা ঝম্ ঝম্ ক'রে বাজনা বাজাচ্চে। (প্রকাশ্যে) শীগ্‌গির চ'লে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দেবগ্রামের প্রান্তবর্ত্তী পথ।

বত্নদত্ত, কাত্যায়নী, অর্জ্জুন ও জনার্দ্দন।

বত্ন। কেন বার বার বাধা দিচ্চ? সর, সর, বাড়ী যাই।

কাত্যা। হায় হায়, পুত্রহারা কাঙালিনীর নয়ন-জল দেখেও কি তোমার পাষাণ-প্রাণ কোমল হলো না? এই দুটি ভাই-হারা ছেলে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়েছে, ছেলের বাপ হয়ে অনায়াসে দেখচো! দাও দাও, পুত্র-হারাকে ভিক্ষে দাও—কুশীকে আমার ফিরে দাও।

রত্ন। আঃ, কি জ্বালা! সর সর সর (গমনোদ্যোগ)।

কাত্যা। (বাধা দিয়া)

(গীত)

ঋণের দায়ে, মায়ে কাঁদায়ে,
নিদয় প্রাণে কোথায় যাও।
দাসী হয়ে তব ঋণ শুধিব,
কুশীরে আমার ফিরে দাও॥

(বত্নদত্তের পুনর্গমনোদ্যোগ)

যেও না যেও না, বোধো না বোধো না,
আমি যে অভাগী মা।
যাইতে দিব না, কভু ছাড়িব না,
এই তো ধরিনু পা॥

(পদধারণ)

তোমার হৃদয়ের দয়া এসেছে পায়ে,
পা তো ছাড়িব না;
নয়ন-জলে পা ভিজাইব,
পা তো ছাড়িব না॥

বত্ন। ছি ছি, ছি ছি, কি কর? কি কর? ব্রাহ্মণের পত্নী, পা ছুঁলে আমার অকল্যাণ হবে যে।

কাত্যা। ব্রাহ্মণের পত্নী পা ছুঁলে যদি পাপের এত ভয়, তবে ব্রাহ্মণের পুত্রহত্যা কর্‌লে কত পাপ, সে কথা একবার তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর। দয়া ক'রে দাও—আমার কুশীকে ফিরে দাও।

বত্ন। দূর হোক্, বার বার ঐ কথা, বার বার ঐ কথা।

[বেগে প্রস্থান।

কাত্যা। ওরে চল্ চল্, সবাই মিলে আবার বত্ন-দত্তের পা জড়িয়ে ধরি। এত লোকের কান্না-কাটিতে ওর কঠিন হৃদয় গল্‌বেই গল্‌বে। ওরে, আমি কুশীর শোকে বড় কাতর হয়েচি, আর যে ছুটে যেতে পাচ্চিনে, বাবা! তোরা আগে দৌড়ে গিয়ে বত্নদত্তকে থামা, আমি যাচ্চি। দৌড়ে যা, দৌড়ে যা।

[জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনের বেগে প্রস্থান।

(গীত)

নয়ন-তারা-হারা হয়ে
শোকে ভাসি নয়নজলে।
দয়াল হরি দয়া ক'রে
দাও হে ছেলে মায়ের কোলে॥
মা করেছ দুখিনীরে,
(তবে) ভাসাও কেন নয়ন-নীরে,
(আমার) হারানিধি দাও হে ফিরে,
ডাকুক্ আমায় মা ব'লে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নদী-তীর।

(মহানন্দ ও মণিদত্তের প্রবেশ)

মণি। নদীর ধারে ধারে অনেক দূর এলেম, বাবা কৈ ?

মহা। বাবা নদীর ও পারে।

মণি। কৈ, তা তো বল নি ?

মহা। নদীর ধারে তো বলেচি।

মণি। তা বলেচ।

মহা। এ পারেও নদীর ধার, ও পারেও নদীর ধার, এক ধার নদীর হয় না তো বাবা !

মণি। ও পারে যাব কি ক'রে ? এ যে আঘাটা, নৌকা কৈ ?

মহা। (স্বগত) আরে বোকা ছোঁড়া, আমিই নৌকা। এ তো সরু নদী, তোকে ভব-নদীর পারে নে যাচ্চি, নরমেধ-যজ্ঞ-কুণ্ড তোর পারঘাট।

মণি। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? নৌকা কৈ ?

মহা। আর খানিকটে এগিয়ে যাই চল বাপু, দের নৌকা পাবে।

মণি। (স্বগত) তাই তো, ও পারে বাবা, এ পারে আমি, তায় আবার নৌকা নেই, কি ক'রে পারে যাই ? (নেপথ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশ্যে) ঐ যে ঐ বাবা আস্‌চে।

মহা। (সভয়ে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে ! বাবা আস্‌চে ? কৈ বাবা ?

মণি। ঐ বাবা।

মহা। (স্বগত) তাই তো, বাবা ব্যাটা ফস ক'রে —'বন থেকে বেরুলো টে, সোনার টোপর মাথায় দে।' এইবার আমার দফা রফা। ছেলের কাজ নেই, পালাই। (প্রকাশ্যে), তবে আর কি ? বাবা পেলে, ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমিও স'রে যাই।

মণি। বাবার সঙ্গে দেখা করবে না ?

মহা। কা'ল তখন দেখা করবো ! (স্বগত) উঃ ! মিস্‌রে এসো পড়লো যে, দৌড়ে পালাই, না, তা হলেই বিভ্রাট ; দোষী সাব্যস্ত হবো। যা থাকে কপালে, দাঁড়াই,, ফাঁক পেলেই ফাঁকি দেবো।

(রত্নদত্তের প্রবেশ)

রত্ন। (সবিস্ময়ে) কে রে মণি, তুই এখানে কেন ?

মণি। হাঁ বাবা, তোমার নাকি বড় পেটব্যথা করেছিল ?

রত্ন। কে বল্‌লে ?

মণি। ইনি।

রত্ন। আপনি কে মশায় ?

মহা। লোক ঠাওরাতে পারি নি মশায়।

মণি। তবে তুমি যে বল্‌লে, বাবাকে চিনি ?

মহা। বাবাকে কে না চেনে বাবা ?

মণি। আমার বাবাকে চেন বল্লে যে ?

মহা। ওঃ—ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, সে লোকটির নাম রক্তদত্ত ; রত্নদত্ত ভুল শুনেছিলাম, তাই ধাঁধা লেগেছে।

মণি। এই তুমি বল্লে নদীর এ পারে, তার পর ও পারে আমার বাবা পেটব্যথায় ছট্‌ফট্ করচে, দশবার রত্নদত্ত বল্লে, এখন আবার রক্তদত্ত ?

মহা। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম" তা যা হবার হয়েচে, রক্তদত্তের বাড়ীর সন্ধানে চল্লুম। রত্নদত্ত মশায় ! কিছু মনে করবেন না, কালের কুটিল গতি, বোঝা ভার, গেলুম এক জনের কর্‌তে হিত, হলো বিপরীত। তা মশায়ের সঙ্গে আলাপটা হলো, খুব সুখের বিষয়। এর পর আমি এ দিকে এলে অগ্রে মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। তবে এখন আসি। (গমনোদ্যোগ)

রত্ন। দাঁড়াও দাঁড়াও ; তুমি কে ? সত্য বল, কেন তুমি আমার ছেলেকে ভুলিয়ে এমন নির্জ্জন স্থানে এনেচো, এর গায়ে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার ; তোমার কথাবার্ত্তা হাবভাব ধরণধারণে আমার মনে দারুণ সন্দেহ হচ্চে।

মহা। আজ্ঞে, তা তো হবেই, কাজটা ভালর বদলে হলো মন্দ, তা হোক, করবেন না কিছু সন্দ। আসি তবে। (পুনর্গমনোদ্যোগ)

রত্ন। (বাধা দিয়া) তা হচ্চে না ; তোমার গোঁজা মিলে সোজা হচ্চি নে।

মহা। গোঁজাগুঁজি আবার কি, সব সোজাসুজি।

রত্ন। কিন্তু বাঁকা যে বোঝাবুঝি।

মহা। তবে কি আপনি আমাকে কু-লোক বানাতে চান ?

রত্ন। (সবিদ্রূপে) সে কি। ছি ! তুমি আবার কু-লোক, ভু-লোকে নেহাৎ সু-লোক ! সু-লোক মশায় ! আমার সঙ্গে একবার অনুগ্রহ ক'রে আসুন।

মহা। কোথা ?

রত্ন। যমের বাড়ী !

মহা। অ্যাঁ ! আপনি ভদ্রলোক, এরূপ বাক্য আপনার জিহ্বায় ? হা ধিক্ আমাকে ! হা কষ্ট !

রত্ন। এখনি কষ্টমোচন হবে। ওরে মণি, শীগ্‌গির নগর-কোটালকে ডেকে আন্।

মহা। (উৎকণ্ঠায়) আপনি বল্লেন কি ? পথ ছাড়ুন।

রত্ন। পথ ছাড়বো কি? হাত ধরলেম! (হস্তধারণ)

মহা। (রোষে) কি, ভদ্রলোকের অপমান! এখনও বলচি, মানে মানে হাত ছাড়ুন।

রত্ন। এই ধরলেম ঘাড়। (গ্রীবাধারণ করিয়া) যা মণি, ঝাঁ ক'রে কোটালকে ডাক্।

মহা। (স্বগত) তবেই তো, কোটাল এলেই সর্ব্বনাশ—কারাবাস! তার চেয়ে জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় দি। (প্রকাশ্যে) এখনও হাত ছাড় বলচি। (বলপ্রকাশ ও উষ্ণীষ খুলিয়া ভূতলে পতন)

রত্ন। বটে! চড়াই পাখী লোহার শিকল কাটতে চায় যে!

মহা। পরের মান রাখলেই নিজের মান থাকে, জান তো?

রত্ন। বেশী হুড়োহুড়ি বাড়াবাড়ি কর তো একটি আছাড় মারবো, মাথাটি ছাতু হয়ে যাবে!

মহা। মানুষমাত্রেই আছাড় মারা জানে, তা জান?

রত্ন। তবে তস্কর! (প্রহার)

মহা। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! গায়ে হাত তোলা! ছাখ্, তবে পাজী ছুঁচো, যে চোখে তুই আমাকে দেখতে পেয়ে চিনতে পেরেছিস, তোর সেই চোখ দুটোর জন্মের মত মাথা খাই। (গুপ্ত ছোরা বাহির করিয়া) দেখেছিস্ ব্রহ্মাস্ত্র!

রত্ন। (অত্যন্ত ভয়ে) কোটাল! কোটাল! কোটাল!

মণি। (অত্যন্ত ভয়ে) কোটাল, দৌড়ে এস, বাবাকে চোর খুন করলে, এস, কোটাল! কোটাল!

মহা। পাজী ব্যাটা, ঘাড় ধরার মজা ছাখ, আমি তো মরবোই, আগে কিন্তু দোসর চাই, এই তোর চোখের মাথা খাই।

(উভয়ের হুড়াহুড়ি)

রত্ন। (হতাশ হইয়া) কোটাল! কোটাল!

মণি। ওগো, কি হলো, বাবা গেল, বাবা গেল! ও চোর, বাবাকে ছাড় ছাড়।

মহা। চোখ ছিঁড়ে ছাড়ি। (রত্নদত্তকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ছোরাঘাতে চক্ষু বিদ্ধকরণ ও সেই সময় রত্নদত্তের দন্তকর্ত্তনে মহানন্দের নাসিকা ছিন্ন হওন)

মণি। তবে রে চোর! (ভূতল হইতে ইষ্টক লইয়া মহানন্দের মস্তকে প্রহার।)

রত্ন। (যন্ত্রণায়) উঃ, গেলুম রে! চোখ গেল রে! মলুম রে!

মহা। (যন্ত্রণায়) উঃ, বাবা রে, নাকটা গেছে রে, উহুহু! মলুম রে!

মণি। বাবার চোখ কাণা করবার কেমন মজা!

মহা। ব্যাটা আমায় গন্দাখ্যাঁদা কোরে ছাড়লে রে! আমার পাপকর্ম্মের ঠিক প্রতিফল হয়েছে! ধর্ম্মকর্ম্মের নামে ভণ্ডামী অধর্ম্ম করার এই উপযুক্ত শাস্তি! পরের ছেলে চুরির এই ঠিক দণ্ড! উহুহু, ম'রে গেলুম, ম'রে গেলুম!

[প্রস্থান।

রত্ন। আমাকেও মেরে গেলি। দুটো চোখই জন্মের মত হারালুম, কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিনে, চোখের তারা দুটো ব্যাটা ট্যাপা মাছের মত প্যাঁট ক'রে বার ক'রে ফেলেচে রে বাবা! সব অন্ধকার! বাবা মণি রে, তুই কোথা রে!

মণি। (সরোদনে) এই যে বাবা! (রত্নদত্তের হস্তধারণ)

রত্ন। ওঃ, পুত্রশোকাতুর সিদ্ধার্থ ব্রাহ্মণের অভিশাপ হাতে হাতে ফললো, একরাত্রিও পোহালো না। আমি তার চক্ষের জলধারা বার করেচি, সে আমার চক্ষে রক্ত-ধারা বার করলে। ধিক্ আমার অর্থে! ধিক্ আমার স্বার্থে! ধিক্ আমার সুদের ব্যবসায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রয়াগ—রাজকক্ষ।

যযাতি ও জনৈক মন্ত্রী।

যযাতি। যতবার জিজ্ঞাসি নারদে,
তত্তবারি বলে মুনি—ইহা ছাড়া
উপায় নাহিক কিছু আর।
কিছুই বুঝিতে নারি;
দিবানিশি বসিয়া নির্জ্জনে কত ভাবি মনে,
তবু, কিছুই বুঝিতে নারি সমস্যা ইহার।
মন্ত্রিবর! নিরানন্দ-প্রাণে, আকুলিত-মনে
অকূল সঙ্কট-সিন্ধু-সলিলে ডুবিনু,
কি হবে, কি হবে! কে বলিবে সদুপায়?
হায় হায়, অভাগা যযাতি আমি!
সচিব! সচিব!
কেন আমি পিতা বর্ত্তমানে ত্যজি নাই
পাপ প্রাণ!
তা হ'লে এ হলাহল জর্জ্জরিত করিত
কি মোরে?
ওহো, এক দিকে পিতৃস্বর্গবাস!
অন্য দিকে শিশু-প্রাণনাশ!

মন্ত্রী। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ!
যযাতি। বজ্রাঘাত হোক মহারাজে!
ভস্ম হোক্ পাপ রাজসভা!
চূর্ণ হোক্ রাজ-সিংহাসন!
ধ্বংস হোক্ সাম্রাজ্য আমার!
এর চেয়ে যদি আমি ভিক্ষুক হইয়া,
ব্রাহ্মণ-শিশুর প্রাণ বলি নাহি দিয়া,
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' হেন আচরণে
পিতার দুর্গতি নাশ করিবারে পারি,
মুক্ত করিবারে পারি স্বর্গপথ তাঁর,
সেই মোর জীবনের সুখ।
কিন্তু হায়, সে আশা দুরাশা।
নারদ মুনির বাণী—
হেন নরমেধ বিনা উপায় নাহিকো
কিছু আর।
হায় হায়! কূট প্রহেলিকা—
এক দিকে পিতৃ-স্বর্গবাস!
অন্য দিকে শিশু-প্রাণনাশ!

(ভূতলে পতন)

(কুশধ্বজকে লইয়া বিশোকের প্রবেশ)

বিশোক। (শশব্যস্তে) মহাশয়! সম্রাট্ ভূতলে পতিত কেন?
মন্ত্রী। দারুণ উদ্বেগ।
যযাতি। মন্ত্রিন্! কার সঙ্গে কথা কচ্চো?
মন্ত্রী। সম্রাটের অষ্টম মন্ত্রী বিশোকের সঙ্গে।
যযাতি। বিশোক—বিশোক!
বিশোক!
বিশোক কবহ মোরে নিস্ফল-সংবাদে।
একাকী ফিরিয়া থাক যদি,
তবে আমি তুষিব তোমারে নানাবিধ
বহুমূল্য পুরস্কারে!
বল বল, একাকী কি ফিরে এলে?
বিশোক। মহারাজ! আজ্ঞা তব করেছি
পালন, একাকী করি নি আগমন,
সঙ্গে মোর ব্রাহ্মণ-নন্দন।
যযাতি। (দারুণোদ্বেগে) কি কি!
ব্রাহ্মণ-নন্দন?
ওহে, এ যে বিদ্যুতের ঝলা।
এখনি হইবে বজ্রপাত!
কাজ নাই নরমেধে।
কোটি কোটি তীক্ষ্ণ শূল বিন্ধে মোর
প্রাণে!
হায় হায়! কোন্ প্রাণে জনক-জননী-প্রাণ
শিশুর কোমল-প্রাণ ভস্মিব আগুনে!
বিশোক! বিশোক!
দেবোপম সম্রাট্ নহুষ,
পুত্র আমি তাঁর, নিষ্ঠুর বা দস্যু নহি আমি,
ব্রহ্মহত্যা সাজে কি আমারে?
কাজ নাই নরমেধে—
কাজ নাই ব্রহ্মহত্যা করি,
আত্মহত্যা করি নিজে মরি,
তাহে যদি হয় হোক্ পিতার উদ্ধার।
ফিরে দাও পুত্রহারা মা-বাপের নয়নের
তারা হারানিধি।
বিশোক। মহারাজ!
যযাতি। যাও যাও, ফিরে দাও!
বিশোক। মহারাজ!
যযাতি। দূর হও!
নিজেই যাইব আমি শিশুরে লইয়া
পিতৃমাতৃসন্নিধানে।
বৎস রে, কোথা তোর পিতা-মাতা?
কিবা নাম তোর?
কুশ। কুশধ্বজ নাম দেবগ্রাম ধাম,
সিদ্ধার্থ আমার পিতা, কাত্যায়নী মাতা—
বড় দাদা জনার্দ্দন, মধ্যম অর্জ্জুন।
যযাতি। (স্বগত) আহা, চাঁদমুখে মধুমাখা বাণী,
বাজিল নীরব বীণাখানি!
আহা, হেন মধুভরা কণ্ঠ কাটিব কঠিন
প্রাণে!
ছি ছি ছি ছি, এ প্রাণ থাকিতে এর
প্রাণে না দিব আঘাত।
(প্রকাশ্যে) আয়, বৎস, কোলে আয়—
চল্ যাই!
বিশোক, কোন্ দিকে—কতদূর দেবগ্রাম?
বিশোক। প্রভু, আপনার যাওয়া কি—
যযাতি। নাহি বল, চক্ষু আছে, নিজে যাব
খুঁজি। চল শিশু কোলে কোলে।

(ক্রোড়ে গ্রহণোদ্যোগ)

(বেগে নারদের প্রবেশ)

নারদ। কোথা যাও পৃথিবী-ঈশ্বর?
যযাতি। আবার জীবন্ত-বাধা!
নারদ। বাধা নাহি, বাধাভঙ্গকারী।
যযাতি। তপোধন!
কোন্ প্রাণে অফুটন্ত ফুল
কাটিব জীবন-বৃন্ত হ'তে?
এ কি মুনি, নরমেধ-বিধি?

এ হ'তে কঠিন বিধি বিধির জগতে
কিবা আর ?
কাজ নাই নরমেধে,
ফিরে দি গে মা-বাপের ছেলে
মা-বাপের শূন্য-কোলে।

নারদ। পিতার তোমার প্রেতাত্মার কথা—
ভাব কি হে মনে মহারাজ।

যযাতি। এ শিশুর মা-বাপের কথা—
ভ্রাতাদের কথা—এর নিজের কথা—
তুমিও কি ভাব তপোধন ?

নারদ। ভাবি।

যযাতি। ভাবিলে, ভাবাতে নাহি মোরে,
বাঁধিতে না দুর্ভাবনা-ডোরে,
বাঁধিতে না যন্ত্রণার ঘোরে।

নারদ। ভাবনা-যন্ত্রণার হবে অবসান।

যযাতি। নিলে বুঝি এই শিশু-প্রাণ ?
আর না—আর না—আর তিষ্ঠিতে
না পারি হেথা,
ব্যথার উপরে বাড়ে ব্যথা,
যাই আমি।
পায়ে ধ'রে কহি মুনি,
ব'লো ব'লো পিতারে আমার ;—
নরাধম পুত্র তাঁর পিতৃঋণ শুধিতে
নারিল।
না পারিল খুলিবারে স্বর্গের দুয়ার।

[কুশধ্বজকে ক্রোড়ে লইয়া বেগে প্রস্থান।

নারদ। অবশ্য খুলিবে তুমি স্বর্গের দুয়ার।
চল চল, ধরি গে রাজারে।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রয়াগ—অশোকবনের অপর পার্শ্ব।

আনন্দ ও জনৈক গায়িকা।

গায়িকা। (গীত)

ফুলের কাছে যায়।
মধু ফুরুলে ভ্রমর ভুলে,
ফুল-পানে না চায়।

দুষ্‌ছো কেন ফুল-মণিকে,
চোখ মিলে চাও ফুলের দিকে,
দিচ্ছে মধু ভোমরা বঁধু
লুটছে ফুলের পায় ;—

মধু ফুরুলেও লুটতে পায়ে
তবেই শোভা পায়॥

(মাতঙ্গীর প্রবেশ)

মাতঙ্গী। এই যে ঠাকুর-পো অশোকবনে, আমি চৌদ্দভুবন দৌড়ে ম'চ্ছি। ও ঠাকুর-পো, তোমার দাদার খবরাখবর পেলে কি ?

আনন্দ। বৌ-দিদি, জিজ্ঞেসা কর্‌বার কি আর সময় পেলে না ? ঠিক সুরটি জম্‌বার মুখেই—"ও ঠাকুর-পো।"

মাতঙ্গী। ও ঠাকুর-পো।

আনন্দ। আবার ?

মাতঙ্গী। আজ আট দশ দিন হ'লো, কোথায় গেল। প্রাণটা যে আকুল হলো।

আনন্দ। গানটাও যে ব্যাকুল হলো।

মাতঙ্গী। ও ঠাকুর-পো।

আনন্দ। আঃ, ভাল ল্যাঠা জুটলো। কেন "নীরস রসিকতায়" রসভঙ্গ কর্‌ছো, বৌ দি ?

মাতঙ্গী। আমার মন কেমন কেমন কর্‌চে, চুপ ক'রে থাক্‌তে পাচ্ছিনি।

আনন্দ। চুপ ক'রে তবে যাও। তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি।

মাতঙ্গী। তার খবর না পেলে আর আমি বাঁচবো ?

আনন্দ। তবে যা ভাল বোঝো, কর গে। কর্ত্তার দশ দিন খবর পেতে দেরি হ'লে গিন্নী যদি মরেন, তবে স্বামীর কাছার খুঁটে আঁচলের খুঁট বেঁধে চোখোচোখি মুখোমুখি হয়ে, ঘরণীর ঘরের কোণে ব'সে থাকাই উচিত।

মাতঙ্গী। ঠাকুর-পো, কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে ?

আনন্দ। ভয় কি, বৌ-দি, দাদা পৌনে আড়াই সের চিনি আন্‌চেন। এখন হাপুস হুপুস করবার সময় নয়, যাও। পরে আমি দাদার সংবাদ জেনে তোমায় বল্‌বো। তিনিও আজ নয় কা'ল নিশ্চয় ফিরে আস্‌বেন ; কারণ, পরশু পূর্ণিমা তিথিতে নরমেধ-যজ্ঞ।

মাতঙ্গী। তবে যাই, ভাই।

আনন্দ। তথাস্তু ; গচ্ছ গচ্ছ।

মাতঙ্গী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হুঁ হুঃ হুঁ হুঃ। যত দিন যাচ্চে, ততই ভয় হচ্চে। ওগো, তুমি কবে আস্‌বে গো। বজ্জর ঝঝ-ঝরিয়ে চোখের জল ঢাল্‌চে, আর আমার চোখ তো ফোয়ারা। আঁচল শুকোয় না। হায় গো হায়, কেন পরের ছেলে ধরতে গেলে। ওঁ ওঁ ওঁ।

আনন্দ। আঃ, কি বেতালা বদ্‌-সুরো জংলা পাহাড়ী রাগিণী।

মাতঙ্গী। (সরোদনে) ওগো, স্বপ্নেও যে তোমায় দেখতে পাইনি। তোমার কি হলো গো।

আনন্দ। বৌ-দিদি, অশোকবনে শোক করতে নেই, বাগানের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়। যাও, বাড়ী যাও।

[মাতঙ্গীর প্রস্থান।

গায়িকা। ও মেয়ে-মানুষটি কে ?

আনন্দ। দাদার ভায্যে, আমার ভাজ। এইবার আর একটি গাও। তার পর মহারাজের নিকটে তোমায় নে যাব। মিষ্টি স্বরে যদি তাঁর কষ্ট নষ্ট করতে পার, তবে তোমায় আর পায় কে ? পুরস্কারের ওপর পুরস্কার। আমিও তোমায় বড়মুখ কোরে এনেচি, আমারও মুখরক্ষে হবে।

গায়িকা। (গীত)

মনের আশা রইলো মনে
দেখা হ'লো না।
আস্‌বে ব'লে বলেছিল,
তবু এলো না॥
সাধের সাধে বাধা,
সার হ'ল কাঁদা,
দেখার আশা ভেসে গেল,
হতাশ গেল না॥

(বেগে যযাতির প্রবেশ)

যযাতি। কে আছ, কে আছ হেথা ?
বল বল কোথা বিপ্রশিশু ?
দেবর্ষি ভুলায়ে মোরে এনেছে তাহারে।
সন্দেহ বাড়িল মনে,
রাখিয়াছে সঙ্গোপনে
সেই ব্রাহ্মণ-নন্দনে সেই চতুর নারদ।
কে ? আনন্দ ?
বল বল, কোথা কুশধ্বজ ?
(গায়িকাকে দেখিয়া) এ কে ?

আনন্দ। মহারাজ। এই সে গায়িকা,
যার গীতে বিমোহিত অন্তর তব।

যযাতি। কেন মোর অশোক-উদ্যানে ?

আনন্দ। অশোক করিতে তব
শোকাকুল প্রাণ।
নিদারুণ চিন্তা হুতাশন দহিছে
তোমার চিত,
যদি পারি সান্ত্বিবারে সঙ্গীত-সুধার ধারে
তাই গায়িকারে এনেছি সম্রাট্।

যযাতি। হা ধিক্, হা ধিক্।
কেন হ'ল হেন মতি তব ?
রমণীর কম-কণ্ঠস্বর
না চাহি শুনিতে আর।
যে সকল পিশাচীর আসঙ্গ-লিপ্সায়
অন্ধ হয়েছিনু, ছি ছি ছি ছি, সে
সর্ব্বনাশিনী নারী আনি চাহ তুমি শান্তি
দিতে মোরে ?
যদি আমি পতঙ্গ-সমান
রমণীর রূপানলে নাহি পড়িতাম,
যদি তার কণ্ঠস্বরে না মজিত মন,
তবে কি ঘটিত আজ এই সর্ব্বনাশ ?
ভয়ঙ্কর নরমেধ, বিপ্রশিশু-নাশ হইত
কি আমা হ'তে ?
আনন্দ রে, জানহ নিশ্চয়,
যৌবন রূপের মোহ ভুজঙ্গ দংশন,
নারীই নরের সর্ব্বনাশের কারণ।
মায়াবিনী মুখ আর না চাহি হেরিতে।
বিদায় করহ ওরে,
দিতে হয় দাও ধন,
কিন্তু সম্মুখে আমার মায়াবিনী না
রাখিও আর।

আনন্দ। ক্ষমা কর মোরে মহারাজ।
এখনি বিদায় করি।

যযাতি। কাল-ভুজঙ্গিনী নারী।
অগ্রে কর বহিষ্কৃত, তবে আমি
ছাড়িব উদ্যান।

আনন্দ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

[আনন্দ ও গায়িকার প্রস্থান।

যযাতি। দেখি দেখি, কোথা সেই
ব্রাহ্মণ-কুমার।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রয়াগ—দেবালয়।

(নারদ ও কুশধ্বজের প্রবেশ)

নারদ। ভয় কি বৎস। কেন দুঃখ কর্‌চো ?

কুশ। ঠাকুর, আমি আমার নিজের জন্য দুঃখ কচ্চিনে, বাপ-মা-দাদাদের প্রাণের জন্যই আমার দুঃখ। আহা, না জানি, তাঁরা আমার শোকে কত কষ্ট পাচ্চেন, বেঁচে আছেন কি না সন্দেহ হচ্চে। ঠাকুর। কি হবে ?

নারদ। ভগবান্ হরি সকলকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন, তুমি ভেব না, কুশধ্বজ! তোমার পিতা-মাতা-ভ্রাতাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি তোমার কর্ণে হরিনামমন্ত্র দেবো, কণ্ঠে নৃসিংহ-রক্ষাকবচ বেঁধে দেবো।

কুশ। তা হ'লে আমার বাপ-মা দাদারা বিপদে পড়বে না?

নারদ। কেহই বিপদে পড়্‌বে না।

কুশ। কিন্তু বহ্নদত্তের ভয় যে বড়। সেই দারুণ ভয়ে আমি বাপ-মা-দাদাদের হারিয়েছি, তাঁরাও আমায় হারিয়েছেন।

নারদ। বহ্নদত্তও অমূল্য রত্ন হারিয়েচে।

কুশ। অমূল্য রত্ন তো ছেলেকে বলে। বহ্নদত্ত কি তার ছেলে মণিকে হারিয়েছে?

নারদ। ছেলের চেয়েও অমূল্যরত্ন নয়ন-মণি হারিয়েছে।

(রাজপুরোহিতের প্রবেশ)

রাজপুরোহিত মহাশয়, আপনি এই বালককে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রী৺নারায়ণ-বিগ্রহের নিকট রক্ষা করুন।

রা-পু। যে আজ্ঞা দেবর্ষে।

কুশ। আপনি আমার কাছে থাক্‌বেন না?

নারদ। থাক্‌বো বৈ কি, বৎস। তুমি গিয়ে নারায়ণকে প্রণাম কর, আমি কিছু পরে যাচ্চি।

[রাজপুরোহিতের সহিত কুশধ্বজের প্রস্থান।

এখন আমাকে স্বয়ং এই দেব-নিকেতনের বহির্দ্বার রক্ষা কর্‌তে হবে, দ্বারপালেরা এখানে থাক্‌লে মহারাজ প্রবেশ কর্‌বেন, আমার বিভ্রাট ঘটবে। আমি দ্বারদেশে থাক্‌লে তাঁকে প্রবেশ কর্‌তে দেবো না। সম্রাট্ নহুষের স্বর্গদ্বার-প্রবেশের নিমিত্ত আমি আজ ভগবানের মন্দির-দ্বারে দ্বারী। আহা, সে সর্ব্বজীবের স্বর্গদ্বারপ্রবেশের নিমিত্ত প্রতিদিনই আমি হরিমন্দির-দ্বারে দ্বারী হ'তে পারি। (খড়ি দ্বারা মন্দিরদ্বারে বড় বড় অক্ষরে লিখন)

(বেগে যযাতির প্রবেশ)

যযাতি। দেবর্ষে, কোথা সেই বিপ্রশিশু?
শুনিলাম, এনেচ শিশুরে
তুমি হরির মন্দিরে।

নারদ। (লিখিতে লিখিতে) যে বলিল এ কথা
তোমারে, রাজা, সে তোমার মহাশত্রু।

যযাতি। কৃপা করি, ছাড় দ্বার,
একবার দেখিব শিশুরে।
আহা, তার চাঁদমুখখানি
ফাঁকে ফাঁকে দেখিতেছি মনের নয়নে,
বড় সাধ প্রত্যক্ষ দেখিতে
সেই মেঘ-ঢাকা চাঁদ।
ছাড় দ্বার তপোধন।
একবার দেখিব শিশুরে।

নারদ। একবার দেখ, রাজা,
মন্দির-দুয়ারে কি লেখা লিখিনু আমি।

যযাতি। (লিখন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)
"নহুষের প্রেতাত্মা কাঁদিছে।"
হাঁ।
শান্তি-নিকেতন এই বিষ্ণুর মন্দির,
এখানেও বিদ্যুতের রেখা
দিল দেখা চক্ষু ঝলসিয়া।
স-রব অশনি চেয়ে নীরব অশনি
নিদারুণ মর্ম্মভেদী।
তপোধন। শুধু একবার
হেরিব সে চাঁদ মুখ।
একাকী পশিব, একাকী আসিব,
সঙ্গে নাহি আনিব শিশুরে।

নারদ। লৌহের নিকটে গেলে চুম্বক প্রস্তর,
লৌহেরে না টানি কভু
একাকী কি ফিরে?

যযাতি। মুনি। ভয় নাই,
নির্জ্জীব চুম্বক আমি।

নারদ। পুনঃ বলি, পিতৃভক্ত নহুষ-নন্দন,
বারংবার দেখ লেখা—
বারংবার পড় লেখা—
"নহুষের প্রেতাত্মা কাঁদিছে।"

যযাতি। শিশুও কাঁদিছে।
আমিও কাঁদি গো মুনি। [প্রস্থান।

নারদ। (গীত)

ভকত-মান বাড়াতে হরি
বলির দুয়ারে তুমি দুয়ারী,
দুয়ারীর আমি দুয়ারী আজি,
কি দেবে আমারে বল মুরারি॥
বিনা বেতনে আমি খাটিনে,
বুঝে নেবো, প্রভু, আজি মাহিনে,
ভাল যারে জানা, কি দেহ মাহিনা,
অর্থ চাহি না আমি হে,—
চাহি মোক্ষপদ, ওই রাঙ্গা পদ,
বিপদে ও পদ অতুল সম্পদ,
তুমি মোর রাজা, আমি তব প্রজা,
তুমি প্রভু, আমি দাস তোমারি॥

——

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রয়াগ—ত্রিবেণী তীর্থ।

রাজপুরোহিত ও কুশধ্বজ।

কুশ। আপনার কথায় আমি তো এই ত্রিবেণীস্নান ক'রে ফোঁটা-টোঁটা কাট্‌লুম, গহনা প'রে সাজলুম, আমার বাপ-মা-দাদারা ছেঁড়া কাপড় প'রে কষ্ট পাচ্ছেন, আমার এমন সাজে সাজা কি ভাল দেখায়?

রা-পু। দেবর্ষি নারদের আদেশে তোমায় এরূপ সাজে সাজালেম।

কুশ। নারদ ঠাকুর মশায় এখন কোথা?

রা-পু। তিনি এখনি এখানে আস্‌বেন।

কুশ। এলে জিজ্ঞাসা কর্‌বো, কেন গরীবের ছেলের এমন সাজ? আচ্ছা, পুরুত মশায়, নরমেধ-যজ্ঞ কেমন? হোমকুণ্ডে সত্যিই কি আমি ঝাঁপ দেবো, না ঘি দেবো?

রা-পু। (স্বগত) হায় হায়, কেন আমি রাজ-পুরোহিত হয়েছি? ব্রাহ্মণের পরপৌরোহিত্য গ্রহণ করা যে মহাপাপ, তা আমা হ'তেই প্রমাণিত হলো। আহা, অবোধ শিশুকে কি ব'লে সত্য কথা বলবো? কি কঠিন সমস্যা। ধর্ম্মকর্ম্মেও আমায় মিথ্যা ব'লে অধর্ম্ম স্পর্শ কর্‌তে হলো।

কুশ। রাজপুরোহিত মশায়, বলুন না, ঝাঁপ দেবো, কি ঘি দেবো, ঠাকুর, আপনার চোখ দে জল পড়ছে? তা ভয় কি? আমি ঝাঁপই দেবো।

রা-পু। (স্বগত) বৎস রে, আমার চক্ষে জল দেখে আমায় সান্ত্বনা কর্‌বার জন্য যখন তুই হোমকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছিস্, কিন্তু এর পর ভয়ঙ্কর নরমেধ-যজ্ঞের হোম-কুণ্ডে প্রচণ্ড হুতাশন নিরীক্ষণ ক'রে তোর চক্ষু দিয়ে অশ্রুপ্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। হা নারায়ণ, তুমি বৈ কে আজ যজ্ঞ-সঙ্কটে এই ননীর পুত্তলিকে পরিত্রাণ কর্‌বে? ওহো, কি ভয়ঙ্কর নরমেধ।

(নারদের প্রবেশ)

কুশ। ঠাকুর, যে মাটীর পুতুল, তার গায়ে কেন এমন বহুমূল্য হীরে-মুক্তোর গহনা?

নারদ। বৎস রে, তুই কি মাটীর পুতুল?

কুশ। দীনদুঃখী ভিখারীর ছেলে মাটীর নয় তো কি ঠাকুর?

নারদ। রাজ-পুরোহিত মহাশয়, এক্ষণে আপনি যজ্ঞ-সভায় যান, পরে আমি এই বালককে নিয়ে যাচ্ছি।

রা-পু। যে আজ্ঞে, দেবর্ষে।

[প্রস্থান।

নারদ। বৎস, পূর্ব্বমুখ হয়ে বসো, তোমার কর্ণে হরিনামমন্ত্র দি। (কুশধ্বজের উপবেশন ও তৎকর্ণে নারদের হরিনামমন্ত্র প্রদান) এইবার আমায় শোনাও।

কুশ। (করযোড়ে)—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥" (প্রণাম)

নারদ। এইবার কণ্ঠে নৃসিংহ-কবচ বেঁধে দি।

(কবচ বন্ধন)

কুশ। গুরুদেব, প্রণাম করি।

নারদ। অগ্নি জল হোক্। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রয়াগ—রাজপথ।

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ। হা ভগবান্, এ কি কর্‌লে। আর যে আমার কুশীকে একবার জন্মের শোধ দেখতে পাবারও উপায় নেই। কি হবে, কি হবে। হরি হে, এক কুশীর শোকে আমরা চারিটি প্রাণী কাতর-প্রাণে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি, একবার কুশীকে আমায় দেখাও। হায়, নির্দ্দয় প্রহরীরা কেবল বাধা দিচ্ছে, মহারাজের নিকট যাবার পথ নেই, দুঃখ নিবেদন কর্‌বার উপায় নেই। ওদিকে নর-রাক্ষস রত্নদত্ত, এ দিকে নির্দ্দয় নারদ আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌লে। নারদের আদেশে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। পুত্রহারা কাত্যায়নী, ভ্রাতৃহারা অর্জ্জুন-জনার্দ্দন কে কোথায় কুশী কুশী ক'রে হাহারবে ছুটোছুটি কর্‌ছে, একসঙ্গে থাকৃতে কাকেও দেখতে পাচ্ছিনে। নারায়ণ। আমা হেন অভাগার মৃত্যুও কি এত দুর্লভ?

(ভূতলে উপবেশন ও অশ্রুমুক্ত)

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী। (গীত)

একা গিয়াছিলে, একা ফিরে এলে
কুশীকে আন নি কোলে তুলে।
দেখা কি হয় নি, কথা কি কয় নি,
ডাকে নি কি আমায় মা ব'লে॥
সে যে আসার সময় দেয় নি দেখা,
কয় নি কথা সুধামাখা,
কাঙালিনী মাঁয় ভুলবে বোলে,—
আমি অভাগিনী, জনম-দুঃখিনী,
জীবন যাবে নয়ন-জলে॥

(স্নেহোদ্‌ভ্রান্ত হইয়া) ওগো, কুশীকে যেন অন্তরে বাহিরে দেখ্‌চি, দশদিকে দেখ্‌চি, সে যেন আমায় মা ব'লে ডাক্‌চে ;—আমি কোলে কর্‌তে হাত বাড়াচ্চি, অমনি ছুটে পালাচ্চে ;—ওই যে আমার বুকের ধন, ওই যে আস্‌চে, আয় আয় কুশী রে, কোলে আয়, মা মা বোলে মধুর-বোলে তোর কাঙালিনী মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে দে ; ঐ যা, বাছা আবার পালালো, কোলেও এল না, মাও বল্‌লে না ! (সিদ্ধার্থের প্রতি) ওগো, দৌড়ে চল, এখনি ধর্‌বো, ছোট ছোট পায়ে কতদূর ছুটবে ? চল, চল, (সিদ্ধার্থের হস্ত ধরিয়া) এস, এস, দৌড়ে এস।

সিদ্ধার্থ। (স্বগত) হা পুত্রহারা উন্মাদিনি ! হরি শ্রীমধুসূদন ! এ কি হ'লো !

কাত্যা। ওগো, তুমি বুঝি কুশীকে ভালবাস না, তাই চুপ ক'রে রাজা যযাতির রাজপথ দেখ্‌চো ? আমি কিন্তু যযাতির প্রাণ দেখ্‌চি, হৃদয় দেখ্‌চি। উঃ ! যযাতির হৃদয় প্রাণ পাষাণের চেয়েও কঠিন।

সিদ্ধার্থ। পত্নি ! কঠিন হৃদয়-প্রাণ যযাতির নয়, সেই নরপিশাচ রক্তদন্তের ! দেখ্‌ রক্তদন্ত ! দেখ্‌ পিশাচ ! দেখ্‌ নরাধম নরকের কীট ! দেখ্‌ সুদবিষ্ঠাভোজী ! আমাদের বিপদের প্রাণান্তকর গ্রাস !

কাত্যা। সে রাক্ষসটার আর নামও করো না। চল, কুশীর কাছে যাই।

সিদ্ধার্থ। পত্নি, পথ নেই।

কাত্যা। কেন ? কুশী কোথা ?

সিদ্ধার্থ। বোধ হয় যজ্ঞভূমে ! ঐ দেখ, ঐ দেখ, আকাশে ধূমরাশি হুহু ক'রে উঠ্‌চে !

কাত্যা। (হাহাকারে) তবে আর আমার কুশী বেঁচে নাই। (মূর্চ্ছা)

সিদ্ধার্থ। হা ভাগ্য ! ঝটিকাবর্ত্তে মগ্নপ্রায় তরণী, তার ওপর বজ্রাঘাত !

(বেগে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। (সরোদনে) দাদা, দাদা, মা বুঝি আর বেঁচে নেই। মা ! মা !

জনার্দ্দন। (সরোদনে) মা ! মা !

কাত্যা। (প্রবুদ্ধ হইয়া) ওরে, তোরা দু'ভাই এলি, তিন ভাই এলি নি কেন ? আমার কুশী কৈ ?

(গীত)

কুশী রে, কুশী রে, কুশী রে।
কাঙালিনী মা তোর ভাসে নয়ন-নীরে ॥
একবার আয় রে, আয় রে,
দেখা দে আমায় রে,
কাঁদাইয়ে যায় রে,
কোথা গেলি রে ॥
আমার আঁচল-বাঁধা অমূল্য নিধি,
তুমি কেড়ে নিলে নিদয় বিধি,
সদয় হয়ে ব্যাকুল মায়ে,
হারানিধি দাও হে ফিরে ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রয়াগ—যজ্ঞ-সভার তোরণ।

দ্বাররক্ষকগণ দণ্ডায়মান।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। দেখ প্রহরিগণ, তোমরা এই যজ্ঞতোরণে আর দণ্ডায়মান থেকো না, আমি একাকী এখানে থাক্‌বো।

১ম দ্বা-র। কেন, প্রভু ?

নারদ। বিশেষ প্রয়োজন আছে। তোমরা কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য বিশ্রাম কর গে।

১ম দ্বা-র। যে আজ্ঞে। (প্রণাম)

[দ্বাররক্ষকগণের প্রস্থান।

নারদ। (স্বগত) আবার দ্বাররক্ষা। এই দ্বার-রক্ষায় মহারাজ নহুষের স্বর্গদ্বার মুক্ত ! (নেপথ্যে দেখিয়া) আহা, পূর্ণ শোকের চারিটি জীবন্তমূর্ত্তি। আমাকে বাহ্যভাবে নির্ম্মমচক্ষু, নির্দ্দয়-হৃদয় হ'তে হবে।

(সিদ্ধার্থ, কাত্যায়নী, জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ। দেবর্ষে, এখানে আপনি ?

নারদ। (নিরুত্তর)

সিদ্ধার্থ। এই হতভাগ্যদের দয়া ক'রে দ্বার ছাড়ুন। ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞের দ্বার চিরকাল অবারিত, আপনাকে এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র, কারণ, আপনিই এইরূপ বিধানকর্ত্তা।

নারদ। ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে গিয়ে অবস্থান কর।

সিদ্ধার্থ। দেবর্ষে, আমাদের প্রাণ যে এখানে, শূন্য-দেহে দেবগৃহে গিয়ে কি কর্‌বো ?

নারদ। এখানে তোমাদের প্রবেশ নিষেধ।

সিদ্ধার্থ। কার আদেশ ?

নারদ। আমার।

সিদ্ধার্থ। হাঁ। বুঝলেম, দেবর্ষিই হোন্, আর দস্যুই হোক্, নিষ্ঠুরতা সকল হৃদয়েই আধিপত্য করে।

কাত্যা। (নারদের পদমূলে পতিত হইয়া) ঠাকুর, চরণে ধরি, বিনয় করি, একবার দয়া ক'রে আমার বাছাকে দেখ্‌তে দিন, একবার পুত্রহারাকে পুত্রের মুখখানি দেখ্‌তে দিন।

নারদ। কেন আমাকে লজ্জিত কর ?

কাত্যা। ঠাকুর, আপনি দয়া কর্‌লেই আমি তিনটি ছেলের মা হয়ে থাকি।

নারদ। বৃথা অনুরোধ। দেবালয়ে যাও।

কাত্যা। হায় হায়, ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণের প্রতি বিমুখ।

জনার্দ্দন ও অর্জ্জুন। (গীত)

দয়াল মুনি আর পারিনি
থাক্‌তে দ্বারে শূন্যপ্রাণে।
বাপ-মা কাঁদে শোক-বিষাদে
দ্বার ছেড়ে দাও দয়া-দানে ॥
ভিক্ষা ক'রে গাছের কাছে এনেছি বনফল,
কুশীর মুখে তুলে দিয়ে মা হবে শীতল,—
নয়ন-জলে, পাষাণ গলে,
চেয়ে দেখ মায়ের পানে ॥

নারদ। আমি বধির, তোমাদের কারুর কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কচ্ছে না। সত্য বল্‌ছি, কোনমতে দ্বার ছাড়্‌তে পার্‌বো না।

কাত্যা। ঠাকুর। আমার শিশুপুত্রটির প্রাণবধ করাই কি আপনার ধর্ম্ম ?—হরিভক্তির মর্ম্ম ?

নারদ। হাঁ, তাই।

কাত্যায়নী। (গীত)

শেষ আশাটুকু, ঘুচিয়ে গেল,
কি সাধে ধরিব এ প্রাণ ছার।
এখানে কুশীর, পাব না দেখা,
সেখানে দেখা পাব বাছার ॥
মায়ে পোয়ে সেথা নিরালায় রব,
আঁচলে ঢাকিয়া রাখিব তারে,
কঠিন ধরার, নিদয় মানুষ,
যাবে না সেথায় বাঁধাতে মোরে,—
কোলে তুলে তারে, নয়নে নয়নে,
চাঁদমুখখানি রাখিব তার।

[প্রস্থান।

সিদ্ধার্থ। হা, কোথা যাও পুত্রহারা উন্মাদিনী ?

নেপথ্যে কাত্যা। গঙ্গাগর্ভে।

সিদ্ধার্থ। দাঁড়াও দাঁড়াও, ইহলোকে পাঁচ জনে একসঙ্গে ছিলেম, পরলোকেও থাক্‌বো। দয়াহীনা পৃথিবী আমাদের নয়।

(গমনোদ্যোগ)

জনা। বাবা, বাবা। তোমরা কোথা যাচ্চো ?

সিদ্ধার্থ। গঙ্গাস্নানে। তোরাও আয়।

[নারদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নারদ। দৌবারিক, দৌবারিক। সকলে শীঘ্র দৌড়ে এস।

(দৌবারিকগণের পুনঃ প্রবেশ)

ঐ দেখ, চারিটি জীবন্ত শোকের স্রোত ছুটে গিয়ে এখনি ত্রিবেণীর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দৌড়ে গিয়ে বাধা দাও। সাবধান, কোনমতে যেন ওরা জলমগ্ন হয়ে প্রাণ-ত্যাগ না করে, যাও যাও।

১ম দ্বা-র। যে আজ্ঞে ঠাকুর, কোন চিন্তা নেই।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রয়াগ—যজ্ঞসভা

যযাতি, বিশোক, মন্ত্রিগণ, সভ্যগণ,
রাজপুরোহিত, ব্রাহ্মণগণ
ইত্যাদি সমবেত।

(ব্রাহ্মণগণ নরমেধ-যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত)
(নারদের প্রবেশ)

নারদ। বিশোক, এইবার পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত হয়েছে, তুমি সেই ব্রাহ্মণবালকটিকে শীঘ্র নিয়ে এস।

বিশোক। (স্বগত) হা ধিক্ আমাকে। কঠিন হস্তে কোমল হস্ত ধর্‌তে যেতে হলো। নিষ্ঠুর প্রাণে সরল প্রাণে আঘাত কর্‌তে হলো।

[প্রস্থান।

যযাতি। দেবর্ষে। আমিও প্রস্থান করি। আমার দেহ কঠিন অস্থিতে গঠিত, কিন্তু প্রাণ কোমল বায়ুময়, এই ভয়ঙ্কর শিশু-হত্যা কখনই আমার প্রাণ সহ্য কর্‌তে পারবে না। এই লোমহর্ষণ যজ্ঞস্থল যযাতির চক্ষে জলন্ত মহাশ্মশান।

(গমনোদ্যোগ)

নারদ। তোমার এই মহাশ্মশান তোমার প্রেতাত্মিক পিতা সম্রাট নহুষের স্বর্গদ্বার।

যযাতি। আমি যাই।

নারদ। স্থির হও মহারাজ।

(কুশধ্বজকে লইয়া বিশোকের পুনঃপ্রবেশ)

কুশ। (প্রকাণ্ড যজ্ঞানল দেখিয়া ভয়ে) এ কি দেখি। (করতলে নয়নাচ্ছাদন)

যযাতি। ওই, ওই, অফুটন্ত ফুল
 য় শুকাবে তাপে।
ধিক্ রে বিশোক তোরে,
মোর মন্ত্রী কঠিন পাষাণ।
সর, মুনি, ছাড় পথ,
রাক্ষস কোথায় আর? মানুষই রাক্ষস।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

নারদ। ভাল, মানুষই রাক্ষস,
কিন্তু নহুষ কি প্রেতাত্মা রহিবে?

যযাতি। ওহো, এ কি বাধা। এ কি বিড়ম্বনা?

(ভূতলে পতন)

কুশ। (যজ্ঞানল দেখিয়া ভয়ে স্বগত) জ্বলন্ত আগুনের লক্ লক্ শিখা দেখে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। এই আগুনে আমায় ঝাঁপ দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) কোথা পিতা। কোথা মা। মা, মা, একবার দৌড়ে আয়, আমায় কোলে নিয়ে বক্ষে কর। হায় হায়, এ ঘোর সঙ্কটে আমার মা বাবা দাদাদের দেখ্‌তে পেলেম না। ওগো, তোমরা কেউ আমার বাবাকে মাকে একবার ডেকে আন না, একবার দেখ্‌বো।

যযাতি। উঃ আর নাহি সহ্য হয়।
কর্ণে যেন কোটি বজ্রাঘাত।
ভয় নেই ভয় নেই শিশু,
বাজাই সঙ্কটে পিতা মাতা,
আয় কোলে,
দেখি, কে তোরে অনলে ফেলে।

(কুশধ্বজকে রক্ষার চেষ্টা)

(শূন্যে সহসা নহুষের প্রেতাত্মার আবির্ভাব)

প্রেতাত্মা। যযাতি রে।
এই কি রে পিতৃভক্তি তোর?

যযাতি। হায় হায়। জনকের প্রেতাত্মার বাধা।

(ভূতলে পতন)

নারদ। মহারাজ। সম্মুখে তোমার পিতা
বিষাদভাণ্ডার শুষ্ক মুখ
প্রকাশিছে নরক-যন্ত্রণা,
এবে যা উচিত হয়, কর।

যযাতি। আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি
এ জ্বলন্ত নরমেধ-যজ্ঞ-হুতাশনে।
পিতার নরক-জ্বালা
আমার প্রাণের জ্বালা একসঙ্গে
হউক নির্ব্বাণ। (ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

প্রেতাত্মা।—
আমার নরক-জ্বালা বাড়িবে দ্বিগুণ।

যযাতি। হায় হায়, সঙ্কটও না পড়ে
কভু এ হেন সঙ্কটে। কি করি।
কোথায় যাই। (ভূতলে পতন)

প্রেতাত্মা। যযাতি রে। মুক্ত কর্ মুক্ত কর্ মোরে,
আর যে সহিতে নারি এ যন্ত্রণা।
পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ কর্, কুপুত্র হোস্ নে,
বাছাধন। ওরে। পুত্র বিদ্যমানে মোর
নরকে নিবাস। আর না—আর না—
আর তিষ্ঠিতে না পারি,
বল, এই ব্রাহ্মণ-শিশুরে ঝাঁপ দিতে যজ্ঞের
অনলে।

যযাতি। পিতা।
জীবিত যযাতি-মুখে এ নির্ঘাত কথা
কিরূপে বাহির হবে? ক্ষমা কর,
ক্ষমা কর অনুগত সুতে।

প্রেতাত্মা। ছি ছি, পিতৃদ্রোহী পুত্র তুই!
অনন্ত নরকভোগ ভাগ্যেতে আমার।
আরে কুলাঙ্গার পুত্র, ভোগ তুই
রাজ্যসুখ, দিবানিশি ঢালি অশ্রুরাশি,
আমি যাই ভুঞ্জিতে নরক-জ্বালা।

(গমনোদ্যোগ)

যযাতি। পিতা পিতা, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
ভাল, আজ্ঞা তব করিব পালন।

প্রেতাত্মা। বল তবে ব্রাহ্মণ-কুমারে
যজ্ঞানলে ঝাঁপ দিতে।

যযাতি। পূজ্যপাদ পিতা, ইহা ছাড়া আর
কি উপায় নাই?

প্রেতাত্মা। আরে নরাধম পুত্র,
পিতার সহিত পরিহাস?

যযাতি। ছি ছি, পিতা। এ কি কথা!
বড় ব্যথা বাজিল হৃদয়ে।
বলি তবে, রসনা রে বজ্রাঘাত কর—
বিপ্র-শিশু।
পিতা মোর কষ্ট ভুঞ্জে প্রেতাত্মা
হইয়া পুত্রের পাতক হেতু, এবে তাঁর
স্বর্গের দুয়ার খোলো তুমি দয়া করি,
ঘুচাও ঘুচাও তাঁর নরক-যন্ত্রণা!
তুমি স্বর্গ আমি যে নরক।
দে রে ঝাঁপ যজ্ঞ-হুতাশনে।

কুশ। হায় হায়, এইবার আমার প্রাণ-বায়ু শেষ হলো। বিপদে পড়্‌লে ছেলে বাপ-মার কোলে আশ্রয় নেয়, এই অভাগার বাপ-মা কাছে নেই; বড় আশা

ছিল, রাজার আশ্রয়ে মরণ-ভয় ঘুচে যাবে, এখন সে আশাও ঘুলো। বাকী কেবল একটি আশা, সে আশা মানুষের কাছে পূরে না, যাঁর দয়ায় পূরে, মরণসময় তাঁকেই ডাকি। (করযোড়ে)

(গীত)

কোথা এ সময়, ওহে আশাময়
একবার এস হে প্রাণের হরি।
আমি দারুণ সঙ্কটে পুড়ে মরি।
ওহে অনাথের নাথ, অনাথ শিশুরে,
দাও হে অভয়-চরণ-তরী॥
সম্মুখে অনল জ্বলে ভীষণ,
পলকে পুড়িবে শিশুর জীবন,
দাও হে অভয়-চরণ-তরী॥

(জ্বলন্ত হোমকুণ্ডে ঝম্প প্রদান)

যযাতি। হায় হায়, ভস্ম হ'ল জীবন্ত-কুসুম।

(মূর্চ্ছা)

(জীবিত কুশধ্বজকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের হোমকুণ্ড হইতে উত্থান)

সকলে। জয় জয় হরি দয়াময়।

নারদ। হের হের প্রেতাত্মিক নহুষ রাজন্,
সম্মুখে তোমার ভগবান্ হরি দয়াময়।
আর কিবা ভয়?
ঘুচিল তোমার ঘোর নরক-যন্ত্রণা,
খুলে গেল স্বর্গের দুয়ার।
অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিনু তোমার নিকটে,
আমিও অঋণী হইনু এবে।
যযাতি নন্দন তব যথার্থ পুত্রের কার্য্য
কৈল এত দিনে।
যযাতি রাজার এ অপূর্ব্ব নরমেধ-যাগ
ত্রিভুবনে হইবে ঘোষিত।
ধন্য এই নরমেধ-যাগ।
আপনি সাক্ষাৎ হরি এ যজ্ঞে উদয়।

প্রেতাত্মা। (করযোড়ে) প্রণিপাত করি
রাঙা পায়, ওহে অগতির গতি হরি
দয়াময়। প্রেতাত্মিক দেহ মোর এই
ঘুচে গেল হেরি তব শ্রীচরণ;
দিব্য মূর্ত্তি ধরি এবে তব কৃপা-গুণে
চলিনু তোমার স্বর্গে—বৈকুণ্ঠ ভুবনে!
দেবর্ষি নারদ। স্বর্গেও রহিব ঋণী
তোমার চরণে। পুত্র যযাতি রে, ধন্য তুই,
ধন্য তোর নরমেধ-যাগ।
কীর্ত্তি তোর অটুট রহিবে চিরদিন।
বিপ্রসুত কুশধ্বজ, প্রণিপাত করি,
তুমি মোর স্বর্গের দুয়ার।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গারোহণ)

নারদ। হের রাজা, পিতা তব প্রেতমূর্ত্তি
ছাড়ি দিব্যমূর্ত্তি ধরি, শূন্যপথ উজলিয়া
ওই চলে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।

যযাতি। কই কই। পিতা, পিতা, অন্তিম-
কালে প্রণাম করি পায়।
হেন আশীর্ব্বাদ করি যাও।
পুনঃ যেন স্বর্গে গিয়া নমিবারে
পারি তব পদে।
(শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভক্তিভরে) আহা,
এ কি মূর্ত্তি হেরি ত্রিভঙ্গ মুরারি হরি।
ধন্য আমি, ধন্য নরমেধ।
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি সম্মুখে আমার।
প্রণিপাত করি পায়, হরি দয়াময়।
পাপমুক্ত হৈনু এত দিনে। (প্রণিপাত
কুশধ্বজ। সামান্য বালক নহ তুমি,
বুঝিয়াছি—হরির দ্বিতীয় মূর্ত্তি তুমি
মর্ত্ত্যভূমে। উদ্ধারিতে পিতারে আমার,
পিতৃভক্তি শিখাইতে আমা হেন পাপী
দুরাচারে, আর যত পিতৃদ্রোহী পাষণ্ড
নাস্তিকে, অষ্টমবর্ষীয় দীন বিপ্রশিশুরূপে
অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীমণ্ডলে।
মিনতি আমার—
পিতা মাতা ভ্রাতাদের সনে
আনন্দিত-মনে তিষ্ঠ ভবনে আমার।
যাবৎ জীবন, আমি ষোড়শোপচারে
শ্রীহরি বিগ্রহ সহ পূজিব তোমারে।
যাহা চাহ, দিব আমি,
যযাতির প্রাণ মন রাজ্য ধন সমস্তই তব। (প্রণাম)
পূজ্যপাদ দেবর্ষি নারদ।
মূঢ় আমি, বুঝি নাই তোমার মহিমা,
নিঃস্বার্থ পরের হিত, প্রাণ মন
না বুঝিয়া তীব্র ভাষা করেছি প্রয়োগ
বারংবার, ক্ষম মোরে,
ক্ষমার নিধান, মুনিবর! (প্রণাম)

নারদ। মহারাজ। আজি হৈতে মোর
আশীর্ব্বাদে আদর্শ সম্রাট্ হৈলে
সসাগরা ধরণী-মণ্ডলে।

বিশোক। যজ্ঞভূমির বহির্দ্দেশে কুশধ্বজের পিতা মাতা ভ্রাতারা রোদন করছে, শীঘ্র তাদের নিয়ে এস।

[বিশোকের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) ঠাকুর। তুমি জীবের সর্ব্বসন্তাপ-হারী, কিন্তু আজ তোমার বর-অঙ্গে জ্বলন্ত অনলের তাপ লেগে বড়ই কষ্ট হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ। আমার কষ্ট দেখে তোমার এখন বড় কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এই অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বালককে জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করবার সময় সে কষ্ট কোথায় ছিল? তুমি বড় নিষ্ঠুর।

নারদ। আমি যেন জন্ম জন্ম এইরূপ নিষ্ঠুর হই। আজ এরূপ নিষ্ঠুর না হ'লে, তোমার শ্রীচরণ-দর্শন কি নহুষ, যযাতি আর এই সকল জীবের ভাগ্যে ঘটতো? নিদারুণ কষ্টের হস্ত হ'তে মুক্তিলাভ করতে গেলে, তোমায় নিদারুণ কষ্ট দিতে হয় ঠাকুর। কণ্টকে যেমন কণ্টক উদ্ধার, কষ্টে সেইরূপ কষ্টের বিনাশ। তা যাই হোক, কষ্টহারীকে কষ্ট দিয়ে আমি অপরাধী হয়েছি, তোমার ক্ষমামাখা রাঙ্গা পায়ে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমাময়।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ। আমায় কষ্ট দিয়ে যদি জীবের কষ্ট নষ্ট করাই তোমার উদ্দেশ্য, তবে চিরকাল তাই কর। তোমায় ক্ষমা করলে তুমি জীব-চিন্তা বিস্মৃত হবে, জীবগণ কষ্ট পাবে, ক্ষমা করবো না।

নারদ। (সহাস্যে) পরের জন্য আমার কেন কষ্ট ভোগ? তার চেয়ে বর তোমার রোষানলে আমায় ভস্ম কর, আমিও কুশধ্বজের মত তোমার রাঙা পা-দুখানি জড়িয়ে ধ'রে, আবার যেমনকার নারদ, তেম্নি হই। কি বল বাবা ঠাকুর, এতে সম্মত আছ?

শ্রীকৃষ্ণ। (হাস্যকরণ)

(সিদ্ধার্থ, কাত্যায়নী, জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনের বেগে প্রবেশ)

কাত্যা। কই কই, আমার কুশী কই?
(দেখিয়া) এই যে আমার হারাধন। আয় আয়, কোলে আয়। (কোলে লইয়া) বাছা রে, একবার মা বল্, অনেক দিন তোর চাঁদমুখে মা বলা শুনি নি।

কুশ। মা, মা।

কাত্যা। আহা, কে আমার ভাঙা বীণা আবার গ'ড়ে দিলে?

নারদ। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া) যে কোটি কোটি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়ে, এই সেই পরম দয়াল হরি তোমার ভাঙা বীণা নূতন ক'রে গড়েছে মা।

কুশ। এই ছাখ মা, তোর কুশীর প্রাণ কালো শশী।

সকলে। (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া) জয় হরি দয়াময়! জয় হরি দয়াময়! জয় হরি দয়াময়!

সিদ্ধার্থ। হে কৃষ্ণ। হে মাধব। হে মধুসূদন! তোমায় অনন্ত অনন্ত দেব, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, যোগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি কেহই জন্মজন্মান্তর কঠিন তপস্যা ক'রেও দেখতে পায় না, কিন্তু আজ আমরা আমার কুশধ্বজের কল্যাণে তোমার ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করলেম। ধন্য আমি। ধন্য আমার পত্নী। ধন্য আমার কুশী।

নারদ। ব্রাহ্মণ। তোমরা হৃদয়ে অনেক কবাঘাত করেছ, তাই আজ হৃদয়বিহারী হরিকে হৃদয়গোচরে পেলে, চক্ষের অগোচর হরির শ্রীচরণ দর্শন পেলে; জীবনকে ত্রিবেণীজলে মগ্ন করতে চেয়েছিলে, তাই জগজ্জীবন পরমাত্মা অনাদি অনন্ত ভগবান্ শ্রীহরির সঙ্গলাভ করলে।

সকলে। জয় হরি দয়াময়। জয় হরি দয়াময়। জয় হরি দয়াময়।

কাত্যা। ঠাকুর, তোমার অপার স্নেহ। সেই স্নেহ আমার স্নেহের ধন কুশীকে আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছে, এইবার ভক্তিভাবে তার কৃতজ্ঞতা দেখাতে আমার বড় সাধ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি সাধ?

কাত্যা। গোপালের অপার করুণায় আমার হারা গোপালকে আবার কোলে পেলেম, সেই ব্রজের গোপালকে একবার কোলে করব, এই আমার সাধ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। মা মা, নে মা, তোর ব্রজের গোপালকে কোলে নে মা।

কাত্যা। (শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া) কুশী রে। ছাখ ছাখ্, আজ আমি মায়ের মা, তোর মায়ের কোলে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের মা।

সকলে। গীত

(ওরে) আয় সকলে ছাখ্ সকলে,
মায়ের মা আজ পড়লো ধরা।
(মায়ের) কালো রূপে ফুট্‌ছে আলো,
ছুটেছে উধাও স্নেহের ধারা।
(আয়) প্রাণ ভ'রে মায় মা ব'লে ডাকি,
রাঙা পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে মুখ চেয়ে থাকি,—
বিপদ্ ঘুচে যাবে রে,
মরণ মুছে যাবে রে,—
মায়ের ভয়ে যম পালাবে,
ভেঙে যাবে যমের কারা॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা-পতন

বনবীর

(নাটক)

রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

উৎসর্গ-পত্র

"Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is kingdom of heaven." MATT. v. 10

রাজধাত্রী পান্না! নিঃস্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি পান্না! কোথায় তুমি? এক দিন ছিলে এই মহাভূমি ভারতভূমির অঙ্কশোভি চিতোরে, এখন তুমি কত দূরে? না না, স্বর্গেরও যদি স্বর্গ থাকে, তবে তুমি সেই পবিত্রাদপি পবিত্র ভুবনে। মানুষ যখন স্বর্গ-কামনায় পৃথিবীতে ধর্ম্মাচরণ করে, সেই ধর্ম্মাচরণে কপটতা ও স্বার্থপরতা না থাকিলে স্বর্গে যায়, তখন বোধ হয়, আবার সেই স্বর্গ হ'তে তদপেক্ষা উচ্চতর আর একটি স্বর্গে যাইবার জন্য, সেথায় অলৌকিক ধর্ম্মাচরণ করে, করিয়া শেষে কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু পান্না! তুমি এই পৃথিবীতেই অলৌকিক ধর্ম্মাচরণ করিয়া, পরের পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য নিজের জীবনসর্ব্বস্ব একমাত্র পুত্রকে রাজরক্তপিপাসু বনবীরের তীক্ষ্ণধার ছুরিকা মুখে অর্পণ করিয়াছ। এই তো এত বড় পৃথিবী, তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে কে—কোথায়—কবে এমন সুদুর্লভ স্বার্থশূন্যতার অপার্থিব দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছে? তাই বলিতেছি, এই মর্ত্তভূমি পৃথিবীকে তুমি দেবভূমি প্রথম স্বর্গ করিয়া গিয়াছ; সুতরাং এক্ষণে তুমি একেবারে স্বর্গাদপি স্বর্গে, প্রিয়তম পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, কর্ম্মনিয়ন্তা লীলাময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিঃস্বার্থপরতারূপ পুষ্পমালা সাজাইতেছ।

পান্না, এক দিন তুমি মানবী-আকারে রাজধাত্রী ছিলে, এক্ষণে দেবী আকারে জগদ্ধাত্রী। তুমি হেন রাজধাত্রী, তুমি হেন জগদ্ধাত্রী যে ভারতের, তোমার সেই ভারতেরই আমরা। ভারতের পরার্থপরা পান্না, তুমি এক্ষণে ভগবান্‌কে পরার্থপরতা-পুষ্পমালায় পূজা করিতেছ, কিন্তু তোমার ভারতের আমরা হেন স্বার্থপর মানব আজি কি দিয়া তোমার পবিত্র আত্মার পূজা করিব, খুঁজিয়া পাই না; তবে তোমারই অলৌকিক স্বার্থশূন্যতা ও পরার্থপরতার অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কিত আমার এই যৎসামান্য "বনবীর নাটক"রূপ সৌরভবিহীন ক্ষুদ্র ফুলটি দিয়া তোমার পরম পবিত্র আত্মার পূজা করিলাম।

কলিকাতা।
১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বনবীর

(ভয়ানক-রৌদ্র-বীর-হাস্য-করুণ-রসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক)

নাট্যোক্ত ব্যক্তি

পুরুষ

বিক্রমজিৎ (বিক্রমাদিত্য)	মিবারের মহারাণা।
উদয়	বিক্রমজিতের কনিষ্ঠ সহোদর।
বনবীর	বিক্রমজিতের জ্ঞাতিভ্রাতা।
করমচাঁদ রাও	প্রধান সর্দ্দার (প্রধান সেনাপতি)।
জগমল রাও	করমচাঁদ রাওয়ের পুত্র ও সর্দ্দার (সেনাপতি)।
জয়সিংহ বালীয	সর্দ্দার (সেনাপতি)।
জৈমু সিন্দিল সিংহ	সর্দ্দার (সেনাপতি)।
শিকরবল	রাজসহচর
মাণ্ডলিক	মিবার (মেওয়ার) ভীলগণের অধিপতি।
চন্দন	রাজধাত্রী পান্নার পুত্র।
সাগরবারী (বারী—নাপিত)	উদয়ের ভৃত্য।

রাজপুত-বালকগণ, অন্যান্য সর্দ্দারগণ, প্রহরিগণ, মেওয়ার ভীলগণ, পূজারী ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

শীতলসেনী	বনবীরের মাতা।
পান্না	রাজধাত্রী।

পরিচারিকা ইত্যাদি।

বনবীর

(ভয়ানক-রৌদ্র বীর-হাস্য-করুণরসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর—দুর্গপার্শ্বস্থ ময়দান।

রাও করমচাঁদ, জয়সিংহ বালোয় ও জৈমুসিন্দিল।

জয়। রাও সাহেব, আপনি যাই বলুন, আর সহ্য হয় না। যে রাজা মানীর মান বোঝেন না, তাঁর মঙ্গল কে ইচ্ছা করে? অপমানিত হৃদয়ে কি কখন সহানুভূতি জাগ্রত হয়?

করম। জয়সিংহ, স্থির হও। চাঞ্চল্যে মনে অসুখেরই প্রাদুর্ভাব।

জয়। এ অসুখের কণ্টক নিরাকৃত না ক'র্লে চাঞ্চল্য কখনই যাবে না।

করম। বৃদ্ধের কথা রাখ—

জয়। মহাশয়, ক্ষমা করুন, নিদারুণ অপমান—অসহ্য অপমান। রাজপুতহৃদয় কোমল নয়, কঠিন, যখন এ হেন কঠিন হৃদয়ে আঘাত লেগেছে, তখন বুঝুন, বিক্রমজিৎ কিরূপ অপমান করেছেন।

করম। কি কর্‌বে বল, মহারাজ সংগ্রামসিংহের গৌরবের জন্যও তো তাঁর পুত্র বিক্রমজিৎকে সম্মানের চক্ষে দেখ্‌তে হবে।

জয়। আপনি বলেন কি রাও সাহেব। বিক্রমজিৎ পদে পদে আমাদের একশেষ অপমান কর্‌বে, আর আমরা কাপুরুষের ন্যায়, স্ত্রীলোকের ন্যায় তার সম্মান কর্‌বো?

জৈমু। বাস্তবিক, অপমানের প্রতিশোধ অপমানেই হওয়া চাই।

করম। তুমিও কি জয়সিংহের হৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয় মিশিয়েছ?

জৈমু। শুধু আমি নই রাও সাহেব, মিবারের সমস্ত সর্দ্দারেরাই ঘোরতর অপমানিত, পশুবৎ লাঞ্ছিত।

করম। হাঁ, আমি তা জানি, কিন্তু সুবোধ প্রজার উচিত—নির্ব্বোধ রাজাকে ক্ষমা করা।

জয়। আপনি রাজাকে ক্ষমা করুন, স্নেহ করুন। আমরা আর রাজসভায় যাবও না, কথা কবও না, তাঁকে দেখ্‌বও না।

করম। সে কি? তোমরা সকলে বিক্রমজিৎকে পরিত্যাগ ক'র্লে তাঁর কি আর রক্ষা আছে? কর্ণধার-বিহীন নৌকা কিরূপে পরপারে যাবে? গুর্জ্জরের সুলতান বাহাদুর আহত ভুজঙ্গের ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন কচ্চে। সে এই সুযোগে আবার চিতোর আক্রমণ কর্‌বে, চিতোরের রাজসিংহাসন চিরকালের জন্য হয় তো যবনাধিকৃত হবে। তোমাদেরই জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি তাই নিশ্চেষ্ট হয়ে দেখ্‌বে? আমরা বিক্রমজিতের পিতা সংগ্রামসিংহকে যখন মহাসঙ্কটে পরিত্রাণ করেছি, তখন আমাদের হৃদয়ে যে মহানুভাব, ঔদার্য্য, হিতৈষণা জাগ্রত ছিল, আজও তো তাই আছে। আমরা তো সেই রাজপুত। যাঁর পিতাকে রক্ষা করেছি, তাঁকেও রক্ষা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? যদিও অল্পবুদ্ধিবশতঃ বিক্রমজিৎ উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত, অবিমৃষ্যকারী হয়ে সামান্য পদাতিক সেনাদলকে অযথা গৌরব প্রদর্শন কচ্চেন, আমাদের ন্যায় সম্মান্য সদ্দারদের তুচ্ছতাচ্ছীল্য ক'রে অপমান কচ্চেন, তাতে আমাদের ক্ষতি কি? চিতোর-রক্ষা, ক্ষত্রিয়-মুকুটরক্ষাই আমাদের জীবনের ব্রত হওয়া কর্ত্তব্য। মানীর মান কি কেউ কুবাক্যে অপনয়ন ক'ত্তে পারে? ভস্মলেপনে কি মহাদেবের গৌরব যায়? বজ্রপাতে অটল পর্ব্বতচূড়া টলে না। এস, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করি, বিক্রমজিৎকে ধর্ম্মতঃ সদুপদেশ দি, না শোনেন, সকলে চিতোরনগর পরিত্যাগ ক'রে আপনাপন দেশে প্রস্থান কর্‌বো।

(বেগে জগমলের প্রবেশ)

জগ। এই যে, পিতা মহাশয় এখানে, আপনারাও এখানে!

করম। তোমার মুখভাব, স্বরচাঞ্চল্য দেখে আমার সন্দেহ হচ্চে। শীঘ্র বল বৎস, কি হয়েছে?

জগ। রাণা বিক্রমজিৎ আপনাকে যথেচ্ছ কটু-কাটব্য করেচে। কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় আমি সহ্য

করেচি, নৈলে আজ এই তীক্ষ্ণ তরবারি সেই দুর্ম্মুখ নরাধমের কণ্ঠরক্তে রঞ্জিত হ'তো।

জয়। দেখুন রাও সাহেব। তবুও আপনি—অপমান সইতে হয়, আপনি স'ন, আমরা চল্লেম।

(গমনোদ্যোগ)

করম। (বাধা দিয়া) না না না, যেয়ো না, বৃদ্ধের কথা শোন।

জয়। এখানে না, আপনার গৃহে গিয়ে শুন্‌বো।

করম। না না, স্থির হও। (উভয়ের হস্তধারণ)

জগমল। রাণা এখন কোথায় ?

জগ। যমালয়ে যেতো, কেবল আপনার মুখ চেয়ে এখনও চিতোরে।

করম। ছি ছি। রাজা দেবতাস্বরূপ, অমন কথা বল্‌তে নেই।

জগ। রাজা দেবতা বটে, কিন্তু বিক্রমজিৎ রাজকুলের কলঙ্ক—পিশাচ—দেবধামে দৈত্য।

করম। রাজনিন্দা মহাপাপ।

জগ। স্বীকার কার, কিন্তু পিতৃনিন্দা কি পিতঃ ?

করম। বিক্রমজিৎ নির্ব্বোধ, আমার পুত্রও কি তাই ? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) কে আসচে।

জগ। সেই জীবন্ত নরক।

করম। (বিরক্তভাবে) আবার ঐ কথা।

(বিক্রমজিৎ ও শিকরবলের প্রবেশ)

করম। চিতোরপতি মহারাণার জয়।

শিকর। (স্বগত) আ ম'লো, সর্দ্দারগুলো এখানে জমায়েৎ হয়েচে। জগমলটাও যে দাঁড়িয়ে আছে। তা ভালই হ'ল, আরও রাগ বাড়াই, আমার কলের পুতুলকে নাচাই। (প্রকাশ্যে) চলুন, নরনাথ, ও দিকের ময়দানে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখ্‌বেন।

বিক্রম। না শিকরবল, এই খুব উপযুক্ত স্থান।

শিকর। আজ্ঞে না, এখানে মহামান্য সর্দ্দারগণ দণ্ডায়মান। ওঁদের সম্মুখে সামান্য পদাতিকদের আদর-অভ্যর্থনা করাটা ভাল কি ?

বিক্রম। কেন ভাল নয় ? সর্দ্দারদের এতে অপমান বোধ হয়, পা আছে, অন্য দিকে চ'লে যান। আমার ইচ্ছা, মল্লদের নিয়ে, পদাতিকদের নিয়ে লীলা-যুদ্ধ করবো, আদর করবো।

জয়সিংহ। (জনান্তিকে) শুনুন, রাও সাহেব, শুনুন একবার।

করম। (জনান্তিকে) স্থির হও বীরবর, স্থির হও। আমার বোধ হয়, মহারাণার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে, নয় তো কোন স্বার্থপর দুষ্ট লোকের পরামর্শে ইনি এরূপ নির্ব্বোধ বালকের ন্যায় বাক্যব্যয় কচ্চেন। তা যাই হোক্, এখন আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, চল, অন্যত্র প্রস্থান করি। তাই তো, দিন কয়েকের মধ্যে মহারাণার এ কি চিত্তপরিবর্ত্তন। চল সকলে। (বিক্রমজিতের প্রতি) জয় হোক্, চিতোরপতি।

(গমনোদ্যোগ)

শিকর। (স্বগত) আ গেল যা। গুটি গুটি পা বাড়ায় যে। বুড়োটা কি ফুস-মন্তর ঝাড়লে, আর অমনি গুড় গুড় ক'রে সকলের পা চ'ল্লো। উঁহু, চ'লে গেলে চল্‌বে না। (প্রকাশ্যে) রাও সাহেব, আপনারা যাচ্চেন কি ?

করম। হ্যাঁ।

শিকর। আজ্ঞে, একটু অপেক্ষা করুন। পদাতিকদের কুচকাওয়াজটা একবার দেখে যান। মহারাণা অনেক যত্নে এদের লড়াই শিখিয়েচেন। চিতোররক্ষায় এরা বড় কাজে আসবে। আপনারা চিরকালটা হাতিয়ার হাঁক্‌রে লড়াই ক'রেচেন, এখন বিশ্রাম করুন।

বিক্রম। না না, তুমি কিছুই জান না। সর্দ্দারেরা নূতন মল্লপদাতিকদের ঘৃণা করেন, শুধু তাই নয়, আমাকেও যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করেন।

সর্দ্দারগণ। (একবাক্যে) কখনই না।

বিক্রম। প্রতিমুহূর্ত্তে।

করম। আমরা রাজাকে দেবতা ব'লে পূজা করি।

বিক্রম। তাই আপনার পুত্র জগমল রাও এই কতক্ষণ পূর্ব্বে আমায় নারকী বল্‌ছিল।

করম। হাঁ জগমল, তুমি এরূপ অপভাষা ব্যবহার করেচ ?

জগ। না, পূজ্যপাদ পিতা।

বিক্রম। তুমি মিথ্যাবাদী।

করম। শিকরবল, তুমি এর কিছু জান ?

শিকর। (স্বগত) শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। খুঁজে খুঁজে বুড়ো আচ্ছা লোককে মধ্যস্থ পাক্‌ড়েচে।

করম। চুপ ক'রে রইলে কেন ? বল, না, কিছু জান ?

শিকর। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" গোছ কি কি কথা বলেছিলেন, বুঝ্‌তে পারিনি।

করম। তবু ?

শিকর। এই অবু তবু।

জগ। কি তুমি উন্মাদের ন্যায় বক্‌চো ? সকল কথা শুন্‌তে পাও, আর আমার কথা কানে যায় নি ?

শিকর। গিয়েচে।

জগ। তবে বল না। রাজভয়ে কি ভীত হয়েচো ?

শিকর। হ্যাঁ, আপনি এই কথা যেন বলেছিলেন, নারকীরাও আমাদের চেয়ে অনেক সম্মান্য।

বিক্রম। তবে ও কথার অর্থ কি? নারকী আমার মল্লগণ, পদাতিকগণ, তবে আমিও নারকী হলেম না?

জগ। না মহারাজ, তা অর্থ নয়। এর প্রকৃত অর্থ—আমরা—সর্দ্দারেরা এক দিন চিতোরে যথেষ্ট সম্মান পেয়েচি, এখন সে সম্মানে বঞ্চিত; সুতরাং মানীর মান গেলে সে নারকী জীবের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

বিক্রম। এখন ও কথা বলা নিষ্ফল।

শিকর। এ কর্ম্মফল—কর্ম্মফল। কথাটা কতকটা দ্ব্যর্থক হয়ে পড়েচে, তা পড়ুক গে। মহারাজকে কি ওঁরা নারকী বল্‌তে পারেন? তা যদি আপনি আপনার তরফে ও কথাটা টানেন, তবে জগমল বাহাদুরকে ক্ষমা করুন। যে দেবতা, ক্ষমাতেই তার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

জগ। কি! ক্ষমা? বিনাপরাধে ক্ষমা? যে অপরাধী, সেই ক্ষমাপ্রার্থী। আমি অপরাধী নই, ক্ষমাও চাই না।

বিক্রম। হ্যাঁ, তুমি অপরাধী, ক্ষমার অধীন।

জগ। আমি, না আপনি?

বিক্রম। আমি অপরাধী?

জগ। হাঁ, আপনি আমার পিতৃনিন্দাকারী। ক্ষমা-প্রার্থনা আপনারই উচিত।

বিক্রম। কি! আমি তোমার পিতার নিন্দাকারী?

জগ। আপনি আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে বৃদ্ধ গর্দ্দভ বলেচেন।

বিক্রম। আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও। আজ থেকে চিতোরে তোমার স্থান নেই।

জগ। আমিও এ নরকে থাকৃতে ইচ্ছা করি না। কেবল বৃদ্ধ পিতার কথায় মাথা হেঁট ক'রে এত অপমান সহ্য কচ্চি।

বিক্রম। ওঃ! কি মান, তার অপমান!

করম। মহারাণা, এই কি আপনার রাজযোগ্য বাক্য?

বিক্রম। তুমিও জগমলের সঙ্গী হও।

জৈমু। মহারাণা, একটু বিবেচনা ক'রে—

বিক্রম। তুমিও জগমলের পথের পথিক হও।

করম। মহারাণা!

শান্ত কর ক্রোধ, মানহ প্রবোধ,
অবোধ সমান কেন আজ
করিতেছ উন্মত্তের কাজ?
চিরশুভাকাঙ্ক্ষী মোরা তব,
যাহা কহি, যাহা কব,
সকলি তোমার হিতে।
ক্রূর নহি—শঠ নহি—কপটও নহি!
বিপন্ন পিতারে তব অরণ্য-মাঝারে
আশ্রয় দিয়েছি আমি,
জান তুমি সে ঘটনা।
করিতাম যদি প্রবঞ্চনা,
সঙ্গসিংহ পিতা তব
লভিত কি কভু রাজসিংহাসন?
তুমিও পেতে কি কভু?
সরলে সরল হও,
না ঢাল গরল, রাজা, সবলের প্রাণে!
বড় ভালবাসি, বড় স্নেহ করি,
তেঁই সহি কর্কশ-বচন।
স্থির কর মন, আর নাহি কর অপমান!

বিক্রম। ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত সবে,
মুখে মধু মনে হলাহল;
বাহ্যভাবে বড়ই সরল,
কালকূটসম কূট অন্তরের স্তরে।

করম। ভগবান্ একলিঙ্গ সাক্ষী, মহারাজ!
কূট কাজ করি নাই কভু।
তুমি রাজা—তুমি প্রভু।
রাজদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী নহি,
সত্য কহি তোমার গোচরে।

বিক্রম। ছলনা—ছলনা—ছলনা!
পক্ক কেশ—পক্ক বিষ।
তোমারি কৌশলে
সর্দ্দারেরা বৃথা গর্ব্ব করে,
খর্ব্ব করে মান মোর।
চিতোরের সিংহাসনে আশা,
তেঁই ভালবাসা।

করম। (স্বকর্ণে হস্তার্পণ করিয়া) শিব শিব!
কি লজ্জার কথা—কি ঘৃণার কথা!

বিক্রম। (অতিরোষে) কি, কি?
ঘৃণা—ঘৃণা!
দূর হও, বৃদ্ধ পশু!

(সবলে করমচাঁদকে ধাক্কা দেওন ও পতনোন্মুখ করমচাঁদকে জৈমুসিন্দিল ও জয়সিংহ কর্তৃক ধারণ)

জগ। (অত্যন্তরোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া)
কি! পিতারে প্রহার!
প্রহারের প্রতিশোধ—করিব সংহার।

(অসি উত্তোলন)

করম। (সবেগে বিক্রমজিৎকে আবেষ্টন করিয়া)
পুত্র! পুত্র! ক্ষান্ত হও।
রাজহত্যা মহাপাপ!

ফেল অসি, ভুল রোষ,
ক্ষমা কর ভূপতির দোষ।
যাও সবে নিকেতনে।
এস, রাজা, রাজসভামাঝে।

জগ। পিতা, এ কি কহ?
কি বিশ্বাসে ধর তুমি কালসর্পে করে?
বারংবার করিছে দংশন,
তবু তুচ্ছ ভাব তুমি?

করম। পুত্র। তুই যদি গালি দিস্ মোরে,
শিরশ্ছেদ করিব কি তোর?
পিতার গৌরব বুঝ তুমি,
সে গৌরবে পুন কহি আমি,—
সর্দ্দারগণেরে লয়ে যাও নিকেতনে।

[বিক্রমজিৎকে লইয়া করমচাঁদের প্রস্থান।

[সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

শিকর। (স্বগত) বুড়ো বড় দয়াল। এ বুড়ো না থাক্‌লে রাণার মুড়ো এতক্ষণ ঘাসের ওপরে গড়াগড়ি যেতো। উঃ, সেটা হ'লেই যে লেঠা মিট্‌তো গা। এখনও খোঁচ রয়ে গেলো। এ খোঁচ কিন্তু তেমন শক্ত নয়,—ভাঙো ভাঙো। দেখি সর্দ্দারগুলো কোথা গেল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর—গুপ্তমন্ত্রণা-স্থান।

(জগমল, জয়সিংহ রাঠোর ও জৈমু-
সিন্দিলের প্রবেশ)

জগ। ছি ছি ছি ছি, পিতাই কণ্টক।
কি উপায় করি এবে?
পিতৃ-অপমান কভু নাহি স'বে প্রাণে।
হয় বিক্রমের পাপপ্রাণ, নয় মোর প্রাণ
নিশ্চয় একটি যাবে।

জৈমু। পিতা তব অসন্তুষ্ট হবে।

(দূরে শিকরবলের প্রবেশ)

জগ। কিবা করি তবে?
(শিকরবলের প্রতি)
তুমি কেন দাঁড়ায়ে হেথায়? যাও চলি।

শিকর। বীরবর। আমার কি অপরাধ বলুন। রাণা ভারি অবুঝ, তাই না বুঝে নিজেও মজ্‌লেন, আমাকেও মজালেন।

জগ। যাও যাও।

শিকর। যে আজ্ঞা। (স্বগত) আড়ালে গে কান পেতে থাকি, এরা করে কি, ব্যাপারখানা দেখি।

জগ। যাও না।

শিকর। আজ্ঞে, এই যে।

[প্রস্থান।

জগ। (ভাবিয়া) একটি উপায় আছে।
মরিবে না পাপিষ্ঠ বিক্রম,
অথচ বিক্রম তার যাবে।

জৈমু। কি উপায়?

জগ। চিরবন্দী—সিংহাসনচ্যুতি।

জয়। উত্তম। উপযুক্ত প্রতিশোধ।
কিন্তু সঙ্গের কনিষ্ঠ স্বত বালক উদয়
এখন তো উপযুক্ত নয়।
রাজপুত শাস্ত্রের বিধানে
সে তো নাহি পাবে সিংহাসন।

জগ। তাহারো উপায় আছে।
যাবৎ উদয় নাহি প্রাপ্তবয়ঃ হয়,
তাবৎ তাঁর প্রতিনিধিরূপে
বনবীরে দিব সিংহাসন।
বিক্রমের খুল্লতাত পৃথ্বীরাজ বীর।
তাঁরি দাসীপুত্র বনবীর।
রাজপুত শাস্ত্রের বিধানে
গণনে পঞ্চম পুত্র বীর বনবীর।
তাঁরি প্রাপ্য চিতোরের রাজসিংহাসন।
অদ্যই করিয়া বন্দী বিক্রমজিতেরে
রাখিব দুর্গের মাঝে।
কল্য প্রাতে সবে মিলে
যা'ব কমলমীরে বনবীর-পাশে।
সেই স্থানে করি অভিষেক,
আনিব চিতোরে
তাঁরে রাজোপাধি দিয়া।
এই মোর প্রতিহিংসা-সাধনের পথ,
হব পূর্ণমনোরথ।
তোমাদের কিবা অভিপ্রায়?

জয়। উপযুক্ত উত্তম উপায়
দুরন্ত বিক্রম
ভুঞ্জুক কর্ম্মের ফল নয়নের জলে।

জগ। সমস্ত সর্দ্দারগণে একত্র করিয়া,
শত শত অসি নিষ্কোষিয়া
চল যাই বন্দী করি অধম বিক্রমে।
দেখি, কেবা বাদ সাধে।

সকলে। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া বীরদর্পে)
হর হর বম্ বম্!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

(শিকরবলের পুনঃপ্রবেশ)

শিকর। হর হর বম্ বম্। চেষ্টায় কি না হয়? না খেয়েও ক্ষিধে যায়—তেষ্টা যায়। দিন নেই, রাত নেই, অষ্টপ্রহর কষ্ট ক'রে যে যিকির খেলুম, তা কখনও নষ্ট হয়? বাঁকা চাল না চাল্‌লে কি ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাঁক হয়ে বেরুতে পাত্তুম? রাজপুতের রাগ কামানের বারুদ। আগুন লাগলে কি আর রক্ষে আছে?—একেবারে গুড়ুম। বিক্রমজিৎকে কেমন মায়ামন্ত্রে অন্তরটীপনি দিলুম, একেবারে সর্দ্দারগুলোর ওপরে হাড়ে চটা। এমনতর চটা না হ'লে কি মোটা বক্‌সিসের ঘোর ঘটা হয়? বনবীরের মা শীতলসেনী বড় সেয়ানা, কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে দিলে দেখো। তারই মৎলবে আমার মৎলব মিশিয়ে, কাজটা হাসিল হয়ে গেল। বনবীর রাজা হ'লে শীতলসেনী তিন তিনটে বড় গ্রাম আমায় নিষ্কর জায়গীর দেবে। এইবার আমিও এক জন বড়দরের সর্দ্দার হব। রাও, রাওল, রাবৎ খেতাব পাব। এইবার আড়ালে আড়ালে বিক্রমের বন্দী হওয়াটা দেখে কমলমীরে আজই ঘোড়ায় চ'ড়ে দৌড় দি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর—লক্ষ্যভেদ-রঙ্গভূমি (চাঁদমারি)

(উদয়সিংহ ও অন্যান্য বালকগণের প্রবেশ)

সকলে— (গীত)

সবাই মিলি আয় রে খেলি,
বীরের খেলা ধনুক-তীর।
আকাশ ফুঁড়ে, হাওয়ায় উড়ে,
ছুটবে তীর উঁচিয়ে শির,
হাঁটু গেড়ে মারবো টান,
সনাৎ কোরে ছুটবে বাণ,
রবির করে ঝক্ ঝক্ ঝক্,
বীরের ছেলে আমরা বীর॥

উদয়। ও ভাই, মনে আছে তো?

১ম বা। কি, ভাই উদয়?

উদয়। বেশ যা হোক্, এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

১ম বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয়েছে, পরশু বীরপঞ্চমীর উৎসব।

উদয়। আচার্য্য মশায় যা বলেচেন, তাও মনে আছে তো?

১ম বা। আছে বৈ কি?

উদয়। তবে এস না, সকলে মিলে লক্ষ্যভেদ অভ্যেস করি। ঐ কাঠের পাখীটের বাঁ চোখটা তীরে যে বিঁধতে পারবে, আচার্য্য ঠাকুর তাকে কোলে করবেন, কপালে বিজয়-তিলক দেবেন।

২য় বা। কপালের বিজয়-তিলক ভাই তোমারই কপালে। আমাদের চোখ ও কাঠের পাখীর ছোট চোখ ঠিক তাগ কত্তে পারবে না।

১ম বা। ভারি শক্ত কাজ।

উদয়। চেষ্টায় কি না হয়? সাধলেই সিদ্ধি।

১ম বা। উঁহু, যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই সিদ্ধি।

উদয়। বুদ্ধি কার নেই? অমন ছোট ছোট পিঁপড়ের অত বড় বুদ্ধি, আর তোমাদের মত বড় ছেলেদের বুদ্ধি নেই? তোমার বাবা জয়সিংহ বালীয়, (২য় বালকের প্রতি) তোমার বাবা জৈমুসিন্দিল সিংহ, (৩য় বালকের প্রতি) তোমার ঠাকুরদাদা করমচাঁদ রাও, বাবা জগমল রাও মিবাররাজ্যে প্রসিদ্ধ লক্ষ্যভেদী, তোমরাও সকলে ক্রমে ক্রমে তেমনতর হবে না? সাধলেই বুদ্ধি, সাধলেই সিদ্ধি, এস, একে একে ঐ পাখীর বাঁ চোখটা তীরে বিঁধে ফেলি।

১ম। আচ্ছা। কিন্তু ভাই উদয়, তুমি আগে।

উদয়। না, আমি সব শেষে।

১ম বা। আচ্ছা, তাই সই। (সলক্ষ্য শরত্যাগ, কিন্তু লক্ষ্যভ্রংশ) আমি জানি, বিজয়-তিলক এ কপালে কোন কালেই নেই।

২য়। বিজয় তো পরাজয়। দেখি, বিজয়তিলক আমার কপালে হয় কি না হয়। (শরত্যাগ ও লক্ষ্যভ্রংশ) ও ঠিক জানা আছে, বিজয়-তিলক উদয়েরই কপালে।

উদয়। আপসোস্ কেন, শোহন? চেষ্টা কথাটার মানে কি? একবার, না বার বার? তূর্ণভরা তীর কেন? একটা থাকলেই তো হোতো। তূণ খালি কর।

২য় বা। মিছে কষ্ট, তীর নষ্ট।

উদয়। তবে খালি তীরের বোঝা বও। (৩য় বালকের প্রতি) তুমি কি ঠাওরাও, শঙ্করশরণ?

৩য় বা। আমি ও পাখীর চোখ বিঁধবোই বিঁধবো। এই দেখ। (শরত্যাগ ও লক্ষ্যভ্রংশ)

১ম বা। হুঁ হুঁ, কেমন দর্প চূর্ণ।

উদয়। এইবার তোমরা একে একে।

(অন্যান্য বালকগণের পর্য্যায়ক্রমে শরত্যাগ ও লক্ষ্যভ্রংশ)

১ম বা। এইবার ভাই উদয়, তোমার পালা।

উদয়। দেখি একবার চেষ্টা ক'রে। (শরত্যাগ ও লক্ষ্যভেদ।)

সকলে। বম্ মহাদেব।

১ম বা। পরশু বীরপঞ্চমীতে তোমারই কপালে বিজয়-তিলক নাচ্‌চে।

উদয়। তোমাদেরও নাচবে, ফের একে একে ত্যাগ কর।

(বেগে চন্দনের প্রবেশ)

চন্দন, চন্দন, তুমি দৌড়ে এলে কেন? হাঁপাচ্ছ কেন? চোখে জল কেন? মুখখানি মলিন কেন? ধাই-মা তোমায় মেরেচে কি?

চন্দন। না ভাই, মা আমার আমায় মারে নি।

উদয়। তবে কাঁদ্‌চো কেন ভাই?

চন্দন। সর্ব্বনাশ হয়েছে!—মহারাণা বন্দী।

(সকলের চমকিত হওন)

উদয়। অ্যাঁ, সে কি! আমার বড় দাদা বন্দী! কেন? কে বন্দী কোল্লে?

চন্দন। সর্দ্দারেরা।

উদয়। সর্দ্দারেরা? কোথা আমার দাদা বন্দী?

চন্দন। গড়ের কারাগারে।

উদয়। কোন্ কোন্ সর্দ্দার এই সর্ব্বনাশের মূল?

চন্দন। জয়সিংহ বালীয়, জৈম্‌সিন্দিল, জগমল রাও।

উদয়। (১ম, ২য় ও ৩য় বালকের প্রতি) দেখ,—দেখ, তোমার পিতার, তোমার পিতার, তোমার পিতার প্রভুভক্তি দেখ। ছি ছি, আর আমি তোমাদের সঙ্গে থাক্‌বো না। বিষবৃক্ষে বিষফলই ফলে। যাও, আমার সম্মুখ থেকে চ'লে যাও।

১ম বা। ভাই উদয়, আমাদের দোষ কি? যেতে বল্‌ছো, যাই।

[বালকগণের প্রস্থান।

উদয়। চন্দন, সর্দ্দারেরা কোথায়?

চন্দন। কমলমীরে যাবার উদ্যোগ কচ্চে।

উদয়। কেন?

চন্দন। শুন্‌লেম, বনবীর সিংহকে চিতোর-সিংহাসনে অভিষেক কর্‌বে বোলে।

উদয়। এরি মধ্যে এতদূর ষড়্‌যন্ত্র। আমার দাদা বন্দী! বনবীর রাজা! তা কখনই হবে না। দেখ চন্দন, এই এখনি আমি লক্ষ্যভেদে দারু-বিহঙ্গের চক্ষুশ্ছেদ করেছি, আবার এখনি প্রভুবিদ্রোহী নরাধম সর্দ্দারের শিরশ্ছেদ কচ্চি। (ধনুকে শরযোজনা করিয়া) বল, চন্দন, তারা কোন্ পথ দে কমলমীরে যাবে?

চন্দন। রাজকুমার! তুমি যে ছেলেমানুষ, এ কি কচ্চো?

উদয়। রুষ্ট সিংহশিশু বড় ভয়ঙ্কর। আজ নিশ্চয় আমার ভ্রাতৃদ্রোহীদের আসন্ন মরণ।

(গমনোদ্যোগ)

(বেগে পান্নার প্রবেশ)

পান্না। উদয়, উদয়, এ কি! কোথা যাস? এখনো আগুন নেবেনি, ক্ষুদ্র পতঙ্গ কোথা যাস্?

উদয়। ধাই-মা, তুমিও এস! দেখ, উদয় পতঙ্গ কি সিংহ।

পান্না। ওরে বাছা, এ রাগের সময় নয়। চুপ কর্, চুপ কর্, যাস্‌নি, যাস্‌নি, শত শত নিষ্ঠুর-হৃদয়, শত শত কঠিনপ্রাণ একসঙ্গে যোগ দিয়েছে। তোমা হেন কোমল শিশুর হৃদয় এখনি দলিত হবে। তুমি কি জান না বাবা, কঠিন বজ্র ছোট বড় বাছে না?—যেয়ো না, যেয়ো না।

উদয়। ধাই-মা, দাদা গড়-কারাগারে বন্দী, আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌বো কি কোরে? আজ যদি তোকে কেউ বন্দী করে, তবে আমরা কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি? কি বল চন্দন। তবে মা, আমি দাদার দুর্দ্দশা কোন্ চোখে দেখবো—কোন্ প্রাণে সহ্য কর্‌বো? আমার বাপ নেই, মা নেই, কেবল দাদাই সহায় সম্বল। এখন দাদাই আমার বাপ—দাদাই আমার মা। আজ এ হেন দাদা আমার বন্দী—আজ একাধারে আমার পিতা মাতা ভ্রাতা বন্দী। আজ দাদাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত কর্‌বো, নয় আমিও বন্দী হবো, এ ধনুকের শর তূণে কখনই রাখবো না।

পান্না। (স্বগত) কৌশল ক'রে শান্ত করি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এর পর যা হয় হবে, এখন আমার হাতে তীরধনুক দাও। আগে চল, তোমার দাদার কাছে যাই, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না কোরে কোন কাজই কত্তে নেই।

উদয়। আচ্ছা, তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কমলমীর-দুর্গ—শীতলসেনীর কক্ষ।

শীতলসেনী ও শিকরবল।

শীতল। শিকরবল, এই লও মুক্তাহার। তুমি যথার্থই আমার পরমহিতৈষী—পরমসহায়—পরম-বিশ্বাসী।

শিকর। দেবি, এইবার নিশ্চয় আপনি রাজমাতা হলেন।

শীতল। তুমিও নিশ্চয় বহুমূল্য জায়গীরের অধিকারী হ'লে। তোমার পুরস্কারের—জায়গীরের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা।

শিকর। সে আপনারই কৃপাগুণে।

শীতল। দেখ, এখন আর একটা বিশেষ কাজ কত্তে হবে। আমার প্রিয়তম পুত্র বনবীরের হৃদয়-ভাব পরিবর্ত্তন না করলে আমার আশাব্রতের উদ্‌যাপন হবে না। বনবীর রাণা বিক্রমজিতের দিকে. বিক্রমজিৎও বনবীরের দিকে। উভয়ে পরম মিত্র।

শিকর। আমারও সেই ভয়টা বড় প্রবল, ঘাটে এসে পাছে ভরা ডোবে।

শীতল। ভেবো না, ভরা ডুববে না। আমিই মিত্রভেদ ঘটাবো।

শিকর। হাঁ দেবি, আপনার সে ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। শত্রুকে মিত্র করা আর মিত্রকে শত্রু করা আপনার পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। তা নৈলে অমন পরমবিশ্বাসী, পরম মিত্র সর্দ্দারদের প্রতি রাণা বিক্রমজিতের অমন স্বপ্নের অগোচর শত্রুভাব ঘটবে কেন? আমি পুরুষমানুষ বটে, কিন্তু আমার ঘটে স্ত্রীলোকেরও তুচ্ছ বুদ্ধিশুদ্ধি নেই,—আপনি স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিকট ধৃতরাষ্ট্রের শালা শকুনি, আর রাবণের মামা কুম্ভকর্ণ, না না, কালনেমিও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। যখন আপনি অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশলে ভয়ঙ্কর তুফান তুলেচেন, তাহাতে গাছের ডাল ভেঙে পড়তে কতক্ষণ?

শীতল। সর্দ্দারেরা অদ্যই আস্‌বে?

শিকর। বোধ করি, আপনার পুত্রের নিকট এসেচেন বা।

শীতল। আচ্ছা, তুমি এখন খুব গোপনে অবস্থিতি কর গে। তুমি আমার কৌশলে বিক্রমজিতের প্রিয়পাত্র হয়েছিলে, এখন সর্দ্দারেরা আমার নিকট তোমায় দেখলে সন্দেহ করবে। মনে কর, তুমি যেন কমলমীরের লোক নও, আমাদেরও কেউ নও, এমন ভাবে থাকা চাই। আমার পুত্রের কাছেও যেয়ো না।

শিকর। যে আজ্ঞে, উত্তম যুক্তি,—খাসা যুক্তি। এখন প্রার্থনা, জায়গীরের সনন্দখানা আপনার নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিয়ে অদ্যই কি আপনার এই অনুগত ভৃত্যকে দেবেন?

শীতল। (স্বগত) গুরুতর কার্য্য বা স্বার্থসাধনের মূলমন্ত্র একমাত্র লোভ। লোককে কৌশলে লোভ-রিপুর বশীভূত কত্তে পাল্লে আর বাধা কি? অভীষ্ট পথে অনায়াসে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এ লোকটাকে লোভের প্রলোভনে বরাবর রেখে দেব। আশায় আজন্ম রাখাই ভাল, আশা-পূরণ কিছুই নয়। লোভ মিটলে, আশা পূরলে আর কি কেউ কাছে আসে?

শিকর। (স্বগত) মাগী অনেকক্ষণ ধোরে কি ভাবচে। বিলম্বেতে কার্য্যসিদ্ধি, শাস্ত্রের বচন! আমার আনন্দ-কন্দ সনন্দ এইবার সই হবে। যত গুড়, তত মিষ্টি, যত মেঘ, তত বৃষ্টি, আর যত দেরী, তত ইষ্টি। মাগী আরও খানিকটা দেরী করুক, লাখ টাকার জায়গীর দেড় লাখ হবে।

শীতল। এখন যাও।

শিকর। যে আজ্ঞে, তা সেই সনন্দটার কথা—

শীতল। (স্বগত) ও কথাতেই শেষ। লোভী আমার কাছে থেকে জায়গীর নেবে? না দিলে, শেষটা রক্ষা হবে না, তাই এই মুক্তামালা পর্য্যন্তই শেষ। (প্রকাশ্যে) শিকরবল, তা সনন্দের জন্যে চিন্তা কি? তুমি আমার যে অমূল্য উপকার কল্লে, তার ধার এ জন্মে পরিশোধ কত্তে পারবো না, জায়গীরের সনন্দ তো অতি তুচ্ছ কথা। আমার পুত্র চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হ'লেই সানন্দে তোমার সনন্দ দেবে।

শিকর। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে। জয় মহারাণা বনবীরসিংহের জয়। জয় মহারাণা-জননী মহারাণী ঠাকুরাণীর জয়।

[প্রস্থান।

শীতল। যেখানে লোভ, সেইখানেই ক্ষোভ। ক্ষোভে লোভ, লোভে ক্ষোভ। ক্ষোভবাক্য ব'লে লোভীর লোভকে মুঠোর ভিতর রাখলেম। মুঠো খুলবো না, ক্ষোভ আপনি দেখা দেবে।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কমলমীর দুর্গ—বনবীরের কক্ষ।

বনবীর, জৈমুসিন্দিল, জয়সিংহ বালীয় ও জগমল রাও।

বন। যাই বল, বীরগণ।
কিছুতেই হেন কার্য্য না পারি করিতে,
কিছুতেই পাপস্পর্শে নাহি ধায় মন,
পিতা মোর পৃথ্বীরাজ বীর,
তাঁর জ্যেষ্ঠ সঙ্গসিংহ চিতোর-ঈশ্বর
পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত মোর।
হেন সঙ্গসিংহসুত বিক্রমজিতেরে
সিংহাসনচ্যুত করি
উচিত কি মোর কভু নিতে সিংহাসন?

কি বলিবে রাজপুত বীরেন্দ্রমণ্ডলী ?
কি বলিবে রাজভক্ত প্রজাগণ ?
কি বলিবে সসাগরা ধরা ?
কি বলিবে সত্য-ধর্ম্ম ?
কি বলিবে সূর্য্যবংশমূলপতি
সূর্য্যদেব আকাশ হইতে ?
কি বলিবে একলিঙ্গ মহাদেব ?
আরো বলি, কি বলিবে বিক্রমজিতের
চিত্ত মোরে ?
কাজ নাই রাজচ্ছত্র, রাজসিংহাসন,
কাজ নাই মহারাণা পরম উপাধি।
বেশ আছি, সুখে আছি,
কিসের অভাব মোর ?
বিক্রমে আমাতে মিত্রভাব
আছে চিরদিন, থাকিবেও চিরদিন ;
কোন দিন না হই বিরূপ আমি তাঁরে,
সত্য বলি, যাও চলি নিজ নিজ গৃহে,
বনবীর কভু নহে বিক্রমের অরি।

জগ। বীরবর !
আমরাও অরি নহি তাঁর।

বন। তবে কেন হেন অনুরোধ ?
এই কি হে মিত্রতার রীতি ?
কারাগারে মিত্রে বাঁধি লৌহের শৃঙ্খলে,
অন্য জনে দিতে চাহ রাজসিংহাসন।
এই কি হে মিত্র-নিদর্শন ?

জগ। বীরবর !
রাজনীতি জান তো বিশেষ
তবে বল দিকি,
মিত্র যদি শত্রু হয়,
উচিত কি নহে তারে করিতে দমন ?
ভুজঙ্গ অঙ্গুলি যদি কাটে,
সে অঙ্গুলি অঙ্গে কি রাখিবে,
অথবা ফেলিবে কাটি মঙ্গলের তরে ?

বন। অবশ্য ফেলিব কাটি।
কিন্তু ঔষধপ্রয়োগে
পরীক্ষা করিব আগে।
তাই বলি,
সুযুক্তি-ঔষধে অগ্রে কর সংশোধন
বিক্রমজিতের মন।
আমিও হইব সাথী,
বুঝাইব তাঁরে দিবারাতি ;
মতিগতি রীতিনীতি অবশ্য তাঁহার
ফিরিবে অচিরে।
চল যাই, বীরগণ !
এত লোক মিলে যদি সাধি,
আর তিনি না হবেন বাদী।

জৈমু। অসম্ভব।
লৌহ কভু কোমল না হয়।
উত্তাপেই লৌহ গলে।

বন। সুযুক্তি-উত্তাপে অবশ্যই বিক্রমের
গলিবে হৃদয়।

জয়। কভু নয়, কভু নয়।
লৌহেরও অধিক সে হৃদয়,—
কঠিন পাষাণ।
উত্তাপে পাষাণ নাহি গলে,
তীক্ষ্ণধার ক্ষার হয়।
সেই ক্ষারে জল দিলে,
দাহক অগ্নির সম করয়ে দাহন।
তেঁই কহি বীরবর,
কুচক্রী নিষ্ঠুর সে বিক্রম,
কোনক্রমে পারি নাই বুঝাতে তাহারে।
অপরেও নারিবে বুঝিতে।

জগ। বৃথা বিলম্বিতে নারি,
বড়ই অসহ্য পিতৃ-অপমান।
শেষ কথা বলি, বনবীর !
হয় তুমি লহ সিংহাসন,
পূর্ণ কর আমাদের পণ ;
নয়, বিক্রমের মিত্র রহ।
কিন্তু জেনো সুনিশ্চয়,
বিক্রমের মিত্র যেবা হবে,
সে কখনো সুখে নাহি রবে।
এখনো সে দুর্গ-কারাগারে শূন্য কক্ষ
আছে বহু।

বন। জগমল রাও !
তোমার পিতার গুণরাশি
এখনো পারনি তুমি করিতে অর্জ্জন,
নিতান্ত দুঃখের কথা,—
পিতৃ-হৃদয়ের ভাব
এখনো অভাব, ছি ছি পুত্রের হৃদয়ে !

জগ। না না, বীর, তা তো নয়,
পিতৃগুণে গুণী আমি,
পিতার সে উন্নত-হৃদয়
আমার হৃদয়-সনে একসূত্রে বাঁধা
তা যদি না হবে,
কেন তবে পিতৃ-অপমান
বাজিবে হৃদয়ে মোর কোটি বজ্রাঘাতে
পিতা পুত্র দুই জনে
জীবন্মৃত হয়ে আছি ঘোর অপমানে।

বন। কই কিরূপে বিশ্বাস করি ;
হতমান পিতা তব স্বর্গীয় স্বগুণে
কোলে করি সে মানহারীরে দেছেন আশ্রয়,
নহে তব তীক্ষ্ণ অসি
কভু কি বিক্রমজিতে রাখিত জীবিত ?
রুষ্ট জগমল,
রুষ্ট ভুলি তুষ্ট হও, রাখ অনুরোধ।

জগ। ক্ষমা কর শূরবর,
অনুরোধ রাখিতে নারিব।
বরঞ্চ মরিব বিষপানে,
তবু কভু না ভুঞ্জিব অপমান-বিষ-বাণ।
বিদায় এক্ষণে। (গমনোদ্যোগ)

(বেগে শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। স্থির হও, ক্রুদ্ধ জগমল।
সমস্ত শুনেছি আমি পার্শ্বগৃহ হ'তে
সমস্ত বুঝেছি বিধিমতে।
(বনবীরের প্রতি) স্নেহের তনয়,
বিসংবাদ উচিত তো নয়।
রাখ, জ্ঞানী সর্দ্দারগণের বাণী,
অভিষিক্ত হও এবে রাজপদে,
নতুবা বিপদে পদে পদে ভুঞ্জিবে যন্ত্রণা।
শুধু তুমি নও,
আমাকেও হ'তে হবে পুত্রের বিপদ্‌ভাগী।
আমিও শুনেছি,
ভূপতি বিক্রমজিৎ অনুচিত কার্য্যে ব্রতী।

বন। মিথ্যা কথা শুনেছ, জননি।

জগ। তবে আমরা কি মিথ্যাবাদী ?
ভাল, থাক তুমি এবে,
অল্পদিনে সত্য মিথ্যা দিব বুঝাইয়া।
এস এস, বীরগণ !
অন্য জনে
চিতোরের সিংহাসনে বসাইব আজ।
অবশ্য করিব মহাপ্রতিজ্ঞা পূরণ।

(পুনর্গমনোদ্যোগ)

শীতল। (স্বগত) এ যে বিষম সঙ্কট।
আমার কৌশল হবে কি নিষ্ফল ?
না—কখনই না।
(প্রকাশ্যে) জগমল। স্থির হও।
(বনবীরের প্রতি) প্রিয় পুত্র। শোন কথা।
একটি উপায় আছে ;—
আপাততঃ কিছু দিন তবে
অভিষিক্ত হও গিয়া রাজসিংহাসনে।
রাজা নয়—রাজপ্রতিনিধি,
এই ভাবে রাজ্য শাস,
প্রজা পাল ইঁহাদের সনে।
রাজসিংহাসন শূন্য রাখা ভাল নয়।
দিন কয় পরে
সর্দ্দারগণেরে ব'ল
অন্য জনে দিতে সিংহাসন।
(সর্দ্দারগণের প্রতি) কহ, সর্দ্দারমণ্ডলী
এ প্রস্তাব সঙ্গত কি অসঙ্গত ?

দ্গ। সঙ্গত। তোমার কি মত ?

জৈম্। সঙ্গত।

জগ। তোমার ?

জয়। প্রতিজ্ঞাপূরণ অবশ্যই চাই,
অতএব এ প্রস্তাব সুসঙ্গত।

শীতল। সব দিক্ রক্ষা হ'ল।
যাও, পুত্র, অভিষিক্ত হও।

বন। মা। ব্যথামাখা কথা কেন কও ?
আমা হ'তে এই কার্য্য
হবে না সাধন,
বিক্রমের কনিষ্ঠ সোদরে দিব
এই রাজসিংহাসন।

জগ। উদয়সিংহেরে ?

শীতল। উদয় ? বালক যে সে।
বালকের নহে সিংহাসন,
বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে যখন,
অভিষিক্ত হইবে তখন।

জগ। বাস্তবিক, এই রাজপুত-রাজনীতি।

বন। বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।

শীতল। বিষম কিছুই নয়,
যদ্যপি বিক্রমজিৎ শোধিত না হয়,
তা হ'লে, উদয় যত দিন অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়,
তত দিন তুমি, পুত্র,
রাজপ্রতিনিধি হয়ে ব'স সিংহাসনে।
তার পর যথাকালে
উদয়সিংহেরে রাজা করি,
বসাইও রাজসিংহাসনে।
আর, এর মধ্যে যদি
নির্ব্বোধ বিক্রমজিৎ সংশোধিত হয়,
তবে তারেই করিও রাজা।
পুণ্য বই পাপ নাহি ইথে,
ভাল বই মন্দ কিছু নাই।
জননীর বাক্য ধর,
সব দিক্ রক্ষা কর,
সকলের হইবে মঙ্গল

বন। ভাল, মাতা, তাই হবে।
রাজপ্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসি এবে
হয় বিক্রমেরে, নয় উদয়েরে
রাজ্য দিয়া আসিব ফিরিয়া।
চল, বীরগণ!

[সকলেব প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিতোর—দুর্গস্থ কারাগার।

কাবাগারমধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিক্রমজিৎ।

কারাগাবদ্বারে সশস্ত্র প্রহরিগণ দণ্ডায়মান।

বিক্রম। (স্বগত) চরিত্র নাবীর,
ভাগ্য পুরুষের—
বড়ই জটিল—কে পারে বুঝিতে ?
এই আমি রাজসিংহাসনে,
এই পুনঃ বন্দী কারাগাবে!
অদ্ভুত কালের লীলা—
মিবাবরাজ্যের রাজা আজ কারাবাসী!
যে ভুজে শোভিত মোর হীরক-বলয়,
সেই ভুজে লোহার শৃঙ্খল!
যার আজ্ঞাক্রমে
প্রহরীরা অবনতশিরে থাকিত সর্ব্বদা,
আজ তারা মুক্ত-অসি-করে,
দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
দস্যু-তস্করের জ্ঞানে দেখিছে তাহারে!
ওহো, নিদারুণ অপমান!
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।
নিরস্ত্র—কিরূপে মরি ?
বিষ নাই—কিসে মরি ?
কি কবি! কি হবে!
হিতৈষী শিকরবল কোথা ?
সর্ব্বদা থাকিত কাছে,
দিত কতরূপ সুমন্ত্রণা।
এ সময় পেলে তারে
হয় তো হইত উপকার, কই সে ?—
কোথায় গেছে ?—আসিবে না আর ?
অথবা নিষেধ তার আসিতে হেথায় ?
নেপথ্যে উদয়। কই ? কোথা মহারাণা ?
(বিক্রম শুনিয়া শশব্যস্তে) কে ও কাঁদে, চাঁদ হেন আকাশ হইতে কঠিন ভূতলে পড়ি গড়াগড়ি যায়! কে ও ? কে ও ? স্নেহের উদয়!

(বেগে উদয়ের প্রবেশ)

উদয়। দাদা! দাদা!
বিক্রম। ভাই! ভাই!
উদয়। কোথা তুমি ?
বিক্রম। এই যে, উদয়, আমি আবদ্ধ শৃঙ্খলে!
উদয়। প্রহরী রে,
খুলে দে বে লোহাব শৃঙ্খল।
১ম প্র। (সবিষাদে) রাজপুত্র! খুলিতে নিষেধ :
উদয়। খুলিতে নিষেধ ? কেন ?
কাহাব আদেশ ?
১ম প্র। সর্দ্দাবগণের।
উদয়। জান দাদা মোর মিবারের রাজা,
আমি বাজানুজ।
আমার আদেশ লঙ্ঘনীয় নহে।
১ম প্র। জানি, কিন্তু অক্ষম পালিতে আজ্ঞা।
রাজপুত্র!
অক্ষমে কি ক্ষমা করা নহে সমুচিত ?
উদয়। নাহি কব বৃথা বাক্যব্যয়,
কর মোর আদেশ পালন।
১ম প্র। সর্দ্দারেরা এখনি তা হ'লে
সবংশে করিবে ধ্বংস আমা সবাকারে।
বিক্রম। উদয় রে!
নির্দ্দোষ প্রহরিগণ,
সর্দ্দাবেরা মহাবৈবী।
এক দিকে তাবা শত শত,
অন্য দিকে মোবা দুটি ভাই।
মধ্যস্থলে
ভীষণ সঙ্কট-সিন্ধু করিছে গর্জ্জন।
কাজ নাই, থাকি হেথা,
যাও ভাই, গৃহে ফিরি।
আমি নিজ প্রাণে নাহি ডরি,
ডব বড় তোর তরে।
কি জানি বে, কি হ'তে কি হবে,
তো হেন কুসুম-কলি হয় তো শুকাবে!
রাক্ষস পিশাচ ক্রূর সে সর্দ্দারগণ।
একে ঘোরতর কষ্ট ভুঞ্জি কারাগারে,
তাহে যদি নির্ম্মম সর্দ্দারদল
নাশে তোর কোমল জীবন,
মোর প্রাণে ঘটিবে প্রলয়।
তেঁই বলি বড় ভয়,
যাও, ভাই, গৃহে ফিরি।

উদয়। (অধোমুখে রোদন)

(বেগে চন্দনের প্রবেশ)

চন্দন। ভাই, ভাই, এ কি! কাঁদচো তুমি!

(বেগে পান্নার প্রবেশ)

উদয়। ধাই-মা, ধাই-মা, প্রহরীরা দাদার বন্ধন খুলে দেয় না, আর আমি স্থির হ'তে পাচ্চি না।

পান্না। বাবা, একটু অপেক্ষা কর। চন্দন, দৌড়ে যাও, দেখ তো, বৃদ্ধ রাও সাহেব কত দূরে আসচেন।

চন্দন। কোন্ পথ দে যাব মা?

পান্না! ঐ পথ দে যাও। আমি উদয়ের কাছে থাকি।

[চন্দনের প্রস্থান।

উদয়। ধাই-মা, ঐ দেখ, আমার দাদা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ—বিমর্ষ।

পান্না। উদয় রে! দেখেছি, দেখেছি। আর ওঁর পানে চাইতে পারি নি।

১ম প্র। রাজধাত্রি, এখানে তোমরা থাক্‌লে আমরা অপরাধী হব।

পান্না। কেন অপরাধী হবে? তোমরা সশস্ত্র, আমি দুর্ব্বলা নারী, রাজকুমার উদয় শিশু, আর মহারাণা কারাগহ্বরে শৃঙ্খলিত। এতেও তোমাদের ভয় হয়?

১ম। ভয় শূলের ফলায়।

(রাও করমচাঁদের সহিত চন্দনের পুনঃপ্রবেশ)

পান্না। ঐ দেখুন রাও সাহেব, চিতোর-গগনের পূর্ণচন্দ্র রাহুর গ্রাসে। যাকে আপনি কোলে তুলে প্রাণ দিয়েছিলেন, আজ সেই মহারাণা বিক্রমজিৎ কারাগারের কণ্টকিত কোলে আকুলপ্রাণ হচ্চেন।

উদয়। কাকাজী! ঐ আমার দাদা, এই আমি উদয়।

করম। কেঁদ না, বৎস। ভগবান্ মহাদেব মঙ্গল করবেন। (প্রহরিগণের প্রতি) ওরে, কার কাছে জগমল শৃঙ্খলের চাবি রেখে গেছে?

১ম প্র। আজ্ঞে, আমার কাছে।

করম। চাবি খোল্।

১ম প্র। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

করম। খোল্ চাবি।

১ম প্র। যে আজ্ঞে। (শৃঙ্খল মোচন)

করম। মহারাণা! আপনার স্নেহের ছোট ভাই উদয় দাঁড়িয়ে।

বিক্রম। (অধোমুখে) রাও সাহেব, আপনি উদয়কে নিয়ে নরক থেকে প্রস্থান করুন। আমি অতি নরাধম, কৃতঘ্ন, আপনার ন্যায় পরমহিতৈষীর অবমাননা করেছি, তাই আপনার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লজ্জা এসে আমায় লাঞ্ছনা করে। আমার অনুরোধ, উদয়কে যাবজ্জীবন রক্ষা করবেন। আপনি আমাদিগের পিতৃবন্ধুদেব—পিতার স্বরূপ, পিতৃ-মাতৃহীন উদয়কে আপনার হস্তে সমর্পণ করলুম। উদয়, উদয়!

উদয়। দাদা। (নিকটে গমন)

বিক্রম। (উদয়ের হস্ত ধরিয়া) এই আমার স্নেহের উদয়কে কোলে নিন, রাও সাহেব। রাজধাত্রি! মাতৃহীন উদয়ের তুমিই মা, তোমার চন্দন আর উদয় সমান।

করম। কেন আপনি হতাশ হচ্চেন, মহারাণা? আমি এখনি আপনাকে পুনর্ব্বার রাজসিংহাসনে বসাবো।

বিক্রম। ক্ষমা করুন, এমন কার্য্য করবেন না, নিবন্ত আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্ব'লে উঠবে। আপনার পুত্র প্রভৃতি সর্দ্দারগণের প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হ'লে আমি তো এই কারাগৃহে পশুবৎ নিহত হবই, তা হই, কিন্তু আপনি বিপন্ন হবেন, আমার স্নেহের উদয় মুকুলেই বিনষ্ট হবে। আমি বেশ আছি, আপনি উদয়কে নিয়ে যান। রাজ-ধাত্রি! উদয়কে কোলে কর। উদয়! এস ভাই, ভগবান্ মহাদেব যদি দিন দেন, তুমি আমার শূন্য রাজ-সিংহাসন পূর্ণ করবে।

উদয়। দাদা, কাকাজী তো ভাল বলচেন। উনি যখন সহায়, তখন আপনার ভয় কি?

বিক্রম। আমার নিজের জন্য ভয় নেই, ভয় কেবল তোমার জন্য। আশীর্ব্বাদ করি, নির্ব্বিঘ্নে চিরকাল সুখে থাক। প্রহরি, আমার হস্তপদে অবিলম্বে আবার শৃঙ্খল সংযোগ কর।

করম। না প্রহরি, সাবধান। ইনি শৃঙ্খলমুক্ত থাকুন। আমার কষ্ট পুত্রের জন্য আমি চিন্তিত রইলেম। জগমল আসুক, আমি আপনাকে নিশ্চয় কারামুক্ত করবো, রাজসিংহাসনে বসাবো। প্রহরিগণ! মহারাণার প্রতি এক নিমিষের জন্যও যেন অনাদর, অসম্মান, দুর্ব্ব্যবহার করা না হয়। এঁর সেবাশুশ্রূষার যেন পূর্ণমাত্রায় সুবন্দোবস্ত থাকে। চিতোরপতি, এখন আমরা বিদায় হই। আপনি আমায় দেখে আর লজ্জিত হবেন না, তায় আমার বড় কষ্ট হয়। আপনাকে আপনার পৈতৃক-সিংহাসন পুনঃপ্রদান করলে, তবে আমার এ কষ্ট নষ্ট হবে। আমিও এ কষ্ট দূর করবোই, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

[বিক্রমজিৎ ও প্রহরিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর—রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যান।

বনবীর।

বন। (স্বগত) বুঝিলাম এতক্ষণে
অবস্থায় মতিগতি বিবর্ত্তিত হয়,
অবস্থাই সর্ব্বমূল।
নহে কালিকার চিত্তভাব মোর
আজি কেন বিপরীত ?
কালি আমি কি বলিনু—
সর্দ্দারগণেরে ?—
মহারাণা বিক্রমজিতেরে
সিংহাসনচ্যুত করা সমুচিত নহে,
বিক্রমের সিংহাসন কৈলে অধিকার
মহাপাপ হইবে আমার।
কি আশ্চর্য্য !
আজি সেই মহাপাপে করি আলিঙ্গন,
বিক্রমজিতের কথা একবারো নাহি
ভাবি মনে।
কি মোহিনী শক্তি ধরে রাজার ক্ষমতা !
কি কুহক রাজসিংহাসন !
আজ রাজা আমি, মিবারের মহারাণা,
লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রজা
রাজার সম্মানে সদা করে মোর পূজা ;
বহুমূল্য রাজচ্ছত্র শোভে মোর শিরে,
রাজদণ্ড হস্তে মোর,
রাজসিংহাসন আমার আসন।
এবে আমি মিবারের রাজা—
মহারাণা বনবীর।
অতি নিম্ন স্তর হ'তে অতি উচ্চ স্তরে
উঠিয়াছি আচম্বিতে :
আর না নামিতে ইচ্ছা করে।
উচ্চে উঠি কে চায় নামিতে ?
পূর্ণসুখ পেয়ে,
কে চায় ডুবিতে পুনঃ দুঃখ-সিন্ধুজলে ?
রাজা হয়ে,
কে চায় আবার প্রজা হ'তে ?
কি করি এক্ষণে ?—(চিন্তা)

(দূরে পশ্চাদ্ভাগে শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। পুত্র বনবীর !

বন। (অন্যমনস্কভাবে) কি করি এক্ষণে ?
রাজা হয়ে পুনঃ কিরূপে হইব প্রজা ?

শীতল। বনবীর !

বন। (অন্যমনস্কভাবে) অন্য জন রাজা হবে ;
এই সিংহাসন হইবে তাহার,
আমি তারে রাজা বলি করিব সম্মান।
ছি ছি, বড়ই অসহ্য সেই কথা।
বজ্রাঘাতে কিবা ব্যথা
তার চেয়ে কোটিগুণ নিদারুণ ব্যথা
ঘন ঘন বাজিবে হৃদয়ে মোর।
রাজসিংহাসন !
কি তুমি ?—কি মহাশক্তি—
মহাপ্রলোভন—
গৌরব—সম্মান—ভাব—প্রভাব—উচ্চতা
নিহিত তোমাতে আছে ?
কোন্ মায়াবলে
দলিত করিলে মোরে পলক না যেতে ?
কোন্ আকর্ষণে আকর্ষিলে মনঃ প্রাণ ?
ধ্যান জ্ঞান চিন্তা তুমি এক্ষণে আমার,
তোমা বই কিছু নাহি হেরি,
যেই দিকে চাই, সেই দিকে তুমি,
বাহিরে অন্তরে তুমি,
মনে প্রাণে হৃদয়ে তোমারি মহাছবি।

(আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকাশ্যে)

রাজসিংহাসন !
পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝি আর,
বুঝি শুধু তোমারি মহিমা।
শোনো, রাজসিংহাসন !
শোনো শোনো—
তুমিই—আমার—আমিই তোমার,
শোনো মোর মহাপণ—
তুমিই আমার সিংহাসন,
যতক্ষণ শক্তি মোর দেহে
ততক্ষণ তুমি মোর ;
যতক্ষণ প্রাণ মোর দেহে ;
ততক্ষণ তুমি মোর ;
যতক্ষণ বনবীর জীবিত ভূতলে,
ততক্ষণ তুমি মোর ;
তুমি আমারই রাজসিংহাসন—
মহারাণা বনবীর তোমারই
চির-অধিকারী।
আবার আবার বলি—
তুমি আমারই রাজসিংহাসন।

শীতল। (স্বগত) পূর্ণ মোর চঞ্চল বাসনা,
ঘুচে গেল ভয়ের কণ্টক,
সঙ্কট হইল দূর,
কৌশল সফল এতক্ষণে।
এবে আমি চির-রাজমাতা।
যাই চুপি চুপি,
পুত্রেরে না দিব দেখা।

(গমনোদ্যোগ)

বন। (দেখিতে পাইয়া চমকিতচিত্তে)
কে? কে তুমি? মা?
শীতল। হাঁ বৎস!
বন। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! মা কেন হেথায়?
নীরবে অচল-মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে পশ্চাতে,
পারি নাই কিছুই বুঝিতে।
নিশ্চয় আমার গূঢ় কথা
পশিয়াছে জননীর উৎসুক শ্রবণে।
নারীজাতি, ভয় হয় মনে,
কি জানি কাহারো
কাছে করে বা প্রকাশ।
কাজ নাই রাজসিংহাসনে,
রাজ্যহারী বলিবে আমারে
মিবারের ঘরে ঘরে প্রজাগণ।
বড় অপমান—বড় লজ্জা—
দারুণ কলঙ্ক ঘোর!
কাজ নাই রাজসিংহাসনে।
(প্রকাশ্যে) মা! কিবা প্রয়োজন?
শীতল। পুত্র রে,
বড় সুখী হৈনু আমি,
রাজা তুমি—রাজমাতা আমি,
যাবৎ জীবন,
তোমারি এ রাজসিংহাসন।
বন। না জননি, রাজা নহি আমি,
শুধু রাজপ্রতিনিধি;
চিতোরের রাজসিংহাসন
গচ্ছিত আমার হস্তে কিছু দিন তরে,
রাজমাতা নহ তুমি—
রাজপ্রতিনিধি-মাতা।
শীতল। সে কি বৎস! এ কি কথা!
বন। এই মোর অন্তরের কথা।

[প্রস্থান।

শীতল। ঘাটে এসে ডুবিল তরণী
রাজমাতা নারিনু হইতে।
যেই দাসী, সেই দাসী আমি,
পুত্র মোর দাসীপুত্র।
সমস্ত কৌশল হইল বিফল।
না, কখনই না—কখনই না—
সুনিশ্চয়—সুনিশ্চয় হব রাজমাতা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর—রাজোদ্যানপার্শ্বস্থ পথ।

উদয় ও চন্দন।

উদয়। না ভাই, ঘরে যাব না।

চন্দন। রাজকুমার, খাবার সময় উৎরে গেল। চল, তোমার দেরী দেখে আমার মা ভেবে আকুল হয়েচে। মাও তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চে। তুমি বাগানের বাইরে কেন এলে? কোথায় যাচ্চ?

উদয়। তা জানি নি, হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, দাদার কাছে যাচ্চি।

চন্দন। নিষ্ঠুর সর্দ্দারেরা যে সেখানে ঢুকতে দেবে না।

উদয়। না দেয়, ফটকের বাইরে ব'সে থাকবো।

চন্দন। তোমার কি তা সাজে? তুমি যে রাজপুত্র।

উদয়। রাজপুত্র হওয়ায় ধিক্ দাদা! আর আমি যদি রাজার ছেলে না হতেম, তা হ'লে কি আজ এত কষ্ট পেতে হ'ত, কাঁদতে হ'ত? রাজার ছেলের চেয়ে গরীবের ছেলে সুখী। আজ আমা হেন রাজার ছেলের বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলছে, গরীবের ছেলের বুকে তা জ্বলে না। চন্দন রে, কি হবে? আর কি দাদার দেখা পাব না? ভাই, আমার যে বাপ-মা নেই, দাদাই যে আমার বাপ-মা। দাদা, দাদা! (রোদন)

চন্দন। (উদয়ের অশ্রু মুঞ্চন করিতে করিতে) রাজকুমার! কেঁদ না। তুমি কাঁদলে মা আমায় বকবে। (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ মা আসচে। চুপ কর, চুপ কর।

(বেগে পান্নার প্রবেশ)

পান্না। উদয় রে, তুই কি দিনরাত কাঁদবি বোলেই জন্মেছিস্? বাছা রে, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্চে।

উদয়। ধাই-মা, দাদার কাছে চল না। এই দেখ, দাদার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্চি। দিয়ে আসবো, চল না ধাই-মা!

পান্না। (সরোদনে) আহা, ননীর পুতুল নিজে উপবাসী, এত বেলা হ'ল, মুখে জলটুকুও দেয় নি, কিন্তু দাদার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্চে।

উদয়। দাদা খেলেই আমি খাব।

পান্না। তোমার দাদার কাছে যাবার যে আর পথ নেই। রাক্ষসের পুরী, রাক্ষসেরা সব দিক্ আটকেছে। তোমার আমার ওপর তাদের বেশী রাগ। জগমল রাও সকলের চেয়ে বাদী।

উদয়। কেন ধাই-মা?

পান্না। আমরা তার বাপ করমচাঁদ রাওকে ব'লে কারাগারে মহারাণাকে দেখতে গিয়েছিলাম বোলে।

উদয়। তবে কি হবে ধাই-মা! আর কি একটি-বারও দাদার কাছে যেতে পাব না? দাদার জন্যে খাবার রেখেচি, দাদা খেতে পাবেন না?

পান্না। তোমারো খাবার যো নেই, তাঁরও খাবার যো নেই।

উদয়। (সরোদনে) তবে আমিও আজ খাব না। চন্দন, এই খাবারগুলি নদীর ফেলে দি গে ভাই। (খাদ্যদ্রব্য প্রদান)

(প্রহরিগণের সহিত জগমল রাওয়ের প্রবেশ)

(জগমলের প্রতি) আপনার পিতা অমন দয়াল, আপনি কেন এমন কঠিন?

জগ। তোমার দাদা কেন অমন অত্যাচারী?

উদয়। আপনার পিতা কেন অমন ক্ষমাশীল?

জগ। অপাত্রে ক্ষমা আর ভস্মে ঘৃতপ্রক্ষেপ সমান।

পান্না। মহারাণা চিতোরপতি বিক্রমজিৎ অপাত্র? আপনারা তাঁরি অন্নে প্রতিপালিত না?

জগ। ভ্রমে প'ড়ে তাঁর বিষান্ন ভোজন করেছি, আর এ জীবনে সে পাপ-অন্ন স্পর্শও করবো না। বিক্রমজিৎ মানীর মান রাখতে জানেন না, গুণীর গুণ বুঝেন না। তিনি নরাধম, কৃতঘ্ন, অত্যাচারী।

উদয়। ধাই-মা, আর সহ্য হয় না। চল, আমরা কানে হাত দিয়ে এখান থেকে চ'লে যাই।

জগ। যাও, কিন্তু আমার একটা বিশেষ আদেশ তোমায় পালন করতে হবে।

উদয়। রাজার ছেলেকে প্রজার আদেশ।

জগ। সে দিন আর নেই। তোমার অগ্রজের দোষে আজ প্রজা কেন, এক জন সামান্য ভৃত্যেরও আদেশ মানতে হবে।

উদয়। কখনই না। আর এমন দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করো না।

জগ। প্রহরিগণ! এখনি তোমরা উদয়সিংহকে রাজ-প্রসাদে নিয়ে যাও; আর যেন কোনমতে রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে এ বালক আসতে না পারে। দ্বারে দ্বারে তোমরা পাহারা দাও। আমি জানি, এ বালক বারংবার সিংহাসনচ্যুত বিক্রমজিতের নিকট যাবার ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে, গিয়েও থাকে। সেটা ভাল নয়, রাজনীতিবিরুদ্ধ।

পান্না। তবে তোমার মতে রাজকুমারকে রাজগৃহে রুদ্ধ ক'রে রাখাই রাজনীতিসঙ্গত?

জগ। অবশ্য। তুমি কি জান না, ভ্রাতাও শত্রু?

পান্না। শত্রুর পিতাও শত্রু?

জগ। তার সন্দেহ কি?

পান্না। কই, তা তো নয়। তা যদি হ'ত, তবে জগমল রাওয়ের পিতা করমচাঁদ রাওকে আমরা পরম মিত্র ভাবি কেন?

জগ। দেখ পান্না, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া উচিত নয়। (প্রহরিগণের প্রতি) অবিলম্বে উদয়কে নিয়ে যাও। উদয়, এই আমার আদেশ।

পান্না। জগমল রাও, এখনও ক্ষান্ত হও। জান, আমি যে সে ধাত্রী নই—রাজধাত্রী,—ইতর-জাতীয় নারী নই—রাজপুত-রমণী। তুমি মনে করেচ, উদয়ের মা নেই, কিন্তু ওর গর্ভধারিণী মা কর্ণবতী নেই বটে, স্তন্যদায়িনী ধাই-মা পান্না আছে। দেখি, কেমন কোরে তুমি মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেও। (উদয়সিংহকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

জগ। সর্পশিশুকে পরিত্যাগ কর।

পান্না। উদয় সর্পশিশু। উদয় সুধাভরা চাঁদ।

জগ। পরিত্যাগ করবে কি না?

পান্না। প্রাণ থাকতে নয়।

জগ। প্রহরি, বলপ্রয়োগে উদয়কে কেড়ে নেও।

পান্না। সাবধান। আমায় ছুঁয়ো না।

জগ। শীঘ্র কেড়ে নেও।

(প্রহরিগণের তদ্রূপকরণচেষ্টা)

উদয়। ধাই-মা।

পান্না। জগমল রাও। মহারাণা বিক্রমজিৎ অত্যা-চারী, না তুমি? যে অবলা রমণীর প্রতি বলপ্রকাশ করে, তাকে মানব না দানব বল্‌বো?

জগ। দেখ, দুর্ভাগিনি, তোর অতিশয় স্পর্দ্ধা হয়েছে। প্রহরি, পান্নাকে বন্ধন কর, পান্নার পুত্র চন্দনকেও বন্ধন কর।

পান্না। করমচাঁদ রাওয়ের উপযুক্ত পুত্রই বটে!

জগ। শীঘ্র বন্ধন কর।

পান্না। নতুন রাণা বনবীর এইবার তোমায় অর্দ্ধেক রাজসিংহাসন দেবে।

জগ। শীঘ্র বন্ধন কর। (পান্না, উদয় ও চন্দনকে প্রহরিগণের বন্ধনকরণ)

উদয়। জগমল রাও! বেঁধেচ, বেশ করেচ, কিন্তু

তোমাকে তোমার পিতার শপথ, একবার আমাদের এই বন্ধনদশায় আমার দাদার কাছে নিয়ে চল। বন্দীর কাছে বন্দী, পৃথিবীর লোক তোমার খুব যশোগান করবে।

জগ। বালকের মুখে ওরূপ রূঢ় পরিহাস কঠিন দণ্ড পাবার যোগ্য। প্রহরি, এদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে নজরবন্দী ক'রে রাখ। এর পর মহারাণা বনবীরের সহিত পরামর্শ ক'রে, যা উচিত হয় করা যাবে।

(বেগে করমচাঁদের প্রবেশ)

করম। জগমল, এ কি ?

জগ। আপনাকে কে সংবাদ দিলে ?

করম। তুমিই।

জগ। আমি ?

করম। আজ বোলে নয়, মহারাণা বিক্রমজিতের কারাবাসের দিন হ'তে সর্ব্বদাই আমি তোমার প্রত্যেক কার্য্যের চিত্র চিন্তা কচ্চি, সর্ব্বদাই তোমার দিকে আমার দৃষ্টি, তাই এখন এখানে এসে পড়লেম! জগমল, করেচ কি ?

পান্না। (সরোদনে) যা ক'ত্তে নির্দ্দয় দস্যুরও হৃদয় কেঁদে উঠে, প্রাণ কেঁদে উঠে, আপনার সদয়হৃদয় পুত্র তাই করেচে। রাও সাহেব! একবার দেখুন, দেখুন, রাজার ছেলের মুখপানে চেয়ে দেখুন। আহা, যে উদয়ের কোমল হস্ত বস্ত্র-বলয় ধারণ কত্তেও কষ্টবোধ করে, আজ সেই হস্তে কঠিন রজ্জুর নিপীড়ন দেখুন!

করম। পান্না, না কর রোদন,
যাও ভুলি হৃদয়-বেদন।
করিলাম সবাকার বন্ধনমোচন।
যাও পান্না, পুত্র দুটি লয়ে
প্রাসাদ-নিলয়ে।
কুমার উদয়, কাতরহৃদয় না হইও আর,
মুছ অক্ষিধার, ভুল দুঃখভার।
চন্দন, উদয়ে লইয়ে সাথে
খেল গিয়ে লীলা-গৃহে।
এর পর করিব সাক্ষাৎ।

পান্না। মঙ্গল হউক তব, করুণহৃদয় বীরবর!
তুমিই রক্ষক এবে আমা সবাকার।
সম্পদে বিপদে তুমি ভরসা আমার।

[উদয় ও চন্দনকে লইয়া পান্নার প্রস্থান।

জগ। পিতা তুমি, চিরপূজ্য মোর,
তেঁই আমি সহিনু এ জ্বালা;
কিন্তু নারিব ভুলিতে।
তব অপমান পলে পলে দহে দেহ প্রাণ।

করম। অপমান কিবা ইথে ?

জগ। পারিলে বুঝিতে,
না কহিতে হেন কথা!
সীমাতীত স্নেহের বন্ধনে
আত্মমান ভুলিয়াছ, পিতা।
অতি স্নেহ অবিসম অরি,
গর্ব্বখর্ব্বকারী মানহারী সুনিশ্চয়।
নহে কেন, গৌরববিনাশী
নীচ বিক্রমের তরে
আত্মহারা হবে তুমি ?
বিক্রমের অনুজ উদয়,
সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে অগ্রজদর্শন।
সেটা কভু সমুচিত নয়।
আরো অপমান হইবে তোমার,
তব ঘোর অপমানে মান যাবে মোর,
মর্ম্মাহত হব শত গুণে।

করম। বৎস, তুমি যদি অত্যাচারী হও,
কর মোর অপমান,
সবে না কি মোর প্রাণ ?
তোমাতে বিক্রমে—তোমাতে উদয়ে
তিলমাত্র বিভিন্নতা নাই।

জগ। যাই বল, মন মোর না মানে সান্ত্বনা।
যাই আমি, প্রণিপাত, পিতা!

[প্রহরিগণের সহিত প্রস্থান।

করম। পিতা আমি মনে যেন থাকে।
গুরুবাক্য পিতার বচন, করিও স্মরণ।
(চিন্তা করিয়া) কিন্তু দারুণ সন্দেহ।
পুত্রের মুখের ভাবে
স্পষ্টরূপে প্রকাশিছে অন্তরের ছায়া।
কি জানি, আবার কিবা ঘটে।
ভগবান্ মহাদেব,
রক্ষা কর বিক্রমে, উদয়ে দয়াময়।
এক দিকে সমস্ত সর্দ্দার বড়ই দুর্ব্বার,
এক দিকে একা বৃদ্ধ আমি,
ওদিকে আবার বনবীর রাজসিংহাসনে।
নিদারুণ শঙ্কা মনে,
শঙ্কাহারী হে শঙ্কর।
নাশ হে সঙ্কট অভয়-প্রদানে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোব—শীতলসেনীর নিভৃত কক্ষ।

শীতলসেনী ও ছদ্মসন্ন্যাসিবেশী শিকরবল।

শীতল। ঠিক হয়েচে, যেমন বলেছি, তেম্নি সন্ন্যসীর বেশ। এইবার তুমি চিতোর নগবের দক্ষিণ দিকের অরণ্যে ভবানী দেবীর মন্দিরে যাও। খুব সাবধান, কোনমতে যেন তোমার আত্মপ্রকাশ না হয়।

শিকর। দেবি, আপনাব যুক্তি-কৌশলে যে সাজে সেজেচি, নিজেকে নিজেই চিন্‌তে পাচ্চিনি, তা অন্য পরে কা কথা।

শীতল। আমাব পুত্র আজ সন্ধ্যার পর ভবানী-মন্দিরে যাবে, দেবীপূজা কব্‌বে, তুমি সেই সময় আমার পরামর্শমত তাব ভাগ্য গণনা করবে; একটি কথাবও যেন নড়চড় না হয়।

শিকর। আমি আপনাব কথাগুলি মুখস্থ ক'বে রেখেচি, কাগজেও লেখা আছে, আটকালে কাগজ দেখে থট্‌কা ভাঙবো।

শীতল। বনবীবের সাম্নে কাগজ-টাগজ বাব করো না, ধরা পড়বার ভয়।

শিকর। আপনার কৃপায় সে জ্ঞানটা আমার খুব।

শীতল। তবে এখন সেখানে যাও।

শিকব। এবারকার পুবস্কার নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন বলেচেন, কিন্তু আমাব আব একটি নিবেদন আছে।

শীতল। কি ?

শিকর। আমার পরিবাবকে এক লক্ষ টাকায় জড়োয়া গহনা যদি—

শীতল। তাব চিন্তা কি? নিশ্চয় দেবো। তা ছাড়া তোমার পবিবারকে নগদ এক লক্ষ টাকা যৌতুক দেবো।

শিকর। আপনার দয়া, অনন্ত স্নেহ। আর দুটি প্রার্থনা।

শীতল। কি কি ?

শিকর। একশো আরবী ঘোড়া, পাঁচশটি আসামী হাতী—মায় খোরাক।

শীতল। আচ্ছা, তাই হবে, এখন যাও।

শিকর। আজ্ঞে যাই। আর বল্‌তে সাহস হয় না, তবে আপনি নাকি সাক্ষাৎ করুণা, তাই—তাই—

শীতল। আবাব কি ?

শিকর। "রাও" উপাধিটের তত জলুস্ নেই। করমচাঁদও "রাও", তার ছেলে জগমল "রাও"।

শীতল। তুমি তবে কি উপাধি চাও ?

শিকর। আজ্ঞে, "মহারাও"। যথা—"মহারাও শিকববল সিংহ বাহাদুর হ য ব র ল" শুনতে খুব ভয়ঙ্কর জমাট হবে।

শীতল। আচ্ছা, তাই পাবে।

শিকর। আপনি সাক্ষাৎ কল্পতরু।

শীতল। আর বিলম্ব ক'র না, যাও।

শিকব। বিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি। শীগ্‌গিরি চ'লে গেলে আপনার এই অনুগত ভৃত্যাদপি ভৃত্যের এতগুলি প্রার্থনা পূর্‌তো কি ?

শীতল। বিলম্বে শুধু তোমাব কার্য্যসিদ্ধি, আমার যে অসিদ্ধি !

শিকব। উভয়তই সিদ্ধি। কাবণ, সিদ্ধিদাতা গণেশজী ভরসা।

শীতল। সন্ধ্যে হয় হয়, আব বিলম্ব ক'ব না, যাও।

শিকর। (স্বগত) মাগীর প্রত্যেক কথার নেজুড়—যাও, কথায় কথায়—যাও, ঘুরে ফিবে—যাও। আরে, কতকগুলো দাবী-দাওয়া আমাব মনে জোঁকের মত কিলিবিলি হিলিবিলি কচ্চে, মুখ ফুটে বল্‌তেও ভয় হয়, কিন্তু না বল্‌লেও নয়। যা থাকে কপালে, একটাও নেহাৎ ব'লে ফেলি।

শীতল। আঃ! বিলম্ব ক'চ্চ কেন ? যাও না।

শিকর। আজ্ঞে, এই যে। (কিয়দ্দূর গিয়া) আজ্ঞে, আর একটা মাত্র।

শীতল। তোমার আশা যে আব মেটে না ?

শিকব। আশা বৈতরণী নদী—আগা নেই, গোড়া নেই—কূল নেই, চড়া নেই—ভাঁটা নেই, ঘাটা নেই—কেবল জোয়ার—জোয়ার।

শীতল। তা ভয় কি ? নিশ্চয় তোমায় বৈতরণী পার করবো! এখন যাও।

শিকর। (স্বগত) দুর হোক্ গে ছাই, খালি যাও যাও, একটিবারও ব'লে না—দাঁড়াও।

শীতল। আঃ, তুমি বড় অলস। তোমা হ'তে দেখচি আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে না। অন্য লোক ঠিক করি।

শিকর। (স্বগত) এই রে, গাছে তুলি মই সরায়। (প্রকাশ্যে) দেবি, নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি। এই যাই—যাই—যাই।

[প্রস্থান।

শীতল। জালপত্র কৌশলে রচিয়া
পাঠায়েছি পুত্রের গোচরে !

সেই পত্র হস্তগত হইয়াছে তার।
দেখি, কিবা ফল ফলে তাহে!
সুফল ফলিবে সুনিশ্চয়,
অবশ্যই হব—রাজমাতা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোরনগরের পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যমধ্যে
ভবানীমন্দির।

মন্দিরমধ্যে ভবানী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা।

(গুপ্তপত্রহস্তে সশস্ত্র বনবীরের প্রবেশ)

বন। বড়ই দারুণ পত্র।
কেবা মোর হেন হিতকারী,
যার প্রাণ কাঁদিল কাতরে
বাঁচাইতে মোর প্রাণ?
যিনিই হউন তিনি,
তিনি মোর প্রাণদাতা, পরম দেবতা।
কি আশ্চর্য্য,
সুগভীর ষড়্‌যন্ত্র বিরুদ্ধে আমার
করেছে সর্দ্দারগণ।
বিক্রমজিতেরে নবসন্ধি করি,
পুনঃ দিবে সিংহাসন?
দিক্, ক্ষতি নাহি তায়,
আমারও ইচ্ছা তাই,
যার রাজ্য, সে লউক—রাজা সেই—
আমি শুধু রাজ-প্রতিনিধি।
কিন্তু এ কি কথা!—
মোরে হত্যা করি,
সুবিশাল ভূ-সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য আমার
লবে সবে ভাগাভাগি করি!
ওঃ, কি কুটিল নবসন্ধি!
কি জটিল রহস্য গভীর!
তিলমাত্র অপরাধে নহি অপরাধী,
আমারই ধনপ্রাণে দারুণ আঘাত!
বুঝিয়াছি—
কুটবুদ্ধি জগমল আর সর্দ্দারের সনে
ছল করি বিক্রমেরে কৈল কারাবাসী,
আমারে করিল রাজা।
পুনঃ নবসন্ধিরূপ কৌশলের জালে
জড়ায়ে তাহারে, আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে,
দেহ প্রাণ বলি দিয়ে,
ষড়যন্ত্র করিবে পূরণ!
ভাল, দেখা যাক্,
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে।
গুপ্তপত্রে লেখা আছে;—
এই জনশূন্য বনে দুরাত্মারা আসি
নিশাকালে ষড়যন্ত্র করে।
ষড়যন্ত্র হবে আজি ভেদ—
ঘুচাব মনের খেদ।
বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকি।
দেখি, পাপাত্মারা কতক্ষণে আসে।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

(ছদ্মসন্ন্যাসিবেশী শিকরবলের প্রবেশ)

শিকর। জয় মা ভবানি!

বন। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত) কে ইনি, সন্ন্যাসী?

শিকর। মা জগদম্বে, তুমি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বড় দুঃখের কথা, তুমি থাক্‌তে চিতোরে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হচ্চে।

বন। (স্বগত) কি! চিতোরে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত! বড় ভয়ঙ্কর কথা! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে। এই সাধু সন্ন্যাসী কেন এমন কথা বল্‌লেন? জিজ্ঞাসা করি। (নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে) প্রভু, প্রণাম করি!

শিকর। জয় হোক্। (স্বগত) এই যে বনবীর উপস্থিত। খুব সাবধানে আমায় কথা কইতে হবে।

বন। আপনি চিতোরে মহাপ্রলয়ের কথা কি বল্‌ছিলেন?

শিকর। তুমি কে?

বন। আপনার ভৃত্য।

শিকর। আমার ভৃত্য?

বন। আপনি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, আমি ক্ষত্রিয়।

শিকর। মঙ্গল হোক্, জয় হোক্।

বন। চিতোরে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত—

শিকর। হাঁ, সে ভীষণ ঘটনা।

বন। আপনি কিরূপে জান্‌লেন?

শিকর। আমি যোগী, যোগবলে সমস্ত জান্‌তে পেরেচি। ভীম প্রলয়—নিদারুণ ঘটনা!—ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র!—কুটিল রহস্য!—পৈশাচিক স্বার্থ!—ভীষণ অনর্থ! লোমহর্ষণ হত্যা!

বন। (সবিস্ময়ে) বলেন কি! লোমহর্ষণ হত্যা!

শিকর। যোগবলে মানব-হৃদয়ের সমস্ত চিত্র প্রকাশ পায়।

বন। অনুগ্রহ ক'রে আমার কৌতুহল পূর্ণ করুন।

শিকর। তবে শোন বৎস! চিতোরের পদচ্যুত মহারাণা বিক্রমজিৎসিংহ আর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়সিংহ এই প্রাণিহত্যার মূল। সেই দুই জনকে অবলম্বন ক'রে জগমল প্রভৃতি সর্দ্দারেরা পৃথ্বী-রাজপুত্র বনবীরকে হত্যা করবে, তাঁর সমস্ত ভূ-সম্পত্তি ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রে পুনর্ব্বার বিক্রমজিৎকে চিতোরের রাজসিংহাসন অর্পণ করবে।

বন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! লিপিমর্ম্ম, যোগি-বাক্য এক যে। (প্রকাশ্যে) দেব! এর কোন প্রতীকার হবে না?

শিকর। প্রতীকার! হাঁ, প্রতীকার হ'তে পারে, যদি বনবীরসিংহকে তাঁর কেউ পরম সুহৃদ্ আগে সতর্ক করে। তোমার সঙ্গে বীরবর বনবীর সিংহের আলাপ-পরিচয় আছে কি?

বন। আছে।

শিকর। একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার ধ্যান ক'রে দেখি। (তদ্রূপ করিয়া) ওহো, তুমিই স্বয়ং বনবীরসিংহ যে।

বন। (স্বগত) ইনি কি কোন দেবতা? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই যে এঁর মনোদর্পণে প্রতি-ফলিত। (প্রকাশ্যে) যোগিবর, প্রণাম করি; আমিই আপনার দাসানুদাস বনবীরসিংহ।

শিকর। অতি উত্তম, অতি উত্তম। জগন্মাতা ভবানীদেবীই তোমার সহায়, নৈলে এ হেন ভয়ঙ্কর ঘটনার সূত্রপাতসময়ে তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হবে কেন? আমি আরও দেখছি, তুমিই চিতোর-রাজ-সিংহাসনের একমাত্র চিরাধিকারী—রাজপুতানার সুবিশাল মিবাররাজ্য তোমারই—প্রজাগণ তোমারই—অতুল ঐশ্বর্য্য তোমারই! সাবধান, বৎস, খুব সাবধান। রাজ-সিংহাসন নানা রত্নে খচিত বটে, কিন্তু ওর এক একটি রত্ন এক একটি তীক্ষ্ণধার কণ্টক, সহজে ওতে উপবেশন করা যায় না। আর কি বলব, বুঝে সুঝে কাজ কর। নিজের ঐশ্বর্য্য, নিজের প্রাণ বড় আদরের বস্তু! তুমি বুদ্ধিমান্, বুঝতে পাচ্ছো, আমার বলা বাহুল্য।

বন। যোগিরাজ,

কোটি কোটি প্রণতি তোমার পায়,
নিরুপায়ে তুমি সদুপায়।
তোমারি কৃপায় হ'ল
মোর প্রাণরক্ষাপথ।

(স্বগত) এক দিকে পত্রের বচন,
অন্যদিকে যোগীর বচন,
মধ্যস্থলে বনবীর।
আর তিলমাত্র নাহিক সন্দেহ।
আজি এই ঘোর নিশাকালে
যোগিবাক্য হইবে সফল।
প্রলয়, প্রলয়, প্রলয়।
কিন্তু বিপরীত স্রোতে গতি তার।
যোগিবাণী—আমি চিতোরের রাজা,
এঁর এই মহাবাক্য হইবে সফল।
চিতোরে আসিয়া,
এক দিনো বসি নাই রাজসিংহাসনে।
কালি প্রাতে সূর্য্যোদয় সনে
নিশ্চয় বসিব আমি রাজসিংহাসনে।

শিকর। বৎস, নীরবে কি চিন্তা কচ্চ?
নিজপ্রাণে ভয় পেয়েছ কি?

বন। ভয়?—ভয়?
না সন্ন্যাসী, এক্ষণে নির্ভয়,
দারুণ দুর্জ্জয় আমি।
এক প্রাণরক্ষা হেতু,
বহু প্রাণ করিব বিনাশ।

শিকর। রাজনীতির মূলমন্ত্রও তাই। কিন্তু বিলম্বে কার্য্যহানি।

বন। অবিলম্বে—অদ্যই রজনীকালে।

শিকর। সে কিরূপ?

বন। বন্দী বিক্রমেরে উদয়েরে,
আর সেই ষড়যন্ত্রী দুষ্ট জগমলে
সেই কূটবুদ্ধি পাপী সর্ব্বানিষ্টমূল—
এ তিনেরে নিজ হস্তে করিব সংহার।
অবশিষ্ট সর্দ্দারগণেরে
চিরবন্দী করিয়া রাখিব।
প্রয়োজন হ'লে
এ অসি করিবে পান
তাদেরো শোণিত।

শিকর। কিন্তু একটা বিশেষ কথা,—তুমি একা, শত্রু অনেক, সুতরাং গোপনে এই ভীষণ অথচ প্রয়োজনীয় কার্য্য তোমায় কত্তে হবে। রাজনীতির নিয়মই এই, সাম, দান, ভেদ, বিগ্রহ। অগ্রে অপর্য্যাপ্ত অর্থদানে ভৃত্য আর সৈন্যগণকে বশীভূত কর, শত্রুদের সঙ্গে তাদের ভেদ ঘটাও, তা হলেই বিনা বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হবে।

বন। প্রভো,
তবদাশীর্ব্বাদে রাজনীতি জানি সবিশেষ
কণিকের চাণক্যের নীতিসূত্র জানি।

শিকর। শত্রুকুলনাশিনী জগদম্বা ভবানী তোমার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, যোগবলে তাও আমার প্রত্যক্ষ হচ্চে। যাও বৎস, স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হও।

বন। দেব! আরো যদি কিছু জানবার প্রয়োজন হয়?

শিকর। কল্য সন্ধ্যার পর এখানে এসো।

বন। প্রণাম।

শিকর। জয়োঽস্তু।

[বনবীরের প্রস্থান।

আর কি, এইবার মার দিয়া কেল্লা! কালই শীতলসেনীর কাছে আমার সমস্ত পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবো। আজ ফকির, কা'ল আমীর, সাবাস্ ফিকির! আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। জগদম্বাকে দণ্ডবৎ ক'রে চ'লে যাই; যদি জাগ্রত হন। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকরণ)

(মিষ্টান্নপাত্রহস্তে শীতলসেনীর দূরে প্রবেশ)

শীতল। শিকরবল!

শিকর। (চমকিত হইয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া স্বগত) অ্যাঁ অ্যাঁ! নাম ধ'রে ডাকে কে ও? চোরধরা না কি।

শীতল। শিকরবল!

শিকর। শিকরবল কে? আমি নির্লোভানন্দ পরিব্রাজক পরমহংস যোগী।

শীতল। শিকরবল।

শিকর। (স্বগত) আ মলো, ফের শিকরবল! ভাল ল্যাটা। (প্রকাশ্যে) আরে, তুমি কে হে?

শীতল। (নিকটে আসিয়া) শিকরবল।

শিকর। (দেখিয়া সসম্ভ্রমে) ও, আপনি! অন্ধকারে চিনতে পারি নি, মাপ করবেন। তা আপনি কেন এখানে?

শীতল। মাতা ভবানীর পূজা দিতে এসেচি। তুমি দেবীকে এই সব মিষ্টান্ন নিবেদন ক'রে দাও, কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাও।

শিকর। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে। (স্বগত) ক্ষিদেটাও বড় বেড়েছিল, মা ভবানী অগ্নি প্রসাদের পথ দেখিয়ে দিলেন। (প্রকাশ্যে) দিন, মাকে নিবেদন ক'রে দি।

(তদ্রূপকরণ)

শীতল। (স্বগত) গাছের আড়ালে থেকে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরেচি। আমার কৌশল অচিরেই সফল হবে, কা'ল রাজমাতা হব। কিন্তু এই মহালোভী শিকরবলটাকে অগ্রে মেরে ফেলা চাই। কাঁটায় কাঁটা তুলতে হয় বটে, কিন্তু দুটোই তো কাঁটা। সময় পেলে সেটাও তো পায়ে ফুটতে পারে। কাজে কাজে শিকরবলটাকেও জীবিত রাখা উচিত নয়। এ যেরূপ লোভী, একে বিশ্বাস কি? আবার অন্যের কাছে অর্থের লোভ পেলে আমার সর্ব্বনাশ করতে পারে। পারে কেন,—করবেই। এই মেঠাইগুলোর ভেতোরে বিষ আছে, খেলেই ঘুমের ঘোরে আড়াই দণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু।

শিকর। দেবি, মহাদেবীকে মিষ্টান্ন নিবেদন কল্লেম।

শীতল। প্রসাদী মেঠাইগুলি খাও।

শিকর। আজ্ঞে, তা খাচ্চি। পুরস্কারগুলি কি কল্যই পাব?

শীতল। বনবীর এসেছিল?

শিকর। আপনি আর খানিক আগে এলেই দেখতেন। আপনার পরামর্শমত সব ঠিকঠাক। আজি রাত্রে বিক্রমজিৎ, উদয়, জগমল একেবারে বৈতরণী পার!

শীতল। অ্যাঁ, বল কি।

শিকর। সম্মুখে জগদম্বা, দিব্বি ক'রে বলছি, সব ঠিক্।

শীতল। আচ্ছা; আমিও ক'চ্ছি, তুমি মেঠাই খাও।

শিকর। যে আজ্ঞে। (মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া) অতি উপাদেয়, অতি পরিপাটী।

শীতল। একসঙ্গে আমাদের যাওয়া উচিত নয়। আমি আগে যাই, তুমি খানিক পরে যেয়ো। আজ বাড়ীতে থেকো, কা'ল সকালে আমার কাছে যেয়ো।

[শীতলসেনীর প্রস্থান।

শিকর। উঃ, মরা পেটে ভরা আহার, বড় আলিস্যি ধ'চ্চে, ঘুম পাচ্চে, গা যেন এলিয়ে পড়চে, চোখ চাইতে পাচ্চিনি, খানিক ঘুমুই, তার পর যাব।

(নিদ্রা)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর—দুর্গস্থ কারাগার।

কারাগারমধ্যে খট্টার উপর বিক্রমজিৎ নিদ্রিত ও বহির্ভাগে প্রহরিগণ দণ্ডায়মান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে ছোরাহস্তে বনবীরের প্রবেশ)

বন। (স্বগত) বিশ্বাস—বিশ্বাস—
বড়ই গভীর।
বিশ্বাসী—বিশ্বাসী—
ততোঽধিক গভীর বচন।

এই বিশাল পৃথিবীতলে অসংখ্য মানব,
কিন্তু বিশ্বাসী তো একজনো নয়;
সকলেই অবিশ্বাসী,
কি নারী—কি নর সকলেই অবিশ্বাসী।
মানুষের দেহ বাক্য মন ইন্দ্রিয়নিচয়
কখনই বিশ্বাসের নয়।
অবিশ্বাস পাপ মৃত্তিকায়
মানবের পাপকায়,
অবিশ্বাস বস্তু দিয়া গড়িল বিধাতা
অবিশ্বাসী মানবমণ্ডলী,
ছি, ছি, তবে আমি কোন্ প্রাণে
অবিশ্বাসী নরগণে
সবল বিশ্বাস সনে আলিঙ্গিতে চাই?
বরঞ্চ করিব আমি বিষম ভুজঙ্গে বিশ্বাস,
মানবেরে না বাঁধিব বিশ্বাস-বন্ধনে।
অবিশ্বাসী ষড়যন্ত্রী কুটিল মানব!
(প্রকাশ্যে) প্রহরি!

১ম প্র। মহারাজ!

বন। রুদ্ধ না উন্মুক্ত কারাগার?

১ম প্র। রুদ্ধ।

বন। চাবি দাও।

১ম প্র। মহারাজ!—

বন। চাবি দাও।

১ম প্র। এই নিন।

বন। (চাবি গ্রহণ করিয়া) যাও সবে
এ স্থান হইতে।
ডাকিলেই আসিবে আবার।
যাও—যাও—শীঘ্র যাও।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

(চাবি খুলিয়া কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বগত)

এই যে, এ নিদ্রায় বিভোর।
নিদ্রিত জনেরে হত্যা করা অনুচিত।
জাগরিত করি।
না, জাগাব না।
বিক্রমের কিবা দোষ?
বিক্রম যে ভ্রাতা মোর—
চিতোরের রাজা!
এ তো কিছুই জানে না।
কেন তবে রাজহত্যা?
ফিরে যাই—কাজ নাই—ফিরে যাই।
অবিশ্বাসী—ষড়যন্ত্রী দুষ্ট জগমলে—
জয়সিংহে জৈমুসিন্দিলেরে,
আর আর পিশাচ সর্দ্দারগণে
করি গে বিনাশ।
কণ্টক-সঙ্কট তারাই আমার।
ভাই বিক্রম। ঘুমাও, ঘুমাও তুমি।
অজ্ঞাতে আসিনু—
অজ্ঞাতে ফিরিয়া যাই!
রজনীর শান্তিময় কোলে
ঘুমাও, ঘুমাও ভাই।
(কারাগারের বহির্ভাগে কিয়দ্দূর আসিয়া)
এ কি, কোথা যাই।
অবিশ্বাসী প্রত্যেক মানব,
তবে কোথা যাই?
অবিশ্বাসী সর্দ্দারগণের দোষে
বিক্রমেও কোনক্রমে না করি বিশ্বাস।
লোক সঙ্গগুণে গুণী হয়—
সঙ্গদোষে দোষী,
তেঁই বিক্রমও দোষী—অবিশ্বাসী।
বিক্রমেরে রাখিলে জীবিত,
নিজের জীবনে আমি হইব বঞ্চিত।
সর্দ্দারেরা মোরে বধি
এরেই তো দিবে সিংহাসন।
মরিলে বিক্রম,
দুষ্টদের পরাক্রম নাহি রবে আর,
চিতোরের সিংহাসনে
কেবা আর উত্তরাধিকারী?
হাঁ আছে আছে। কে সে?
বিক্রমের অনুজ উদয়।
সেও আজ বিক্রমের সঙ্গী হবে।
এ পৃথিবী এ দুই ভ্রাতার নহে আর,
এ দোঁহার নহে আর রাজসিংহাসন,
এ দুই কণ্টক চূর্ণ হ'লে,
আমি বই কেহ নাই আর
চিতোররাজ্যের অধিকারী।
এই ঘুচাই কণ্টক!
(পুনর্ব্বার কারাকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ্যে)
বিক্রম! বিক্রম!

বিক্রম। (জাগরিত হইয়া) কে তুমি?
অন্ধকারে না পারি চিনিতে।

বন। চিনিয়াও কাজ নাই।
অন্ধকারে আছ,
অন্ধকারে থাক চিরকাল।
এ তো অতি তুচ্ছ অন্ধকার—
পৃথিবীর অন্ধকার;
অনন্তের চির-অন্ধকারে রাখিব তোমারে।

বিক্রম। অনন্তের চির-অন্ধকারে।
তবে তুমি হত্যাকারী।
বন। আমি চিতোরের একমাত্র অধিকারী।
বিক্রম। ও কে? বনবীর?
বন। চিনেছ? উত্তম।
কিন্তু এ চেনায় নাহি ফলোদয়।
বিষবৃক্ষে তুমি বিষফল,
আমার জীবনগ্রাসী।
বিক্রম। সে কি।
তোমার জীবনগ্রাসী আমি।
তোমার শপথ, বনবীর,
স্বপ্নেও ভাবিনি কভু অনিষ্ট তোমার।
রাজ্যচ্যুত বন্দী আমি,
কারাগারে অশ্রুধারে ভাসি দিবানিশি,
কারো নহি প্রাণগ্রাসী।
দুর্ব্বলের প্রাণ তোমা হেন
প্রবলের কি করিতে পারে?
বন। সামান্য অগ্নির কণা
সমস্ত অরণ্য পারে ভস্ম করিবারে।
বিক্রম। পারে,
কিন্তু বায়ুর সাহায্য বিনা
কিবা শক্তি তার?
অসহায় চিরবন্দী আমি।
বন। সমস্ত সর্দ্দারগণ সহায় তোমার।
বিক্রম। কি কি।
সমস্ত সর্দ্দারগণ সহায় আমার।
তাই যদি হবে, কারাগারে কেন তবে?
বন। উদ্দেশ্য গভীর—রহস্য জটিল।
বিক্রম। কি বলিছ। কিছুই না বুঝি।
বন। ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। ঘোর অবিশ্বাস।
বিক্রম। দোহাই ঈশ্বর।
ষড়যন্ত্রে অবিশ্বাসে লিপ্ত নহি আমি।
বন। লিপ্ত না থাকিতে পার,
কিন্তু তুমি মূল।
অগ্রে করি মূলচ্ছেদ,
মূল গেলে শাখাগুলা কতক্ষণ আর?

(বক্ষে ছোরাঘাত)

বিক্রম। (খট্টোপরি পতিত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণায়)
ধিক্ কাপুরুষ নীচ বনবীর!
ধিক্ নির্দ্দোষবিনাশি
ধিক্ অসহায় বন্দিহত্যাকারি।
বন। এখনো জীবিত। (পুনর্ব্বার ছোরাঘাত)
বিক্রম। ওঃ! ওঃ! ঈ—শ্ব—র। (মৃত্যু)

বন। (কারাকক্ষের বাহিরে আসিয়া)
প্রহরি! প্রহরি!

(প্রহরিগণের পুনঃ প্রবেশ)

১ম প্র। (বিক্রমজিতের নিহত দেহ দেখিয়া সভয়ে)
মহারাজ। এ কি।
বন। চুপ।
এই লও মুক্তাহার, অঙ্গুরী ভূষণ
আইস আমার সাথে।
এইবার ঘুচাইব দ্বিতীয় কণ্টক।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর—রাজপ্রাসাদস্থ অলিন্দ।

(পান্নার প্রবেশ)

পান্না। আহা। রাজার ছেলের কপালেও এত দুঃখ, এত কষ্ট! যে ছেলে সন্ধ্যের হাওয়া লাগলে ঘুমে ঢ'লে পড়তো, এখন তার চোখে ঘুম নেই। তত রাত্তির, তবু খালি জেগে জেগে ভাবে। আজ কত কোরে ভুলিয়ে ভালিয়ে গল্প ক'রে ঘুম পাড়িয়েচি। আমার স্নেহের বাছা, আমার স্নেহের চন্দনের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার দুটি চক্ষু যেন একসঙ্গে চক্ষু বুজে বিছানা আলো ক'রে আছে। এইবার যাই, বাছাদের কোলে কোরে আমিও একটু শুই গে।

[প্রস্থান।

(বেগে সাগরবারীর প্রবেশ)

সাগর। (ভয়ে শশব্যস্তে) কি সর্ব্বনাশ। কি ভয়ানক কাণ্ড। কৈ, পান্না ধাই কৈ? এ ঘরে তো নেই, কোথা গে ? রাজকুমারের শোবার ঘরে আছে কি? দেখি দেখি। ভগবান্, রক্ষে কর, মহাদেব! রক্ষে কর।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর—রাজপ্রাসাদ—উদয়ের শয়নকক্ষ।

(দূরে দীপাধারে প্রদীপ প্রজ্বলিত)

পর্য্যঙ্কোপরি চন্দন নিদ্রিত ও তাহার বক্ষোপরি মস্তক রাখিয়া উদয় নিদ্রিত।

দূরে পান্না দণ্ডায়মান।

পান্না। আহা, যেন দুটি আধ-ফোটা পদ্মফুল, একটির গায়ে আর একটি লুটিয়ে প'ড়েচে।

(সাগরবারীর প্রবেশ)

সাগর। (পশ্চাদ্দিক্ হইতে পান্নার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শকরণ)

পান্না। (চমকিত হইয়া) কে? সাগর? এ কি, তোমার মুখের ভাব এমন কেন? কি হয়েচে?

সাগর। সর্ব্বনাশ হয়েচে। কারাগারে বনবীর প্রবেশ ক'রে মহারাণাকে হত্যে করেচে। ছোট রাজকুমারকে এখনি হত্যে করবে। এলো, শীগ্‌গির বাঁচাবার উপায় কর।

পান্না। (অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া) অ্যাঁ, সে কি, বল কি তুমি?

সাগর। আমার ভাই হচ্চে মহারাণার ভাণ্ডারী। সেই—কি ক'রে জান্‌তে পেরে গোপনে আমায় খবর দিয়ে গেল। খবর পেয়েই দৌড়ে এলুম। আর কথা কবার সময় নেই, এলো, এলো, শীগ্‌গির উপায় কর।

পান্না। কি সর্ব্বনাশ। তাই তো, কি উপায় করি? রাজবাড়ীর দোরে দোরে প্রহরী। কি ক'রে রাজকুমারকে নিয়ে পালাই? (ভাবিয়া) আচ্ছা, এক কাজ কর, দেখ তো ও ঘরে ঐ ফলের ঝোড়াটায় লতাপাতাগুলো আছে কি না?

সাগর। দেখি (নিকটে গিয়া) আছে।

পান্না। আস্তে আস্তে ঘুমন্ত উদয়কে তোল, আমিও ধরি। ঐ ঝোড়ার ভেতর শোয়াও। খুব সাবধান, ঘুম না ভাঙে। (উভয়ে নিদ্রিত উদয়কে তুলিয়া ঝোড়ার মধ্যে রক্ষাকরণ)। এইবার মুখের কাছে ফাঁপা কোরে আগাপাস্তলা এই লতাপাতাগুলো ঢেকে ফেল। (উভয়ের তদ্রূপকরণ)। এইবার ঐ ঝোড়াটা তুমি মাথায় কোরে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। বরাবর বেরীশ নদীর ধারে গিয়ে সেই তেঁতুলগাছটার তলায় থাক গে। খানিক পরে আমি যাচ্চি। প্রহরীরা জিজ্ঞেসা কল্লে ব'লো,—ঝোড়ায় ফল। যদি ভগবান্ উদয়কে বাঁচান তো এই উপায়, নৈলে আর রক্ষে নেই।

সাগর। তোমার ছেলে নিয়ে তুমিও অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে এস।

পান্না। তুমি এগোও, আমি যাচ্চি। ভয় কোরো না, সাহসে বুক বেঁধে চ'লে যাও। খুব সাবধান, উদয়কে মহারাণার হত্যার কথা বলো না।

[ঝোড়া লইয়া সাগরবারীর প্রস্থান।

কি করি? চন্দনকে নে কোন্ পথ দে পালাই? অন্য ঘরে ছেলে নিয়ে লুকুই। (নিদ্রিত চন্দনকে ক্রোড়ে গ্রহণ চেষ্টা, কিন্তু নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি এল। আর উপায় নেই। বাছাকে কাপড় ঢেকে রাখি, প্রদীপ নিবিয়ে দি। (তত্তৎকরণ)

(বেগে রক্তাক্তবস্ত্রে ছোরাহস্তে বনবীরের প্রবেশ)

বন। এ কি। অন্ধকার গৃহ।
এই অন্ধকারে সর্পশিশু—
দ্বিতীয় কণ্টক মোর।

পান্না। (বেগে সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া সভয়ে)
এ কি! এ কি মূর্ত্তি,—বীরবর।

বন। উদয় কোথায়?

পান্না। কেন উদয়কে?

বন। (ছোরা দেখাইয়া) এই দেখ্।

পান্না। (পদমূলে পতিত হইয়া সরোদনে)
না, না, মহারাজ।
ক্ষমা কর—ভিক্ষা দাও
দুখিনীর ধনে।
ধরি হে চরণ,
পরম দয়াল তুমি।

বন। কোন কথা শুনিব না,
বল্ শীঘ্র, কোথায় উদয়?

পান্না। আহা,
সে যে কোমল ফুলের কক্ষ,
ছোরা তব কঠিন লোহার।

বন। শুধু ছোরা নয়,
হৃদয়ও আমার কঠিন লোহার।
বল্ কোথায় উদয়?

পান্না। রাজা তুমি রাজবুদ্ধি ধর,
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।
ভিক্ষা দাও উদয়েরে,
অন্য দেশে নিয়ে যাই তারে।
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করি খাওয়াইব,
তোমার শপথ, আর হেথা না আসিব

বন। বল্ বল্, কোথায় উদয়?

পান্না। এই পাতিয়া দিলাম বক্ষ,
হান অস্ত্র মহাবলে।
বন। ছাখ্ নিশাচরি,
তুই যত অনিষ্টের মূল।
তোরি স্তন্যপানে
দিনে দিনে বাড়িছে ভুজঙ্গ-তনয়।
তবু এখনো বাসনা তোর বাড়াইতে
তারে? কিন্তু সে আশা বিফল।
জেনে শুনে কোন্ প্রাণে
প্রাণঘাতী ভুজঙ্গের প্রাণ রাখিব জীবিত?
সূর্য্যও যদ্যপি পড়ে, পর্ব্বত যদিও ওড়ে,
তবু মোর না নড়িবে পণ।
বল কোথায় উদয়?
পান্না। (সরোদনে স্বগত) নিরুপায়।
আর পথ নাই।
পড়িলাম মর্ম্মভেদী উভয় সঙ্কটে।
এক দিকে রাজপুত্র—মিবারের বাঞ্ছা—
আমার স্নেহের ধন;
অন্য দিকে মোর পুত্র—দীনহীন প্রজা—
আমার প্রাণের ধন।
বন। নীরব কি হেতু?
পান্না। (স্বগত) বিধাতা হে,
তুমিই দিয়েছ মোরে এ দুটি রতন,
বল এবে, কোন্‌টিরে রাখি?—
কোন্‌টি হারাই? নিজপুত্রে যদ্যপি
বাঁচাই, বাঁচিবে না চিতোরের ভবিষ্যৎ—
রাজা বালক উদয়,
এ রাক্ষস নিশ্চয় বধিবে তারে।
আর যদি উদয়ে বাঁচাই,
বাঁচিবে না প্রাণের নন্দন—বালক চন্দন।
বন। বল্ বল্, বিলম্ব না সয়।
পান্না। (স্বগত)
আজ হইব পাষাণী—
পাষাণে বাঁধিয়ে বুক—
পাষাণে চাপিয়ে শোক,
পাষাণে লুকিয়ে প্রাণ—
পাষাণে ঢাকিয়ে কান,
চন্দনেরে দিব বিসর্জ্জন।
ইচ্ছাময়! এ নহে আমার ইচ্ছা,
এ ইচ্ছা তোমার;
মিবারের মঙ্গল কারণ
তব ইচ্ছা হউক্ পূরণ।
বন। পান্না, কেন বৃথা কাঁদিছ নীরবে?
পান্না। হৃদয় দ্রবিতে তব।
বন। মায়াবিনি, ছাড় মায়া-ছলা।
শেষবার বলি—বল্ কোথায় উদয়?
পান্না। (চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে
শায়িত চন্দনকে প্রদর্শন)
বন। ঐ ঐ ষড়যন্ত্রবীজ পর্য্যঙ্কে ঘুমায়!
ঘুমাইবে এবে অনন্ত নিদ্রায়।

(চন্দনকে আক্রমণ)

চন্দন। (ভগ্ননিদ্র হইয়া যন্ত্রণায়) মা! মা!
পান্না। (উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে) দোহাই তোমার!
পায়ে ধরি!—ভিক্ষা দাও—রক্ষা কর—
ভিক্ষা দাও। (মূর্চ্ছা)
বন। ভিক্ষা!—ভিক্ষা! নিমেষ অপেক্ষা।
এই করিনু নির্ম্মূল বিষ-কুল।

(চন্দনকে ছোরাঘাতে হত্যাকরণ)

উৎপাটিনু প্রাণের কণ্টক।
নিভাইনু শ্মশান-অনল।
ঘুচাইনু দুশ্চিন্তার জ্বালা।
নে ধাত্রি, নে ভিক্ষা নে—
জীবিত উদয় নয়—নির্জ্জীব উদয়।

(পান্নার সম্মুখে চন্দনের মৃতদেহ নিক্ষেপ)

এইবার জগমল!

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর—রাজপথ

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম প্র। (শশব্যস্তে) আজ কি চিতোরে যুগান্তর না মহাপ্রলয়? নব রাণা বনবীর সাক্ষাৎ কৃতান্ত!

২য় প্র। চুপ কর ভাই, ও সব কথায় কাজ নেই। রাজা-রাজড়ার কাণ্ডকারখানা—মনের ভাব—রাজ্যের লোভ—রাজনীতি, ভগবান্ মহাদেবই বুঝতে পারেন না, তা আমরা দু'দশ টাকার চাকর নফর কোন্ ছার!

১ম প্র। তা যাই বল, মাইনে খাই, মনিব যা বলে, তাই করি; কিন্তু তা ব'লে মনিবের এ রকম হত্যাকাণ্ড—

২য় প্র। (বাধা দিয়া) ফের ঐ কথা?

১ম প্র। আমি আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌চি।

২য় প্র। ফিস্ ফিস্ শব্দ হওয়ার গলায় বিশগুণ

জোর পায়, তা কি জান না? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) চুপ, চুপ, ঐ বুঝি আস্‌চে।

(বেগে বনবীরের প্রবেশ)

বন। কি সংবাদ?

১ম প্র। মহারাজ। জগমল রাও নিরুদ্দেশ।

বন। কি? নিরুদ্দেশ? মিথ্যা কথা। অবশ্যই তোরা উৎকোচের বশীভূত।

১ম প্র। আজ্ঞা না মহারাণা, মিথ্যাবাদী নই, উৎকোচের বশীভূতও নই। আপনার পা ছুঁয়ে নিবেদন ক'চ্চি, জগমল রাও নিরুদ্দেশ।

বন। কি কারণে নিরুদ্দেশ?

১ম প্র। শুন্‌লুম, তাঁর ওপর তাঁর পিতা করমচাঁদ রাও বিরক্ত হয়ে আজ সন্ধ্যের সময় পত্তর লিখে, দ্বারকা-তীর্থে চ'লে গেছেন। জগমল রাও সেই পত্তর পেয়ে, মনের দুঃখে জয়সিংহ বালীয়, ভৈমু-সিন্দিল আর অন্য ক'জন সর্দ্দারকে নিয়ে, তাঁকে খুঁজতে গেছেন।

বন। কে বল্লে?

১ম প্র। জগমল রাওয়ের বাড়ীর লোক।

বন। (স্বগত) হ'তে পারে। পিতাপুত্রে সদ্ভাব নাই। কিন্তু আমার পক্ষে এ তো শুভসংবাদ নয়। আমাকেও স্বয়ং এর সন্ধান নিতে হবে। (প্রকাশ্যে)

শোনো শোনো সুবিশ্বাসী প্রহরিমণ্ডলী।
আমার মিবাররাজ্য তোমা সবাকার—
মোর অশ্বারোহী গজারোহী
পদাতিক সৈন্য সবাকার—
মিবারের নরনারী প্রজা সবাকার।
অরাজক রাজ্যে আমি রাজা,
এ কেবল তোমাদের গুণে।
শপথ করিয়া বলি,—
তোমাদের মঙ্গলের তরে
তোমাদের বনবীর ত্যজিতেও পারে
তুচ্ছ নিজের জীবন।
যাও এবে আজ্ঞা মোর করহ পালন,
সর্দ্দারগণের গৃহ অগ্নিদাহে দহ,
কারাগারে রুদ্ধ কর তাদের আত্মীয়গণে,
তা সবার ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করি,
লহ সবে করিয়া বণ্টন।
তাহা ছাড়া,
কালি প্রাতে রাজকোষ হ'তে
দিব সবে মহামূল্য পুরস্কার।
ধ'রে দেবে যারা নিরুদ্দিষ্ট সর্দ্দারগণেরে,
পাবে তারা অর্দ্ধ অংশ রাজ্যভাণ্ডারের।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

চিতোরের পশ্চিম প্রান্ত—বেরীশ নদীর তীর।

উদয় ও সাগরবারী।

উদয়। কেন বারী, তুই আমায় ফলের ঝোড়া ক'রে বেরীশ নদীর ধারে নিয়ে এলি? বল্ তোর কি অভিপ্রায়?

সাগর। রাজপুত্র, আমার অভিপ্রায় আপনার প্রাণরক্ষা।

উদয়। প্রাণরক্ষা, না প্রাণবধ?

সাগর। ঈশ্বর সাক্ষী।

উদয়। ঈশ্বর সাক্ষী, তুই আমার প্রাণঘাতী।

সাগর। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি আপনার প্রাণরক্ষক।

উদয়। প্রবঞ্চনা—মিথ্যা কথা। তুই নিশ্চয় শত্রুদের কাছে ঘুস খেয়ে আমায় খুন ক'ত্তে হেথায় এনেছিস্।

সাগর। আপনাকে খুনের মুখ থেকে রক্ষে ক'রে হেথায় এনেচি। যে রকম অবস্থা, আপনি বোল্লে বিশ্বেস করবেন না, কিন্তু খুনী আমি নই—খুনী বনবীর।

উদয়। (চমকিতভাবে) অ্যাঁ। সে কি। খুনী বনবীর?

সাগর। আমি জান্‌তে পেরে আপনার ধাইমাকে খবর দি। তারি পরামর্শে আপনাকে ফলের ঝোড়ায় ঘুমন্ত তুলে প্রহরীদের ভুলিয়ে এখানে পালিয়ে এসেচি।

উদয়। অ্যাঁ, বল কি সাগর। ধাই-মা কোথা? চন্দন কোথা? চন্দন যে আমার কাছে একসঙ্গে ঘুমিয়ে-ছিল! চন্দন কোথায় গেল?

সাগর। আপনার ধাই-মা চন্দনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

উদয়। কোথা?

সাগর। তা জানিনি, কিন্তু এইখানেই আস্‌বার কথা।

উদয়। আমার মন কেমন কচ্চে, আশঙ্কা হচ্ছে! বারী, চল্, দুজনে এগিয়ে দেখি।

সাগর। শত্রুপুরী, ও দিকে যেতে নেই। এক্ষুনি আপনার ধাই-মা আস্‌বে।

উদয়। না, আস্‌বে না, বড় দেরী হচ্চে, চল, এগিয়ে যাই, তুই আমাকে এখানে কতক্ষণ এনেছিস্?

সাগর। প্রায় এক প্রহর।

উদয়। এক প্রহর। এত দেরি। তবে বোধ হয়, ধাই-মা বেঁচে নেই। সাগর রে, বনবীর সর্ব্বনাশ করেচে। ধাই-মা। ধাই-মা! (রোদন)

সাগর। রাজকুমার, ভয় কি? আপনার ধাই-মা এক্ষুনি আস্‌বে, চন্দনও আস্‌বে।

উদয়। (সরোদনে) তুই থাক্, আমি যাই।

সাগর। (বাধা দিয়া) অন্ধকারে কোথায় যাবেন?

উদয়। ধাই-মাকে খুঁজে দেখি।

সাগর। আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন?

উদয়। না, আমি যাই। ধাই-মা! ধাই-মা!

[বেগে প্রস্থান।

সাগর। কোনমতেই প্রবোধ মানে না। যাই, ভুলিয়ে অন্য দিকে নিয়ে খানিক ঘুরে বেড়াই।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বেরীশ নদীতীরের অপবাংশ।

চন্দনের মৃতদেহ সম্মুখে রক্ষা করিয়া
পান্না উপবিষ্টা।

পান্না। (সরোদনে গীত)

যে উঠে তাপিত কোলে,
মধুর বোলে মা বোলে,
ডাক্‌তো জুড়াতো তাপিত প্রাণ।
সে তো এই আমার কোলে,
মধুর বোলে মা বোলে
ডাকে না, জুড়ায় না আকুল প্রাণ॥
(ওরে) ফুল-কমল, কোথায় গেলি,
মায়ে ফেলি রে,
পেতে জ্বালা, এয়েছিলি রে;—
(আমার) সাধের বীণা, আর বাজে না,
আর গাহে না গান॥

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জন্মের মত আমার সব ফুরুলো! আমার স্নেহের ধন, অঞ্চলের নিধি, রাক্ষসের হাতে তোর প্রাণ বিসর্জ্জন হয়েচে, এইবার রাক্ষসীর হাতে তোর দেহ নদীর জলে বিসর্জ্জন হবে। উঃ, আমি কি পাষাণী! নিদারুণা! না না, এ ভগবানের ইচ্ছা, তা নৈলে মা হয়ে কোথায় পুত্র-ঘাতিনী হয়? ভগবান্! আজ আমি পাপসঞ্চয় কল্লেম, না পুণ্যসঞ্চয় কল্লেম? নিজের ছেলে বড়, না রাজার ছেলে বড়? চন্দন বড়, না উদয় বড়? প্রজা বড়, না রাজা বড়? আজ আমায় শোকের নিশি, না সুখের নিশি? আজ আমি দানবী, না মানবী? আজ সম্মুখে আমার নরক, না স্বর্গ? ধর্ম্ম, না অধর্ম্ম? ইচ্ছাময়! আজ আমার কর্ম্ম সকাম, না নিষ্কাম? স্বার্থ, না নিঃস্বার্থ? কিছুই বুঝিনি, বুঝতেও চাই নি, বুঝতে দিও-ও না। (অধোমুখে চিন্তা ও রোদন)

(দূরে উদয় ও সাগরবাবীর প্রবেশ)

উদয়। সাগর, এই দিকে ধাই-মার গলার সাড়া পেয়েছি, ধাই-মা কাঁদ্‌ছিল না? (দেখিয়া) ঐ যে ধাই-মা ব'সে আছে। (নিকটে গিয়া) ধাই-মা, তুমি এসেচ? চন্দন কৈ? এই যে চন্দন ঘুমুচ্চে। মাটীতে কেন? কোলে নে। আচ্ছা, আমি চন্দনের মাথা আমার কোলে তুলে বসি। (তদ্রূপ-করণোদ্যোগ)

পান্না। (শশব্যস্তে বাধা দিয়া) না বাবা, চন্দনের গায়ে হাত দিও না, ঘুম ভেঙ্গে যাবে, ভয় পাবে, মাটীর ছেলে মাটীতেই ঘুমুক!

উদয়। হ্যাঁ, মাটীর ছেলে বৈ কি? চন্দন আমার ভাই। (চন্দনের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি, চন্দনের কাপড় ভিজে কেন ধাই-মা? নদীর জলে প'ড়ে গিয়েছিল? আমার জামা খুলে চন্দনের গায়ে পরিয়ে দি।

পান্না। (বাধা দিয়া) ওরে, কথা শোন্। ছুঁস্‌নি, ছুঁস্‌নি।

উদয়। তুই বড় নিষ্ঠুর! তুই রাক্ষসী।

পান্না। (অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উচ্চরোদনে) ওরে, আমি তাই রে তাই। আমার মত রাক্ষুসী আর নেই। উদয় রে, আমার চন্দন বেঁচে নেই! রাক্ষস বনবীর আমার বাছাকে খুন করেছে, আমি দাঁড়িয়ে দেখেচি, রাক্ষসীও তা দেখতে পারে না, আমি দেখেচি, আমি রাক্ষুসীর চেয়েও নির্দ্দয়! উদয় রে। ও জল নয়, বাছার বুকের রক্তে কাপড় ভিজে গেছে। উদয় রে, আমার বুক ফেটে যাচ্চে। আয় আয়, আমার কোলে বোস্। এ জন্মে দু'টি মুখে মা বলা, আর শুনতে পাব না। কোলে আয়।

উদয়। (অত্যন্ত রোদনে) ধাই-মা, মা হয়ে করেচিস্ কি? চন্দন নেই! চন্দন, চন্দন! ভাই চন্দন! (ভূতলে পতন)

পান্না। (শশব্যস্তে উদয়কে ক্রোড়ে তুলিয়া) বাছা রে, তোকে দেখে কোথায় আমার চোখের জল শুকুবে, না তোরই চোখে জল!

উদয়। ধাই-মা, আর যে তোর ছেলে নেই!

পান্না। আছে বৈ কি বাবা! আমার স্নেহের লতায় দুটি কুঁড়ি ছিল, আজ থেকে একটি অকালে শুকিয়ে গেল,—আমার স্নেহের দুটি ধারা আজ থেকে একটি ধারায় মিশিয়ে গেল! এত দিন একবার চন্দনকে

দেখতুম, একবার উদয়কে দেখতুম, আজ থেকে তোমাতেই উদয়-চন্দন দেখবো।

সাগর। (বিষাদে) পান্না! কে বলে তুমি রাক্ষসী? তুমি দেবী। কে বলে তুমি দারুণা?—তুমি মূর্ত্তিমতী করুণা।

পান্না। সাগর! তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

সাগর। তোমার আলৌকিক কার্য্য দেখে, নিঃস্বার্থ কার্য্য দেখে, পবিত্র কার্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়েচি।

পান্না। আর বিলম্ব ক'র না, আজকের নিশি কাল-নিশি, এমন নিশি জগতে কখনও আসে নি, এমন ঘটনাও কখনও ঘটে নি। সাগর, এই দেখ, আমার চাঁদ ডুবেচে, ঐ দেখ, আকাশে শুকতারা দেখা দিয়েচে; আর বেশী রাত্তির নেই! এখানে আর বিলম্ব করা ভাল নয়। পাষাণীর কথা শোন, চন্দনের বুকে পাষাণ বেঁধে জন্মের মত নদীর জলে ডুবিয়ে দে।

উদয়। না ধাই-মা! আমি কখনই চন্দনকে জলে ফেল্‌তে দেব না। (চন্দনের মৃতদেহ আবেষ্টন)

——

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর—রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার-সম্মুখ।

(উন্মত্তবেশে শিকরবলের প্রবেশ)

শিকর। টাকা! টাকা! টাকা!
দুনিয়া অসার—সব ফাঁকা,
সার কেবল টাকা—টাকা টাকা!
হাত্তোর টাকা!—দূর দূর,
চাই না—চাই না!
এই এই—আরে এই যে টাকা!

(ভূতল হইতে কতকগুলা ভাঙা খোলা কুড়াইয়া)

বাহবা! টাকা খাঁটি! দূর পোড়া মাটী
(সরোদনে) অ্যাঁ! তার টাকা নেই।
হুঁ হুঁ, আমার টাকা কে নিলে?
কে নিলে?
খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি,
খুঁজি খুঁজি নারি যে পায়—
এই ফটক নিয়েচে।
ওরে ও লম্বা চওড়া ফটক!
দে আমার টাকা দে।
হুঁ হুঁ বাবা, অমনি নয়, লাখ টাকা।
ঝাঁকা ঝাঁকা লাখ লাখ টাকা।

(অট্টহাসে নাচিতে নাচিতে)

ডুড্ডুম্ সা ডুম্ সা—
চচ্চড়াচড় ঝড়াঝড়—ডুড্ডুম্ সা ডুম সা।

[নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

(সিংহদ্বার দিয়া দুই জন প্রহরীর সিদ্ধির লোটা হস্তে বহির্ভাগে আগমন।)

১ম প্র। ভাই গিরধারিলাল, কাল রাত্রে কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ডটা ঘটলো! উঃ! মহারাণা সঙ্গসিঙ্গের বংশ একেবারে নির্ব্বংশ হ'লো।

২য় প্র। থাক্, ভাই ধরমচাঁদ, ও সব কথায় কাজ নেই। আমরা পেটের জ্বালায় যার খাই, তখন তারি গুণ গাই। এখন বনবীরসিংহ মেওয়ারের মহারাণা, তারি গুণ গাও! নিন্দে-মিন্দে ক'রো না, তার সে ছোরা-খানার ধার এখনো ভোঁতা হয় নি, মনে থাকে যেন। এখন এস, দুজনে মিলে এক লোটা ভাঙ খাই, কাল সারারাতটা জেগেচি, একটু আরাম পাই। ভাঙে চিনি বেশী দিয়েচ তো?

১ম প্র। হে রামজী!—চিনি দিতে একদম্ ভুলেচি।

২য় প্র। তবে লোটা রেখে দৌড়ে চিনি আন।

[লোটা রাখিয়া প্রথম প্রহরীর বেগে প্রস্থান।

(পার্শ্বভাগে লোটা রাখিয়া) ভারি ঝিমুনি আস্‌চে। বা, বেশ মিঠে হাওয়া। (হাই তোলন ও ঝিমন)

(পশ্চাদ্ভাগে ধীরে ধীরে শিকরবলের পুনঃপ্রবেশ)

শিকর। (স্বগত) ভারি তেষ্টা। এই যে এ ব্যাটার কাছে এক লোটা জল। (অলক্ষিতভাবে ২য় প্রহরীর পশ্চাতে বসিয়া লোটা লইয়া কতকটা সিদ্ধিপান করিয়া মুখভঙ্গীসহ) ওয়াক্!—থু থু থু—ওয়াক্।

২য় প্র। (সহসা চম্‌কাইয়া উঠিয়া) আরে আরে! কে? কে? লোটাচোর! ধর্ ধর্—এ ধরমচাঁদ সিং—এ সিং, দৌড় দৌড়, চোর চোর। (হস্তধারণ)

শিকর। আমি চোর? উহুঁ, তেষ্টার ঘোর!

২য় প্র। তুই চোর—গাধা!

শিকর। তবে তুই মোর দাদা।

(বেগে প্রথম প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

(১ম প্রহরীকে দেখিয়া) বাঃ, এই যে আর এক দাদা! তুই দাদা, এক ভাই, হাতটা ছাড়, ঘরে যাই। না, যাব না, টাকা চাই।

২য় প্র। এটা পাগল না কি ?

শিকর। তুই ছাগল না কি ?

(নাচিতে নাচিতে)

বম বম্ বম্, বাজাও বগল
একটা মেড়া, একটা ছাগল।
বম্ বম্, বাজাও বগল,
একটা মেড়া, একটা ছাগল।

১ম প্র। পাগলাই বটে। লাভে হ'তে একটি লোটা ঘোঁটা সিদ্ধি মাটী কোল্লে। যা ব্যাটা পাগলা, পালা।

শিকর। হুঁ, যা পালা বৈ কি ? টাকা চাই, টাকা, টাকা ! দে টাকা, দে টাকা। (নাচিতে নাচিতে) হায় রে টাকা ! আয় রে টাকা ! আয় রে টাকা। টাকা, টাকা, টাকা, টাকা।

১ম প্র। এটাকে হাঁকিয়ে দাও তো হে।

শিকর। আগে দে টাকা, তবে সে হাঁকা। হায় রে টাকা ! হায় রে টাকা ! টাকা, টাকা, টাকা, টাকা !

১ম প্র। ওরে পাগলা। কিসের টাকা ?

শিকর। রাজা গড়ার মজুরি, ফাঁকি দিলেম ভজুরী।

(বনবীরের প্রবেশ)

প্রহরিদ্বয়। জয় মহারাণা চিতোরপতির জয় (অভিবাদন)

শিকর। আমি তা কিন্তু বল্‌বো না। টাকা চাই, টাকা।

১ম প্র। চোপ্।

শিকর। তুই চোপ্।

১ম প্র। ফের ? চোপরাও।

শিকর। চোপরাও।

বন। কে এ ?

শিকর। ঐ যা বেশ—সব ভোঁ ভোঁ। টাকা টাকা !

বন। টাকা ?

শিকর। এক আধটা নয়, হুঁ হুঁ,—লাখ লাখ টাকা।

বন। এ কি উন্মত্ত ?

শিকর। উহুঁ, সোমত্ত।

বন। প্রহরি ! এ লোকটা কি বলে ?

শিকর। ঝাঁকা ঝাঁকা টাকা ব'লে বাহবা, গোল গোল চাকা, লাখ লাখ টাকা। এই দরওয়ান ! আন্ ঝাঁকা, তোল্ টাকা। ভয় কি ? ফটকের ফাটালে সাক্ষেৎ কল্পতরু ! হে কল্পতরু মহারাণাজী ! দাও টাকা, এই হাত পেতেছি।

বন। (স্বগত) কথায় কথায় কেবল বল্‌চে টাকা। বোধ হয়, এ লোকটা টাকার শোকে পাগল হয়েছে। (প্রকাশ্যে) কেন তুমি আমার নিকট টাকা চাচ্চ ?

শিকর। রাজা গড়ার মজুরি।

বন। তুমি কি রাজা গড় ?

শিকর। টাকায় রাজা গড়ে, টাকায় দুনিয়া গড়ে, মুল্লুক গড়ে, মানুষ গড়ে, জানওয়ার গড়ে, রাজা গড়ে, রাজার মা গড়ে, রাজার মা'র ফাঁকি গড়ে, লোভ গড়ে, ক্ষোভ গড়ে। ফুস্ মন্তর—টাকা ঐ যায় উড়ে ! (নৃত্য)

বন। ভয়ঙ্কর উন্মত্ত। তোমার নাম কি ?

শিকর। নাম কাকে বলে ? আমার নাম নেই,—আমি সেই।

বন। সেই কে ?

শিকর। সেই যে সেই। দূর হোক্ গে ছাই, মনে আস্‌চে না—সেই যে সেই—সেই ভবানীমন্দির—সেই যে আমি সেই—সেই যে সেই যোগী—রাজা গড়ার মজুরি টাকা—রাজার মা শীতলসেনী ঠাক্‌রোণ। টাকা—গড়া রাজা বনবীর বাহাদুর টাকা—আমি সেই শিকরবল যোগী টাকা ! হা টাকা—যো টাকা। (নৃত্য)

বন। (সবিস্ময়ে স্বগত) তবে কি এই উন্মত্ত সেই যোগী ? একে এই উন্মত্তের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল বেশে চিন্‌তে পারিনি ? কি সর্ব্বনাশ ! কি জটিল রহস্য ! এ প্রকৃত যোগী নয় ? বল্‌চে শিকরবল। কে শিকরবল ? সে দিন তো আদৌ পাগলের লক্ষণ ছিল না, আজ ভয়ঙ্কর পাগল। আমার মা'র নাম কচ্চে, টাকা চাচ্চে। রাজা গড়া কি ? আমার মনে দারুণ সন্দেহ হচ্চে। এ রহস্যের অন্তস্তল ভেদ করা চাই, কিন্তু রহস্য অতি জটিল। (প্রকাশ্যে) প্রহরিন্, তোমরা এ লোকটার অঙ্গবস্ত্র আর শিরোবস্ত্র উল্টেপাল্টে দেখ দিকি।

শিকর। ওরে, হায় রে কলিকাল ! সাধকে বলে চোর। খবরদার, চৌকিদার, কাপড় ছুঁয়ো না বল্‌চি।

১ম প্র। চোপ্।

শিকর। চোপ্। (প্রহরিদ্বয়কর্ত্তৃক বস্ত্র পরীক্ষা ও নানাবিধ ফুল, পাতা ও এক খণ্ড লিখিত কাগজ বাহিরকরণ) মহারাজ। লুটতরাজ—অরাজক রাজ্য—টাকা টাকা টাকা।

বন। দেখি দেখি কাগজখানা। (লইয়া স্বগত পাঠ) "শ্রীশ্রীশিব সহায়। মহারাণা বনবীর সিংহের মাতা শীতলসেনী কর্ত্তৃক স্বীকৃত পুরস্কারের ফর্দ্দ।" (ভাবিয়া) কিসের পুরস্কার ? মা কাকে পুরস্কার দেবেন স্বীকার করেছিলেন ? এ ব্যক্তি কে ? কেন ? এ তো নিজ মুখেই স্বীকার কল্লে, সেই ভবানীমন্দিরে ছদ্মবেশে যোগী সেজেছিল। তবে এ আমায় যে সকল ভবিষ্যৎ ছবির কুহক দেখিয়েছিল, সকলি তো মিথ্যা। এই জটিল রহস্যভেদ ! উঃ, আমার গর্ভধারিণী জননী এই চক্রান্তের

মূল, মা হয়ে আমায় ভ্রাতৃঘাতী কল্লেন! (প্রকাশ্যে) প্রহরিগণ! তিষ্ঠ এই স্থলে। শিকরবল! আমার সঙ্গে এস!

শিকর। হুঁ, খুব যাব। ফর্দ্দ—লম্বা ফর্দ্দ—টাকা টাকা।

[বনবীর ও শিকরবলের প্রস্থান।

১ম প্র। ও ভাই করমচাঁদ, আবার নতুন হাঙ্গামা। এ তো যে সে পাগলা নয় দেখচি। ও কিসের ফর্দ্দ? কি পুরস্কার?

২য় প্র। আমি তো এর কিছু বুঝতে পাচ্চিনে। আবার রাণা বাহাদুর নিজে সঙ্গে ক'রে ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

১ম প্র। রকম-সকম তত সুবিধে বোধ হচ্চে না। আমাদের অত কথায় কাজ নেই। রাজার চক্র, রাণীর চক্র, এ সব কিছু বক্র গোছের। আমরা সোজাসুজি বুঝি, বল্লেন, সিংদরজায় তিষ্ঠ—তিষ্ঠ।

২য় প্র। চল, ঐ দেওয়ালের ছাওয়ায় ব'সে এই ফাঁকতালে আর এক লোটা ভাঙ ঘুঁটে নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর—রাজান্তঃপুর

শীতলসেনী।

শীতল। কে বলে রে অতি তুচ্ছ নারী-বুদ্ধিবল
দেখুক সে কত কূট নারীর কৌশল।
বিক্রম উদয় মোর কণ্টক নিশ্চয়;
হ'ল সে কণ্টক দূর
এবে পুত্র মোর বনবীর নিষ্কণ্টক রাজা,
আমি নিষ্কণ্টকে রাজমাতা,
নিষ্কণ্টক চিতোরের রাজসিংহাসন,
নিষ্কণ্টক বিশাল মিবার।
নিষ্কণ্টক পাছে বা কণ্টক ফোটে,
তেঁই আমি বধিনু শিকরবলে
সবিষ মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া।
এ মোর চাতুরী শুধু জানিত শিকরবল,
ঘুচিয়াছে সে কণ্টক মোর।
কালকূট বই কূটকার্য্য না হয় সাধন।
অনেক দিনের আশা হইল পূরণ,
এবে আমি রাজমাতা।
ইষ্টদেব রুদ্রে আজি পূজিব ঘটায়।

(বনবীরের প্রবেশ)

এস, বৎস! মম সনে; মাতা পুত্রে মিলি
পূজি আজি ত্রিশূলীরে স্বর্ণ-বিল্বদলে।

বন। ভস্ম হব রুদ্র-কোপানলে।

শীতল। এ কি কহ বনবীর!

বন। তিষ্ঠ মাতা, ক্ষণকাল।

[বেগে প্রস্থান।

শীতল। আনন্দের দিনে মোর আনন্দের ধন
আনন্দনন্দন কেন হেন কথা কহে!

(শিকরবলের সহিত বনবীরের পুনঃ প্রবেশ)

বন। মা! এ লোকটাকে চেন কি তুমি?

শীতল। (সভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ। এ সেই শিকরবল যে! এ মরে নি।—অমন তীব্র বিষে মরে নি।—এখনো বেঁচে আছে।

বন। কি হেতু নীরবে মাতা?
বল, চেন কি ইহারে?

শীতল। (আত্মভাব গোপন করিয়া) না, চিনি নি।

বন। সত্য বল।

শীতল। সত্যই বল্‌চি, চি'ন নি।

শিকর। ও চিনি নি—মিছরি নি না, এ সব নিয়ে কাজ নেই, কাজ হচ্চে নিয়ে টাকা টাকা টাকা। জাল চিঠি যেন তুমি আপনি যোগাড় ক'রে পাঠিয়েছিলে, কিন্তু সন্ন্যাসী সেজে গোণাগুণিতে ত শিকরবল, তার মজুরি এই মজুরি, রাজা গড়ার মজুরি!

শীতল। (সরোষে) আমার সম্মুখ থেকে দূর হ, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক!

শিকর। রাজা গড়ার মজুরি? হাঁ হাঁ, আরবী ঘোড়া মায় দানা-ঘাস?

শীতল। ফের কোন কথা কবি তো ভয়ঙ্কর শাস্তি দেব। দূর হ, দূর হ!

শিকর। কাজে কাজেই। জোর যার মুল্লুক তার। হায় রে টাকা! হায় রে টাকা! হায় রে টাকা!

[প্রস্থান।

শীতল। বৎস!
কি জঞ্জাল আনিলে প্রভাতে?
উন্মাদে কি আনে হেথা?
কি কবে তোমারে তব নব প্রজাগণ
রাজা তুমি—আমি রাজমাতা,
পাগলের সঙ্গ তবু কভু ভাল নয়।
এস, বৎস, যাই শিবালয়ে। (অগ্রসরণ)

বন। কোথা যাব? শিবালয়ে?
জিজ্ঞাসি, জননি, বল,—

আছে কি গো তোমার আমার
অধিকার আর পূজিবারে মহেশ্বরে ?
ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত এ হস্ত আমার,
আর কি পারিবে
হরশিরে ঢালিবারে বারি ?
মহাপাপ করিয়া কল্পনা,
জল্পনা করিলে তার যেই রসনায়,
হর-আরাধনা কভু শোভে না তো তায়।
কি পিশাচ আশ্রয়, মা, করিল তোমায় ?
ডুবিলে নরকে নিজে, ডুবালে আমায়।
উচ্চাশার ক্রীতদাস আমি পাপাশয়,
ক্ষণমাত্র না বিচারি
বিশ্বাস করিনু তব কপট লিখনে,
অন্ধ হয়ে নারিনু ভেদিতে
যোগিবেশী ভণ্ডের শঠতা।
ছি ছি, মমতারে নিষ্পেষিয়া,
সুষুপ্ত শিশুরে, আহা, করিনু বিনাশ।
ছত্রশালী অগ্রজেরে করিনু সংহার।
ছি ছি, নরকের মলা মাখি এই পাপ করে
অনন্ত নরকে স্থান করিনু অর্জ্জন।
যা—যা রে উচ্চাশা।
তোরে করি পদাঘাত।
ভ্রাতৃঘাতী তরে নহে রাজসিংহাসন;
নাহিকো শাস্ত্রেতে হেন প্রায়শ্চিত্ত-বিধি,
চিত্তের শমতা হয়, যাহে হেন পাপে।
আত্মঘাতী হ'তে হয় ভয়,
ভীষণ নরকচ্ছায়া সম্মুখে উদয়।
চ'লে যাই, নিয়ে যায় যেথায় ললাট।
নিদারুণ ক্লেশে, বসি বনবাসে,
নির্ব্বাসনে অনশনে যদি যায় প্রাণ।
দেখি যদি পারি ক্ষণ ভুলিবারে
দেহ-নির্যাতনে প্রাণের যন্ত্রণা।
পিশাচের প্ররোচনে
"রাজমাতা—রাজমাতা" হব বলি
কাল সাধ ধরিলে হৃদয়ে,
পাপীর সহায়ে হয়েছে পাপের জয়,
মরিয়াছে বিক্রম উদয়।
এবে, পার যদি সুখে কর রাজ্যভোগ
হয়ে পুত্রহীনা রাজমাতা।
পরিপূর্ণ হৃদি মোর পাপ-হলাহলে,
ধরিবারে মাতৃনিন্দা-পাপ নাহি আর স্থান
গর্ভে করেছ ধারণ, শৈশবে পালন,
আমি কি বলিব তোমা ?
যে যাহার কর্ম্মফল করিবে বহন।
যাই যাই, কলুষিত পাপীর জননী
বিদায় জন্মের মত,
হ'তে পারে নরকে মিলন।

[বেগে প্রস্থান।

শীতল। বনবীর! বনবীর!

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর—রাজান্তঃপুরস্থ পথ।

(পুষ্পপাত্রহস্তে জনৈকা পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। আজ বড় ঘটা—শিবপূজোর বড় ঘটা,—রাজার মা'র মানৎ পূজো—ভারি ধূম।

(পুথিহস্তে জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

পূজারী। (তোৎলা উচ্চারণে সহাস্যে) এ—এ—এই যে পা—পা—পা—পার্ব্বতী দাই এ—এ—এখানে। আ—আ আমি তো—তোমার চো—চো—চো—চোদ্দ ভু—উ—উ—বন অ—অন্বেষণ ক—ক—চ্চি!

পরি। (সহাস্যে) আমিও বেলা হ'লো দেখে তোমায় খুঁজে হায়রাণ হচ্ছিলুম। কোথাও দেখতে না পেয়ে ভাবছিলুম, যমের বাড়ী তোমায় খবর দিতে লোক পাঠাই।

পূজারী। (সহাস্যে) য—য যমের বাড়ী কি লো—লো—লোক পা—আ—ঠালে চ—চ—লে, তু—তুমি নি—নি নিজে গে—গেলেই ভা—আ ভাল হ'তো।

পরি। বা রসিকচূড়ামণি। (হাস্য)

পূজারী। ম—ম—রি মরি, তো—তো তোমার হা—আ সি ব—ব—বড় ভা—আ আল বা—বা—সি। আ—আ—হা, কি—কিবে দন্ত, যে—যেন খই, কি—কিবে হা—হাসি, যে—যেন দই। ই—ইচ্ছে হয়, এ—এক—সঙ্গে ঐ খ—খই দ—দই চো—চো—চোট্‌কে ফ—ফ—ফলার করি।

পরি। এ খই যে জিবে ফুটবে।

পূজারী। সে বেশ তো খু—খুব র—র—রস লুটবে।

পরি। আচ্ছা, এখন তোমার খৈ দৈ রস-কস রাখ। শীগ্‌গির রাজপুত ঠাকুরকে নিয়ে চানাহ্নিক সেরে ফিরে এস। আমি নৈবিদ্য সাজাই গে।

পূজারী। আর ফু—ফু—ফুল—বিল্বপত্র ?

পরি। (সাজী দেখাইয়া) এই যে।

পূজারী। বে—বেল—পা—পাতার র—রঙে আর তো—ও—মার রঙে এক, চি—চি—চিন্‌তে পা—পারি নি।

পরি। তোমার চোখ দুটোরো মাথা খেয়েচো কি?

পূজারী। আ—আমি—আ—আ—আমার চো—চোক দু—উ—টোর মা—মাথা খা—খা—খাই নি, তো—তোমার—অ—অ—অপরূপ রূ—উ—উ—পটোই আ—আ—মার চো—চোকের মা—মাথা—খেয়েচে।

পরি। বটে। এমন? তবে আজ তোমার চোকে লঙ্কা পুড়িয়ে কাজল দেবো, ছানী কেটে যাবে।

পূজারী। ছা—ছা—নীর স—অঙ্গে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যানাও যাবে।

পরি। একলা দাঁড়িয়ে ছানী ছ্যানা হ্যাকাপোনা কর, আমার আঠারোখানা কাজ।

[প্রস্থান।

পূজারী। য—যত্র কায়া, ত—তত্র ছায়া, য—যত্র তুমি, ত—তত্র আ—আমি। এ—এই হ—হই প—প—পশ্চাদ্‌গামী।

[প্রস্থান।

(শীতলসেনীর প্রবেশ)

শীতল। (অত্যন্ত হতাশভগ্নচিত্তে)
ছি ছি ছি ছি, কি হ'তে কি হ'ল।
বড় সাধে ঘটিল বিষাদ,
বিষম প্রমাদ-সজ্ঘটন।
নিজ ফাঁদে নিজেই পড়িনু ধরা।
শিকরবলেরে বিষাক্ত মিষ্টান্ন নাহি দিয়া,
দিলাম ধুতুরা-বীজ,
তেঁই তার না হ'ল মরণ,
বিপরীতে দেখা দিলা উন্মাদ-লক্ষণ।
গূঢ় অভিসন্ধি মোর হইল প্রকাশ,
হতাশ হতাশ। হইনু হতাশ।
পুত্র মোর আর না দেখিবে মুখ,
দারুণ ভর্ৎসনাভাষে বিন্ধিয়াছে প্রাণ।
কলঙ্ক রটিবে দেশে দেশে,
চিতোরের নর-নারী দিবে টিটকারি।
পুত্র না করিবে প্রতীকার,
সে বড় অসহ্য জ্বালা,
তার চেয়ে মরণ মঙ্গল মোর।
(বস্ত্রমধ্য হইতে বিষমোড়ক বাহির করিয়া)
এই সেই হলাহল,
আমার ভ্রমের ফল,
শেষ ফল ফলুক ইহার।
মরে নি শিকরবল,
আমিই মরিব এই গরল-ভক্ষণে।
হেথা নয়,
যাই সেই ভবানীমন্দিরে।
এক জন উন্মত্ত হইল সেথা,
এক জন মরিয়া সেথায়,
জুড়াক সকল ব্যথা।
ধিক্ মোর রাজমাতা সাধে!
ধিক্! ধিক্। শত ধিক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

আরাবল্লী পর্ব্বত।

(পান্না ও সাগরবারীব হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে উদয়ের প্রবেশ)

উদয়। আর যে পা চলে না, ধাই-মা! বড় কষ্ট হচ্চে, জ্বরে গা টলচে, মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্চে, আবার বড় শীত কচ্চে, এই শুই। (শিলাতলে শয়ন)

পান্না। বাছা রে, পাথরের ওপর শুস নি, গায়ে ব্যথা হবে, আমার কোলে শো। (ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া) ইস্, গা যে বড় গরম।

উদয়। (পান্নার ক্রোড়ে বসিয়া) গা যত গরম হচ্চে, শীত তত বেশী হচ্ছে। উঃ, বড্ড শীত, গায়ে কি দেবো, ধাই-মা?

পান্না। তাই তো, বাছা, মোটা কাপড়-চোপড় লেপ-টেপ কোথা পাই? আমার আঁচলে কি এ দারুণ শীত ভাঙবে? (উদয়ের গাত্রে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল আচ্ছাদন)

উদয়। তবু যে শীত যায় না, ধাই-মা?

পান্না। তাই তো, কি করি? সাগর, সাগর, তোমার গায়ের চাদরখানা যদি—

সাগর। এই নেও, এই নেও। (পান্না কর্ত্তৃক চাদর গ্রহণ ও উদয়ের শরীরে আচ্ছাদন)

উদয়। ধাই-মা। আমার জন্যে তোমার কত কষ্ট, সাগরের কত কষ্ট। যদি বাঁচি, তবে তোমাদের কষ্ট ঘুচুবো, আর যদি মরি, তবে কষ্ট আরো বাড়াবো! আমি আর বাঁচবো না, ধাই-মা?

পান্না। ষেঠের বাছা, বালাই বালাই, ও কথা কি বলতে আছে? ভয় কি বাবা? কার জ্বরজ্বালা হয় না? কখন তো এমন বিপদে পড়ও নি। এমন কষ্ট পাওও নি। এ জ্বর ভয়ের জ্বর নয়, অনেক পথ

হেঁটেছ, তাই শ্রমজ্বর হয়েছে। আর হাঁটতে হবে না, ভগবানের কৃপায় এই আরাবলী পর্ব্বতে আশ্রয় পাব। এ পর্ব্বতের ভীলরাজ মাণ্ডলিক আর ভীল-সর্দ্দারেরা তোমার বাপকে বড় ভক্তিশ্রদ্ধা কত্তো, এ সঙ্কটকালে তারা অবশ্যই তোমায় রক্ষা করবে।

উদয়। আমার কপাল বড় মন্দ, কেউই আশ্রয় দেবে না। এই দেখ না, আমায় নিয়ে পালিয়ে এসে তুমি কত দেশে, কত নগরে, কত রাজা, কত সর্দ্দারের সন্নিধানে গেলে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত বনবীরের ভয়ে কেউ আশ্রয় দিলে না, দেবেও না। এই জ্বরে আমি ম'লেই ভাল, আর আমার আশ্রয়ের জন্যে তোকে ধড়্‌ফড়্ কত্তে হবে না, আমাকেও তোর জন্যে ভাবতে হবে না।

পান্না। কেন, বাবা, হতাশ হচ্চ? নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্, তিনি যখন তোমায় ঘাতকের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তখন তিনিই আবার আশ্রয় দেবেন। তুমি জ্বর-গায়ে আর বেশী কথা ক'য়ো না, আমার কোলে ঘুমোও। ভীলরাজ সদলে শীকারে গেচে, ফিরে এলেই তোমার আশ্রয়ের উপায় হবে।

উদয়। গলা শুকুচ্চে, বড় তেষ্টা পাচ্চে, একটুকু জল দাও।

পান্না। সাগর, দৌড়ে যাও, সেই ঝরণা থেকে এই মাটীর ভাঁড় ভোরে এক ভাঁড় জল আন।

[ভাঁড় লইয়া সাগরের প্রস্থান।

উদয়। ধাই-মা!

পান্না। কি, বাবা?

উদয়। কিছু না। (নীরবে রোদন)

পান্না। ওরে, এ কি! কাঁদছিস? একটুখানি থাম্ বাবা, এখনি সাগর জল আন্‌বে।

উদয়। দাদা! দাদা! তোমায় কি আর দেখতে পাব না? তুমি কারাগারে কত কষ্ট পাচ্চ, তার ওপর আবার আমায় দেখতে পাচ্চ না, রাক্ষস বনবীর তোমায় আমার হত্যাসংবাদ দিয়েচে, সে সংবাদে যে তুমি না জানি যন্ত্রণার ওপর আরও কি বিষম যন্ত্রণা পাচ্চ, হয় তো আমার শোকে তুমি প্রাণে বেঁচে নেই। দাদা, দাদা! আমি যে জীবিত, তা তুমি কি ক'রে জানবে? যার মরণ সত্য ভেবে, হয় তো তোমার মরণ হয়েছে, সে তো মরে নি, বেঁচে আছে—এই দুর্গম পর্ব্বতে তোমার শোকে কাঁদবার জন্যে সে বেঁচে আছে। ধাই-মা, ধাই-মা, কেন সে রাত্রে তুমি চন্দনকে নিয়ে রাজবাড়ী ছেড়ে পালালে না? তা হ'লে তোমাকে ছেলের শোক সইতে হতো না, আমাকেও দাদার জন্যে কাঁদতে হতো না, বনবীর আমায় হত্যে কত্তো, সব যন্ত্রণা মিটে যেতো।

পান্না। উদয়, রাক্ষসের গল্প শুন্‌বি?

উদয়। কার, বনবীরের?

পান্না। আবার সেই কথা। আচ্ছা, রাক্ষসের গল্প শুনে কাজ নেই। বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প শোন্।

উদয়। (বুঝিতে পারিয়া) ও, বুঝেচি, গল্প ব'লে আমায় ভুলুবি? না, আমি শুন্‌বো না।

(ভাণ্ডপূর্ণ জল লইয়া সাগরবাবার পুনঃ প্রবেশ)

জল এনেচ, সাগর? দাও, দাও। (ভাণ্ড ধরিয়া জলপান)

পান্না। (সরোদনে) নির্দ্দয় বনবীর! একবার দেখে যাও, দেখে যাও, রাজার ছেলের কি দশা করেচ, একবার দেখে যাও। যে স্বর্ণপাত্রেও দুর্গন্ধ বোলে জল খেত না, সে উদয় আজ মাটীর ভাঁড়ে জল খাচ্চে!

সাগর। না না, বনবীর! একবার দেখে যাও, দেখে যাও, যে কাঙ্গালিনীর জীবনরতন চন্দনকে হত্যা কোরে রাক্ষসের ন্যায় রক্ত-পিপাসা মিটিয়েচো, সেই স্বর্গের দেবী আজ নিজ পুত্র-শোক ভু'লে আমার রাজকুমারকে বুকে ক'রে ব'সে আছে। পান্না যে সে ধাত্রী নয়, স্বয়ং জগদ্ধাত্রী।

উদয়। ধাই-মা, বড় তেষ্টা।

পান্না। বাবা, জ্বরগায়ে বেশী জল খেয়ো না, একটু থাও।

উদয়। ধাই-মা, এখানে বড় এলোমেলো বাতাস, আমায় নিয়ে ঐ গুহার ভেতর চল। সাগর, আমার হাত ধর।

[উদয়কে লইয়া ধীরে ধীরে উভয়ের প্রস্থান।

(নিহত মৃগাদি পশুস্কন্ধে ভীল সর্দ্দারগণ ও ভীল-বালকগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

সকলে। (চিত্রনৃত্যসহ মৌলিক ভীল-সঙ্গীত)

"আগের সালো মারী রমতী গাড়ী আবে।
মাটোরে ফকড়ে মারী রমতী গাড়ী আবে॥
দাণরে স্থকাবো মারী রমতী গাড়ী আবে।
সালোবে কিসাভিস মারী
রমতী গাড়ী আবে। *"

---

* গীতপঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ের অর্থ এই—

অগ্রে চল, তিনি আমার সহিত আসিতেছেন।

রাত্রি তিনটার সময় তিনি আমার সহিত আসিতেছেন।

কর দাও, পথ দাও, তিনি আমার সহিত আসিতেছেন।

পথের মাঝখান দিয়া তিনি আমার সহিত আসিতেছেন।

এই মৌলিক (Original) গীতাংশটি জয়পুর

(ভীলরাজ মাণ্ডলিকের সহিত পান্নার পুনঃ প্রবেশ)

পান্না। ভীলরাজ, তোমায় সমস্ত বিপদের কথা একটি একটি ক'রে বল্‌লেম, আর আমার কিছুই বলবার নেই, এখন কেবল তোমার আশ্রয় প্রার্থনা। রাজার ছেলে আজ পথের ভিখারী, আশ্রয়ের প্রার্থী, জীবনের কাঙ্গাল।

মাণ্ড। (ভাবিয়া) পান্না দাই, হামি ইখন শোচ কর্‌তিছি, ই ঠাঁঞি রাজার বিটাকে সুখ সুবিস্তা হবে নেই। না ভালা কাপড়া মিল্‌বোঁ, না ভালা মিঠাই মিল্‌বোঁ, না ভালা ঘর-দুয়ার মিলবোঁ, ফের রাজার বিটা বিমার, বড্ডা মুস্কিলা, তুহুঁ হামার একঠো বলা শুন, কমলমেরু যা। উ ঠাঁঞি বুঢা আশা শা জৈন্ আসে, ওহার বড্ডা দয়া, ওহি আশ্রা দিবে।

পান্না। তা বেশ কথা, কিন্তু আর যে আমার উদয় হাট্‌তে পারে না, তায় আবার ভয়ানক জ্বর।

মাণ্ড। ওহার ডর কি ? হামরা সব্বি তোদের সাথ যাবু। রাজার বিটা ডোলী চড়ি যাবন্। (দুই জন ভীলের প্রতি) আরি রি শুন্ রি শুন্, ধাঁই মা হামার ডোলী লা। (আর এক জন ভীলের প্রতি) তুহুঁ যা রাজার বিটাকই ঠাঁঞি লা।

[আদিষ্ট ভীলগণের প্রস্থান।

পান্না। ভীলরাজ, এ সঙ্কটে বড় উপকার কল্লে। যদি ভগবান্ দিন দেন, তবে উদয় আমার কৃতজ্ঞতার সহিত এর পরিশোধ করবে। তুমিও তো বরাবর আশা শাহের বাড়ী পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবে ?

(ডুলী লইয়া ভীলগণের পুনঃ প্রবেশ)

মাণ্ড। হাঁ হাঁ, যাবুঁ যাবুঁ। ই পাহাড় বড্ডা বেখুড়, হামরা সব্বি তোহাদের সাথ যাবুঁ।

(উদয়, সাগরবারী ও আদিষ্ট ভীলের পুনঃ প্রবেশ)

আহাহা, ইমন্ সোনার ছেলিয়া,—রাজার ছেলিয়া, ডাকু বনবীর এহার ইমন্ হাল কিয়েসে। (উদয়ের হস্ত ধারণ করিয়া) রাজার বিটা, এহি ডোলী অন্দর বৈঠো বাবা, বৈঠো।

উদয়। ধাই-মা, আমায় নিয়ে কোথায় যাবে ?

পান্না। কমলমীরে তোমাদের অধীন শাসনকর্ত্তা বৃদ্ধ আশা শাহের আশ্রয়ে।

উদয়। আচ্ছা।

ভীলগণ। (চিত্রনৃত্যসহ গীত)

ধাং ধুং ধাং, ধাং ধুং মাদল বাজেঁ।
তুলিয়া মে উঠা লে ছেলিয়া রাজেঁ॥
বম্ কেদারাঁ, বম্ কেদারেঁা,
জয় জয় জয় রাজকুঙারেঁা,
চল্ চল্ চল্ ভীল হাজারেঁা, বাজন গাজেঁ॥
থেই থেই নাচো রি,
তীর ধনুকা খিচো রি,
ডর নেহি কুছো রি, মুদ্গর ভাজেঁ॥

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অরণ্যপ্রদেশ।

বনবীর নিদ্রিত।

(তরুশাখাখণ্ড হস্তে শিকরবন্দের প্রবেশ)

শিকরবন্দ। বোঁ বন্ বন্ বন্ বন্ বন্, বোঁ বন্ বন্ বন্ বন্ বন্, বন্ বন্ বন্ বন্ বোঁ বোঁ বোঁ ঘোর মাথা ঘোর, ঘোরে বন্ বন্ কুমারের চাক্, হাঁড়ি গড়ে লাখ লাখ, আমার মাথা বন্ বন্ ঘোরে, লাখ লাখ লাখ লাখ টাকা গড়ে। খালি গোড়্‌চে, খালি গোড়্‌চে, মুণ্ডভাণ্ডে আর ধরে না, টাকা সব রাখি কোথায় ? উঃ। মাথা নাড়িয়া) আওয়াজ শুন্‌চো, ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্। তখন জীব দে গোড়েচি রাজা, এখন মাথা দে গড়্‌ছি টাকা। ক্যা কারিকুরি। ক্যা কারিকুরি। এখন এত টাকা রাখি কোথায় ? ঘর নেই, দোর নেই, বাড়ী নেই, রাজা নেই, রাজ্যি নেই, খালি মাথাভরা টাকা, এখন রাখি কোথায় ? এই মাথা, একটু থাম্, আর ঘুরিস্ নি, একটু কাজ বন্ধ কর্। আগে দাঁড়া, একটা গুদোম-টুদোম দেখি, যা গড়েছিস্, তা রাখি। তবু ঘোরে, তবু ঘোরে বাবা, রাজার মা'র হাতের পাক, এ কি সোজায় থামে ? আচ্ছা, ঘোর্ ঘোর্। এইখান্‌টা খুঁড়ে কতকগুলো টাকা গড়চি রোস। (গাছের ডাল দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাথা নাড়িয়া) ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ, ঝন্ ঝন্ ঝন্

এজেন্সির অস্ত্রচিকিৎসক এফ্, এইচ, হেণ্ডলি (F. H. Hendly) সাহেবের "মিবার ভীলদিগের বিবরণ" (An account of the Marwar Bhils) নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ঝন্ ঝনাৎ। কি মিঠে আওয়াজ। খালি আওয়াজ, টাকার দেখা নেই। বেশ বেশ, আদেখা টাকা চোবে নেবে না। পড়্‌পড়্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ।

বন। (বিকট চীৎকারে উত্থিত হইয়া) গেলুম গেলুম গেলুম। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

শিকর। (শশব্যস্তে) চোর আসছে, চোর আসচে, লুকো লুকো, চুপ চুপ।

বন। না কৈ, কিছু না, আঃ আঃ আঃ, ঘুমুলেই ওই, ঘুমুলেই ওই, এত মনে করি, ঘুমুবো না, তবু অলক্ষ্যেতে ঘুম এসে পড়ে। নরকের ভয়ে মরতে চাই না, কিন্তু জীবন্তেও তো স্বপ্নের নরকসদৃশী বিভীষিকা হ'তে নিষ্কৃতি পাই না, খালি রক্তমাখা মূর্ত্তি। নাম কত্তে সাহস হয় না—সেই দুই মূর্ত্তি। ক্ষত্রিয়-ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়-বীজে আমার জন্ম, হৃদয়ে অসীম সাহস, বাহুতে ভীম পরাক্রম, শরীরধারী কোন প্রাণীর সম্মুখেই আমার ভয় হয় না, কিন্তু সেই অশরীরী মূর্ত্তি কি ভীষণভাবে আমায় তাড়না করে।

শিকর। ভাগচো, ভাগচো, চুরি কোরবে, চুরি কোরবে। আমি লুকিয়ে ব'সে আছি, দেখতে পাবার যো কি।

বন। ওখানে ও কি মূর্ত্তি? এখনও কি ঘুমের ঘোর? এখনও কি স্বপ্নের বিভীষিকা? না না, আমি তো জাগ্রত। এই বন, এই বৃক্ষ, ঐ পর্ব্বত, ঐ নির্ঝর, তবে কি মূর্ত্তি ও? কে ওখানে? কথা কও না যে, কে ওখানে?

শিকর। কেউ না।

বন। কেউ না? (অগ্রসর হইয়া) তুমি কে? এখানে এমন ভাবে কেন?

শিকর। ওহে বাপু চোর। তুমি কি পাগল হয়েচো? দেখতে পাচ্ছ না, এখানে কেউ নেই—আমিও নেই?

বন। এ কি পাগল না কি? অমন ক'রে রয়েচে কেন? মুখ তোল, চোখ চাও, তোমার কোনও অনিষ্ট করবো না।

শিকর। বাঃ বাঃ। বড় মজা, চোখ চাই আর তুমি আমায় দেখে ফেল। ঠেকে শিখেচি, ঠেকে শিখেচি, বুঝেচ চোরমশাই। তোমার ও চোরের বুদ্ধি আর আমার কাছে খাটচে না, দেখা দিচ্চি নে। বাবা, ঢের ঢের বুদ্ধি দেখেচি, কিন্তু রাজার মা শীতলসেনীর বুদ্ধির পাকে এবার ঠেকে শিখেচি।

বন। অ্যাঁ, এ কি। আমার মা'র নাম! ক্রমে কি জাগ্রতে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম? এও কি প্রেতমূর্ত্তি। হোক্ প্রেত. যা হয় দেখবো, কে তুমি এখানে আমায় ভয় দেখাচ্ছ? (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

শিকর। ভয়ে) চুরি কোল্লে, লুটে নিলে, খুন কোল্লে, ও প্রহরী—ও সিপাই—সিপাই—সিপাই।

বন। ভয় নেই, আমা হ'তে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। এ বিজন বনপথে তুমি কি কচ্ছিলে?

শিকর। বাবা চোর। যখন দেখে ফেলেচো, তখন একটা রফা সফা কর। তোমার হাতে তুলে কিছু দিচ্চি —ধর, (মাথা নাড়িয়া) ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ নাৎ। দেখচো কি, এ টাকা দেখবার যো নাই, খালি আওয়াজ। খালি আওয়াজ।

বন। দেখচি উন্মাদই বটে। কে তুমি?

শিকর। আমি—আমি। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না?

বন। না।

শিকর। আমি চলন্ত টাঁকশাল। দেখতে পাচ্ছ না, মাথা বন্ বন্ বন্ বন্ ঘুচ্চে, লাখ লাখ টাকা গড়চে?

বন। তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি যে রাজার মা'র নাম ক'ল্লে, তাঁকে চেন?

শিকর। কে শীতলসেনী? খুব চিনি, খুব চিনি, তিনি এক জন তিনি, আমায় দিয়ে রাজা গড়িয়ে নিয়ে, টেনি পরিয়ে ছেড়ে দিয়েচেন। মজুরির বেলায় নগদের দফা অষ্টরম্ভা, মাথায় দিলেন টাকশাল বসিয়ে। এখন বন্ বন্ ঘুচ্চে, খালি টাকা গড়চে, মাথায় আর ধরে না, এখন রাখি কোথায়, রাখি কোথায়?

বন। সে কি। সে কি। তুমি কি শিকরবল?

বন। ওই যা বল্ল, বল বুদ্ধি ভরসা, বিশ পেকলেই ভরসা, বিশ—ত্রিশ—পঞ্চাশ—হাজার—লাখ লাখ টাকা।

বন। শিকরবল। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না?

শিকর। খুব চিনেচি, তুমি ঘাগী চোর, দাগী চোর, চোরের রাজা—

মন চুরি, প্রাণ চুরি আর চুরি টাকা,
কত চুরি কর তুমি আরে মেরি বাঁকা।

(উচ্চহাস্য)

বন। উন্মাদ। এ তোর প্রলাপ নয়, আমি চোরই বটে, শুধু চোর নয়, হত্যাকারী, ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত ক'রে তস্করবৃত্তি সাধন করেচি।

শিকর। ও বাবা, রক্ত। রক্তের ভয়ে যে দেশ ছেড়েছি। দেশে ভারি রক্ত, বুড়োর রক্ত, ছেলের রক্ত! রক্ত দেখে আমি পালিয়েচি, শীতলসেনী পালিয়েছে, বনবীর পালিয়েচে।

বন। কি কি, মা শীতলসেনী? কোথায় তিনি?

শিকর। ধর্‌বার যো নেই, ধর্‌বার যো নেই, বহুৎ দূর, বহুৎ দূর, একেবারে যমের বাড়ী, আমার টাকা দেবার ভয়ে, একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে লুকিয়েচে।

বন। ওঃ। মা তবে ইহজগতের যন্ত্রণা হ'তে অবসর পেয়েচেন। আমার কি হবে, আমার কি হবে

এই অসি এখনি ত আমায় নিষ্কৃতি দিতে পাবে। (কোষ হইতে অসি উন্মোচনচেষ্টা)

শিকর। (অতি ভয়ে) ও বাবা চোর, ও কি, ও তরোয়াল নড়ে কেন ? আমায় কাটবে না কি ? না না, কেট না, কেট না, কল খাবাপ হয়ে যাবে, টাঁকশাল ভেঙ্গে যাবে, টাঁকশাল ভেঙ্গে যাবে।

[বেগে প্রস্থান।

বন। উন্মাদেব বাক্য কি সত্য ?—সম্ভব, দুর্ব্বল নারীহৃদয় যন্ত্রণাব কত ভাব সহ্য করতে পাববে ? পাপের জ্বালা হ'তে পবিত্রাণ পেতে, মা আমাব মৃত্যুব কবলে পলায়ন কবেচেন। মনে কবলে আমিও তো পাবি। এই অসি আমাব কণ্ঠকে আলিঙ্গন কবতে পাবে, ঐ লতা-গুচ্ছসাহায্যে উদ্বন্ধন, ঐ পর্ব্বতশিখব হ'তে ঝম্পপ্রদান, ঐ খবপ্রবাহিণী স্রোতস্বতীতে নিমজ্জন,—যমবাজ্যেব সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ দ্বাব উন্মুক্ত। মবি কি না মবি ? মবি কি না মবি ? ম'লেই ত সব ফুবিয়ে যাবে। এই জাগ্রদবস্থায় জ্বালাময়ী আত্মগ্লানি, নিদ্রায় স্বপ্নেব প্রেতময়ী বিভীষিকা, স্মৃতিব কঠোব কুঠাবাঘাত, কিছু ত আর সহ্য করতে হবে না। ম'লেই ভাল, ম'লেই ভাল, ম'লেই ত সব ফুবিয়ে যাবে, কিন্তু তা কি যাবে ? যাবে কি ? সেখানে গেলে যদি সেই চিবনিদ্রায়, যদি সেই কাল-নিদ্রায় স্বপ্নের অধিকাব থাকে, তা হ'লে—ওঃ, বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে, সে নিদ্রার আব জাগবণ নাই—সে স্বপ্নের আব শেষ নাই—চিরনিদ্রায় কেবল বিভীষিকাব স্বপ্ন ! সে স্বপ্ন ভাঙ্গে না, ভাঙ্গে না, আমি মরতে পারবো না—পাব্‌বো না—পাব্‌বো না।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমেরু—আশা শা'ব বাটীসংলগ্ন বৃক্ষ-বাটিকা।

উদয়।

উদয়। ভাল, ভাল, আছি ভাল।
নাহি চিন্তা,
আহাব শয়ন—আহাব শয়ন—
ধাই-মা'র অঙ্কলধারণ।
রাজার কুমার, ভাল আচরণ মোর!
পরগৃহে বাস, পব-অন্নদাস,
আশা শা'ব ভ্রাতাব তনয়—বেশ পরিচয়!
পিতৃরাজ্য উদ্ধাবের পন্থা
ভ্রান্তিতেও নাহি ভাবি কভু।
সিংহশিশু হয়ে, বনবীর-ভয়ে
আছি লুকাইয়ে শৃগালেব প্রায়।
কত দিন—কত দিন যাবে হেন ভাবে ?
এ আঁধাবে বব কত দিন ?
বনবীব-অত্যাচাবে
কষ্টময় কাবাগাবে অগ্রজ আমাব,
নাহি জানি,
এত দিন আছে কি জীবিত ?
কত মনে কবি
হেথা হ'তে যাই পলাইয়ে,
পশি ছদ্মবেশে
নিজ চক্ষে দেখি গিয়ে চিতোরেব দশা।
কিন্তু, ধাই-মা'ব স্নেহেব বন্ধন
নাহি পাবি ছিন্ন কবিবাবে।
আহা, পালনকাবিণী, জীবনদায়িনী,
জননী-অধিক মম,
আপন সন্তানে দিয়ে কৃতান্তেব করে
বাঁচায়েছে মোরে।
না দেখে আমায়, পাগলের প্রায়
হবে পুত্রহারা উন্মাদিনী,
সেই ভয়ে না পাবি যাইতে।
কিন্তু কত দিন ?
বাজপুত্র হয়ে, কত দিন রব পরগৃহে ?
কিছুই না লাগে ভাল,
শান্তি নাহি পাই কোন ঠাঁই।
যাই সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে,
বসিয়ে নিভৃতে, ডাকি দীননাথে।
করিয়াছি আত্মসমর্পণ ঈশ্বব-চবণে,
হবে—যা আছে তাঁহাব মনে।

[প্রস্থান।

(পান্না, করমচাঁদ রাও, জগমল রাও, জয়সিংহ বালীয়, জৈমুসিন্দিল ও অন্যান্য সর্দ্দারগণের প্রবেশ)

করম। ধন্য ধন্য, এ জগতে যে আত্মবিসর্জ্জনে পরোপকাব ক'ত্তে পারে, সেই ধন্য! পান্না! তুমিই ধন্য। আত্মবিসর্জ্জন! এরূপ আত্মবিসর্জ্জন কখনও কারও শ্রুতিগোচর হয় নি। রাজপুত ব'লে গর্ব্ব করি, বীর-উপাধিধারণে অহঙ্কার আছে, স্বদেশের জন্য, রাজার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও সঙ্কুচিত নই, কিন্তু রাজবংশধরের রক্ষাব জন্য, একমাত্র নিজ পুত্রকে অম্লানবদনে ঘাতকের

খড়্গমুখে প্রদান। হৃদয়ের এ বীরত্ব, এ মহত্ব, এ স্বার্থ-শূন্যতা মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, দেবকুলেও দুর্লভ।

কৈমু। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য। এ পৃথিবী ভগবানের আশ্চর্য্য লীলাক্ষেত্র। এই পৃথিবীই নরক, এই পৃথিবীই স্বর্গ। বনবীরের ন্যায় পিশাচের বাসও এইখানে, আবার পান্নার ন্যায় করুণাময়ী পবিত্র প্রতিমারও উদয় এইখানে।

জগ। পিতৃবাক্য অবহেলা ক'রে কি নিবুদ্ধিতার কাজই করেছি, কি আত্মগ্লানিই সহ্য করেছি। যদি না পিতৃদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে আশ্বাসিত হতেম, তাঁর ক্ষমালাভ না কত্তেম, তা হ'লে বোধ হয়, এত দিনে আত্মহত্যা কত্তেম।

করম। পান্না। বিক্রমজিতের হত্যা আর তোমাদের নিরুদ্দেশের কথা শুনে অবধি আমি নানা স্থান অন্বেষণ করেছি জনরবে এও শুনেছিলাম যে, সেই পিশাচ কুমার উদয়কেও হত্যা করেছে, কিন্তু কে যেন আমার মনকে ব'লে দিত, পান্না যদি জীবিত থাকে, তবে কুমারও নিরাপদে আছেন।

পান্না। এখানেও যে কুমারের জন্যে আশ্রয় পাব, তারও আশা ছিল না। আশা শা'র অনিচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের অনুরোধে ভ্রাতুষ্পুত্র পরিচয়ে কুমারকে গোপনে আশ্রয় দিয়েছেন। আমার উদয় যে পিতৃ সিংহাসনে বসবে, সে আশা নেই। রাজবংশে জন্ম, স্বভাব কোথায় যাবে? বাছা আমায় চিতোরের কত কথাই জিজ্ঞাসা করে, আমি ভয়ে কোন কথাই শোনাই না। এক একবার বনবীরের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে যেতে উদ্যত হয়, আবার আমার চক্ষে জল দেখলে শান্ত হয়। বীরগণ। শোকে, তাপে, অচারের ভয়ে আমার আর উচ্চ আশা নেই। এখন আমার উদয় বেঁচে থাক্‌লেই ভাল, আর সিংহাসনে কাজ নেই।

জগ। পান্না, পান্না, আর শঙ্কা ক'রো না, আর আমাদের অবিশ্বাস ক'রো না। ঈশ্বর সাক্ষী—প্রতিজ্ঞা কচ্চি, হয় বনবীরকে সমুচিত শাস্তিপ্রদান ক'রে উদয়-সিংহকে চিতোরের সিংহাসনে বসাবো, নয় এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো।

করম। পান্না। আর শঙ্কা ক'রো না, ঝালোরের যে সর্দ্দার অখিল রাওয়ের কথা বলছিলেম, যাঁর কাছে সন্ধান পেয়ে আমরা এখানে কুমারের অন্বেষণে এসেচি, তিনি উদয়সিংহকে আপনার কন্যাদানে সমুৎসুক। তা হ'লে চিতোরের উদ্ধারের জন্য তিনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবেন। মেওয়ারের অন্যান্য সর্দ্দারমণ্ডলী ও রাজবৃন্দ আমাদের বিশেষ সহায়তা করবেন। এখন চল, কোথায় কুমার দেখি, তার পর আশা শা'র নিকট বিদায় নিয়ে চিতোরযাত্রা করবো।

পান্না। বনবীরের সংবাদ কি?

কৈমু। আপাততঃ তার কোন উদ্দেশ নেই। কেউ কেউ বলে, পাপিষ্ঠ অনুতাপে প্রাণবিসর্জ্জন করেচে, কেউ বা বলে, বনবাসী হয়েছে।

জগ। না না, আমার তা বিশ্বাস হয় না, নিশ্চয়ই তার কোন দুরভিসন্ধি আছে। খুব সম্ভব, কুমারের প্রাণসংহারের জন্যে পাপিষ্ঠ গোপনে গোপনে সন্ধান নিচ্চে।

কৈমু। কৈ, পান্না। কুমার কোথায়?

পান্না। এখানে ত ছিল। কৈ, এখন তো এখানে নেই, তবে বোধ হয়, সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-প্রদেশে গিয়ে ব'সে আছে।

করম। এসো পান্না। কোথায় সেই পর্ব্বত-প্রদেশ? কুমারকে দেখবার জন্য প্রাণ বড় আকুল হয়েচে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কমলমেরুর নিকটস্থ পর্ব্বত।

শৈলগাত্রসংলগ্ন শিলাপট্টে উদয় উপবিষ্ট।

উদয়। আহা।

নীরবে গম্ভীর গিরি
তুলি শির বিশাল আকাশে,
বিভুর ধেয়ানে নিমগন।
গিরিচূড়ে স্তরে স্তরে
নানারঙে খেলে মেঘমালা,
বিরাট মস্তকে যেন বিরাট মুকুট।
পার্ব্বতীয় বনে আপনার মনে
কি এক সুধার তান
ছাড়িয়া গাহিছে গান বিহঙ্গমকুল।
বহে বায়ু ভূধর-উপরে, ভূধর-গহ্বরে,
কি এক অস্ফুট রব তায়
জনমিয়া আকাশে গড়ায়।
আহা, বড়ই অপূর্ব্ব স্থান।
স্বর্গের সুন্দর ছায়া-ছবি
নিত্য বিরাজিত হেথা।
তাই জুড়াইতে ব্যথা
আসি হেথা বার বার।
ধৈর্য্যের আধার শান্তির আগার গিরি
শান্ত শিক্ষা দেয় মোরে।
ধরা ছাড়ি স্বত ধায় মন বিভুর চরণে।

(গীত)

আশা! হৃদে আশা তুল না,
চরণে ধরিয়ে তোরে বারে বারে বলি,
আলেয়া জ্বালিয়ে কেন ভুলাও বল না?
খেলি লুকোচুরি, প্রাণে মেরে ছুরি,
তবু চাতুরী তোর গেল না;—
সহে নিরাশা, সহে না রে মিছে ছলনা।
শান্তি-নিকেতন, হের ভ্রান্ত মন,
আশা খেলাতে আর ভুল না,—
বিভু-পদ-ছায়ে প্রাণ চল না চল না॥

(দূরে বনবীরের প্রবেশ)

বন। অসহ্য, অসহ্য, অসহ্য। মানুষে আর এ হ'তে অধিক সহ্য কর্‌তে পারে না। মানুষ কি? কে কোথায় আর এ অপেক্ষা যাতনা সহ্য ক'রে স্থির থাকতে পারে? গিরি। তুমি আমায় অধীর দে'খে, দুর্ব্বল মানুষ ব'লে উপহাস কচ্চ? সহিষ্ণুতার অহঙ্কারে মস্তক উন্নত ক'রে রয়েচ, ধৈর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত হয়েচ? তোমার বড় অহঙ্কার, তুমি দামিনী নিয়ে খেলা কর, বুক পেতে বজ্র ধর, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন, ভূকম্পনে তোমার দৃক্‌পাত নেই, কিন্তু বল দিকি, তুমি কি কখনো তোমার গর্ভধারিণী বসুমতীকে পাপীয়সী মনে ক'রে হৃদয় দগ্ধ করেচ? কখন কি কারাগারে শৃঙ্খলিত ভ্রাতাকে হত্যা করেচ? কখন কি তামসী নিশিতে সুসুপ্ত শিশুর কণ্ঠে ছুরিকাঘাত করেচ? তাদের শোণিত কি চিরকালের জন্য তোমার হস্তকে কলঙ্কিত করেচে? তাদের বিভীষিকাময়ী প্রেতমূর্ত্তি কি তোমায় নিশিদিন ভাতি প্রদর্শন করে? বল দিকি, তোমার কি বাঁচতেও ভয় হয়, মর্‌তেও ভয় হয়?

উদয়। এ কি। কে এখানে বিকৃতস্বরে বিলাপ কচ্চে? আবার কে এ শান্তি-নিকেতনে মনের জ্বালা জানাতে এসেছে?

বন। ঐ ঐ ঐ সেই মূর্ত্তি। কোথায় লুকুবো? কোন্ দিকে যাব? চোখ বুজলেও সেই বিভীষিকা? চোখ চাইলেও সেই বিভীষিকা। যাও যাও, দুজনে স'রে যাও, তোমরা পলমাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেচ বৈ তো নয়, তা অপেক্ষা বিস্তর যন্ত্রণা ভোগ করেছি আর ক'চ্চি। তবু আসে। তবু আসে। দাঁড়া। দাঁড়া। স'রে যাবি নে? নিষ্ঠুর প্রেত। জীয়ন্তে তোমাদের কিছু ক'রতে পাচ্চিনে। আমি মরবো, মরবো, মরবো, ম'রে প্রেত হয়ে তোদের সঙ্গে. প্রেতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। কি ভয়ানক!—কি ভয়ানক! এ জীবন্ত যাতনা অপেক্ষা নরক কি এমন ভীষণতর? নরক কেমন স্থান? সেথায় কি হয়? ম'লে কি হয়? পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এত লোক মরচে, কিন্তু কেউ তো ফিরে এসে বলে না,—ম'লে কি হয়? বাঁচি কি মরি? বাঁচি কি মরি? আর যে সংশয় সহ্য হয় না। ওহে, আমার বাঁচতেও ভয় হয়, মরতেও ভয় হয়।

উদয়। (স্বগত) কে এ? স্বর যেন চিনি—চিনি—যেন চিনি। ঐ যে, ও কে ও। উন্মাদের ন্যায় আকার, উন্মাদ দৃষ্টি—কিন্তু মুখ যেন চিনি - যেন চিনি। হ্যাঁ, না, তা কি হ'তে পারে? হ্যাঁ, তাই। এ কি বনবীর? না না।

বন। (স্বগত) অ্যাঁ, অ্যাঁ, আবার এ কি মূর্ত্তি? সেই প্রসারিতকরে ছিন্নমুণ্ডধরা শোণিতাক্ত কবন্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নন্দন-বিচ্যুত পারিজাতের ন্যায় এ আবার কি মর্ত্তিতে উদয় উদয়। আহা, এ যে সেই স্নেহভরা ম্লান বদন। (প্রকাশ্যে) উদয়, উদয়। এ মুখ লুকো, লুকো, তোর সেই ভীষণ মুখ দেখা, বরঞ্চ সে ভাল। এ মলিন বদন বুকের ভিতর সহস্র বিষের বাতি জ্বেলে দিচ্চে।

উদয়। কে তুমি? তুমি কি বনবীর?

বন। (স্বগত) সেই স্বর। জীবন্তের সেই কণ্ঠস্বর। সেই মূর্ত্তি। সেই কণ্ঠস্বর। ম'লে তবে পরিবর্ত্তন কি? (প্রকাশ্যে) ছায়া, তুমি কথা কইতে পার? এত দিন তবে আমার সঙ্গে কথা কওনি কেন? আমায় বলতে পার, পরলোক কেমন? পাপীরা সেথা কোথায় থাকে? তুমি ত স্বর্গে থাক, নরকের সংবাদ কিছু রাখ কি? পাপের জ্বালা এখানে বেশী, না সেখানে বেশী?

উদয়। (স্বগত) এ কি। এ তো উন্মাদের ভাব! যথার্থ প্রলাপ, না প্রতারণা। আমি বেঁচে আছি, সন্ধান পেয়ে কি ছলনা ক'রে, কোন দুরভিসন্ধি সাধন করতে এসেচে?

বন। চুপ করলে কেন? চুপ করলে কেন? তোমার রক্ত পান করেচি, তোমার অগ্রজের রক্ত পান করেচি, যথেষ্ট যাতনা পাচ্চি, আর সয় না, প্রাণ আর রাখতে পারিনে, তাই তোমায় পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি।

উদয়। (শোকে রোদন) কি, দাদাকে হত্যা। দাদা নেই, দাদা নেই! দাদা, দাদা। (মূর্চ্ছা)

বন। (স্বগত) এ কি। ছায়া নয়। ছায়া নয়! ছায়া কি কায়া? না, এই যে কায়া, ভ্রম নয়, ভ্রম নয়, তবে ত উদয় বেঁচে, কেমন ক'রে বেঁচে, এ মুখ তো জীবন্ত উদয়কে দেখাতে পারবো না। নরক যেমন হোক্, যাই হোক, আত্মহত্যাই উপায়। (অসি উন্মোচন)

(করমচাঁদ রাও, জগমল রাও, জয়সিংহ বালীয়, জৈমু-সিন্দিল ও অন্যান্য সর্দ্দারগণের বেগে প্রবেশ)

জগ। ঐ না, ঐ না কুমার প'ড়ে! কে রে দস্যু?

বন। (অসিনিক্ষেপ করিয়া) যে হও, আমায় বধ কর, বধ কর, আত্মহত্যার পাপ হ'তে রক্ষা কর।

জয়। এ কি! সেই পাপিষ্ঠ বনবীর না?

সক। সেই তো—সেই তো!

জগ। বিশ্বাসঘাতক! নরঘাতক! আজ তোর পাপজীবনের শেষ দিন। (অসিপ্রহারচেষ্টা)

করম। (বাধা দিয়া) জগমল! ক্ষান্ত হও, সকলে ক্ষান্ত হও। বনবীর! এততেও কি তোমার তৃষ্ণা মেটে নি? শেষে এখানে এসে এই শিশু কুমারকে হত্যা করলে!

(বেগে পান্নার প্রবেশ)

পান্না। (সরোদনে) সে কি! সে কি! কুমারকে হত্যে! বাছা রে, বাছা রে! এত ক'রেও তোকে বাঁচাতে পাল্লেম না, তোর দুঃখিনী ধাই-মা কি তোকে যমের মুখে দেবার জন্যে এখানে এনেছিল? আমার অঞ্চলের ধন মাটীতে প'ড়ে! আর দেখতে পারি নি! ওগো, তোমরা কেউ দয়া ক'রে তোমাদের শাণিত অসি আমার বুকে বসিয়ে দাও।

উদয়। (প্রবুদ্ধ হইয়া) দাদা, দাদা।

সকলে। কুমার জীবিত, কুমার জীবিত।

পান্না। বাবা উদয়, আবার কথা কও।

উদয়। ধাই-মা! ধাই-মা!

জগ। জগদীশ্বর সত্য, ধর্ম্ম সত্য। দেখ পাপিষ্ঠ, তোর দুরভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি, কিন্তু তা ব'লে তোর নিষ্কৃতি নেই, আমার এই অসি অনেক দিন অবধি তোর রক্তপানের জন্য লালায়িত।

বন। কেন তবে এখনও তার পিপাসা পরিতৃপ্ত কচ্চো না? এখনি আমায় বধ কর! আজ আমি উদয়কে হত্যা করতে আসিনি ব'লে তোমাদের ক্ষমার অধিকারী নই, উদয় যে জীবিত আছে, তাও আমি জানতেম না। আমার ধারণা ছিল যে, উদয়ের রক্তে আমি অনেক দিন স্নান করেচি, বিক্রম-উদয়ের প্রেতমূর্ত্তি আজ সাত বৎসর আমায় তাড়না কচ্চে! জীবন্তে যে যাতনা সহ্য কচ্চি, যমালয়ে কখনও তদপেক্ষা অধিক যাতনা নেই। জগমল, জয়সিংহ, জৈমুসিন্দিল, সর্দ্দারগণ! কেন তোমাদের অসি নিশ্চেষ্ট? আমার শোণিত স্পর্শে তোমাদের পবিত্র অসি কি কলঙ্কিত হবে আশঙ্কা কচ্চো?

করম। বনবীর! তোমার ভাব দেখে বোধ হচ্চে, তুমি নিজকৃত অপরাধের যথেষ্ট ফল পেয়েচ। লোভ, মোহ, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা যে মহাপাতক ব'লে তোমার উপলব্ধি হয়েচে, এই যথেষ্ট! যদি পরকালের ভয় হয়ে থাকে, তবে এখনি বিদায় হও। কোন পবিত্র তীর্থে গিয়ে অনবরত অনুতাপের অশ্রুবারি বিসর্জ্জন ক'রে হৃদয়ের মলা ধৌত কর; করুণার আধার, ক্ষমার নিদান, পাপীর ভগবান্ তোমায় শান্তি দেবেন।

বন। মহাভাগ! আমার আবার শান্তির আশা! যা হোক্, আপনার উপদেশ প্রতিপালন করবো। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। উদয়, পার যদি ক্ষমা কর।

উদয়। বনবীর!—দাদা! আমি তোমায় কি ক্ষমা করব? ক্ষমা করবার অধিকারী সেই জগদীশ্বর। তবে পৃথিবীতে যদি তোমায় কারুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে হয়, সে পান্নার কাছে। নিজের নয়নমণি চন্দনের প্রাণ দিয়ে ধাই-মা আমার প্রাণরক্ষা করেচে।

বন। (অতিবিস্ময়ে) পান্না! পান্না!

পান্না। ভগবানের মনে যা ছিল, তাই হয়েচে। তুমি বা কে? আমিই বা কে?

করম। কুমার উদয়সিংহ! আজ আমরা এই কমলমেরুগিরিতটে সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারমণ্ডলী মিলিত হয়ে আপনাকে মেওয়ারের সিংহাসনে অভিষেক কচ্চি। মহারাণা, আজ হ'তে আপনি আমাদের রাজা, আমরা আপনার প্রজা। জয় মহারাণা উদয়সিংহের জয়! (উদয়সিংহের সম্মুখে সকলের তরবারিরক্ষা ও তৎকর্ত্তৃক তরবারি স্পর্শ)

সর্দ্দারগণ। (পুনর্ব্বার স্ব স্ব তরবারি গ্রহণ করিয়া অভিবাদনসহ) জয় মিবারেশ্বর মহারাণা উদয়সিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ

ঋষ্যশৃঙ্গ

পৌরাণিক গীতিনাট্য

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বিভাণ্ডক	...	...	মহর্ষি।
ঋষ্যশৃঙ্গ	...	...	বিভাণ্ডকের পুত্র।
লোমপাদ	..	.	অঙ্গরাজ্যের রাজা।
নর্ম্মসখা		...	বিদূষক।
মহাবুদ্ধি		...	রাজমন্ত্রী।

সভাসদ্‌গণ, প্রহরিগণ, দস্যু, শিবিকাবাহকদ্বয়, দ্বাররক্ষক বালক ইত্যাদি।

স্ত্রী

করুণা	...	...	রাজমহিষী।
শান্তা	...	...	লোমপাদের কন্যা।
লম্বোদরী	...	...	বৃদ্ধ-বেশ্যা।

সখীগণ, যুবতী বেশ্যাগণ, বালিকাদ্বয় ইত্যাদি।

ঋষ্যশৃঙ্গ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরী– কেলিকুঞ্জ।

লোমপাদ, নর্ম্মসখা ও যুবতী বেশ্যাগণ।

(গীত)

বেশ্যাগণ।

সই লো সই, শোন লো কই
মনের মানুষ ওই লো।
প্রেমপোরা বুক দিয়েছি ওরে,
ও বই কারো নই লো॥
আধ আলস, আধ ঘুমে,
জোছনা যেমন ফুলটি চুমে,
তেম্নি ক'রে ও চাঁদমুখে মুখটি দিয়ে রই লো॥
হের লো স্বজনি। কেলিকুঞ্জ,
আমরা প্রফুল্ল ফুলপুঞ্জ,
আয় নেচে নেচে, নারী-মালা র'চে,
ফুল-তুলে ফুল হই লো,—
খেলি লুকোচুরি, ফুল হয়ে যুরি,
অলি চেনে কি না চেনে সই লো॥

লোম। (একেবারে তিন চারি জন বেশ্যার হস্ত ধরিয়া সহাস্যে) সুন্দরি। সমুদ্রমন্থনে যে সুধা উঠেছিল, তা তোমাদেরই কণ্ঠে।

নর্ম্ম। ছুছুন্দরি। আবার সেই সমুদ্রে যে বিষ উঠেছিল, তা তোমাদেরই নয়নকোণে। একবার চাইলেই বস্, বেহুঁস মানুষ তুষ হয়ে ভুঁস্ ক'রে পুড়ে যায়। বাপ, কি দাপ, আড়নয়নের কি বিষ, কি তাপ।

১ম বেশ্যা। (সহাস্যে) তা ভয় কি? আমাদের নয়ন-বিষে জানোয়ার তো আর ভুস্ হয় না।

লোম। (সহাস্যে) ছি বয়স্য, ছি ছি। তুমি জানোয়ার?

নর্ম্ম। (সহাস্যে) আজ্ঞে, তা না হ'লে আপনার সঙ্গে আর এঁদের সঙ্গে, একসঙ্গে কেলিকুঞ্জে চ'রে বেড়াতে পারুম কি?

লোম। বটে বটে, আমায় শুদ্ধ তোমার দলে টান্‌চো?

নর্ম্ম। আজ্ঞে, আমি টান্‌বো কেন? আমার কি এমন শক্তি? এই সব অদ্ভুত ভূত-ভৌতিক-শক্তি মহা-শক্তিমণ্ডলী আপনাকে টেনেছেন। আপনি কি জানেন না, মহারাজ, এঁদের টনটনাটন টানে অভেদ্যো নর-বানরৌ?

লোম। তা যাক্, কিন্তু, বাস্তবিক সুন্দরীদের কণ্ঠ অতি মিষ্ট, না?

নর্ম্ম। একেবারে মিষ্টির পরাকাষ্ঠা, যেন চিরেতার মোরোব্বা—বিছুটির চাটনি।

১ম বেশ্যা। (ঈষৎ বিরক্ত হইয়া) ওগো, থামো গো থামো, তোমার ও দামড়া গরু-গলার গান শুন্‌লে, কান কট্ কট করে।

নর্ম্ম। ওগো, তুমিও থামো গো থামো, তোমার ও চামড়াসরু গলার গান শুন্‌লে প্রাণ ছটফট করে।

লোম। ও বয়স্য। এ কি কচ্চো? তুমি অতি অশিষ্ট—রূঢ়।

নর্ম্ম। আজ্ঞে না, আমি অতি সুমিষ্ট গুড়। এ আর রূঢ় কথা নয়, গুড়ের গাদকাটা।

লোম। চুপ কর, আর একটি গান শোনো। (প্রথম বেশ্যার প্রতি) মুগ্ধে। এইবার তুমি একটি গান গাও।

নর্ম্ম। মুগ্ধে, এইবার তুমি একটু গোচোনা দাও।

১ম বেশ্যা। (বিরক্তিসহ নর্ম্মসখার প্রতি) সর। যাও, আমি গান গাবো না। তুমি ভারি দুর্ম্মুখ।

নর্ম্ম। না সরু-নিতম্বে। গুরু গম্ভীর-গর্জ্জন-প্রভঞ্জনে, আর হাত নেড়ে কঙ্কণ ঝন্‌ঝন্ করো না। কি কর্‌বো বল, "ইল্লৎ যায় ধুলে, আর স্বভাব যায় ম'লে।" তা ছাড়া—অল্‌কারং শতধৌতেন জাট্-কালত্বং ন মুঞ্চতি। সুতরাং আমার এ স্বভাব যাবার নয়, যাবার নয়। তোমরা আমায় দুর্ম্মুখই বল, সুমুখই বল, চন্দ্রমুখই বল, পদ্মমুখই বল, আর পোড়ারমুখোই বল, যাই বল, তাই বল, কিন্তু আর ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখ রাঙিয়ে, ফোঁস্‌ফোঁসিয়ে রাগ্‌তে পাবে না।

১ম বেশ্যা। আচ্ছা বল, আর অমন কড়া কথা বল্‌বে না?

নর্ম্ম। আচ্ছা, সেটা না বোলতে বিধিমত প্রকারে চেষ্টাং করিষ্যামি। অধুনা গীয়তাম।

(গীত)

১ম বেশ্যা।

বসিক চেনে, বসিক জনে,
অবসিকে তা চেনে না।
চাঁদ যে কেমন, চকোব জানে,
বোঁচা পেঁচা তা জানে না॥
সবাবি তো আছে কান,
কিন্তু ক'জন বোঝে গান,
অবসিকো তেমনি কডা,
বসের ছড়া শোনে না॥

নর্ম্ম। (বিবক্তিসহ স্বরে)
(তোমাব) ও রসেব ছড়া গোবব ছড়া,
মন যে আমাব মানে না॥

(নেপথ্যে হাত-ঘড়ীতে ঘন ঘন শব্দ)

লোম। স্থিব হও। দেখ তো বয়স্য, কেন অসময়ে ঘণ্টাধ্বনি হলো?

নর্ম্ম। যে আজ্ঞে। (নেপথ্যেব দিকে দেখিয়া) না, যেতে হ'ল না। এই যে কেলিকুঞ্জের দ্বাববক্ষক বালক উপস্থিত।

(দ্বাববক্ষক বালকেব প্রবেশ)

লোম। বয়স্য, ওকে জিজ্ঞাসা কব।

নর্ম্ম। ওবে বাপু, ঘণ্টায় কে দিলে ঘা?

দ্বাববক্ষক বালক। ব ; বাজমন্ত্রিব।

লোম। কে? মহাবুদ্ধি?

নর্ম্ম। তা বৈ কি? মহাবুদ্ধি না হ'লে মহাবাজেব এই বসবড়া বসিকাব বসেব ছড়ায় কে আব গোবর-ছড়া দেয় বলুন? মহাবুদ্ধি কাদা-খোঁচা, আমি অল্পবুদ্ধি বোকা প্যাঁচা, তাই এই বসেব ফাঁদ চাঁদকে চিন্‌তে পাল্লুম না। হায় হায়, নেহাৎ অসময়ে এই বসের পুতুলেব কণ্ঠে ঘা না প'ড়ে, কেলিকুঞ্জেব ফটকে পেতোলের ঘণ্টায় ঘা পড়েচে।

লোম। তা তুমি বিদ্রূপ বহস্য যাই কব, কিন্তু বাস্তবিক নিতান্ত অসময়ে মন্ত্রী উপস্থিত।

নর্ম্ম। বাস্তবিক বাস্তবিক, এই সব রসের ছাবপুকীব বনাকামড়ে আপনাব এক পলও সুসময় হয়নি, হবেও না। তাব ওপর আবাব আমার মত ঢোঁসা মশার কস্‌কসে পোঁ পোঁ, পন্ পন্, সুতরাং কাজে কাজে হরঘড়ি মহারাজের অসময়।

লোম। স্থির হও, স্থির হও। (দ্বাররক্ষক বালকের প্রতি) মন্ত্রী কেন এসেচেন?

দ্বাররক্ষক বালক। মহাবাজেব নিকট তাঁব কি বিশেষ নিবেদন আছে।

লোম। নিবেদনেব আব সময় পেলেন না?

নর্ম্ম। হরঘড়ী অসময়, পল বিপলে অসময়।

লোম। (দ্বাববক্ষক বালকেব প্রতি) যা, তাঁকে এখানে আস্‌তে বল্। আবো শোন্, ব'লে দিস্, আমি বেশীক্ষণ তাঁব নিবেদন শুন্‌তে পার্‌বো না। (বেশ্যাগণেব প্রতি) সুন্দবি। বল্‌তে কষ্ট হয়, কিন্তু কি কর্‌বো বল, ক্ষণকাল অন্তবালে গিয়ে অপেক্ষা কর।

নর্ম্ম। তাব আব কষ্ট কি? সমুদ্রেব নোণা জলেব তলায় বালির গর্ভে মুক্তো থাকে, অন্ধকার মাটীর গর্ভে হীরে চুণি পান্না মণি থাকে, আব আপনাব এই বসবড়ার কাঁড়ি পদ্মিনীরূপিণী হাড়ীব গর্ভে পতিত হয়ে কেন ভেসে উঠবে? (বেশ্যাগণেব প্রতি) যাও গো, ঝাঁকে ঝাঁকে সব গভিত হও। আব এখানে মহাবুদ্ধির নিবেদন দম্ভে মহাবাজ চর্বিত হোন।

[বেশ্যাগণের প্রস্থান।

(মহাবুদ্ধিব প্রবেশ)

মহা। (অভিবাদনসহ) অঙ্গবাজ্যেশ্বরের জয় হোক।

লোম। মন্ত্রিন্। কি বিশেষ নিবেদন, শীঘ্র বল।

মহা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহাবাজ। রাজকন্যা শান্তা আপনাকে অনেক দিন দেখতে না পেয়ে, অত্যন্ত অস্থির হয়েচেন, কাঁদ্‌চেন, কাবও প্রবোধ মান্‌চেন না।

লোম। এই নিবেদন। ভাল, বাজমহিষী কি কন্যাকে প্রবোধ দিতে জানেন না?

মহা। তিনিও আপনাব জন্য অত্যন্ত পবিতপ্তা।

লোম। আচ্ছা যাও, আমি যাচ্চি।

মহা। যথাজ্ঞা মহাবাজ।

[প্রস্থান।

লোম। কি বিপদ্। আমি কি কবেচি যে, তিনি আমাব জন্য পরিতপ্তা?

নর্ম্ম। মনে কবি, চুপ ক'বে রই, তা পারি কৈ? মহাবাজ বিবক্ত হবেন না, শুনুন, বাজমন্ত্রী বল্‌তে ভুলেচেন, রাজমহিষী আপনাব জন্য "পরিতপ্তা" নন, "পবিতৃপ্তা"। বাজবাড়ীতে রোজ রোজ অমাবস্যে, চাঁদের দেখা নেই, আর কেলিকুঞ্জে রোজ রোজ পূর্ণিমে, চাঁদ তো ষোল কলায় মূর্ত্তিমান্; রসিকা চকোরীর ঝাঁক ঝাঁক-ঝাঁক ক'রে চাঁদের সুধা লুটচে, কাজেই আপনার রাজমহিষী "পরিতৃপ্তা!"

লোম। আবার বিদ্রূপ?

নর্ম্ম। যদ্রূপ শুনি, তদ্রূপ বলি, বিদ্রূপ-ফিদ্রূপ জানি নি।

লোম। না, কিছুই জান না। এখন এক কাজ কর, পরিচারিকাদের বল, উত্তমরূপে সুন্দরীদের সেবা-শুশ্রূষা করুক্। আমি শান্তাকে দেখে এখনি আস্‌চি। যাও যাও।

নর্ম্ম। চল্ রে চিনির বলদ, চল।

[প্রস্থান।

লোম। (স্বগত) আমি এখনি ফিরবো, এতে বোধ হয় সুন্দরীরা রাগ করবে না। (প্রকাশ্যে) বয়স্য। বয়স্য।

নেপথ্যে নর্ম্ম। আহা, মহারাজ। পেছু ডাকেন কেন? (প্রবেশ করিয়া) একে ত আপনার রসিকাদের সঙ্গে আমার আদায়-কাঁচকলায়, শেষ কি ছাঁচতলায় দাঁড় করাবেন?

লোম। বেশ ক'রে বুঝিয়ে বোলো, আমি যাবো আর আস্‌বো।

[প্রস্থান।

নর্ম্ম। ছুঁড়ীগুলো নেড়ী কুত্তী, রাজার দফা কামড়ে রফা। হন্সো। হন্সো। হন্সো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চম্পানগরী—দেবালয়-সম্মুখ।

(দুই জন দুর্ভিক্ষপীড়িত রুগ্ন প্রজার প্রবেশ)

১ম প্রজা। (কাতরস্বরে) রাজার পাপেই রাজ্যি নষ্ট, রাজার পাপেই রাজ্যি নষ্ট।

২য় প্রজা। রাজার পাপে রাজ্যি নষ্ট, দেবতা কষ্ট, প্রজার কষ্ট, পাপ ব'লে পাপ, অতি পাপ, মহাপাপ, রাজা হয়ে গুরুপুরুতের অপমান, ব্রাহ্মণের অপমান, তাদের শাপ কি অম্নি? আজ বারো বচ্ছর ধ'রে এত বড় রাজ্যিটা ছারখার হয়ে গেল। ঘোর অনাবৃষ্টি, আজ বারো বচ্ছর ধ'রে একটুক্‌রো মেঘ দেখতে পাইনি, এক ফোঁটাও বৃষ্টি দেখতে পাইনি। মাঠের মাটী কাটফাটা, বড় বড় গাছগুলো পর্য্যন্ত শুকিয়ে যাচ্চে, তা ধান যব, শোস্যির নামটিও নেই। লোকে খেতে না পেয়ে আঁৎ শুকিয়ে ধড়ফড়িয়ে ম'রে যাচ্চে। পেটের জ্বালায় স্নেহের ধন ছেলে-মেয়েগুলিকেও বিক্রি ক'রে ফেল্‌চে; মা ছেলের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্চে। একে অনাবৃষ্টি, তায় দুর্ভিক্ষ, তায় আবার মড়ক, গাঁকে গাঁ উজোড় হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় বাড়ীগুলোয় এখন লোকের নাম-গন্ধও নেই, কেবল শ্যাল কুকুরের চীৎকার। লক্ষ লক্ষ লোক ম'চ্চে, কত লোক পালিয়ে যাচ্চে, রাজ্যিটা মরুভূমি—শ্মশান-ভূমি হয়ে যাচ্ছে, তবু রাজার হুঁস নেই। নটী মাগীগুলোকে নিয়ে দিন-রাত ফুলবাগানে হুটোপুটি, ছুটোছুটি, লুটোপুটি। এমন মহাপাতকী রাজা আর কোনো রাজ্যেই নেই। পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলুম, তাই এ জন্মে লোমপাদের প্রজা হয়ে ঘোর প্রমাদে পড়েছি।

১ম প্রজা। ভাই হে। মর্ম্মব্যথার কথা আর বলবো কি, এর চেয়ে অরাজক রাজ্যে বাস করা ভাল, যমের নরকেও এর চেয়ে সুখ-সোয়াস্তি। কাপড়-চোপড়, গহনা-পত্তর, বাসন-কোসন, লাঙ্গল-গরু, আমার যা কিছু ছিল, সবই সিকি কড়িতে বেচে সবাই মিলে আধপেটায় বেঁচে আছি, কিন্তু আধপেটাও আর যোটে না, আজ দু'দিন উপোসী। ছেলেগুলোর কষ্ট দেখতে না পেরে ছুটে পালিয়ে এসেচি। এখনও রাজা যদি প্রজারক্ষা না করে, তবে গলায় দড়ি দে মর্‌বো।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও কোলাহল)

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ, সহরেও যে ডাকাতি সুরু হ'ল। দেখ দেখ, ডাকাতরা মেরে ধ'রে লোকের সব লুটে পুটে নিচ্চে।

২য় প্রজা। অ্যাঁ, তাই ত। রাজবাড়ীর কাছেই ডাকাতি। তবুও রাজা শুন্‌চে না? সোনার খাটে সুখে ঘুমুচ্চে। ঐ এলো, ঐ এলো, পালাও।

[দ্বিতীয় প্রজার পলায়ন।

১ম প্রজা। (ভয়ে ভূতলে বসিয়া পড়িয়া) পেটে ভাত নেই, গায়ে বল নেই, হাতে পায়ে খিল ধচ্চে, কি ক'রে পালাই, ডাকাতের হাতেই মরি, আপদ্ চুকে যাক্, রাজা সুখে থাক।

(বেগে যষ্টিহস্তে এক জন দস্যুর প্রবেশ)

দস্যু। (সগর্জ্জনে) আরে এই, কি তোর কাছে আছে, দে।

১ম প্রজা। (সভয়ে) আমার কাছে একটি কাণা-কড়িও নেই বাবা, কেবল চামড়াখানি আর এই হাড় ক'খানি।

দস্যু। তোর কাছে কেড়ে নেবার জোর এখনও আছে। ক'দিন খাই নি, আর পরের কেড়ে কুড়ে না নিলে বাঁচি কিসে? দেখি তোর ট্যাঁক বগ্‌লি।

১ম প্রজা। এই দেখ বাবা, কিছুই নেই।

দস্যু। (দেখিয়া) আ মোলো, তাই ত, ঢাল নেই, তলওয়ার নেই, ব্যাটা নিধিরাম সর্দ্দার। আচ্ছা, দে তোর কাপড়চোপড়ই দে। (কাড়িয়া লওন)

১ম প্রজা। এ ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলোয় তোমার কি লাভ হবে?

দস্যু। ওজনদরে দশ পনর কড়ায় বেচবো, তাই লাভ। আম-জামের পাতা কিনে খেয়ে পেট ভরাবো।

১ম প্রজা। (কাতরকণ্ঠে) প্রাণটাও নেও বাবা, আপদ্ মিটে যাক্।

দস্যু। তাই নিলে ভাল হয়, আর কিছু না হোক্, খাবার লোক তো কম্বে। ক্রমে তাই কত্তে হবে।

[প্রস্থান।

১ম প্রজা। (সরোদনে) হা ভগবান্, হা ভগবান্।

[প্রস্থান।

(প্রহরিগণের সহিত করুণা ও শান্তার প্রবেশ)

করুণা। (কাতরকণ্ঠে) হা ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত। আর রুষ্ট থেকো না, তুষ্ট হও। আর যে প্রজাদের কষ্ট সইতে পারিনে। আমার স্ত্রীধন যৌতুক যা ছিল, সমস্তই প্রজাদের জীবনরক্ষার জন্য দান করেছি, সমস্ত অলঙ্কারও দিয়েছি। এখন কেবল এয়োৎরক্ষের জন্যে হাতে দু'গাছি বালা আছে। হাতে রাঙা সুতা বেঁধে এয়োৎ রক্ষে করবো, আজ ক্ষুধাতুরদের বালা দু'গাছি দেবো। কিন্তু তার পর? হরি হে। তার পর কি হবে? আর এতে ক'জন প্রজাই বা বাঁচবে? বিশাল অঙ্গরাজ্য যে মরুভূমি হয়ে গেল, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অস্থিরাশিতে পথঘাট পুরে গেল, দয়াময়। তোমার এই দুঃখিনী তনয়ার প্রতি একবার দয়ার নয়নে চাও, মহারাজের অবৈধ রূপ-মোহ ইন্দ্রিয়-লালসা ঘুচিয়ে দাও। বল ঠাকুর। আমার প্রাণ দিলেও যদি প্রজার দুঃখে মহারাজের প্রাণ কাঁদে, দুর্ভিক্ষনিবারণের চেষ্টা করেন, তাও দিতে প্রস্তুত। ভগবান্। এমন সঙ্কটে ত কখনও পড়ি নি। (অশ্রু-মুঞ্চন)

শান্তা। মা! আর কেঁদো না, আজ বাবা নিশ্চয়ই আস্‌বেন। বড় মন্ত্রী মহাশয় বেশ পরামর্শ দিয়েছেন। আর কেঁদো না, ভগবান্‌কে একমনে পূজা কর, সব বিপদ্ কেটে যাবে, আকাশে মেঘ হবে, মেঘে জল হবে, জলে ধান হবে, প্রজা প্রাণ পাবে।

(দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের প্রবেশ)

১ম প্রজা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) রাণীমা। লজ্জায় আর বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আপনি বিনে, মা গো, আর যে আমাদের কেউ নেই। আর দাঁড়াতে পারিনে, কথা কইতে পারিনে, প্রাণ যায় যায় হয়েচে। মা গো, ক্ষুধার নিদারুণ কষ্টে ছেলে-মেয়েরা মা'র মুখপানেই চায়, মা'র পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে। মা গো অন্নপূর্ণে! ক্ষুধাতুর সন্তানদের অন্ন দাও মা! মা না বাঁচালে মর-মর ছেলে-মেয়েরা যে বাঁচবে না মা।

করুণা। (পুষ্পপাত্র হইতে রক্তবর্ণ সূত্র লইয়া হস্তে বন্ধন পূর্ব্বক বালা উন্মোচন করিয়া) এই নেও বাছারা! আমার শেষ সংস্থান। বিক্রয় ক'রে যা কিছু অন্নের সংস্থান হয়, সকলে তাই কোরো। (স্বগত) রাজ-ভাণ্ডারে অপর্য্যাপ্ত ধন-রত্ন আছে, কিন্তু মহারাজের আদেশ বিনে কেমন কোরে দান কোরবো? আজ মহারাজের আস্‌বার কথা, যদি ভগবানের কৃপায় আসেন, তবে তার উপায় কোর্‌বো।

১ম প্রজা। রাণী-মা। আপনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আপনার স্নেহেই আমরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে আজও বেঁচে আছি।

শান্তা। (গীত)

মা মা। ওগো মা।
সাধ হয়েচে আমার মনে।
আমারো ভূষণগুলি,
দি মা খুলি, কাঙালগণে।
তোদের প্রজা কষ্ট পাবে,
তোর মেয়ে সে কষ্ট সবে?
তা হবে না, বল্ বল্ মা,
দি গহনা ক্ষুধিত জনে॥

করুণা। দাও মা, দাও।

১ম প্রজা। না রাজকন্যে, না না, নেবো না। পোড়া পেটের জ্বালায় সোনার পুতুলের গা খালি কোর্‌বো? তা কখনই পা'রবো না। নেবো না, নেবো না।

শান্তা। (দুই জন বালিকার প্রতি) তোমরা আমার কাছে এগিয়ে এসো। এই নাও। (সমস্ত অলঙ্কার প্রদান)

১ম বালিকা। (দ্বিতীয় বালিকার প্রতি) হ্যাঁ চাঁপা! মা অন্নপূন্নর মেয়ের নাম কি?

২য় বালিকা। লক্ষ্মী।

১ম বালিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সেই লক্ষ্মী।

(লোমপাদ ও মহাবুদ্ধির প্রবেশ)

লোমপাদ। (সদুঃখে) মহির্ষি, মহির্ষি! আমি এতক্ষণে তোমাদের অস্থিরতার নিগূঢ় কারণ বুঝতে

পেবেছি। কেবল আমার সম্মুখে এবা নয়, আসবাব সময় শত শত জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন ক্ষুধাতুর প্রজা আমাব নেত্রপথে পতিত হয়েছে। আমাব অসাব অনঙ্গতৃপ্ত হৃদয়ে যন্ত্রণার নিদারুণ ক্ষুরধার প্রবিষ্ট হচ্চে। রাণি, ক্ষমা কব। প্রজাগণ, তোমরাও ক্ষমা কব। ছি ছি, আমি প্রজাঘাতী রাজা, নরাকারে নিশাচব, নাবকী, পিশাচ। রাজমন্ত্রিন্! এখনি আমার সমস্ত রাজভাণ্ডার উন্মোচন ক'রে দাও। যাও প্রজাগণ! অবারিত-দ্বার বাজভাণ্ডাবে গিয়ে আত্ম-রক্ষা, পরিবারবরক্ষার সম্বল গ্রহণ কব। আজই মন্ত্রি! নগরে নগবে, জনপদে জনপদে, গ্রামে গ্রামে ঘোষকদের পাঠিয়ে ঘোষণা কত্তে বল—রাজভাণ্ডাব অবারিতদ্বার, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাগণ সপরিবাবে জীবন রক্ষা করুক।

প্রজাগণ। (সানন্দে) জয় মহারাজ অঙ্গপতিব জয়! জয় মহারাণী-মা'র জয়। জয় রাজকন্যেব জয়!

(নর্ম্মসখাব প্রবেশ)

মহাবুদ্ধি। মহারাজ! এখনি রাজভাণ্ডারেব দ্বাব খুলে দিচ্চি; কিন্তু এতে তো আপনার সুবিশাল অঙ্গরাজ্যের বিপন্ন প্রজাদের অধিক দিন ভরণ-পোষণ চল্‌বে না।

লোম। কেন সচিব?

মহা। দিগন্তব্যাপী মহারণ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠলে শত শত কূপোদকে কি নির্ব্বাপিত হয়?

লোম। হা, আমার সাধের রাজ্য লোমহর্ষণ দুর্ভিক্ষানলে ভস্মীভূত। বাজ্য-প্রজারক্ষাব তবে কি উপায় নেই?

মহা। আছে মহারাজ!

লোম। কি উপায়?

মহা। ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

লোম। আমার ভাগ্যে তা অপ্রাপ্য। আমি দেবনিন্দক, বিপ্রনিন্দক, প্রজাঘাতী, অতি নিষ্ঠুব ক্ষত্রকুলেব চণ্ডাল!

মহা। নরনাথ! আপনার এই আত্মনিন্দাই এক্ষণে দেবনিন্দা, বিপ্রনিন্দার মহাপ্রায়শ্চিত্ত, রাজপ্রাসাদে অনুগ্রহ ক'রে চলুন; রাজ্যরক্ষাব অব্যর্থ উপায় নিবেদন করবো। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণের মুখে সে উপায় অবগত হয়েচি।

লোম। ব্রাহ্মণগণের মুখে? যে ব্রাহ্মণকে পাপকামলালসায় উন্মত্ত হয়ে অপমান করেচি, সেই ব্রাহ্মণগণই আবার এই মহাপাতকীর মঙ্গলের জন্য অযাচিত হয়ে, স্নেহ-করুণা দান করেছেন? এতক্ষণে বুঝলেম, পবিত্র ব্রাহ্মণই নররূপে দেবতা। আমি আমার রাজ্য ও প্রজার জীবনস্বরূপ সাত্ত্বিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে কোটি কোটি নমস্কাব করি।

[সকলেব প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চম্পানগরী—কেলিকুঞ্জ।

যুবতী বেশ্যাগণ।

সকলে। (তৌর্য্যগীত)

অলি ঘুবে ঘুবে, খোসামুদী সুবে,
সাধে সোহাগে চু ময়ে ফুলে।
ও নয় সোহাগ, নয় অনুবাগ,
মধু লুটে অলি পালাবে সেলে॥

১ম বেশ্যা। শিখে নে অলিব ফুলভালবাসা।
২য় বেশ্যা। করিস্ নে লো সই, পুরুষেব আসা।
৩য় বেশ্যা। বুকে ছলা-খেলা।
৪র্থ বেশ্যা। মুখে মিঠে ভাষা।
সকলে। কূল দেবো ব'লে ভাসায় অকূলে॥

(লম্বোদরীর প্রবেশ)

১ম বেশ্যা। ও দাদা। পাখী শেকল কেটে উড়্‌লো না কি? এই কি তার যাবো আর আস্‌বো?

লম্বো। ওলো চামেলি। চমকাস্ কেন? এ কেলি-কুঞ্জপিঞ্জরের চাব ধারে গণ্ডী দিয়েছি, উড়বে কোথা? তায় আবার তোদের রূপ-ডুরীতে তার ডানা বাঁধা, ডুরীর গোড়া আমার হাতে, টান্‌বো আব আন্‌বো আমি হেন শিক্‌রের কাছে সে হেন গঙ্গাফড়িং! ফু! ফু!—হরে মুবাবে।

(বেগে নর্ম্মসখার প্রবেশ)

নর্ম্ম। (স্বগত) বাপ! শিক্‌রে ব'লে শিক্‌বে, পাহাড়ে শিক্‌রে। রাজা তো খাজা, পবর্তে পবতে খুলেচো, ঠোকরে ঠোকবে গিল্‌চো।

লম্বো। এসেই যে চুপ।

নর্ম্ম। চুপ ক'রে গিল্‌চি তোমাব রূপ, (কীর্ত্তনের সুরে) মরি রে মবি! কিবে তিলক-ফোঁটা, কিবে নাক মোটা, কিবে রসকলি, কিবে কুঁড়োজালি, কাঁচা পাকা মাথাভবা চুলেব ঝাঁকা, কিবে নয়ন দুটি, কোটরে ঢুকেও আঠার ভাজা, কিবে ফোগ্‌লা দন্তপাটি, মেড়োজোড়া মিশিমাজা। (কথায়) হে হে শুকসুন্দরি!

অৰ্দ্ধযৌবনে তুমি জলটুকু, আর এখন এই বৃদ্ধযৌবনে ক্ষীরটুকু ম'রে চাঁচিটুকু।

১ম বেশ্যা। (রোষে) আমাদেব দাদাকে ঠাট্টা ক'চ্চো ?

নর্ম্ম। ও বাবা! দাদা আবার কে ?

১ম বেশ্যা। চোখের মাথা খেয়েচো ? এই যে দাদা। আমাদের কন্মেগত কুল, আমরা কি তোমাদের মত মা'র মাকে দিদি বলি ? খবরদার! ঠাট্টা-ফাট্টা ক'রো না, দাদা আমাদের মুরুব্বী।

লম্বো। না লো না, খাট্টা নয়, মিন্সে বেশ রসিক, এ ঠাট্টা নয়, মিঠে খাট্টা। গোবিন্দ, গোবিন্দ।

নর্ম্ম। জহর চেনে জহুরী—হরফ চেনে মুহুরী। ওরা বাচ্ছা, সাঁচ্চা রসের কি সোয়াদ পাবে ? আগে জ'লো রস ম'রে চাঁচিটুকু হও, তবে বুঝবে গো', বুঝবে।

লম্বো। রাজা কি কচ্চেন ?

নর্ম্ম। খাবি খাচ্চেন।

লম্বো। খাবি !

নর্ম্ম। বেজায় খাবি! মাছ যেমন জলছাড়া হলেই খাবি খায়, তেম্নি রাজা লোমপাদরূপ কাৎলা এতক্ষণ তোমাদের রূপ-রূপ ক্ষীর-সমুদ্রে বেহুঁস হয়ে সাঁতার দিচ্ছিলেন, মহাবুদ্ধি মন্ত্রী মৎস্য অবতারকে উদ্ধার ক'রে যেমন রাণীরূপ কূলে তুলেছেন, আর খাবি খাচ্চেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাওয়ার গতিক দেখে, আবার দেবভাব পাওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে!

যুবতী বেশ্যাগণ। সে কি ? সে কি ? ও দাদা!

লম্বো। হবে হবে! ওলো, রোস বোস্, ভাল ক'রে শুনি, তলিয়ে বুঝি। হ্যাঁ ঠাকুর, তোমার ও হেঁয়ালীর অর্থ কি ? রাজা শেষ বুড়োবয়সে মেনী-মুখো হ'লো না কি ? হুঁঃ, রাজার রাণী হোন্ আর পাত্তরের পাত্তন্নীই হোন্, গেরস্তর মেয়েদের গুণ করাকে বলি হারি! গোবিন্দ গোবিন্দ! তা ছুঁড়ীরে, ভাবছিস কেন ? কপাল তো আর কেউ নেবে না। এক রাজ্যি গেলে সাত রাজ্যি আছে—এক রাজা গেলে লক্ষ রাজা আছে। হরে মুরারে মুকুন্দ শৌরে!

নর্ম্ম। ভাল বলেচো চাঁচি ঠাক্‌রোণ! একবার দেখ তো, কোন্ অনামুখো রাজা সিংহাসনে বসেচে, রাজকর্ম্ম দেখচে; প্রজাদের সুখে রেখেচে, কার রাজ্যিতে দুচার মুঠো ধান হয়েচে, একবার পড় তো গিয়ে পঙ্গপালের মতন। তোমাদের মহিমায় সমস্ত ভারতবর্ষটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যাক্। ইন্দির ঠাকুরও ভিস্তিগিরি থেকে ছুটী পান, আর সমস্ত ভারতবাসী শশ্মান-বৈরাগ্য লাভ ক'রে ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাক্।

১ম বেশ্যা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমরা তো পঙ্গপাল, তুমি যে রঙ্গলাল আছ, তাই ভাল। দেখ না, অনাবিষ্টি হয়েচে, তাতেও আমাদের নিন্দে, যেন আমরা আকাশে ছিপি এঁটে দিয়েচি।

নর্ম্ম। চট কেন চোদ্দপুরুষেরা, তোমাদের পিণ্ডির যোগাড় না ক'রে কি আমি নিশ্চিন্ত আছি ? হাতাহাতি একটা কাজ আছে, পার তো দাঁও মারো।

যুবতী বেশ্যাগণ। কি কি কি ?

লম্বো। আ, গেল যা ছুঁড়ীরে, গোল করে দেখ! দাঁড়া, শুন্‌তে দে। হ্যাঁগা, কি কাজ ? কি দাঁও ? আমরা কি পার্‌বো ? আমাদের কপালে কি হবে ? গুরু সিদ্ধিদাতা!

নর্ম্ম। যদি হয়, তোমাদের কপালেই। রাজা ঢেঁড়রা ফেরাচ্চেন, নকীব ফোক্‌রাচ্ছে, যে, তাঁর কাজ সফল ক'রে দিতে পার্‌বে, তিনি তাকে দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দেবেন। আমি ঠাওরালেম, ও হাঁক্‌রানো ফেঁক্‌রানোর কাজ নয়, কাজ যদি হয় তো আমাদেরি আঁচল পাক্‌ড়ে।

লম্বো। বলি, কাজটাই কি শুনি।

নর্ম্ম। তোমাদের পক্ষে অতি সোজা কাজ, একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানের মস্তক-ভক্ষণ। অতি সুস্বাদু, ফল-মূল খেয়ে বনে থাকে, সবে এই শিং বেরিয়েচে, দিব্যি নধর, এই কৌশিকী নদীর ধারে, টুপ কোরে সেখানে একটি ডুব দিয়ে, তেষ্টা ভাঙবার মত একটু জলযোগ মাত্র।

১ম বেশ্যা। আ গেলো যা বিট্‌লে বামুন! আমরা রাক্ষসী না কি ? ছেলে খেয়েই থাকি না কি ?

নর্ম্ম। আহা, তোমরা কি যে সে দাঁতে ছেলে খাও ? তোমাদের যে বিষ-দাঁত আছে গো। যার গায়ে সে দাঁত বসাও, সে মনে করে, আমায় সুড়সুড়ি দিচ্চে। তা দেখ, যা বল্‌ছিলেম, বাচ্ছাটি বেশ নাদুস-নুদুস্ বটে, কিন্তু ধাড়ীটে কিছু বাঁকেড়া। তা চাঁচি ঠাক্‌রোণ আছেন, ওঁর মেড়ের কামড় ছাড়িয়ে যে কেউ শিকার কেড়ে নিতে পারে, আমার তো তা বোধ হয় না।

লম্বো। (সহাস্যে) তোমার হেঁয়ালী রাখ; কাজের কথা কও। গোবিন্দ হে মধুসূদন!

নর্ম্ম। তবে বামুন ঠাকুররো যে শাস্ত্রের ব্যবস্থা দেছেন, মন দে শোনো—কৌশকী নদীতটে কশ্যপ-বংশীয় বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম। বিভাণ্ডক ঠাকুরের ব্রাহ্মণী হরিণীর গর্ভে সবে ঐ একটিমাত্র ছেলে; নাম ঋষ্য-শৃঙ্গ। ছেলেটি কখন বাপ-ছাড়া অন্য মানুষের মুখ দেখে নি। বড় সরল, মাতৃসম্পত্তির মধ্যে শিংটুকু আর সারল্যটুকু পেয়েছে। বাপকে না দেখলে ছেলে আকুল, ছেলেকে না দেখলে বাপ ব্যাকুল। ভাঁড়িয়ে ভুঁড়িয়ে একটি অসাধ্য কর্ম্ম সাধনের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আন্‌তে হবে; কিন্তু বিভাণ্ডক

মুনি জানতে পাল্লে ছেলে পাওয়া ভার। বোঝো এখন, পায় ত এগোও—দশ লক্ষ—দশ শো হাজারে দশ লাখ।

লম্বো। (ভাবিয়া) তুচ্ছ, তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ, এই তোমার শক্ত কাজ? গোবিন্দ—অতি তুচ্ছ।

২য় বেশ্যা। (ভয়ে) ও দাদা! বলিস্ কি? মনি যে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে।

লম্বো। শিবের সাধ্যি নেই, তা মনি।

নর্ম্ম। তা ঠিক, তোমার নয়ন-মণির কাছে আবার ঋষি-মনি।

(গীত)

দৃষ্টি তোমার সৃষ্টি নাশে
বিষবৃষ্টির হুহুঙ্কারে।
চোম্‌কে উঠে পলায় ছুটে
চোদ্দভুবন পগার-পারে॥
ব্রহ্মা ছোটে বিষ্ণু ছোটে, আর ছোটে শিব,
হাঁস, গরুড় ষাঁড় ছোটে,
বেরিয়ে পড়ে জিব;—
মোষে চোড়ে তেড়ে ফুঁড়ে
যমটা ছোটে অন্ধকারে।
বাসী মড়া খাড়া হয়ে,
তোমার ভয়ে ছোটে
থুবড়ো বুড়ো হামাগুড়ি দে,
কুম্‌ড়ো হেন লোটে;
দুধের ছেলে টাউরে উঠে,
পায়রা লোটে আঁতুড়-ঘরে॥

লম্বো। তোমার ও নক্কা মক্কা ন্যাকরা ম্যাকরা রাখ, এখন শোনো, আমি যা চাইবো, রাজা তা দিলে পারি। হরি হে।

নর্ম্ম। আচ্ছা, তার জন্যে চিন্তা কি? কাজ সারতে পাল্লে দশ লক্ষের জায়গায় বিশ লক্ষ হবে।

লম্বো। সে তো পঞ্চাশ লক্ষ আদায় করবো, তা ছাড়া কতকগুলো জিনিস চাই।

নর্ম্ম। বল, কি কি চাই।

লম্বো। একখানি বড় ময়ূরপঙ্খী নৌকো।

নর্ম্ম। আচ্ছা।

লম্বো। রকম রকম নাড়ু হবে তার ফল।

নর্ম্ম। হুঁ! আচ্ছা, আচ্ছা।

লম্বো। লুচি হবে তার পাতা।

নর্ম্ম। বা! বেশ বেশ।

লম্বো। আর ছাঁচে গড়া আধাছানার আম, তাল-শাঁস, আতা, পেয়ারা, জামরুল ইত্যাদি ক'রে ঝোড়া ঝোড়া চাই।

নর্ম্ম। আচ্ছা।

লম্বো। তার পর গোবিন্দ হে!

নর্ম্ম। আচ্ছা।

লম্বো। ময়ূরপঙ্খীর খোলের মাঝখানে একটি রূপোর ছোটো পুকুর। পুকুরে মিছরির সরবৎ হবে তার ফটিক-জল।

নর্ম্ম। আচ্ছা, বেশ।

লম্বো। তা ছাড়া আরও কতকগুলো বিলেস্‌দেব্যো, এই যেমন ধর, আতোর, গোলাপ, কস্তুরী, আয়না, খেলনা, ছবি-টবি। বস্, হরে মুকুন্দ মুরারে।

নর্ম্ম। আচ্ছা, এ সব আজই ঠিক হবে।

লম্বো। আজ ঠিক হলেই কা'ল ভোরে জলে ভরা ভাসাবো। গুরু কর্ণধার, ভবসাগর কর পার।

নর্ম্ম। কাজ হাসিল হ'লে ঐ মোণ্ডা-মেঠায়ের গাছ ক'টায় তোমাদের সেই একটা কি মন্তর প'ড়ে দিও তো, যাতে শিকোড় বেরোয়, আমার খিড়্‌কীতে বসিয়ে দেবো। (ভাবিয়া) হাঁ, আরো একটা কথা, এই রক্তবীজের ঝাড়ের সবগুলিই কি তোমার বিওনো?

লম্বো। কতক বিওনো, কতক জীওনো।

নর্ম্ম। তবে আরও গোটাকতক মোটা মোটা পাট্‌ঠাওগোছের জীওনো ঝাড় চাই। এরা তো দাঁড় ছুঁলেই আড় হয়ে পড়বে, তার পর দাঁড়টানা।

লম্বো। ভেবো না। ঠাকুর, ভেবো না। আমাদের গুণ আছে, সে গুণের টানে, ময়ূরপঙ্খী বিশগুণ ছুটবে, দীনবন্ধু!

নর্ম্ম। গুণে যে তেমোদের ঘাট নেই, তা আমি বিলক্ষণ জানি। এখন দেখ, চাচি ঠাক্‌রোণ, পারবে তো, তা হ'লে তোমার নামে ঢেঁড়রা ধরি।

লম্বো। দু হাতে ধর গে।

নর্ম্ম। ভ্যালা মোর দাদা।

[প্রস্থান।

বেশ্যাগণ। (গীত)

রূপধনুকে জুড়ে নয়ন বাণ।
আয় লো ছাড়ি মেরে টান॥
নয়ন-বাণ লাগলে নয়নে,
ও সই, চৌদ্দ ভুবনে,
কেবা বল আছে হেন
দেয় না সোঁপে ধন প্রাণ,—
ঘুমন্তে জাগাই তুলে আচম্কা তুফান॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আশ্রমারণ্য-পথ।

বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গ

বিভা। বৎস। কথা কইতে কইতে অনেক দূর এসেছো, এবার আশ্রমে ফিরে যাও। এই ফলগুলি লও। আমি আবার তপোবনে গিয়ে, তপস্যার পর সন্ধ্যার সময় তোমার নিমিত্ত আরও ফল নিয়ে যাব। তুমি এখন আশ্রমে গিয়ে, স্নানাহ্নিক পূজা সেরে এই ফলগুলি খেয়ো। অপরাহ্ণসময়ে হোম-ধেনু দোহন ক'রে পাত্রপূর্ণ দুগ্ধ রেখো। আমার সান্ধ্যহোমের জন্য অগ্নিহোত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত ক'রে রেখো।

ঋষ্য। আচ্ছা পিতা, সব ঠিক ক'রে রাখবো। আপনি আজ কত দূরে তপ করতে যাবেন?

বিভা। পঞ্চক্রোশ দূরে যোগারণ্যে। বেলা বেড়ে উঠচে, যাও বৎস আশ্রমে।

ঋষ্য। যে আজ্ঞে, প্রণাম।

বিভা। জীবের জীবনরক্ষক হও।

[প্রস্থান।

ঋষ্য। (গীত)

গহন বনে, আপন মনে, ফুল ফুটে ওই গাছে গাছে।
মৃদুল বায়ে, গায়ে গায়ে, ঢ'লে ঢ'লে কেমন নাচে॥
ভালবাসে নাচন-খেলা,
ভালবাসে হাওয়ায় দোলা,
চায় না ওরা কেমন ধারা, আর কি খেলা কোথায় আছে।
ফুলের নাচন দোলন দেখে,
পাখীগুলি নিচ্ছে শিখে,
নাচে ডালে, তালে-তালে, গান গাচ্চে ফুলের কাছে,—
আমিও নাচি গেয়ে গেয়ে, ফুল-পাখীদের সরল ধাঁচে॥

ওই বাবা যাচ্চেন, একবার গাছের আড়ালে অদৃশ্য হচ্চেন, আবার দৃশ্য হচ্চেন। ঠিক যেন সূর্য্য একবার মেঘের আড়ালে, আবার ফাঁকে। ওই বাবা ফিরে দাঁড়িয়ে, আমায় হাত নেড়ে আশ্রমে যেতে বল্‌চেন। যাই, না হ'লে দুঃখ করবেন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৌশিকী নদী।

নৌকোপরি লম্বোদরী ও যুবতী বেশ্যাগণ নৌকাবাহনে নিযুক্তা।

সকলে। (তৌর্য্যগীত)

(আমরা) নতুন নেয়ে যাচ্ছি বেয়ে নতুন তরণী।
না পেয়েও কূল, হইনে আকুল, কূল কি মোরা মানি।
১ম বেশ্যা।—
কলঙ্কেরি তুফান দেখে ডরাস্‌নে লো সই,
২য় বেশ্যা।—
উজোন ঠেলে, চল লো চ'লে আমি কাঁচা মেয়ে নই,
সকলে।—
ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ পড়ছে জলে মন-মজানো দাঁড় ক'খানি।
৩য় বেশ্যা।—
ও সই, মিঠেন বাতাস চাই,
৪র্থ বেশ্যা।—
জানি, তবেই লো কূল পাই,
১ম বেশ্যা।—
ঠিক, আমিও জানি তাই,
২য় বেশ্যা।—
তবে, গউন কেন, ভাই,
সকলে।—
আয় কোসে বাই, চল ভেসে যাই, দিবস-রজনী।

১ম বেশ্যা। সত্যি সত্যি দাদা, আমরা আর পারিনি-হাত টন্‌টনিয়ে গেল।

২য় বেশ্যা। আমার আঙ্গুলগুলো টন্‌টন্ কচ্চে!

৩য় বেশ্যা। চামেলি। আঁচলখানা ক'রে আমার পিঠের ঘাম মুছে দে না ভাই।

১ম বেশ্যা। দাঁড়া, নিজে সামলাই। দাদা, এইখেনে একবার নোঙর করবো? আর যে চলে না।

লম্বো। চোল্‌বে লো চল্‌বে, আর বেশী দূর নেই, ওই আশ্রম দেখা যাচ্চে। গুরু, দেখা দাও।

১ম বেশ্যা। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) কৈ আশ্রম?

৩য় বেশ্যা। মুনি-ঋষিরে কি তালগাছের ওপর কুঁড়ে বাঁধে? ও বাবা, উঠবো কেমন ক'রে?

লম্বো। কপি কলে টেনে তুলবো, এখন দাঁড় টান। আমার এই কাহিল শরীর, তবু ধুঁকে হালে ঝিঁকে মাচ্ছি, আর তোরা অমন ডবকা টাট্টু; তবু (সানুনাসিক স্বরে) দাঁ—দাঁ,—আঁ—র—পাঁ—রি—নি। নেকি!

৩য় বেশ্যা। তোমার হাড় তা নয়, অষ্ট-বজ্জর।

লম্বো। ওলো নেকিরে! ন্যাকামি রাখ, কষ্ট যাবে, সার-গান ধর্। বেলা প্রায় দুপুর, বুড়ো ঋষি এখন অনেক দূরে তপ কর্‌তে গেছে। দূরে নৌকা বেঁধে লুকিয়ে সন্ধান নিয়ে তার পর হালুম ক'রে ছেলে ধরার দল গিয়ে পড়বো। দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু দেও। কম নয়, দশ লক্ষ। দশ লক্ষকে পঞ্চাশ লক্ষ ক'রে মেঝেয় পুতবো, তবে আমার নাম লম্বোদরী। গুরু কুলাও। ওলো, এখন সবাই মিলে ধর সার গান।

সকলে। (গীত)

ধর্‌বো বনের হরিণে, যাই লো ভেসে আয়।
ধীরে ধীরে চল্‌ছে তরী মৃদুল মৃদুল বায়॥
মোহন-বাগান তরীর মাঝে,
আমরা সাজি মোহন-সাজে,
কেটে জল, কল্ কল্ কল্, তরী বয়ে যায়,—
দেখলে তরী, কর্ণধারী, মুনির মন টলায়।

[নৌকাসহ সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কৌশিকী নদীতটে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম।
সূর্য্যপূজায় ঋষ্যশৃঙ্গ নিযুক্ত।

ঋষ্য। (পূজান্তে গীত)

রবি, কে যেন আমায় বলে,
তোমায় আমায় ভিন্ন নই।
তাই কি আমি তোমার পানে
পল বিপলে চেয়ে রই॥
সাগর থেকে তুলে জল,
গড় তুমি মেঘের দল,
(আবার) মেঘ নিঙ্‌ড়ে বৃষ্টি ছড়াও শুক্‌নো
ভুঁয়ে জল থই থই থই,—
আমিও নাকি তেম্নি করি,
কিন্তু পারি বুঝতে কই?

(মন্ত্রপাঠ)
জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
(প্রণাম)

বেলাও ত দেখছি দ্বিপ্রহর হয়ে উঠলো, যাই, এইবার ফল-জল খেয়ে যজ্ঞাগ্নির জন্য অরণিমন্থন করি। তার পর আবার হোমধেনু দোহন করতে হবে। (গমনোদ্যোগ ও নেপথ্যের দিকে দেখিয়া অতিবিস্ময়ে স্বগত) অ্যাঁ, ও সব কি? সরোবরের ফোটা পদ্মগুলি কি গোছা বেঁধে চ'লে আস্‌চে? ফুল চল্‌তে পারে? কৈ, তা তো কথনো দেখিনি, বাবাও তো সে কথা এক দিনও বলেন নি? না না, ওগুলি ফুল নয়। রেতের বেলায় আকাশের চাদ চলে দেখেছি; আজ কি ভুলে দিনের বেলায় ভূতলে চোলচে? একটি আধটি চাদ নয়, চাঁদের মালা। এই যে, এই দিকেই আস্‌চে, যত এগুচ্ছে, ততই ফুটে উঠ্‌চে। বা, আবার এ চাদগুলির নাক চোখ মুখ আছে। বেশ চোখ, বেশ নাক, বেশ মুখ! আসুক আসুক, আমি ধ'রে কোলে ক'রে রাখবো, বাবা এলে দেখাব। বাবাও কখন এমন চলন্ত চাঁদ দেখেন নি। (কিয়ৎক্ষণ পরে) কৈ, চাদও তো নয়। তবে ওগুলি কি? (ভাবিয়া) ও, বুঝেচি, জল-দেবীরা কৌশিকী নদী থেকে উঠে এসে রোদ পোয়াচ্ছে। আসুক, আসুক, আমি আরাধনা ক'রে আশ্রমে রাখবো, বাবা এলে দেখাবো। ওই যা, জলদেবতাও তো নয়, এদের যে আমার মত দেখচি। আমারই মতন গঠন, কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে মিল নেই, রূপে রূপে মিশ নেই, কিন্তু এরা ঋষি নিশ্চয়। তাই বা কি ক'রে বলি? আমি আর আমার পিতা ছাড়া আর কি ঋষি আছে? থাকলে অবশ্য দেখতে পেতেম। তবে এঁরা কারা?

(অগ্রে যুবতী বেশ্যাগণ ও পশ্চাৎ লম্বোদরীর
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বেশ্যাগণ। (গীত)

লাস্য লীলন, হাস্য খেলন,
খেলহু সব সঙ্গিনি।
ঠমকি ঠমকি, চমকি চমকি,
করহু রঙ্গ রঙ্গিণি!
ঠার ঠোর চাহনি চাও,
ভাব-ভুলন গান গাও,
সুর-তরঙ্গ-রস ছিটাও, লাও ফুল কি বাণ,—
অঞ্চল-দল চঞ্চল কর, আও চারু-অঙ্গনি!

ঋষ্য। আগতং স্বাগতম্। আপনারা দেবই হউন, আর দেবীই হউন, প্রণাম করি। (প্রণামোদ্যোগ)

১ম বেশ্যা (ঋষ্যশৃঙ্গের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাধা দিয়া) আহা হা, ঋষিকুমার, কর কি? আমাদের প্রণাম করলে এখনি অদৃশ্য হব, আর দেখতে পাবে না।

ঋষ্য। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, দেখতে পাব না? আচ্ছা, আর প্রণাম কোরবো না। আপনারা কি দেবতা?

১ম বেশ্যা। না, আমরা ঋষি।

ঋষ্য। আহা, আপনার কণ্ঠস্বর কি মধুর! আমি এই আশ্রমের তরুশাখে, লতাকুঞ্জে সারাদিন পাখীর গান শুনি, তা কিন্তু এমন মধুর নয়। ঐ দেখুন, আমাদের আশ্রমপদের পাখীরা আপনাদের দেখে নীরবে গাছের ডালে ব'সে আছে, লজ্জায় সাড়া দিচ্ছে না।

লম্বো। ও ঋষিকুমার! আমরা কি যে সে ঋষি? পাখী ত পাখী, দেবতারাও আমাদের দেখে অবাক্ হয়ে থাকে। গুরু নয়ন-রঞ্জন-অঞ্জন-শলাকা।

ঋষ্য। (প্রথম বেশ্যার প্রতি) মুনিবর! আপনাদের পশ্চাৎ হ'তে যিনি কথা কচ্ছেন, ঐ পুরাতন ঋষি কি আপনাদের পূজ্যপাদ পিতা?

১ম বেশ্যা। না, উনি আমাদের পরম-পূজ্য পিতামহ।

ঋষ্য। পিতামহ? তবে পদ্মযোনি ব্রহ্মা? উত্তম, উত্তম, আসুন আসুন, প্রভু, আমার সম্মুখে আসুন। আপনার পবিত্র পাদ-পদ্ম দর্শন কোরে চরিতার্থ হই।

লম্বো। (স্বগত) ছেলেটা নেহাৎ সাদা-সিদে, মেয়ে-মদ্দ-ভেদাভেদ জ্ঞানটুকুও নেই। আমাদের পুরুষ ব'লে অবলীলেয় বিশ্বেস কোচ্চে। আর যায় কোথা? এ ছেলে তো লম্বোদরীর ফাঁদে প'ড়েই আছে। এক ফুঁয়ে উড়িয়ে নে যাবো। গুরু, পার কর!

ঋষ্য। আর্য্য, নীরবে কেন দণ্ডায়মান? আসুন আসুন, আসুন, আসন গ্রহণ করুন। পাদ্যার্ঘ দিয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করি।

(যুবতী বেশ্যাগণের হাস্য)

লম্বো। (জনান্তিকে) ওলো, তোরা করিস্ কি? হাসিস্নি, হাসিস্নি, ছোঁড়া ভোড়্কে যাবে। (ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি) মুনিকুমার! তোমার সেবায় অতি তুষ্ট হনু।

ঋষ্য। আর্য্য! "হনু" কাকে বলে?

লম্বো। (স্বগত) এই মজালে? ছোঁড়া এ দিকে ন্যাকা, কিন্তু কথার ছল ধ'র্তে খুব পাকা। গুরু রক্ষে কর! (প্রকাশ্যে) বালক! আমাদের ভাষার সকল কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

ঋষ্য। আপনারা কোন্ আশ্রমী?

লম্বো। মোহাশ্রমী।

ঋষ্য। মোহাশ্রমী? পিতার মুখে শুনেচি, আশ্রম সর্ব্বসমেত চারিটি—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, আর ভিক্ষুকাশ্রম। কৈ, মোহাশ্রমের নাম তো শুনি নি।

১ম বেশ্যা। শোন নি, এইবার শুন্‌লে তো?

ঋষ্য।—শুন্‌লেম, কিন্তু বুঝতে পাচ্চিনি।

লম্বো। (যুবতী বেশ্যাগণের প্রতি) ওলো! সকলে মিলে মোহাশ্রমের মর্ম্ম মুনিকুমারকে বুঝিয়ে দে।

ঋষ্য। মুনিবর! "ওলো" বলে কাকে?"

লম্বো। তোমরা "ভো ভো" বল কাকে?

ঋষ্য। এখন আমাদের 'ভো ভো' অতি কর্কশ, আপনাদের 'ওলো' অতি সরস। এবার থেকে আমিও আপনাদের 'ওলো' ব'লে সম্বোধন করবো। এখন আপনাদের মোহাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-ব্যবহার, যোগ-তপস্যা, রীতি-নীতি কিরূপ, ব্যাখ্যা কোরে আপনাদের এ অনুগত ভৃত্যকে চরিতার্থ করুন।

লম্বো। অবশ্য, অবশ্য! আজ আমি তোমায় শিষ্য কোর্‌বো, একটু অপেক্ষা কর।

(গমনোদ্যোগ)

ঋষ্য। (শশব্যস্তে) ওলো তপোধন! কোথায় যান? ওলো গুরুদেব! তিষ্ঠ তিষ্ঠ! আপনি অন্তর্দ্ধান কল্লে কে আপনার এই স্বগতপ্রাণ দীনহীন শিষ্যকে যোগাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড শিক্ষা দেবে?

লম্বো। ভয় কি? আমার এই পৌত্রগণ ততক্ষণ আরম্ভ করুক্, আমি এসে শেস করবো।

ঋষ্য। (কাতরে) ওলো ওলো, পূজ্যপাদ পিতামহ! অধীনকে ত্যাগ কোরবেন না।

লম্বো। ওলো! না লো না! গুরু সত্য নিত্যধন, হরি হরি বল মন।

[প্রস্থান।

১ম বেশ্যা। ঋষিকুমার! এই দেখ, আমাদের মনোহর মোহাশ্রমের যোগক্রিয়া (সকলের নৃত্য ও ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তধারণ)

ঋষ্য। (সানন্দে) আহা, অতি কোমল কর-পল্লব! ফুলের চেয়েও নরম! মুনিবর! এ সব ক্রিয়ার নাম কি?

১ম বেশ্যা। ফাঁদ—বাঁদ—ছাঁদ।

ঋষ্য। (দ্বৈত-গীত)

আ মরি মরি, শিহরি শিহরি,
কি এক লহরী ছুটিছে প্রাণে।
১ম বেশ্যা। আলসে মজিয়ে, নয়ন মুদিয়ে,
কেন হে? চাও হে আমার পানে।
ঋষ্য। কি এক আবামে, কি এক ঘুমে,
কি এক স্বপন ভুলায় মোবে।
১ম বেশ্যা। এ বা কি স্বপন, মনোবিমোহন,
নতুন স্বপন দিব হে তোরে।

ঋষ্য। তাই তো, আপনাদের মোহাশ্রমের যোগে এত আমোদ, তা জান্‌তেম না। আচ্ছা, এ যোগে তো মুক্তিলাভ হয়?

১ম বেশ্যা। মুক্তি তো হাতে হাতে। পরব্রহ্ম হস্তভস্ত, তা ছাড়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত টল্‌টলায়মান।

ঋষ্য। ধ্রুবং ধ্রুবম্। দেখুন, আমার বাবাকেও কৃপা ক'রে আপনাদের যোগ শিখিয়ে দেবেন। তিনি হঠযোগ, রাজযোগাদির নানারূপ মুদ্রা জানেন, কিন্তু এমন মনোহর মুদ্রা জানেন না।

১ম বেশ্যা। তথাস্তু।

ঋষ্য। আপনাদের অঙ্গে এ কিসের সৌরভ?

১ম বেশ্যা। বিভূতির।

ঋষ্য। আহা, বিভূতির এমন মনোহর সৌরভ! (২য় বেশ্যার বেণী ধারণ করিয়া) আপনাদের মস্তকে এ কি?

২য় বেশ্যা। জটা।

ঋষ্য। (৩য় বেশ্যার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া) এ সব কি?

৩য় বেশ্যা। বল্কল।

ঋষ্য। (৪র্থ বেশ্যার মুক্তামালা স্পর্শ করিয়া) এগুলি?

৪র্থ বেশ্যা। রুদ্রাক্ষের মালা।

ঋষ্য। বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! আমাদের আশ্রমে এ সব পাওয়া যায় না। ওলো মুনিগণ! আপনাদের মোহাশ্রম কত দূর?

১ম বেশ্যা। কেন লো ঋষিকুমার?

ঋষ্য। আমি বাবাকে পাঠিয়ে দেবো। তিনি আপনাদের মোহাশ্রমে গিয়ে এই সকল বিভূতি, বল্কল, রুদ্রাক্ষের মালা আন্‌বেন। নিজেও পর্‌বেন, আমাকেও পরাবেন। (ভাবিয়া) আচ্ছা, না হয় আগে আমাকেই নিয়ে চলুন, আমিই আ'নি।

(দূরে লম্বোদরীর পুনঃ প্রবেশ)

লম্বো। (স্বগত) আড়াল থেকে সব শুনেচি—সব দেখেচি। বাচ্চা পাখীর পালকে আটাকাটি লেগেচে। এইবার ধরি আর ঝোলার পুরি। গুরু সহায়!

ঋষ্য। ওলো ওলো মুনিকুলচূড়ামণি গুরুদেব! আপনার চরণে ধরি, আমায় এখনি আপনার শিষ্য করুন। আপনার পৌত্রগণের নিকট মোহাশ্রমের যোগ-মুদ্রার আভাসমাত্র পেয়েচি, না জানি, আপনার নিকট এর কত নিগূঢ় সন্ধান পাবো। ওলো পূজ্য যোগিরাজ! আমার বড় সাধ হচ্চে, সুকঠোর বান-প্রস্থাশ্রমী না হয়ে সুকোমল মোহাশ্রমী হই।

লম্বো। তা বটে, কিন্তু আমাদের সে আশ্রমে না গেলে তো আর তা হ'তে পার্‌বে না। মূঢ় মন, গুরু যেথা চল সেথা।

ঋষ্য। আমি এখনই যাব। বলুন, কত দূর আপনাদের মোহাশ্রম?

লম্বো। এই কাছেই।

ঋষ্য। আচ্ছা, বাবা আস্‌বার আগেই ফিরে আস্‌তে পার্‌বো তো?

লম্বো। অবশ্য। (স্বগত) বও যাদু, একবার ময়ূরপঙ্খীতে তুলতে পাল্লে হয়। (প্রকাশ্যে) এস তবে। গুরু, পথ দেখাও।

ঋষ্য। আচ্ছা দেখুন, একটু বিলম্ব করুন। বাবা আসুন, বাবায় আমায় দুজনেই আজ আপনাদের মোহাশ্রমে গিয়ে মোহাশ্রমী হব।

লম্বো। হ্যাঁ, তা কখন কখন বাপবেটায় আমাদের শিষ্য হয় বটে। পুরুষানুগত শিষ্য করা আমাদের কুলপদ্ধতি; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হোচ্চে না।

ঋষ্য। ওলো গুরুদেব পিতামহ! কেন তা হচ্চে না?

লম্বো। তোমার বাবা এখন আমাদের শিষ্য হবার উপযুক্ত হন নি। তিনি কঠোর, কঠোর তপিস্যেই করুন, তুমি কোমল, কোমল তপ তোমাকেই সাজে। হরি, গুরু, পার কর!

ঋষ্য। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তাই চলুন, আমিই যাই। এর পর ফিরে এসে তখন বাবাকে পাঠাবো, কেমন?

লম্বো। তথাস্তু। এখন এস, সোনার চাঁদ, তুমিই এসো। গুরু সিদ্ধিদাতা।

বেশ্যাগণ। (গীত)

বনের পাখী পড়লো ধরা,
চল্ লো ত্বরা ঘেরে ঘুরে।
চোখে চোখে রাখ্ যতনে
পালিয়ে যেন যায় না দূরে॥
পাখীকে দে লো প্রেমের ফল,
আদরে দে লো সোহাগ-জল,
চুমে চাঁদ-বদনখানি,
নাম পড়া লো মধুর-সুরে॥

[ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

——

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চম্পানগরী—গঙ্গাতটে তীর্থ (ঘাট) ও রাজপথ।

নর্ম্মসখা।

নর্ম্ম। আর কাটফাটা রোদে দাঁড়াতে পারিনি। পা কটকট্, গা লটপট্, প্রাণ ছটফট্! আস্‌বি তো আয় ঝটপট্। উঃ! তাই তো, ময়ূরপঙ্খী কি পাক্ষী হয়ে উড়ে গেল? এই সময় তো ঘাটে ভেড়বার কথা, তা কৈ? বোধ হয়, শিকরে বেটী বাচ্চা সমেত বিভাণ্ডক মুনির ক্রোধানলে প'ড়ে পুড়ে ঘুঁটের পাঁশ হয়ে গেছে। গেলেই মঙ্গল, রাজা বাঁচেন আবার এলেও লাভ, প্রজা বাঁচে। একেই বলে হেঁয়ালি। বড় বিচিত্র ব্যাপার! ঋষিকুমার অঙ্গরাজ্যে পদার্পণ কল্লেই অনাবৃষ্টি নষ্ট হয়ে সৃষ্টি রক্ষে হবে; আকাশে দিগন্তব্যাপী মেঘোদয় হবে; মেঘ হলেই অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হবে; শস্যের মুখ দেখ্‌লেই লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুর প্রজার দুঃখ দূর হবে; দুর্ভিক্ষ পলাবে, সুভিক্ষ আসবে! ছেলে এসে লক্ষ লক্ষ লোক বাঁচাবে, এ তো বড় যেমন তেমন কথা নয়, ভোজবাজীরও ভোজবাজী। ঋষ্যশৃঙ্গ কি ইন্দ্র না বরুণ? একাধারেই ইন্দ্রবরুণৌ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ঐ যে, ঐ যে সাধের ময়ূরপঙ্খী। ঐ যে মহারাজের মাদী ঘুঘুগুলো তালে তালে দাঁড় ফেলে হোল তুলি ক'চ্চে; পাহাড়ে শিকরে পাকা হাড়ে ঝেঁকে ঝেঁকে ঝিঁকে মাচ্চে। হাল তো খেল্‌চে, মাল কৈ? হাঁ, ঐ যে লতাকুঞ্জমাঝে ছেলে বিরাজে। দিব্যি চেহারাখানি, ইন্দ্রই বটে, বরুণই বটে। দৌড়ে যাই, মহারাজকে এই শুভসংবাদ দিই গে।

[বেগে প্রস্থান।

(ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া লম্বোদরী ও যুবতী বেশ্যাগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বেশ্যাগণ। (গীত)

ঘাটে এসে লাগলো তরী।
পরশ-পাথর এই এনেছি কর্‌বো সদাগরী ॥
কিন্‌বি কে রে, আয় রে ঘাটে,
নয় নিয়ে গে বেচ্‌বো হাটে,
আপ্‌সোষে শেষ মর্‌বি ফেটে,
(আমরা) করবো না তো দেরি ॥

লম্বো। ও মুনিকুমার! মোহাশ্রম কেমন দেখলে তো? আরও নতুন নতুন কত কি দেখাই, এস। এখানে আমাদের ইষ্টদেবতার মোহমন্দির আছে। দেখলে মোহিত হবে। গুরু, দেখা দেও!

ঋষ্য। (সুসজ্জিত গঙ্গাতট, রাজপথ, অট্টালিকাদি দেখিয়া) ও লো আর্য্য! মোহাশ্রম তো অতি মনোহর! এমন তো পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। আবার এই কি মোহমন্দির? এ আরও মনোহর।

লম্বো। চল চল, আরো কত দেখবে! গুরু, তুমিই সত্য।

ঋষ্য। ও লো গুরুদেব! ও সব কি?

লম্বো। ও লো শিষ্য! ও সব রাজপথ, অট্টালিকা, তোরণ, ধ্বজা, পতাকা।

ঋষ্য। (নির্ব্বাক্ হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ)

লম্বো। অবাক্ হয়ে রইলে যে? চ'লে চল না? (সহসা আকাশে দিগন্তব্যাপী মেঘোদয়, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ ও মুষলধারে বারিবর্ষণ)

১ম বেশ্যা। (শশব্যস্তে) ও দাদা! গেল, গেল, সব গেল, কাপড়-চোপড় ভিজে গেল। ছেলেটা বাদুলে না কি? যেম্নি ঘাটে পা, অম্নি মেঘ গাঁ গাঁ, জল ঝাঁ ঝাঁ।

লম্বো। ওলো, ছেলে বাদুলে নয়, তোরাই কুঁদুলে, হাউ মাউ ক'রে চেঁচাস নি, মোনির ছেলে ভির্মি যাবে। (পুনর্ব্বার মেঘগর্জ্জন) মধুসূদন, গুরু, মধুসূদন!

২য় বেশ্যা। মা গো! কি গর্জ্জন!

লম্বো। গুরু রক্ষে কর। চুপ চুপ! ও চামেলি, মোনির ছেলের মাথায় আঁচলখানা ঢাক লো ঢাক।

১ম বেশ্যা। তাই তো গা। শিঙের খোঁচায় আমার ভাল দামী ওড়নাখানি ছিঁড়ে যাক্। (বিদ্যুৎ প্রকাশ) ও বাপ রে, কি চক্‌মকানি। আমরা পালাই।

(পলায়নোদ্যোগ)

ঋষ্য। ও লো, আমায় ফেলে কোথায় যান? ও লো! ও লো! কোথায় যান? (সকলের অঞ্চলধারণ)

(বেগে লোমপাদ, করুণা, শান্তা, মহাবুদ্ধি, নর্ম্মসখা, রাজসভাসদ্‌গণ, প্রজাগণ, ছত্রধারকগণের প্রবেশ)

লোম। (সানন্দে) এই যে আমার প্রজাজীবন ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ।

সকলে। জয় জয় ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের জয়!

লোম। বৎস ঋষ্যশৃঙ্গ, আজ অতি শুভক্ষণে আমার দুর্ভিক্ষদগ্ধ অঙ্গরাজ্যে তোমার পবিত্রপদার্পণ। ব্রাহ্মণ-বচনে আমার রাজ্যে তোমায় আনয়ন কল্লেম।

ব্রাহ্মণ-বচন অব্যর্থ, তাই আজ আকাশে ঘনঘটা, বিদ্যুৎছটা, গভীর গর্জ্জন, নিবিড় বর্ষণ, কেবল রাজধানী চম্পানগরীতে নয়, আমার বহু যোজন-বিস্তৃত বিশাল অঙ্গরাজ্যের সর্ব্বস্থলেই এই মেঘ,এই বৃষ্টি, এতে লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবনরক্ষার উপায় হ'ল। এর মূল তুমি। তুমি সাক্ষাৎ সূর্য্য, সাক্ষাৎ ইন্দ্র, সাক্ষাৎ বরুণ-দেবতা। তোমায় কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে প্রণাম করি। (সকলের প্রণাম)

সকলে। জয় মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের জয়।

লোম। বৎস। আমি জানি, তোমার তেজস্বী পিতা মহর্ষি বিভাণ্ডক ত্বদ্গতপ্রাণ, আমি ছলনা কোরে তোমায় আন্‌লেম। এতে তিনি আমার প্রতি অতিশয় রুষ্ট হবেন। তুমি আমার হর্ষ, তোমার পিতা আমার ভয়। সেই দারুণ ভয়নিবারণার্থ আমি সর্ব্বজনসমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, তোমার পূজ্যপাদ পিতার পাদপদ্ম সাক্ষী ক'রে তোমার করে আমার প্রাণস্বরূপা একমাত্র স্নেহের কন্যা শান্তা সম্প্রদান কর্‌বো, আর এই শুভবিবাহের যৌতুকস্বরূপ আমার সমস্ত অঙ্গরাজ্য তোমায় অর্পণ কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চম্পানগরী—রাজপথ।

(মেঘ, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপ্রকাশ)

(টোকামস্তকে দুই জন শিবিকা-বাহকের প্রবেশ)

১ম শি-বা। (বিরক্ত হইয়া) হাঃ শালার বিষ্টি। একদম্ পথ, ঘাট, নালা, খানা, পুকুর, ডোবা ভাসিয়ে দিলে। শালার আকাশ যেন ফুটো হয়ে গেচে, ঝোরচেই, ঝোরচেই, একটুকুও কামাই নেই। হাঁটুভরা কাদা, পথ চল্‌বার যোটি নেই। এই এঁটেল কাদা ভেঙ্গে আবার পাল্কী বওয়া। পা হড়্‌কে পাল্কীও যাবে—সওয়ারীও যাবে, আমিও যাবো। থাম্ রে থাম্, শালার মেঘ থাম্! শালার বিষ্টি ছিষ্টি নাশ কল্লে।

২য় শি-বা। তুই শালা, মনিষ্যি না জন্তু। একবার দেখ দিকি মাঠপানে চেয়ে, কি ফসলটাই হয়েচে। এই আজ বারো বচ্ছর জল জল কোরে দেশময় হাহাকার উঠেছিল, তুই শালাও তো দিনে বিশবার হা মেঘ যো মেঘ—হা জল যো জল কোরে বুক চাপড়েছিলি, পাঁজীভরা দে দ্যাবতার মানৎ করেছিলি, আর যেই বিষ্টি হলো, অম্নি তোর ছিষ্টি গেল। তো শালার কাণ্ড দেখে বেশ বুঝলুম, মনিষ্যিকে তুষ্ট কত্তে দ্যাবতাও হার মানে।

১ম শি-বা। আরে ভাই মুচকুন্দ, আমি কি দ্যাবতাকে গালি দিচ্চি? শালার বিষ্টিকে—বিষ্টিকে।

২য় শি-বা। আরে, ও মেগের ভাই সুমুন্দী! বৃষ্টিই যে এখন আমাদের দ্যাবতার দ্যাবতা—ইন্দির—পরমেশ্বর মা লক্ষ্মী। বিষ্টিকে গাল দিলে কুড়ে কুষ্টি হয়ে মর্‌বি যে রে শালার ভাই সুমুন্দী। তোরই না হয় ক্ষেত-জমী নেই, আমাদের তো আছে, রাজ্যিভর লাখ লাখ পেরজা, তাদের তো আছে। কাল সকালেই গাঁয়ে গিয়ে, ধান কেটে মজা ক'রে মরাই ভর্‌বো। ভাগু মোনির ছেলেকে কোট কোট দণ্ডবৎ করি। ভাগ্যি সিন্ এলো,রাজা পেরজা সব বেঁচে গেলো।

১ম শি-বা। তা যাই বল ভাই, ছেলেটা কিন্তু ভারী বাদুলে।

২য় শি-বা। অমন বাদুলে ছেলে আমাদের বাগ্দী দুলের ঘরে হ'লে বজবাজড়া হাতে ধ'রে মেয়ে গোছিয়ে দিতো। দেখলি তো শালা, বের ঘটাটা কেমন জমকালো।

(ছত্রমস্তকে নর্ম্মসখার প্রবেশ)

নর্ম্ম। আরে ব্যাটারা, শিবিকা কোথা?

২য় শি বা। পাল্কী? হাই সেথা গাছতলায়!

নর্ম্ম। আরে বোকা ব্যাটারা। মেঘবৃষ্টির সময় কেউ কি গাছতলায় থাকে, না কিছু রাখে? গাছের কাছেই বাজের ভয় বেশী। রাজার পাল্কীখানা পোড়াবি কি? যা, ফাঁকে সরিয়ে রাখ্ গে। আর সব বাহকরা কোথা?

২য় শি-বা। ঐ ধরমশালায় ব'সে গুড়-মুড়ির জাওর কাটচে গো ঠাকুর মশাই!

নর্ম্ম। ওরে দ্যাখ্, খুব সাবধান, বিভাণ্ডক মুনির আজই আস্‌বার খুব সম্ভাবনা—আজ না আসেন কা'ল, কা'ল না হয় পরশু, এ নিশ্চয়। খুব সাবধান, মহারাজ যা যা ব'লে দেছেন, মুনি এলে তোরা তাই ঠিক্ ঠিক্ বল্‌বি, পাল্কী কোরে রাজবাড়ী নে যাবি (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া স্বগত) এই যে পাহাড়ে শিক্‌রে আস্‌চে। (প্রকাশ্যে) ও রে, তোরা শীগ্‌গির পাল্কী সরিয়ে রাখ্ গে যা—যা যা।

[শিবিকাবাহকদ্বয়ের প্রস্থান।

(ছত্রমস্তকে ছত্রধারী সহ লম্বোদরীর প্রবেশ)

আগচ্ছ আগচ্ছ স্থূলোদরি জলোদরি!

গীত

তোমার ও উল্কিকাটার
ভেল্কীঘটার অন্ত নেই।
বেমালুম আড়-চাহনি
গুলি-সুতোর পাইনে খেই ॥
তোমার নীলে বুঝা ভার;
মাথা খাবে কখন্ কার,
যেখানে ছুঁচ চলে না, কঁচ গলে না,—
সেখানে বেটে চালাও,
এঁঠে গলাও, তারিফ সেই ॥

(কথায়) ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম মুণ্ডং গৃহাণ, ভো ভো স্থূলোদরি, জলোদরি! বজ্রায় ফট্।

লম্বো। আমার নাম জলোদরী না লম্বোদরী?

নর্ম্ম। কা'ল ছিলে লম্বোদরী, আজ তুমি জলোদরী। এই হুড় হুড় জল্ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল টল-টলাটল, এ তো ওহে আম্‌শীরূপসী! তোমারই রাসলীলে!

লম্বো। আমি বুঝি জলের জালা?

নর্ম্ম। বাপ! এক আধটা নয়, একাধারে দশ বিশ লাখ! যাক্ এখন ঠাট্টা থাক্, কাজের কথা কব, শোন রসময়ী! তোমরা সাপ হয়ে কামড়াও, রোজা হয়ে ঝাড়ো। ছানা-পোনা নিয়ে রাজাকে বেশ এক হাতে আষ্টে পিষ্টে ছোবল মেরেচো, আবার পাকা রোজা হয়ে আজ বিষ ঝেড়েচো। ঘোর দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টির মূলও তোমরা, আবার অকূলের কূলও তোমরা। সত্যি বল্‌চি, তোমাদের ওপর আমি ভারি গরম ছিলেম, আজ কিন্তু তেম্নি নরম হলেম। তুমি আজ আমায় বেশ বুঝিয়ে দিলে,—"বিষোঽপি অমৃতায়তে" অর্থাৎ বিও অমৃত হয়।

লম্বো। আমিও বলি,—
যে আগুনে পোড়ে হাত, তারি তাপে সারে।
যে মাটীতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধ'রে ॥
গোবিন্দ দীনবন্ধু!

নর্ম্ম। তোমার জয়জয়কার হোক্, পঞ্চাশ লাখই পাবে, বিভাণ্ডক মুনি এলে যদি তাঁকেও জল ক'ত্তে পার।

লম্বো। আমরা মাটীও কত্তে পারি, খাঁটিও কত্তে পারি, আবার ফল ফলাতেও পারি, জল ঢালাতেও পারি!

নর্ম্ম। আর লোক ঠকাতে?

লম্বো। সেটা আমাদের দোষ নয়, পুরুষে আগে আমাদের ঠকাতে চেষ্টা করে, তাই ঠকাই,—ঠকান শেখায়, তাই ঠকাই, তোমাদেরি শাস্তরে বলে গো— "শঠের সঙ্গে শঠতা করবে।"

নর্ম্ম। হাঁ, যা বলেচো, তা একেবারে যে বিশ্বাস করা যায় না, তা নয়। আচ্ছা, আমাদের রাজাও কি তোমাদের ঠকিয়েচেন?

লম্বো। না, রাজা ঠকান নি, ঠকালে ঠকতেন— ঠেকতেন। পথে পথে তো ঢেঁড়া পিটিয়েছিলেন, কটা লোক সাহসে বুক বেঁধে, যদিও লাখো লাখো মুদ্রা পুরস্কার, তবু সেই নিবিড় জঙ্গলে সিঙ্গির মুখ থেকে বাচ্চা আন্‌তে গিয়েছিলো? রাজা ঠকান নি, তাই আমরা গিয়েছিলুম। এখানে রাজার যে শেষ ভয়টুকু আছে, তাও ঘোচাবো ব'লে ভিজে ভিজে পথে পথে ঘুর্‌ছি। ফাঁকি দে যে সিঙ্গির বাচ্চা ধ'রে এনেচি, এবার সেই বুড়ো সিঙ্গিকেও পোষ মানাবো, তবে আমি লম্বোদরী। জগবন্ধু জগন্নাথ!

নর্ম্ম। (গীত)

ধনি! দেখবো কেমন বুকের পাটা।
লা বেয়ে গোছ, ধরেছো সাম্‌লো,
ধাড়ীর তাড়ার ঘটা ॥
শূন্য বনে লুকিয়ে গিয়ে,
জীওন্ বিওন্ আঁকশী দিয়ে,
চুপটি কোরে ঘাপটি মেরে,
ফুল আনা নয় ভেঙে বোঁটা;—
এবার হাবলা ছা নয়, ও চাঁচি চাঁদ!
বাবলা গাছের শক্ত কাঁটা ॥

লম্বো। ওগো রাখ ঠাকুর তোমার বাবলা কাঁটা, ও তো আমার খেপ্পরে এক খাবলা কচি পাঁটা।

নর্ম্ম। ভো ভদ্রে! সফলা ভব, সফলা ভব। যাই এখন, আমিও পথটায় গে দেখি।

লম্বো। আমিও ঐ দিক্‌টেয় পাহারা দি।. হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

[সকলের প্রস্থান।

(পূর্ব্বোক্ত শিবিকাবাহকদ্বয়ের মধ্যে
প্রথম ব্যক্তির পুনঃপ্রবেশ)

১ম শি-বা। একটা বন্দো ফন্দো না ক'রে শালার বৃষ্টি থাম্‌বে না দেখচি। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে) ঐ বুঝি সেই রে।

(বেগে বিভাণ্ডক মুনির প্রবেশ)

তোমায় দণ্ডগড় করি ঠাকুর মশাই!

বিভা। (রোষে) কস্তম্?

১ম শি-বা। (শশব্যস্তে উচ্চৈঃস্বরে) কাস্তে আন্, কাস্তে আন্, ওরে ও মুচকুন্দ।

বিভা। আরে বর্ব্বর! কাস্তে নয়, কস্তম্—কে তুই?

১ম শি-বা। ও তাই বল ঠাকুর মশাই। আমি ভগৎ তুলে, আমাব বাবা শত তুলে, ঠাকুরদা মুকৎ তুলে। আমার তুটি ছেলে—ডম্ফ আর ঝম্ফ, তুটি মেয়ে—খাগুনী আর অগুনী। ইস্তিরীর নাম বল্‌তে নেই, গুরু লোক, তবে ভাতারের যুগ্যি মাগ বটে সে।

বিভা। আরে বাবদুক। কে তোকে এত যজ্ঞের মন্ত্র আওয়ড়াতে বলছে? এখন বল্‌, এ রাজ্যের কি নাম?

১ম শি-বা। এজ্ঞে রঙ্গয়াজ্যি?

বিভা। রঙ্গরাজ্য না অঙ্গরাজ্য?

১ম শি-বা। এজ্ঞে তাই তাই।

বিভা। এ রাজ্যের রাজার নাম কি?

১ম শি-বা। কালকের রাজা আজ নেই, আজ নৈতুন রাজা।

(দ্বিতীয় শিবিকাবাহকের পুনঃপ্রবেশ)

২য় শি-বা। দণ্ডগড়, ঠাকুর মশাই। দণ্ডগড়।

বিভা। নূতন রাজার নাম কি?

১ম শি-বা। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) এজ্ঞে এজ্ঞে অশ্বশিঙ্গি।

বিভা। ঈশ্বরশিঙ্গি!

২য় শি-বা। নানা ঈশ্বরশিঙ্গি।

বিভা। অশ্বশিঙ্গি।

২য় শি-বা। হাঁ ঠাকুর, ঈশ্বরশিঙ্গ।

বিভা। কে সে?

১ম শি-বা। ঐ যে গো, ঐ কুশী গাঙের ধারে যে তপোবন, সেই বনের ভণ্ড মোনির বেটা।

বিভা। আবে মূর্খ, অশ্বশিঙ্গি ঈশ্বরশিঙ্গি, ভণ্ডমুনি, এ সব কি বলচিস্‌?

১ম শি-বা। এজ্ঞে ঠিক বল্‌চি। ভণ্ড মোনিব বেটা ঈশ্বরশিঙ্গিকে, আমাদের কালকের রাজা এক নৌকো নটী পাঠিয়ে দে, আজকে এখানে এনে, নিজের বেটীর সাথে বে দেছে। বারো বচ্ছব বিষ্টি হয় নি, আকাল—আকাল —ভারি আকাল। আজ কিন্তু ঈশ্বরশিঙ্গি যেমন নৌকো ছেড়ে ড্যাঙায় পা দিলে, আর অম্নি মেঘ গুড়গুড়, বুক তুড় তুড়, জল হুড়হুড়। বারো বচ্ছরের জল এক দিনেই নিকেশ। আমার কথা সত্যি কি অসত্যি তা নিজের চোখেও দেখচো গোসাঞি।

বিভা। এ দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজার নাম কি?

১ম শি-বা। এজ্ঞে পূর্ব্বের রাজা ভূত হয় নি, এখ-নও বেঁচে আছে।

বিভা। আরে অর্ব্বাচীন। ভূত-প্রেতের কথা বল্‌চিনে, তোদের আগেকার রাজার নাম জান্‌তে চাচ্ছি।

১ম শি-বা। এজ্ঞে তেনার নাম লম্বা পা।

বিভা। লম্বা-পা।

২য় শি-বা। এজ্ঞে, ও শালার জিবের আড়ষ্টি আজো ভাঙেনি। আঁটি নেই, যেন পাকা কলা, তাও শালার জিবে ফোটে।

বিভা। কি নাম, তুই না হয় বল্‌।

২য় শি-বা। এজ্ঞে, নিমপাত না নোমপাত।

বিভা। নোমপাদ না লোমপাদ?

২য় শি-বা। এজ্ঞে, হিঁ হিঁ।

বিভা। হিঁ হিঁ ক'লে চলবে না, স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ কর্‌।

২য় শি-বা। এজ্ঞে, মোরা তুলে বাগ্দী নোক, ঠিক পুরুশ্চরণ কর্ত্তে পার্ব্বো না, মশাই!

বিভা। (স্বগত) আমি শূন্যাশ্রমে ধ্যান যোগে যে গূঢ় রহস্য জান্‌তে পেরেছি, তা সত্য। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছি, এইবার একবার স্নেহের ধন ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখবো। (প্রকাশ্যে) ওরে, এ স্থান হতে রাজপ্রাসাদ কত দূর?

২য় শি-বা। এজ্ঞে এই যে আমরা আপনকার রাজ-পাল্কী ঠিক ক'রে রেখেছি। ঠাবতা পাল্কী চোড়ে মজা কোরে রাজবাড়ী চল।

বিভা। পাল্কী কেন?

২য় শি-বা। আমাদের ভূত রাজার—

বিভা। ভূত রাজা কি?

২য় শি-বা। আপনিই তো বোলেচো, ঠাকুর।

বিভা। ভূত নয় ভূতপূর্ব্ব।

২য় শি-বা। এজ্ঞে ভূতপূর্ব্বই বল, আর পেত্নীপচ্ছিমই বল, সেই রাজার হুকুম আছে, যে মোনি ঠাকুর আজ এখানে আসবে, তেনাকে পাল্কীতে না-বোঝাই কোরে এক দম্‌ রাজবাড়ী নে যেতে হবে। হাই দেখ পাল্কী, খাসা নরম গদী, বালিস্‌, চল, উঠে পড়ে চিৎপাত হয়ে আরামে চৌদ্দ পো হও, আমরা এক দৌড়ে নে যাই।

(লম্বোদরীর পুনঃপ্রবেশ)

লম্বো। পেন্নাম করি ঠাকুর, আস্‌তে আজ্ঞে হয়, চরণধুলি দিন, প্রভু। গুরু, পার কর।

বিভা। কে তুমি?

লম্বা। (স্বগত) তোমার ছেলেধরা, এইবার ধাড়ী ধরবো। (প্রকাশ্যে) প্রভু, অভাগিনী আপনার অকিঙ্করী। ওরে বেয়ারারা, শীগ্‌গির বিভীষিকা ঠিক কর্‌। আহা, প্রভুর পা'য়ে কত ব্যথাই হয়েছে, কত কাদাই লেগেছে, আজ অঞ্চলে প্রভুর পাদপাদ্ম মুছিয়ে দে দেহ-প্রাণ পবিত্তির করি। গুরু-পদরজো ভরসা! (তদ্রূপ

কবিতে কবিতে) প্রভুব কোন্ তীর্থ হ'তে শুভাগমন হচ্ছে ? আপনার পুত্তুবেব নাম কি ঠাকুর ?

বিভা। তপোবন হ'তে আগমন, আমার পুত্রের নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। আমারও নাম জান্‌তে চাও ?—বিভাণ্ডক !

লম্বো। (সসম্ভ্রমে) আ আমার পোড়া চক্ষু। এতক্ষণ চিন্‌তে পারিনি। আপনিই মোনিকুলচূড়োমণি বিভাণ্ডক মোনি ? আহা, আজ আমি ধন্য। কেন ধন্য ? না মোনি-গোসাঙ্গি বিভাণ্ডক ঠাকুরের পুত্তুব অঙ্গপতি মহাবাজ ঋষ্যশৃঙ্গের আমি প্রজা। ও বেযাবা, ঝা ক'রে বিভীষিকা সাজা, ধাঁ ক'রে ঠাকুবকে নে চল্। আহা, প্রভু আজ রাজসিংহাসনে চাদপানা ছেলে দেখে, পদ্মমুখী বউ দেখে চক্ষু জুড়াবেন। ঐ যে বিভীষিকা, আসুন আসুন, আমিই আপনাকে ধ'রে যত্ন ক'বে তুলে দিচ্ছি। গুরু কর্ণধার, চল ভবপাব।

বিভা। বিভীষিকা কি ?

লম্বো। আপনাকে দেখলে সবই বিভীষিকা, তাই শিবিকা না ব'লে থতিয়ে মতিয়ে বিভীষিকা ব'লে ফেলেছি। আসুন, শিবিকা, শিবিকা। "হবে মুবাবে মধুকৈটভাবে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে !"

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চম্পানগরী—সুসজ্জিত রাজসভা।

বাজসিংহাসনে বববেশে ঋষ্যশৃঙ্গ ও বধূবেশে শান্তা উপবিষ্ট।

লোমপাদ, করুণা, সখীগণ ও সভাসদ্‌গণ

(সপুষ্পবৃষ্টি মঙ্গলসঙ্গীত)

নারীগণ। দম্পতিযুগলে, অবিরল মঙ্গলে,
রাখ প্রজাপতি।

পুরুষগণ। জয় জয় জয় !

নারীগণ। অপূরব সুমিলন, শোভা অতুলন,
নব রতিপতি রতি !

পুরুষগণ। জয় জয় জয়।

সকলে। আনন্দে তুলিয়া তান গাও প্রজাচয়।
জয় নব ববধূ ! জয় জয় জয়।

লোম। মহির্ষি ! আমার দেখচি হরিষে বিষাদ ! পুত্র রাজা, প্রজা ও আমাদের রক্ষা করলে, কিন্তু পিতা পাছে রোষানলে ভস্ম কবেন।

(বেগে নর্ম্মসখার প্রবেশ)

নর্ম্ম। মহারাজ। মহারাজ। মহর্ষি উপস্থিত।

লোম। (শশব্যস্তে) অগ্নিমূর্ত্তি ? না শান্তমূর্ত্তি ? চল চল, তাঁর পাদপদ্মে লুটে পড়ি, কাতবকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা কবি। (গমনোদ্যোগ) এই যে তপোধন সম্মুখে। মধুসূদন, এ ঘোব সঙ্কটে তুমি বই আব কেউ নেই।

(বিভাণ্ডকের প্রবেশ)

(সিংহাসন হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার উত্থান ও সভাস্থ সকলেব সহিত বিভাণ্ডককে প্রণাম)

বিভা। কোথায় বাজা লোমপাদ ?

লোম। পূজ্যপাদ তপোধন। এই আমি আপনাব ভৃত্যানুভৃত্য লোমপাদ, এই আপনাব স্নেহেব নবতরু পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, আব এই আপনাব স্নেহাঙ্কভাগিনী নবলতিকা পুত্রবধূ শান্তা। আপনাব পুত্র এই সুবিশাল অঙ্গ রাজ্যেব বাজা।

বিভা। (সানন্দে) মহাবাজ লোমপাদ। পুত্রশূন্য আশ্রম দর্শনে আমাব মনে যে নিদারুণ কষ্ট হয়েছিল, এক্ষণে তা বিপবীত। আমি তোমাব প্রতি নিবতিশয় পরিতুষ্ট হলেম। আমি যোগবলে শূন্যাশ্রমে সমস্ত ঘটনা অবগত হয়েছি। তুমি পুত্রশোকাতুব পিতার ভয়ঙ্কর বোষানলে রাজ্যপ্রজাপরিজনসহ নিশ্চয় ভস্মীভূত হ'তে, কিন্তু আমাব যে যোগবল তোমাব কঠিন শাস্তি দিতে আমায় উদ্যত করেছিল, সেই যোগবলই আবার নিরস্ত করেছে। তুমি ভগবদিচ্ছায় অতি বুদ্ধিমানেব কার্য্য করেছ। আমাব পুত্রের সহিত তোমাব কন্যা শান্তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ক'বে সর্ব্বদিক্ বক্ষা কবেছ। আরও শোনো, ধ্যানযোগে এও জেনেছি, অযোধ্যাধিপতি মহারাজা দশরথ, বন্ধুপ্রীতি নিমিত্ত তোমায় তাঁব ঔবস-কন্যা দান করেছেন। সেই কন্যা এই শান্তা,—তোমাব পালিতা কন্যা। আমাব আরও আনন্দেব বিষয়, যথাসময়ে সেই অযোধ্যাপতি দশবথ পুত্রলাভ-কামনায় সরযূতটে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন, আমাব পুত্র ও তোমাব জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই সেই যজ্ঞেব সর্ব্বপ্রধান হোতা হবে। ঋষ্যশৃঙ্গেরই আহুতিপ্রদানের শুভফলে ভগবান্ জগদীশ্বব হবি, ভূভারহবণ জন্য বামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন।

লোম। (বিস্ময়ানন্দে) অতি আশ্চর্য্য ঘটনা! ধন্য আমি! ধন্যা আমার পত্নী! ধন্যা আমার কন্যা! ধন্য আমার প্রজাগণ।

সকলে। জয় মুনিগণাগ্রগণ্য তপোধন বিভাণ্ডকের জয়! জয় নবদম্পতি ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তার জয়!

লোম। তপোধন! অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশ্রামভবনে আসুন, অদ্য আপনার পরমপবিত্র পাদপদ্ম পূজা ক'রে সস্ত্রীক জীবন সার্থক করি। কুলাঙ্গনাগণ এক্ষণে এখানে বরবধূর মঙ্গলোদ্দেশে স্ত্রী-আচারাদি শুভকর্ম্মে নিযুক্ত থাকুক। আসুন তপোধন!

[ঋষ্যশৃঙ্গ, শান্তা ও সখীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সখীগণ।

(গীত)

সরলে সরলা, সরল খেলা,
সরস নয়নে চাওয়াচায়ি।
সরল ছাঁচে,
সরল নাচে,
সরল প্রেমের ধাওয়াধায়ি॥
লাজুক মুখের সরল হাসি
নধর অধরে ফুটিছে,
সরল কথায় নীরব বাঁশী
মনে মনে বেজে উঠিছে;—
(ওলো) সরল প্রাণে, সরল তানে,
নীরব গান গাওয়াগায়ি॥

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ

চতুরালী

বা

শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার ব্রজরঙ্গ

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আদৌ একখানি কৌতুক-নাট্যগীতি (comic opera) কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীতও হয় নাই। কিন্তু অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্ব্বপ্রথমে এই কমিক অপেরা "চতুরালী" রচনা করিলাম। ইহা মদীয় বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। ইহার ধরণ কায়দাকারণ প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের; সুতরাং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছি। ভগবানের কৃপায় চতুরালী অভিনয় দর্শকমাত্রেরই যার-পর-নাই নূতন ধরণের তৃপ্তিকর ও আমোদজনক হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে আশাতীত সুখের বিষয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল। আয়ান। চন্দন। রাখালবালকগণ।

স্ত্রী

রাধিকা। জটিলা। কুটিলা।

চতুরালী

বা

শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার ব্রজরঙ্গ

কৌতুক নাট্য-গীতি

(COMIC OPERA)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন—আয়ানের গৃহ।

(জটিলা-কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (সরোষে) ও মা! কি লজ্জা, বউড়ী হয়ে এমন ধাউড়ী, আমা হেন শাউড়ীকে ফাঁকি।

কুটিলা। মা! মা! শুধু তোমাকে ফাঁকি নয়, আমাকেও ফাঁকি। আমি হেন ননদী, নদী শুকিয়ে দি হাঁকুনির চোটে,—আমার ডাকুনি যেন লোকের কানে কাঁটা ফোটে, আমার হাতনাড়া দেখে আঁতকে উঠে সবাই ছোটে, আমার চোকরাঙানিতে ছুঁড়ী বুড়ী চোম্‌কে উঠে, পায়রা লোটে, এমন যে আমি কুটিলে, আমাকেও ফাঁকি, তা ছাড়া দাদাকেও ফাঁকি।

জটিলা। ওলো নির্ব্বুদ্ধিনি। তোর দাদা আবার মানুষ! সেটা যদি মেগের গোলাম না হোতো, তবে আমাদের ভাবনা কি? পোড়া লোকের গঞ্জনা কি সইতে হতো?

কুটিলা। হ্যাঁ দেখ মা, আমার বোধ হয়, বৌ ছুঁড়ীটে দাদাকে গুণ কোরেচে।

জটিলা। গুণ নয় লো, খুন কোরেচে! ধোরে নিয়ে আয় হতচ্ছাড়ী পোড়ারমুখীকে। মুখে কালি-চুণ দিয়ে ওর গুণ বার করি।

কুটিলা। আজ হাত বেঁধে, গায়ে জলবিছুটি ঘোষবো। লুকিয়ে লুকিয়ে কেলে রাখালটার সঙ্গে পিরীত করার আমোদ বার করবো।

[বেগে প্রস্থান।

জটিলা। আমিও একগাছা দড়ী আনি, এমন বাঁধন বাঁধবো, না কাট্‌লে গাঁট খুলবে না।

[বেগে প্রস্থান।

(রাধিকাকে টানিয়া লইয়া কুটিলার পুনঃ প্রবেশ)

কুটিলা। (সরোষে বিদ্রূপবাক্যে) বলি, ওগো আদরিণি রাই, ও লো প্রেমসোহাগি বৃন্দাবনবিলাসিনি। ওলো ভাতারের ভাতখাগী, কালার প্রেমের অনু-রাগী, আজ ঠেঙিয়ে কর্‌বো দামড়ী দাগী ফোচকে মাগী।

রাধিকা। (সকাতর-গীত)

কিবা অপবাধ, কেন সাধ বাদ
কেন বা বিবাদ আমার সনে।
কুলবধূ আমি, প্রিয়তম স্বামী,
স্বামী বিনে কারে ভাবি মনে॥
দিও না গঞ্জনা, দিও না যন্ত্রণা,
ছাড় কুমন্ত্রণা, ধরি চরণে।
রাখ গো মিনতি, না কর দুর্গতি,
কাঁদায়ো না কোরে ঘোর পীড়নে॥

(দড়ী লইয়া জটিলার পুনঃ প্রবেশ)

জটিলা ও কুটিলা। (সরোষ-গীত)

মা-মেয়েতে বাঁধবো হাতে,
শক্ত দড়ী শক্ত কোরে।
ও আবাগী, নষ্ট মাগী,
কে আজ করে মুক্ত তোরে॥
জল আন্‌বার কোরে ছলা,
কদমতলায় দেখিস্‌ কালা,

লুকিয়ে খেলিস প্রেমের খেলা,
কেলে ছোঁড়ার গলা ধোরে ;—
প্রেমের খেলা আজ বেরুবে,
চোখের জলে অজস্র ঝোরে ॥

(উভয়ের রাধিকাকে বন্ধনকরণ)

(লাঙ্গলস্কন্ধে আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। (রাধিকাকে তদবস্থ দেখিয়া সদুঃখ গীত)

কাহে মাতারি, কাহে রহিনি,
বাঁধসি ঔরতে মেরা ?

জটিলা। (তাললয়ে) খুব কিয়া।

আয়ান। গীত।

রোয়ত ফুরত, হম পানে চাহত
(তাললয়ে) হা।
তভি কুপা ন লেল হেরা ॥

জটিলা (তাললয়ে) ভাগ গুলাম্।

(আয়ান-কর্তৃক রাধিকার বন্ধন-মোচন)

জটিলা। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) বলি হ্যাঁ রে আয়ানে, বাঁধন খুল্লি কেনে ?

আয়ান। এমন কচি হাতে দড়ী বাঁধতে হয় না দয়া মনে ?

কুটিলা। বলি দাদা। তুমি নেহাৎ হাঁদা।

জটিলা। তা নৈলে এখনো নচ্ছার বৌকে করে না খাঁদা ?

আয়ান। কেন ? হয়েছে কি ?

জটিলা। তোর হাঁড়োল মাথার ঘি।

আয়ান। আঃ যাও, বক্‌বক কোরো না, ছি ছি।

জটিলা। বটে রে বোকা, বটে।

আয়ান। সাধে কি পরাণ চটে ?

জটিলা। ওরে ড্যাক্‌রা, তোর দোষেই তো লোকে কলঙ্ক রটে।

আয়ান। কিসের কলঙ্ক ?

জটিলা। কালার কলঙ্ক।

আয়ান। কালা যে কানে শোনে না সে। তার আবার কলঙ্কের ভয় কি ?

জটিলা। ও রে, সে কালা নয়—সে কালা নয়, নন্দ ঘোষের পুষ্যি এঁড়ে।

আয়ান। আঃ, সেটা একটা বাড়া ছেড়ে, তার কথা দাও ছেড়ে।

জটিলা। সেইটেই তোর মাথা খেলে, আমাদেরো পুড়িয়ে মেলে।

আয়ান। আরে ছ্যা। ও কথা রাখ, তোমার ছেঁড়া শিকেয় তুলে।

কুটিলা। (জটিলার প্রতি) মা, সাধে কি বোল্‌ছিলুম, বৌ ছুঁড়ী দাদাকে গুণ কোরেচে।

আয়ান। আরে গুন্ গুন্ কবিস কি ? আমি ভোমরা না কি ?

জটিলা। আরে হাড়হাবাতে, তুই ভোমরা হোলে তো বাঁচতুম, তুই গোবরেপোকা, তা নৈলে তোর পদ্মফুলের মধু সেই কেলে ভোমরার খায় ?

আয়ান। তোমরা ডর্‌রও না, আমার পদ্মফুল এখনো কুঁড়ি।

জটিলা। কচি কুঁড়ি নয়, কচি খুঁকী, এখনো বোলচি কলসী ভাঙ—কচি খুকীর যমুনা থেকে জল আনা বন্ধ কর। যমুনার জলই যত কাল হয়েচে—পোড়া যমুনা শুকোয় না গা ?—পোড়া কদমগাছে আগুন লাগে না গা ?—পোড়া ময়ূরপাখার চড়ো ছিঁড়ে যায় না গা ? সব চেয়ে পোড়া বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরে না গা ? উঃ, একবার কেলে ছোঁড়াটার বাঁশীটে পাই, তো নোড়ার ঘায়ে ছেঁচে ছেঁচে থেৎলে ফেলি।

আয়ান। বলি, তুচ্ছ বাঁশীর নামে এত কুচ্ছ কেন ?

জটিলা ও কুটিলা। কুচ্ছ কেন ? তবে শোন—

গীত

কদমতলায় বাঁশী বাজে
ঘরের কোণে রাধা সাজে,
সাজের কিবে ছটা—
ভরা ঘড়ায় জল ফেলে দে,
খালি ঘড়া বাঁ কাঁকে নে,
কদমতলায় ছোটা, সাবাস বুকের পাটা ॥
চুলের খোঁটন এলিয়ে পড়ে,
কাঁটাবনে আঁচল ছেঁড়ে,
ছোটে যেন ভাঁটা—-ম্রি প্রেমের আটা।
কালার বাঁশী কি গুণ জানে,
তোর বৌকে হেঁচকে টানে,
দেয় যে লোকে খোঁটা,—
ওরে ও আবাগের বেটা ॥

আয়ান। (ভাবিয়া রাধিকার প্রতি) বলি হ্যাঁ রাই, সত্যি কি তাই ?

রাধিকা। হায় হায়, কি বালাই। আমার দিকে কেউ নাই ?

আয়ান। ভয় কি, "নারীণাং ভূষণং পতিঃ।" তোমার দিকে আমি,—আমি যে তোমার স্বামী। তবে একটা কথা, খাও আমার মাথা, আর যেও না সেথা, বাঁশী বাজে যেথা, মা রহিন পায় ব্যথা।

জটিলা। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

আয়ান। আল্‌বাৎ শুন্‌বে মা জননি!

জটিলা। যদি না শোনে, বাবা!

আয়ান। তোমার পুত্র‌বধূ নয় তেমন হাবা।

জটিলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) আমার হয় না বিশ্বাস।

আয়ান। মা গো, ফেল না দীর্ঘ নিশ্বেস। নিতান্তই যদি—

(সভঙ্গী গীত)

শুনিয়ে বাঁশরী, ধাওয়ে কিশোরী,
তবে দোনো মায়ে-ঝিয়ে।
যমুনায় যেও, সলিল আনিও,
কলসী কাঁকালে নিয়ে॥

জটিলা। ও মা! সে কি কথা! একে আমি বুড়ী, তায় গেঁটেবাতে খুঁড়ি, নড়ী ধোরে নড়ি।

কুটিলা। সোমোত্তো বৌ থাকতে ঘরে, জল আনবো কেমন কোরে? দাদা, আমার কম্ম নয়, লোকনিন্দের ভয়।

আয়ান। ভ্যালা যা হোক্! বোয়ের জল আন্‌তে গেলেও দোষ, না গেলেও দোষ, সাধে কি হয় আমার রোষ? দুনৌকয় পা দিলে ঝপাং কোরে পড়্‌বে জলে। এখন কোন্ দিক্ রাখবে। যাবে না থাকবে?

কুটিলা। (ভাবিয়া) আমরা জলকে যাবো, সেও ভাল, তবু লোকলজ্জা সইতে নার্‌বো। মা, কি বল?

জটিলা। আচ্ছা, মা, তাই ভাল! আমি যমুনায় যাবার সময়, খালি কলসী কাঁকে কোরে নিয়ে যাবো; আস্‌বার সময়, যদি ভরা কলসী তুল্‌তে নারি, তবে তোর দু কাঁকে, দুটো কলসী তুলে দেবো,—কেমন?

কুটিলা। (স্বগত) ঘুরে ফিরে আমারি মরণ। একটা গস্তানী ছুঁড়ীর জ্বালায় আমারই কপালে পস্তানি। আচ্ছা, ছুঁচো ছুঁড়ীকে টের পাওয়াবো—পাওয়াবো—পাওয়াবো। ভিজে কাঠ এনে দিয়ে রান্না করাবো; চোখের জলে নাকের জলে একসা কোরে, তবে ছাড়বো। (প্রকাশ্যে) চল্ বৌ রান্না ঘরে, ভাত ব্যান্নন রাঁধবি দাদার তরে।

আয়ান। আহা, না না, বৌকে আজ খাটিও না। যে কোরে বেঁধেছিলে হাতে দড়ী, কেমন কোরে ধোবে বৌ হাত-বেড়ী? তুমিই আজ চুলোয় চড়াও হাঁড়ী। আমি গিয়ে কাঁচা তেঁতুল পাড়ি।

[প্রস্থান।

জটিলা ও কুটিলা। (সভঙ্গী গঞ্জন-গীত)

বল্ লো ও লো নষ্ট ছুঁড়ী,
কোন্ ওষুধের খাইয়ে গুঁড়ি,
গুণ কোল্লি ছোঁড়াটাকে,
খুন কোল্লি আমাদিকে।
বার কোরবো আজ গুণাগুণ,
মুখে দেবো নুড়োর আগুন,
গালে দেবো কালি-চূণ,
লঙ্কাবাটা চাপ্‌বো চোখে॥

[রাধিকাকে টানিয়া লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—বনভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। (সভঙ্গী বিরহ-গীত)

বেলা যে বাড়িয়ে গেলো, কই এলো,
কই কই রাধা আমারি!
কেউ যে নাহিক হেথা,
কারে বা পাঠাই সেথা,
কারে বা ফুকারি?
বাড়িল বিরহ-জ্বালা,
ঝালাপালা হোলো কালা,
কোথা, সে পিয়ারী?
এস হে বাঁশীর ডাকে,
কলসী লইয়ে কাঁকে,
রাজার ঝিয়ারী॥

(মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রবেশ)

মধু। (পরিহাসে) আর রাজার ঝিয়ারী! পুরো ঝক্‌মারি।

সুবল। শাউড়ী, ননদী, বউড়ী তিন জনে ধাউড়ী। হুড়োহুড়ি, মারামারি।

মধু। তোমার কপালে ফক্কিকারী!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন সখা! কি হয়েচে?

মধু। কপাল তোমার ভেঙে গেচে?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ভাই?

মধু। আটক রাই।

সুবল। আর উপায় নাই।

মধু। তোমার বাড়া ভাতে ছাই। রাধা পড়েচে বাঁধা।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন বাধা পড়েচে বাঁধা?

মধু। তোমারই দোষে, শাশুড়ী-ননদীর রোষে, ঘরের

কোণে বোসে, মনের আপষোসে, দীর্ঘনিশ্বেসে, রাধা কেঁদে কেসে যায় যায়।

সুবল। হয়ঘড়ি বাঁশী ফোকা কি ভাল, শ্যামরায়।

শ্রীকৃষ্ণ। এখন উপায়?

মধু। দড়ী আর কলসী।

(সুদামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রতি) না না, তোমরা তামাসা কোচ্চো।

মধু। বটে, সত্যি বোল্লেও তামাসা, আচ্ছা, এই তো সুদামদাদা এসেচে, জিজ্ঞাসা কর।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই সুদাম। না হইও বাম, পূরাও মনস্কাম, বাঁচবে তবে শ্যাম।

সুদাম। দৌড়ে এলুম, আগে মুছি ঘাম।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিই না হয় মুছে দি। বল ভাই, কেমন আছে রাজার ঝি।

সুদাম। সে কথা বোল্‌বো কি? সত্যি সত্যি, ভাই। আটক পোড়েছে রাই। শাশুড়ী বাঘিনী, ননদী নাগিনী, রাধার কান্নার সুর পাহাড়ী রাগিণী।

শ্রীকৃষ্ণ। (সকাতরে) অ্যাঁ, কি। এমন হোয়েচে আমার মানিনী। আমি আগে তো কিছুই জানিনি।

(সভঙ্গী গীত)

হায় হায় এ কি শুনি, ভাই।
আটক পোড়েচে আমার বিনোদিনী রাই।
তাই তো আমার বাঁ-হাত কাঁপে,
দম আটকে পেটটা ফাঁপে,
বুকে যেন পাথর চাপে, কোন্ দেশে বা যাই,
কেমন কোরে আবার আমি রাইকিশোরী পাই॥

মধু। আমরাও ত ভাবচি তাই।

সুদাম। কিন্তু উপায় নাই।

সুবল, সুদাম ও মধুমঙ্গল।—

(সভঙ্গী গীত)

ধেনু চরাও, বেণু বাজাও,
ছোড় দেও ছোড় দেও রাই আশা।
তোড় দেও, ফেঁক দেও ধড়া,
ভুল যাও ভেইয়া প্রেম-পিয়াসা॥
শাস ননদিয়া ভৈ গেল বৈরী,
কৈসন মিলব নওল কিশোরী,
অব তুহু, রহ ভাই, গুমুরি গুমুরি,
মুচ গেই, ভাই, তোহি সগরি ভরোসা॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভুল ভুল, তোমাদের সকল কথাই ভুল। আমি চতুর-চূড়ামণি, আমার চতুরালীর কাছে কে পার পেতে পারে?

মধু। তা তো জানি, ভাই কানু। কিন্তু এ যে কলঙ্কিনী কুটিলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

দেখবো কেমন সে কুটিলে,
দেখবো কেমন জটিলে,
কলঙ্কিনী রাইকে কবে মোর।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক বোল্‌চো?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) ঠিক বোলচি?

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক বোলেচো?

শ্রীকৃষ্ণ (তাললয়ে) ঠিক বোলচি।

(গীত)

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী
রাই কিশোরী বিনোদিনী,
আমার তরে সইছে পীড়ন ঘোর।
(তাললয়ে) হায় হায় রে। হায় হায় রে।
অকলঙ্কী কর্‌বো তারে,
নতুন চতুরালী কোরে,
শাস ননদী দেখবে যিকির মোর।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) পারবে কি ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) দেখে নিও।

সুদাম সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) পারবে কি ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) দেখে নিও।

নাকে কানে দিয়ে খৎ,
কোর্‌বে আমায় দণ্ডবৎ
সাঁজের বেলায় দেখিয়ে দেবো ভোর।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) শক্ত কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) বড্ড সোজা।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) শক্ত কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) বড্ড সোজা।

সুদাম। বল কি, ভাই, এমন চতুরালী।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধার কলঙ্কমোচনের ও কষ্টমোচনের উপায় করি গে। তোমাদের তিন জনকে চাই। তোমরাই আমার চতুরালীর চক্র।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল।—

(সভঙ্গী গীত)

আয় যাই, ভাই, কানুর সনে,
দেখ্‌বো কেমন চতুরালী।
নিতুই নিতুই ফিকির কতই,
খেলে মোদের বনমালী॥
রাই কিশোরীর প্রেমের তরে,
আজ কালা কি ফন্দী করে,
দেখতে হবে বিশেষ কোরে,
শেষটা না হয় ঢলাঢলি॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন—যমুনাতট।

যষ্টি হস্তে জটিলা ও দুই কক্ষে দুই জলপূর্ণ কলসী লইয়া কুটিলা দণ্ডায়মান।

কুটিলা। ও মা, অনভ্যেসের ফোঁটা চড়্‌চড়ায় ভারি!

জটিলা। বুঝতে নারি!

কুটিলা। দু কাঁকে দুটো জলভরা ভারি কলসী, সামলাতে পাচ্চিনে যে।

জটিলা। তা কি কর্‌বি বাছা বল? বৌ বেটী নেড়েচে যে কল, তাই কপালে কর্ম্মফল। এখন কোঁৎ-পেড়ে মা, আস্তে চল!

কুটিলা। তুই বড় খল!

জটিলা। আমি বুড়ো মানুষ, এমনি হব হেহুঁস, তাই তোর দু কাঁকে দু কলসী; তেমন বড় নয়, যেন দুটো ফুটো মালসী।

কুটিলা। (বিরক্ত হইয়া) বটে বেটী, বটে! ভারের চোটে দম্ যে ফাটে, কোমরের গাঁটে ধোল্লো ব্যথা সেঁটে, কার সাধ্য হাঁটে?

জটিলা। তবে একটু হন্‌হনিয়ে চল!

কুটিলা। আমার কর্ম্ম নয়, ঢেলে ফেলি জল।

জটিলা। তবে হবে না রান্না?

কুটিলা। পাচ্চে আমার কান্না।

জটিলা। কাঁদিস নি। চল জলদ।

কুটিলা। বাবা রে, আমি যেন দুটো ছালা বওয়া বলদ।

জটিলা। তবে আমি ঠ্যাঙার ঠ্যাকা দি?

কুটিলা। ওগো ভাল মানুষের ঝি! আমি আর পারি নি। এই একটা কলসী নামাই ভুঁয়ে।

জটিলা। (বিরক্ত হইয়া রাগতভাবে) আগুন লাগুক তোর মুণ্ডে।

কুটিলা। তুই একটা কলসী নিয়ে চল না মুণ্ডে মুণ্ডে।

জটিলা। আমি কাঠির মত নাঠির ভারই সইতে নারি, এই পড়নু শুয়ে। (ভূতলে শয়ন)

(সুদাম ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

সুদাম। বলি, হচ্চে কি গো মা বেটী?

মধুমঙ্গল। তপ্তধূলোয় লুটপুটি।

সুদাম। ও ভাই, তোল বুড়ীকে ধোরে চুলের ঝুঁটী।

জটিলা। (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া উঠিয়া) তবে রে গুঁটো কলাইশুঁটী, আমার সঙ্গে খুটখুটি? এম্নি জোরে মার্‌বো নাঠি, হাড় গুঁড়িয়ে কর্‌বো মাটী।

সুদাম। আরে যা বেটী, পাকা চুলের ফসকা আঁটি!

জটিলা। (সরোদনে) বলি ওলো কুটিলে! তোর সাম্‌নে তোর মা জননীর এত অপমান?

কুটিলা। আচ্ছা, দাঁড়া মা, গাই একটা রাগের গান।

(সরোষ-ব্যঙ্গ-গীত)

ওরে ড্যাগরা ছোঁড়া,
হতচ্ছাড়া, মুখ-পোড়া।
কুকুর, ভেড়া শেয়াল মেড়া!
খোঁড়া ঘোড়া, ঘাটের মড়া!
কুয়ের গোড়া, গুয়ের ঝোড়া,
শিখ্‌নিঝাড়া, চুঁসো চোঁড়া,
বাঁকা টেড়া ন্যাকড়া ছেঁড়া,
মারবো নোড়া দাঁড়া দাঁড়া॥

সুদাম ও মধুমঙ্গল।—

(সরোষ ব্যঙ্গ-গীত

মাইরি নাকি প্যাঁচামুখী,
পান্তাখাকী ভাঙা ঢেঁকী।
বেরাল-চোখী, খ্যাদা-নাকি,
ঘুঘু পাখী, কলসী-কাঁকী,
ধুমড়ী খুকী, চ্যাপটা বুকী,
মারবি নোড়া মারতো দেখি।

কুটিলা। (সাভিমান রোদনে) মা! ও মা! মা গো, ও মা! এ দুটো কেলে ছোঁড়াব টাটু ঘোড়া নাইকো ঘোড়া। এ দুটোকে আঁটা বিষম ল্যাটা। চল মা, ঘরে যাই, কাজ নাই, ঘোটে ছাই।

জটিলা। (সহাস্যে হাই তুলিতে তুলিতে) হা—আ—ই।

মধুমঙ্গল। (সহাস্যে) এ দিকে হাই—ও দিকে রাই ঘরে নাই।

জটিলা। অব্বিশ্যি ঘরে আছে।

মঙ্গল। আবার গেছে কালার কাছে।

কুটিলা। তোদেব কথা মিছে—মিছে।

মধু। সত্যি সত্যি—গেছে—গেছে।

সুদাম। কথা রাখ, এসে দেখ—ডান দিকে কানাই, বাঁ দিকে রাই, ঘোমটা টেনে আড়-নয়নে, শ্যামের পানে আছে চেয়ে, সত্যি মিথ্যে দেখ গিয়ে।

জটিলা। (সবিস্ময়ে) ও কুটিলে!

কুটিলা। (সবিস্ময়ে) উঁ!

জটিলা। বলে কি?

কুটিলা। হুঁ!

জটিলা। বৌ কি আবাব দেখলে ভু?

কুটিলা। ছুঁড়ী ভাবি কু।

মধু। আব ভু কু ভু কু কোল্লে কি হবে? খালি ঘরে যাবে, না কদমতলায় গিয়ে বাবফটকা বউ আটকাবে?

জটিলা। তোদেব কথা মিথ্যে।

মধু। তবে খালি ঘবে যাও মোত্তে।

সুদাম দিতে এলাম সুসংবাদ, লাভে হ'তে বিসংবাদ। এখনকাব কালে যদি ভাল কত্তে এলে, অমি গালাগালি খেলে। দূব হোক ছাই, চল ঘবে যাই!

মধু। তাই চল ভাই।

সুদাম। দাঁড়া, আগে দুজনে মিলে মিলন-গানটা গাই।

মধুমঙ্গল ও সুদাম।—

(সভঙ্গী গীত)

শাস ননদিয়া আওল যমুনা।
উধাব ভাগল পঙ্কজ-নয়না॥
কদমক-মূলে যাহা কানুহাই।
উহাঁ যাই মিলল বিনোদিনী রাই॥
তা থৈ তা থৈ থৈ দ্রিমি দং দং।
কালার বামে রাই কিশোরী
হেলে দুলে করে রং॥
শাউড়ী ভাবে, বউড়ী এবার
আটক পোড়েছে।
ননদ ভাবে, গারদ-ঘরে বৌকে পুরেচে;
(আবার) বৌড়ী ভাবে,
ওরা আমার কলা কোরেচে॥
ধিনি কিটি তিনি কিটি, তা থা থা।
শাউড়ী ননদ দৌড়ে যা॥
শ্যামরু বামহি শোভত গোরী।
জলদ-কোরে জনু চমকে বিজুরী॥
জটিলা কুটিলা হেরি ইহ রূপঘটা রে।
ভেই গেল, একদম ফুটি ফাটা রে॥

কুটিলা। ওরে, তোদেব এ মিলন-গান আমার কানে যেন বিবহ-গান বোধ হচ্চে।

মধু। তাই তো বটেই। মায়ে ঝিয়ে ছুটে গিয়ে বউটিরও জলন্ত বিরহ ঘটাও। যাও যাও—ধাও ধাও।

কুটিলা। দৌড়ে চল মা!—উড়ে চল মা! আজ রাধাব এক দিন কি আমাদেব এক দিন; দেখবো—দেখবো।

জটিলা। আমি যে বুড়ী, ছুটতে নারি, হায় মা হায়!

কুটিলা। তবে আমাব কোলে আয় মা, আয়।

(ক্রোড়ে জটিলাকে গ্রহণ)

মধু। কলসী দুটোর উপায়?

সুদাম। ঐ দিকে ফেলে দি আয়।

কুটিলা। মা! তুই ভাবি বড়।

মধু। ওগো, আলগোছে কোলে চড।

জটিলা। দৌড়ো—দৌড়ো।

মধু। শুধু দৌড়লে হবে না, দু'জনে কোল-দোলাব গান গাইতে গাইতে দৌড়ও, নৈলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।

জটিলা। ও মা, বলে কি! আমি যে বেতো রুগী, কনুকনিয়ে আড়ষ্ট হব! আয় লো বেগার দায়ে মায়ে ঝিয়ে কোলদোলাব গান গাইতে গাইতে যাই।

(সভঙ্গী গীত)

দোল দোল দোল দোদুল দোদুল,
কোলদোলা।
মেয়েব কোলে মা দুলচে
বা রে সাধের দোলখেলা॥
মাটীব কলস ফেলে দিয়ে,
জ্যান্ত কলস কোলে নিয়ে,
মাকে কাঁকে ছুটচে মেয়ে,
নাগর-দোলায় বোলবোলা॥

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—গ্রাম্যপথ।

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। বেশ বড় বড় কাঁচা তেঁতুল পেয়েছি। ধোরে নেও—তিন পাথর ভাত মেরেছি। কাঁচা তেঁতুলের অম্বল, ঠিক যেন শীতকালের কম্বল।

(দধিভারস্কন্ধে চঞ্চনগোপের প্রবেশ)

চঞ্চন। ওহে আয়ান ভায়া, এ দিকে তিন পাথর ভাত মারচো মেখে অম্বল, শীত ভাঙচো গায়ে রেখে কম্বল, এ দিকে হারিয়েছে তোমার জীবন-সম্বল।

আয়ান। জীবন-সম্বল কি হে চঞ্চন ?

চঞ্চন। আইবুড়ো মন্দেব মুখে এ কথা সাজে, কিন্তু তুমি এমন ফাঁকা আওয়াজ কোল্লে !—ছি !

আয়ান। ওঃ, এতক্ষণে তোমার কবিত্ব-তত্ত্বস্য উপসত্ব বুঝেছি অর্থাৎ আমার জীবনসম্বল হচ্চেন রাই।

চঞ্চন। হাঁ দাদা ভাই !

আয়ান। আচ্ছা ভাই, রাই হারিয়েছে কিমত প্রকারে, একবার প্রকাশ কোরে বল দিকি ?

চঞ্চন। অর্থাৎ তোমাব রাধা, ভেঙে অভাঙন বাধা, তোমায় বানিয়ে গাধা, কালার কাছে গেছে দাদা। ইতি প্রকাশ কোরে বল্লুম।

আয়ান। (গীত)

এই যে আমি প্রবোধ দিয়ে,
ঘরের কোণে এলেম থুয়ে।
আবার গেছে ছোটকে ছুঁড়ী,
আগুন দিয়ে আমার মুণ্ডে ॥
চঞ্চনা রে কি শুনালি,
মনটা আমার চন্‌চনালি,
বুকটো আমার কন্‌কনালি,
উল্‌টে রাগে পড়ি ভূঁয়ে।
ছুঁড়ীর গায়ে ভূতের হাওয়া,
নৈলে কেন আবার ধাওয়া,
আজ ঘুচুবো ভূতে পাওয়া,
ফুস্ মন্তর ঠ্যাঙার ফুঁয়ে।

চঞ্চন। তবে কেন দেরী আর, ঝট কোরে হও আগুসার, নৈলে রাধা পগার পার, আবার মেলা হবে ভার।

আয়ান। (বিবিধ ভঙ্গীতে কখন তাল ঠুকিয়া, কখন ডন ফেলিয়া, কখন লম্ফ-ঝম্প করিয়া, কখন বা চঞ্চনকে চড় মারিয়া গীত)

এখনি যাব, কোসে ঠ্যাঙাব,
মজা দেখাব, ভাই।
কদম-তলে লোচন-জলে,
ভাসবে ভুতুড়ী রাই ॥
হাত্তেরি কানু, হাত্তেরি বেণু,
দুত্তেরি প্রেমিক ছাই।
চঞ্চন দাদা, হাত্তেরি রাধা,
দুত্তেরি পিরিতিয়া বাই ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—লতাকুঞ্জ।

পুষ্পবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রাধিকা দণ্ডায়মান।

শ্রীকৃষ্ণ। (সোহাগ গীত)

গোচারণ-ছলে, কদম্বের তলে,
তব লাগি বোসে থাকি।
মুরলী বাজায়ে, মন মজায়ে,
রাধা রাধা ব'লে ডাকি ॥
সকলি ভুলিয়ে, নয়ন তুলিয়ে,
তব পানে চেয়ে থাকি।
আমি অবিরাম, রাধে তোরি নাম,
হৃদয়ে আমার আঁকি ॥
মম মনচোরা, হৃদিমনোহরা,
তুই রাই মম আঁখি।
পরাণ-পুতুল, সোহাগের ফুল,
তুই লো প্রেমের পাখী ॥

(দূরে অন্তরালে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) ওলো ও কুটিলে ! ছাখ লো ছাখ, রঙ্গ ছাখ, পিরীত-মাতালী ছুঁড়ী করেচে কি ! ও লো ! অ্যাঁ, এই যে এখুনি রান্না-ঘরে চুল বাঁধতে বাঁধতে রাঁধতে বসেছিল, এরি মধ্যে টোপকে পোড়ে কেলেটার কাছে পালিয়ে এলো। ও মা ! কি ঘেন্না, যাব কোথা !

কুটিলা। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) তাই তো মা, এই সেথা—এই হেথা ! আজ ধোরে নিয়ে গিয়ে বুকে বসাবো তিন জোড়া জাঁতা।

জটিলা। (জনান্তিকে) ইচ্ছে করে, দৌড়ে গিয়ে মারি এক ঠ্যাঙা, ভেঙ্গে যাক মাথা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) মা, তুই বুড়ী হাবড়ী, কেলেটা দিলে দাবড়ি, পড়বি খেয়ে মুখ থাবড়ি। ঠ্যাঙা দে, আমি যাই, আজ ভাঙবো বেয়েব প্রেমের বাই। (গমনোদ্যোগ)

জটিলা। (বাধা দিয়া জনান্তিকে) না, কুট, দিস্‌নি ছুট, কেলে ছোঁড়া ঢ্যাটা উট, এখনি কোর্‌বে ভুট।

কুটিলা। (জনান্তিকে) অ্যাঁ, তা বই কি! আমি শক্ত নই কি ? ও কর্‌বে ভুট, ধরবো সব চুলের ঝুট।

জটিলা। (জনান্তিকে) না, মা, না। তুই সোমত্ত মেয়ে, গেলে ধেয়ে, ও ছোঁড়া ফেলবে ছুঁয়ে। শেষে কি, ও আবাগী, তোবও ঘটবে বেয়েব দশা ? ও ছোঁড়া যে প্রেমকামুড়ে ফোচকে মশা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) তবে কি হবে মা ?

জটিলা। (জনান্তিকে) দাঁড়া। আগে দেখি রসবঙ্গ, প্রেমতবঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ ; তাব পব বাগে যখন জ্বলবে অঙ্গ, তখন ঝাল লবঙ্গ, গুঁজবো বেয়েব চোখে। দেখবো কেলে কেমন রোখে। (নেপথ্যে পদশব্দ)

কুটিলা। (নেপথ্যেব দিকে দেখিয়া জনান্তিকে) ও মা, আব নেই ভয়, দাদা মহাশয় হলেন উদয়।

(আয়ান ও চঞ্চনেব প্রবেশ এবং জটিলা ও কুটিলাব নিকট দণ্ডায়মান)

জটিলা। (জনান্তিকে আয়ানের প্রতি সকাতবে) আয় আয়, বাপ রে আমার, সোনার যাদু রে আমার ; মাথাব মাণিক বে আমার! কাঙালিনীর পুত রে আমাব! দ্যাখ একবাব—দ্যাখ একবার, তোব বাই কিশোবীর প্রেম কাব্‌বাব। সাধ কোবে কি তোকে বলি গাধা!

কুটিলা। (জনান্তিকে) সত্যি মা, দাদা বড্ড হাঁদা।

জটিলা। (জনান্তিকে) ছি ছি! কি ঘেন্না, অপমানে হলুম খাঁদা!

চঞ্চন। (জনান্তিকে) সত্যি সত্যি! আয়ান দাদার পেটটাই নাদা ? অত হোলে সাদা, কপালে কেবল কাঁদা!

আয়ান। (জনান্তিকে) তাই তো, এ যে ঘোর গোলকধাঁধা! এখন উপায় ?

জটিলা। (জনান্তিকে) তোর ঠ্যাঙায় কেষ্টাকে মেবে, কেষ্টাকে ধোরে, ভীমরুলের ঘরে, রাখ গে ভোরে।

চঞ্চন। (জনান্তিকে) নৈলে, কলসী দড়ী গলায় বেঁধে, মোর্‌গে ডুবে মনের খেদে।

আয়ান। (জনান্তিকে) এখন আমার বড্ড খিদে। তুই একটু দিবি যোগাড়।

চঞ্চন। ক্যান রে হিঁচড়ে ষাঁড় ?

আয়ান। (জনান্তিকে) তা হ'লে ভাঙ্গি দুটোর ঘাড়।

চঞ্চন। (জনান্তিকে) আচ্ছা, লাগে।

আয়ান। তুই যা আগে।

চঞ্চন। (জনান্তিকে) হুঁ, যদি না পাই বাগে, তবেই ধোর্‌বে বাঘে।

আয়ান। (জনান্তিকে) ধিক্ তোর পুরুষের রাগে! আয় আমাব সাথে, লাঠি হাতে, মার্‌বো মাথে মোর্‌বে তাতে।

জটিলা। (জনান্তিকে) আব দেরি কেন, যা।

আয়ান। (জনান্তিকে) তবে এই দেখ মা! (সবোষে গর্জ্জন কবিতে কবিতে ও নানাবিধ ভঙ্গীতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে) রে রে রে বে রাই ? এই তোমার মাথা খাই! (যষ্টি উত্তোলন)

বাধিকা। (সভয়ে শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি) হায় হায় হায়, ওহে প্রেমময়! কি হ'তে কি হয়, ভারি ভয়, মস্ত ভয়, আয়ান নির্দ্দয়, পাঠায় যমালয়!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমময়ি বাই! মা ভৈঃ মা ভৈঃ, কৈ, আয়ান কৈ ?

রাধিকা। ঐ ঐ ঐ! (চতুর্দ্দিকে ধাবন)

জটিলা। ও লো ও কুটিলে! ছুঁড়ী ছুটে পালায় যে! হাত মেলে ঘেবাও কব—ধর্ ধর্ —ধর্ ধর্।

(জটিলা ও কুটিলাব স্বীয় স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া, ধাবমানা বাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবিধ ভঙ্গীতে ধাবন)

আয়ান। (শশব্যস্তে ছুটিতে ছুটিতে) চঞ্চন ভায়া, ধর জায়া!

চঞ্চন। রাই যে তোর অর্দ্ধকায়া।

আয়ান। ও কেবল ভূও মায়া।

চঞ্চন। তবে বাঁক ঘাড়েই ছুটি। (দধিভারস্কন্ধে নানাভঙ্গিতে ধাবন)

আয়ান। রাই, আব তোব রক্ষে নাই। এইবার ধরবো চুলের মুঠী! (ধাবন)

রাধিকা। (ছুটিতে ছুটিতে) কালা হে, কালা! বড় জ্বালা, রক্ষে কব।

চঞ্চন। আয়ন ভায়া, সাম্নে জায়া, ঝাপ্‌টে ধব।

আয়ান। (রাধিকাকে ধরিয়া ফেলিয়া) তবে রে ফোঁচকে ছুঁড়ীর মোচকে কুঁড়ী। পিরীত গুঁড়ী। শুঁটকো ভুঁড়ী! মুড়ীপুড়ী! ছেঁড় ঘুড়ী! গালার চুড়ী! ভাঙ্গা ঝুড়ী! পোড়া মুড়ী! ভাঙ্গা হাঁড়ী! ফুচকে ধাড়ী! আজ কোর্‌বো তোকে কোড়ে রাঁড়ী!

জটিলা। (সবোষে) টেনে খোল্ গায়ের শাড়ী, মারি কোসে ঠাঙার বাড়ি।

আয়ান। (রাধিকার অঙ্গাবৃত বসন খুলিয়া ফেলিয়া সলজ্জে) আরে ছি! এ কি! এ তো আমার রাই নয়, সুবলো ছোঁড়া!

চঞ্চন। (সলজ্জে) ছি ছি! ঘুড়ী হলো মদ্দা ঘোড়া।

আয়ান। (সরোষে) তুই তো যত কুয়ের গোড়া, তো হতেই এ কেলেঙ্কারি।

চন্দন। (ভয়ে) ঘাট হোয়েচে, ঝকমারি।

কুটিলা। (সলজ্জে) ও মা কি লাজ! ছোঁড়ার গায়ে ছুঁড়ীর সাজ! পড়ুক আমার মাথায় বাজ!

কুটিলা। (সলজ্জে) ও মা, কি ঘেন্না, ডাক কুকুরে পায় কান্না, বামসন্নী হলো বামসন্না।

আয়ান। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) মা আমার বুকী, বোন্ আমার খুকী, তাই রাইকে দিয়ে দোষ, বাড়ায় মিছে আমার রোষ। আমি খুব জানি, রাধা আমার তেমন নয়, কলঙ্কে তার ভারি ভয়, সে জানে না আমারই, এম্নি আমার রাই বসমই।

(সুদাম, মধুমঙ্গল ও অনান্য রাখাল-
বালকগণের প্রবেশ)

চন্দন। ভাই আয়ান!

আয়ান। চেপে রাখ তোর বয়ান, বোকা, বুড়ো খোকা! (জটিলার প্রতি) কি আর বোল্‌বো বল্, তুই আমার মা, নৈলে (যষ্টি উত্তোলন করিয়া) বোঁ কোরে দিতুম এক ঘা।

জটিলা। না বাবা, না বাবা!

আয়ান। (কুটিলের প্রতি) দেখ কুটিলে, তুই আমার ভগ্নী, নইলে মুখে দিতাম নুড়োর অগ্নি।

কুটিলা। (সভয়ে) দাদা, দিও না তাপ, করহ মাপ।

আয়ান। (জটিলা ও কুটিলার প্রতি) খবরদার, আর কখন আমার পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী রাধার ঘাড়ে এমন কোরে মিছি মিছি দোষ চাপিও না! রাধার আমার কিসের অভাব, মরায়ে ধান আছে, ডাবরে পান আছে, পাঁদাড়ে ঘুঁটে আছে, ভাঁড়ারে মিঠে আছে, পেঁটরায় বসন আছে, কাঠরায় বাসন আছে, গাছে ফল আছে, জালায় জল আছে, বাড়ীতে ছাত আছে—হাঁড়ীতে ভাত আছে; কাজললতা আয়না আছে—গা-ভরা গয়না আছে; তা ছাড়া আমি, তার সর্ব্বস্বধন স্বামী। শোনো বলি,—নিশ্চয়, সু-নিশ্চয়, অতিনিশ্চয়, রাধা আমার নয় কুপথগামী। তাতে আবার সে এই কানুর মামী।

চন্দন। তা বটেই তো।

আয়ান। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) শোনো বাপু, কানায়ে ভাগ্নে! তোমার কোন দোষ নেই, তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা! (সকলের প্রতি) শোনো সকলে! আমি যেমন ছেলেবেলায় ছেলেদের সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে কোন কোন ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বৌ বৌ খেলতুম, কানায়ে ভাগ্নেও আমার সেইরূপ ছেলেটিকে মেয়ে সাজিয়ে বৌ বৌ খেলে; কারণ, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ।"

চন্দন। ঠিক্ ঠিক্, মামার স্বভাব ভাগ্নেই পায় বটে।

আয়ান। বটে কি না বটে?

চন্দন। বটে বটে!

জটিলা। তবে এখন চল্ বাড়ী হেঁটে।

সুবল। তা হবে না, আমি কখনই ছাড়বো না। আমাকে মায়ে ঝিয়ে বড় গাল দিয়েচো—অপমান কোরেচো—এমন কি ঘুষা মেরেওচো।

জটিলা। কই বাবা, তোমায় তো মারি নি।

সুবল। তা শুন্‌তে চাইনি। এখন গলায় কাপড় দিয়ে, দাঁতে কুটো নিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে মায়ে ঝিয়ে, নাকে কানে খৎ দাও, ঘাট মেনে বাড়ী যাও।

জটিলা। ও বাপ আয়ান! সুবল বলে কি?

আয়ান! তা কি কর্‌বো আঁটকুড়ীর ঝি? তোদের মায়ে ঝিয়ের যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল; এখন খৎ দে নাকে, বাড়ী চল।

কুটিলা। অ্যাঁ, তাই তো মা, বলে কি? হায় হায়, কি হবে!

সুবল। মায়ে ঝিয়ে নাকে খৎ দেবে কি না দেবে? বল, নৈলে সকলে মিলে মারব লাঠি।

জটিলা। এ যে বড় কঠিন মাটী।

সুবল। তবে বার কোর্‌বো চোখের জল।

জটিলা। ও কুটিলা! (অত্যন্ত ভয়ে অস্থির হইয়া নাকে কানে খৎ দেওন)।

সকলে। এই যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল।

[জটিলা, কুটিলা, আয়ান ও চন্দনের প্রস্থান।

সুদাম, সুবল প্রভৃতি রাখাল বালকগণ।

(গীত)

ওরে ও ভাই বনমালী,
খেল্‌লি ভাল চতুরালী,
রাই কিশোরীর মান বাঁচালি,
প্রাণ বাঁচালি চতুর চালে।
রাই সাজালি সুবলচাঁদে,
শাস ননদী পড়লো ফাঁদে
রেয়ের প্রণয় অটুট বাঁধে,
বাঁধ্‌লি ভাল ফিকির খেলে॥
তোর চাতুরী বুঝতে নারি,
ব্রজপুরীর নবনারী,
তোর কাছে ভাই মানে হারি;
কৌশলে তোর আপন ভোলে;
সাবাস রে তোর চতুরালী;
চতুর-চূড়ামণি কোলে॥

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

চন্দ্রাবলী

বা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাবলীর ব্রজরঙ্গ

কৌতুক-নাট্যগীতি

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল। আয়ান। গোবর্দ্ধন। চঞ্চন।

স্ত্রী

রাধা। চন্দ্রাবলী। ভারুণ্ডা। শৈব্যা। তারা। সুবেলা। পদ্মা।

চন্দ্রাবলী

কৌতুক-নাট্যগীতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন—যমুনাতট।

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। (বিরহযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গীত)

আড়াল থেকে, চোখে দেখে কষ্ট হ'ল ভাবি,
আর থাকৃতে নাহি পাবি!
উঃ! যাই রে! যাই রে! যাই রে!
চন্দ্রাবলীর চাঁদের পারা যেন সোনার পরী,
হায় রে, মরি মরি!
কিসে পাই রে—পাই রে—পাই রে!

উহুঁ! পলে পলে, বিরহানলে, মোলেম জ্বোলে! রূপের বলি চন্দ্রাবলী! আমি কৃষ্ণ কালো অলি! মিলন বিনে আর বাঁচিনে, আর পারিনে থাকৃতে! হায়, আর কি পাব দেখ্‌তে! গাছের আড়ালে, ঘোম্‌টা খুলে, বদন তুলে,মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত দেখা যায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে, পালিয়ে গেল, আমায় ক'রে হত। দেখার চেয়ে না দেখা ভাল। চোখ থাকার চেয়ে কাণা হওয়া ভাল। আমি একে কালো, হলেম আরও কালো, পোড়া বিরহের তাপে। গা কাঁপে, পা কাঁপে, তাপের জ্বালার দাপে। রূপসীর রূপ আর কিছুই নয়, চিতের আগুন। জ্বাল্‌তে হয় না, আপনি জ্বলে; নেভে না সাত সিন্ধুর জলে। হলুম খুন—হলুম খুন। তপ্ত ভুঁয়ে পড়ি শুয়ে, যদি বিষে বিষক্ষয় হয়। (ভূতলে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল পরে) বাপ! দ্বিগুণ তাপ। কার সাধ্যি সয়! যাই তাড়াতাড়ি, ঝাঁপিয়ে পড়ি যমুনার জলে; যা থাকে কপালে।

(ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

(সহসা বালকবেশে চন্দ্রাবলীর বেগে প্রবেশ)

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া) হাঁ হাঁ হাঁ, কর কি! কর কি!

শ্রীকৃষ্ণ। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

চন্দ্রা। কেন, কেন, কেন?

কৃষ্ণ। এখনি পুড়ে মর্‌বে।

চন্দ্রা। কি পুড়ে মর্‌বো?

কৃষ্ণ। ভয়ঙ্কর বিরাহনল।

চন্দ্রা। তবু কত বড় ভয়ঙ্কর?

শ্রীকৃষ্ণ। লাখ—দশ লাখ আগ্নেয়-গিরি। পালাও আমার হাত ছেড়ে; নৈলে তোমার হাত যাবে পুড়ে।

চন্দ্রা। তোমার হাত তো নয় গরম, বেশ ঠাণ্ডা নরম।

কৃষ্ণ। তুমি হাজার হোক, ছেলেমানুষ-বুদ্ধি, হুঁস্ এখনো তোমার কম। তাই তুমি আমার হাতের ভাব বুঝতে পাল্লে না।

চন্দ্রা। না হয় বুঝিয়ে বল?

কৃষ্ণ। আমার হাত যে গরম নয়, তার কারণ আছে। বিচ্ছেদবিকারে নাড়ী ছেড়ে গেছে, ঠাণ্ডা তাই। কিন্তু ভাই, উপায় নাই—যাই যাই। বুকের মাঝে বিরহ-আগুন, জ্বোল্‌ছে নগুণ। ছাড় ছাড়, জলে পড়ি।

চন্দ্রা। তা বৈ কি? একে বিচ্ছেদের জলন্ত অনল, তায় যমুনার ঠাণ্ডা জল, একশা হ'লে কি আর রক্ষে আছে? সর্দ্দিগর্ম্মি তোমার মাথার কাছে।

কৃষ্ণ। তবে এ বিচ্ছেদাগ্নি কিসে নেভে?

চন্দ্রা। দেখ না ভেবে!

কৃষ্ণ। আচ্ছা, কদমগাছের ডাল ধোরে ঝুলে পোড়ে দোল খাই। বিচ্ছেদ আগে, হাওয়া লেগে ঠাণ্ডা হবে, কেমন ভাই?

চন্দ্রা। যদি দোলের চোটে, কদমডাল করে মড়াৎ, তা হ'লেই যে ভুঁয়ে পড়াৎ; যদি আবার পেট চেপে পড়, তা হ'লেই ভড়াৎ।

কৃষ্ণ। তবে কি আমার অকূল পাথার, না জানি সাঁতার, ঘোর ঘোরাকার, দারুণ আঁধার, বিরহ-আগুন নিব্‌বে না?

চন্দ্রা। বলি হে কালা! কার বিচ্ছেদ-আগুনের জ্বালা, কোচ্ছে তোমায় ঝালাপালা?

কৃষ্ণ। উঃ? ছাড়, ছাড়, জলে পড়ি।

চন্দ্রা। ফের্ অমন কর তো বাঁধবো এনে দড়ি।

কৃষ্ণ। তবে আবার দি ভূঁয়ে গড়াগড়ি।

চন্দ্রা। উঁহু উঁহু। গড়াগড়ি দিলে থোয়ে গোথ্‌বো সাপের মত গোড়ে মালা ছিঁড়ে যাবে—ময়ূরচূড়া পোড়ে যাবে,—হল্‌দে ধড়া কুঁকুড়ে যাবে—তেলোক ফোঁটা মুস্‌ড়ে যাবে —কালো অঙ্গ আরও কালো হবে—ধুলোর ধূসর হবে। বাঁশীর ছেঁদা বুজে যাবে। কি বাজাবে?

কৃষ্ণ। (গীত)

যাক্ ছিঁড়ে যাক্ গোড়ে মালা—
ফর্দ্দ ফাই।
যাক্ পোড়ে যাক্ ময়ূরচূড়া
চুলোব ছাই॥
হল্‌দে ধড়া কুঁকুড়ে যাক্,
তাই চাই।
কালো অঙ্গ হোক্ গে কালো,
লাগুক্ ধুলো, বোয়ে গেল,
বাঁশীব ছেঁদা বুজুক ভাই॥

চন্দ্রা। ইস্, তাই তো! তবে যে দেখ্‌চি তোমাব বিরহানল ভারি বেয়াড়া।

কৃষ্ণ। আর দিও না চাড়া।

চন্দ্রা। এ বিবহানলেব কে গোড়া?

কৃষ্ণ। তোমায় বোল্লে কি হবে?

চন্দ্রা। তাকে পাবে।

কৃষ্ণ। তুমি পাওয়াবে?

চন্দ্রা। হাঁ।

কৃষ্ণ। সে রাধার জ্যেঠতুতী বোন্, বুঝলে কি?

চন্দ্রা। ওঁ! চন্দ্রাবলী?

কৃষ্ণ। (নাম শুনিয়া অস্থিরচিত্ত) হিহিহিহি—হিহিহিহি—হিহিহিহি—(কম্প)

চন্দ্রা। হিহি কোচ্চ কেন? কাঁপচো কেন? শীত লেগেচে?

কৃষ্ণ। তোমাব কাছে লেপ আছে?

চন্দ্রা। না।

কৃষ্ণ। তবে যা।

চন্দ্রা। এই এখুনি পুড়ে ছার-খার হচ্ছিলে, আবাব ভূমিকম্পের মত কাঁপুনি ধোল্লো কেন? তোমার গরম নরম বোঝা ভার।

কৃষ্ণ। এইবার আমার বিরহ-বিকার।

চন্দ্রা। বিরহ-বিকার না বিরহ-বাই।

কৃষ্ণ। তাই বটে ভাই! বাই বই কম্প কই?

চন্দ্রা। আচ্ছা, হঠাৎ অমন গরম এমন নরম হ'ল কেন?

কৃষ্ণ। তুমি যে বরফ মিশুনো সুধা আমার কাণে ঢেলে দিলে! তাই কনকনে শীত, হতে নারি চিৎ; বুকে চেপে হাত, হয়ে থাকি কাৎ!

চন্দ্রা। কাৎ হ'লেই সন্নিপাত!

কৃষ্ণ। যার নাম একবারে কাৎ?

চন্দ্রা। অথবা নিপাত।

কৃষ্ণ! তবু তো বড়া মুস্কিল কি বাৎ! (ভাবিয়া) আচ্ছা, এক কাজ করি, ভন্‌ভনিয়ে ঘুরি। নরম যাবে, গরম হবে! (চন্দ্রাবলীর হাত ধরিয়া বেগে চতুর্দ্দিকে ঘুরণ)

চন্দ্রা। আরে আরে, কি কর! আমায় ছাড়ো, তোমার বিরহের ছাড়া, আমি যে হলুম গুঁড়া, কি বালাই! ছাড়ো—পালাই।

কৃষ্ণ। তা হবে না, ভাই! চন্দ্রাবলী চাই, নৈলে ছাড়ান নাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা, দেবো তাই!

কৃষ্ণ। তবে বস। ঘুরপাক বন্ধ!

চন্দ্রা। আচ্ছা ভাই কালা, চন্দ্রাবলীর তরে যদি এত জ্বালা, তবে আজ রাত্রে তার কুঞ্জে চুপ্ চুপ্ যাও না কেন? সুখের মিলন হবে, সখের ঝুলন হবে।

কৃষ্ণ। না বন্ধু! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আমার যাওয়া বড় শক্ত কথা!

চন্দ্রা। কেন?

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী ভাকণ্ডা যেন উগ্রচণ্ডা, স্বামী গোবর্দ্ধন যেন তীর্থের পাণ্ডা, একে ষণ্ডা, তায় হাতে ডাণ্ডা! আয়ানকে আছে পার, গোববার কাছে ঘেঁসা ভার।

চন্দ্রা। (গীত)

ভ্যালা খেলা, তোমার কালা,
দিন দুবেলা কতই ঢং।
ব্রজের বালা, ঝালাপালা,
জ্বালাব জ্বালা তোমার রং॥
আয়ানকে ঠকিয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে,
রাধার কুঞ্জে যাও,
পানের খিলি খাও,
আড়-নয়নে চাও,
প্রেম-পাঁচালী গাও।
তবে কেন হে, চাও দেখিতে
চন্দ্রাবলীর ঢং॥

রাধাকে যদি ছাড়তে পার, চন্দ্রাবলীর আশা কর। দু নৌকায় দিলে পা, পার হ'তে পারবে না।

কৃষ্ণ। রাধাকে ছাড়লে চন্দ্রাবলী পাবো?

চন্দ্রা। পাবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, ছাড়লুম।

চন্দ্রা। দিব্যি কর।

কৃষ্ণ। কি দিব্যি?

চন্দ্রা। আমার দিব্যি।

কৃষ্ণ। তুমি কে?

চন্দ্রা। চন্দ্রাবলীর ঘটক।

কৃষ্ণ। সত্যি?

চন্দ্রা। সত্যি।

কৃষ্ণ। (বগল বাজাইতে বাজাইতে সানন্দে) তবে আর কি, মার দিয়া কেল্লা।

চন্দ্রা। সে ভারি শক্ত পাল্লা।

কৃষ্ণ। সে কি ঘটক ভাই?

চন্দ্রা। আগে দিব্যি করা চাই!

কৃষ্ণ। তোমার দিব্যি, তোমার দিব্যি, তোমার দিব্যি, রাধার কুঞ্জে আর যাব না।

চন্দ্রা। চন্দ্র্যবলীর দিব্যি কর।

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিব্যি, রাধার কুঞ্জে আর যাব না, যাব না, যাব না।

চন্দ্রা। তবে এই নেও, তোমার চন্দ্রাবলী। (ছদ্মবালকবেশ পরিত্যাগ)

কৃষ্ণ। (সবিস্ময়ে গীত)

মেঘের কোলে লুকিয়েছিল চাঁদ আমার,
মেঘ সরিয়ে দেখা দিলে চাঁদ আমার।
দেখা দিয়ে, তাপিত হিয়ে,
জুড়িয়ে দিলে চাঁদ আমার।
বিরহ-জ্বালা, নিবিয়ে দিলে,
রূপের সুধায় চাঁদ আমার॥
যমুনার তটে, উজ্জলটি ফুটে,
চন্দ্রাবলী চাঁদ আমার।
পিয়াসা চকোরী, দেহ প্রেম-সুধা,
আশা-ভালবাসা চাঁদ আমার॥

চন্দ্রা। (গীত)

প্রাণের প্রাণ তুমি আমার।
মাথার মণি তুমি আমার।
গলার হার, সুধার ধার,
বীণার তার, তুমি আমার॥
কবরী-ফুল, আশার মূল,
অকূলে কূল তুমি আমার।

কৃষ্ণ। সুন্দরি! তুমি আমার, আমি তোমার।

চন্দ্রা। তবে কি হবে রাধার?

কৃষ্ণ। রাধা পুরাতন, তুমি নূতন, তুমি আমার মনের মতন, সাত রাজার ধন অতুল রতন।

চন্দ্রা। মরি মরি, আমার এত যতন! তবে আজ সাঁজের পরে দয়া ক'রে আমার কুঞ্জে যেও শ্যাম, এই আমার মনস্কাম।

কৃষ্ণ। তোমার শাউড়ী স্বামী যদি দেখ্‌তে পায়?

চন্দ্রা। তারা যায় দেখ্‌তে না পায়, করেচি তার সদুপায়।

কৃষ্ণ। সে কিরূপ?

চন্দ্রা। তবে শোনো কালোরূপ।

(গীত)

সাঁজের বেলা আস্‌বো আমি
তোমার কাছে কদমতলে।
আমার আসাব, আশায় থেকো,
ঠেসান্ দিয়ে কদমডালে॥
আনবো বেনারসী শাড়ী,
চারগাছা মল, হীরের চুড়ী,
সাজিয়ে মেয়ে যাব নিয়ে,
দেখন্‌হাসি মিতিন বো'লে॥
শাউড়ী স্বামীর লাগবে ধোঁকা
কোরবো দুটোয় পাকা বোকা,
এম্নি কোরে কুঞ্জে তোমায়,
আজ নে যাব নিশাকালে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(যষ্টিহস্তে আয়ান ও দধিভারস্কন্ধে চক্কন গোপের বেগে প্রবেশ)

আয়ান। (সরোষে) মার, মার, মার, কই রে চক্কনা, বক্কনা রাধা কই?

চক্কন। চাই দই।

আয়ান। এই তোর দই বেচবার ঠাঁই?

চক্কন। না দাদা ভাই! হাঁক্‌লে দই, আসে যদি তোর রাই রসময়ী!

আয়ান। (ভাবিয়া) আসে যদি, তবে আসে নি?

চক্কন। এসেছিল বই কি তোর রাইমণি।

আয়ান। তবে কোথা গেলো?

চক্কন। তাই তো দাদা, এ কি হ'লো!

আয়ান। (বিরক্ত হইয়া) তুই ভারি মিথ্যেবাদী।

চক্কন। তোর মাথা খাই, মিথ্যে কই যদি।

আয়ান। তবে বল্ না কোথা রাধা?

চক্কন। অ্যাঁ, তাই তো দাদা।

আয়ান। তুই উল্লুক!

চন্দন। না ভাই ভল্লুক!
আয়ান। তবে গাধা।
চন্দন। না, দাদা।
আয়ান। তবে বোকা!
চন্দন। না, গুফো খোকা?
আয়ান। তবে ধড়িবাজ!
চন্দন। না, মহারাজ!
আয়ান। তবে ছুঁচো!
চন্দন। না বুচো!
আয়ান। তবে বেহায়া!
চন্দন। না, ভায়া!
আয়ান। তবে চুষো!
চন্দন। না মুষো!
আয়ান। তবে চুলোর ছাই!
চন্দন। না, মন্দা দাই!
আয়ান। তবে তুই ঢেঁকী!
চন্দন। না, ভাই খেঁকী!
আয়ান। তবে তুই ভূত।
চন্দন। না, জটিলের পুত!
আয়ান। তবে হাতী!
চন্দন। তবে নাতি।
আয়ান। তবে তুই প্যাঁচা!
চন্দন। না, ভাঙা খাঁচা।
আয়ান। কি বোল্লি? আমি ভাঙ্গা খাঁচা?
চন্দন। তা নৈলে উড়ে পালায় রাই ময়না?
আয়ান। ফের বলি, কি বোল্লি? রাই আমার ময়না?
চন্দন। আরে দাদা, রাই ময়না মাগী নয়, ময়না পাখী।
আয়ান। আচ্ছা, উড়লো কোথা দেখা দিকি?
চন্দন। এগিয়ে আয় না।
আয়ান। সে আমার কোথাও যায় না।
চন্দন। তবে কি কচ্চি মিছে তামাসা?
আয়ান। চোপরাও চাষা!
চন্দন। আহা, ভায়ার কি মিষ্টি ভাষা, খাস্তা খাসা খিস্তি ঠাসা।

আয়ান। (সরোষে গীত)

রাখ তোর অনুপ্রাস যদি তুই ভাল চাস
তা হ'লে এখনি দেখা রাই।
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ! হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ!
নহে আর রক্ষে তোর নাই॥
রোজ রোজ মিছিমিছি,
করিস্ খালি খোঁচাখুঁচি,
কালার কাছে রাই এসেছে বোলে
রে রে রে রে—রে রে রে রে!
রে রে রে রে—রে রে রে রে!
ঠেঙিয়ে মাথায় খুলিটে ওড়াই॥

(যষ্টি উত্তোলন)

চন্দন। (ভয়ে) দোহাই! দোহাই! ঘাট হয়েছে, ভাই! তোর পায়ের কাদা খাই, আর কাজ নাই, এই আমি যাই, (গমনোদ্যোগ)
আয়ান। তা শুনবো না, দেখ্‌লাও রাই।
চন্দন। রাই ছিলো, পালিয়ে গেলো, আর যদি না আসে?
আয়ান। তোর মুখ ঘোষ্‌বো উলু ঘাসে।
চন্দন। তবেই যমের গ্রাসে।
আয়ান। তায় আর কি যায় আসে? জন্মালেই মিত্যু, তবে কেন হোস ভিত্যু? পাপ কোল্লে ভুগ্‌তে হয়, মিথ্যে বোল্লে যমালয়, তবে কেন ভয়? বোস্ হাঁটু-গেড়ে, আমি হুঙ্কার ছেড়ে, মারি তোরে বেঁশো লাঠি! কেসো রুগীর লাগুক দাঁতকপাটি, ফাটাফাটি।
চন্দন। ও ভাই আয়ান, পড়ি তোর পায়!
আয়ান। তবে দেখা রাধায়।
চন্দন। সখে! বাড়াও কাঁচা মাথা! নৈলে দেখা ও দেখাও রাই কোথা।
চন্দন। দাদা আয়ান! রাই রাই কোরে, তোর মাথা গেছে ধরে। উঃ, ভারি গরম? এখনি হবে নরম। আমার হাঁড়া থেকে, চোটকে মেখে, থাবা থাবা দধি, শুয়ে মার তো, গুণনিধি! ঠাণ্ডা হবে, আরাম পাবে, রাগটা যাবে।
আয়ান। রাখ তোর দই। রাধা কই?
চন্দন। (স্বগত) দফায় দফায় সেই কথা, নিশ্চয় আমার ভাঙবে মাথা! পালাই কোথা, সাম্নে জাঁতা।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

(শুনিয়া প্রকাশ্যে) ও দাদামণি! শুন লো বাঁশীর ধ্বনি কেমন তান! প্রেমের গান! আকুল প্রাণ! মেয়ে তো মেয়ে, ইচ্ছা হয় আমরাই যাই ধেয়ে! কালার বামে বাঁকা ঠামে—ঘোমটা খুলে, বদন তুলে আড়নয়নে ঘাড় বাঁকিয়ে মুখের পানে থাকি চেয়ে।
আয়ান। (আলুথালুভাবে) তাই তো রে ভাই, ভারি মিষ্টি আওয়াজ!
চন্দন। মিষ্টি ব'লে মিষ্টি। ছুঁড়ী তো দূরের কথা, ছোঁড়াদেরো মজাবার আওয়াজ।
আয়ান। তবেই আমার মুণ্ডে আখণ্ড বাজ! সাজ্, সাজ্, মুগুর ভাঁজ, ঝটকা মেরে শিকে গাঁজ, ভাঙ্‌বো পিরীত ইটের পাঁজ।

চঞ্চন। হঠাৎ কেন হেন রাগ?

আয়ান। তোর কথাই সত্যি, হেথাই আমার মাগ! আজ রাই থেঁৎলাব। কানাই কোঁৎলাবো। গুঁড়ুবো বাঁশরী, যেন কড়াই মুগুরী।

চঞ্চন। ইস্! দাদার রাগ দেখ, ওজনে বিশ পশুরি।

আয়ান। (বিবিধ আস্ফালনসহ গীত)

দম্ দমাদম্, মারবো বেদম,
গরমাগরম্ লাঠির ঘা।

চঞ্চন। (তাললয়ে নাচিতে নাচিতে)
ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ।

আয়ান। (পূর্ব্ববৎ গীত)
পেট ফোটাবো, পিঠ ফোটাবো,
হাড় গুঁড়াবো ভাঙবো পা।

চঞ্চন। (পূর্ব্ববৎ)—
ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ।

আয়ান। পূর্ব্ববৎ।—
খটমট খটমট ছুট্‌বো ঘোড়া,
পটাপট পট পট পিটবো কোঁড়া
লটপট্ লটপট্ কেষ্টা ছোঁড়া,
ছটপট্ ছটপট্ রেয়ের গা।

চঞ্চন। (পূর্ব্ববৎ)—
ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ, ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ।

আয়ান। আয় চঞ্চন ভাই, ছুটে যাই, ঐ ঝোপে থাকি চুপে চুপে, আবার কেলের সনে রাই আস্‌বে হেথা, ঠেঙিয়ে ভাঙ্‌বো ছুটোর মাথা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর পুনঃপ্রবেশ)

চন্দ্রা। রসের সাগর, শ্যাম নটবর। যত দেখি তোমার ও চাঁদমুখ, তত বাড়ে আমার অপার সুখ।

কৃষ্ণ। প্রেমময়ি! আমি কি দেখতে এতই ভাল?

চন্দ্রা। (গীত)

তুমি যে কত ভাল, চিকণ কালো
বলবো কত একটি মুখে?
রূপের ঝলায়, ভুবন আলো,
চাঁদের ছবি পায়ের নখে।
মন-মজানে মুচকি হাসি,
কুল-মজানে মোহন বাঁশী,
যেম্নি তুমি তেম্নি তোমার
আড়-চাহনি চমক লোকে॥
কুলের বধূ, ফেলে বঁধূ,
খেতো তোমার প্রেমের মধু,
শাস ননদী স্বামী ছেড়ে
দৌড়ে এসে তোমায় দেখে।

দূরে বৃক্ষান্তরালে আয়ান ও চঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ)

আয়ান। (সরোষে) উঃ! কি দাপট! কি সাপট! কি ঝাপট!

চঞ্চন। লাগাও পটাপট্!

আয়ান। দাদা চঞ্চন! আমি অকিঞ্চন, নাই প্রবঞ্চন!

চঞ্চন। আর কেন? কাঁচি থাকে তো কর নাসা কুঞ্চন। হায় হায়, দাদা! তোমার কপালে পেতোল, তুমি ভাব কাঞ্চন।

আয়ান। তাই তো ভাই! রাই আমার বাড়া ভাতে দিলে ছাই। আমি হেন ওর ভর্ত্তা, সর্ব্বময় কর্ত্তা, কান্না সুরের ধর্ত্তা, শোক-দুঃখের হর্ত্তা, ছিছি আমাকেই বানালে কুত্তা।

চঞ্চন। বিধির বিড়ম্বনা। কালার ভাগ্যে ফুল, তোর ভাগ্যে পাত্তা!

আয়ান। (সাভিমান রোদনে) কেন, আমার কি রূপ নাই?

চঞ্চন। বালাই বালাই! কে বলে তোর রূপ নাই? ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস! বেছে বেছে চিবও ঘাস! তোমার অপরূপ রূপ!

আয়ান। তবে কেন রাই কালাকে ভোজলো? কালার প্রেমে মোজলো? কালো রূপ চোখে গুঁজলো?

চঞ্চন। ঐটে জানা শক্ত কথা! চল্ জানের বাড়া যাই।

আয়ান। আরো শোনো ভাই! কালার চোখে আড়-চাহনির চমক, আমার চোখ কি ট্যারা?

চঞ্চন। না না, বেশ আলুচেরা। কালার চোখে শুধু চমক, তোমার চোখে ধমক-চমক।

আয়ান। তবে বল তো, চঞ্চন দাদা, এতে আমার পায় না কান্না?

চঞ্চন। কান্না তো কান্না, ঘুচে যায় খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বান্না।

আয়ান। তোমার সামনে আমার বৌ, কেলে ছোঁড়া তার খাচ্চে মৌ! যে হৌ সে হৌ, ছুটোকেই মারি, এক দম সারি।

(যষ্টি উত্তোলন করিয়া ছুটিতে ছুটিতে)

রে রে রে রে রাই ! রে রে রে কানাই, আর রক্ষে নাই।

(কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর পলায়নোদ্যোগ, কিন্তু পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পতন)

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

চন্দন। ছুটলো ছোঁড়া পড়লো ছুঁড়ী, তিড়ি লাফে ধর তাড়াতাড়ি।

আয়ান। (চন্দ্রাবলীর নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে) আরে হে ? এ কে ! এ যে আমার ভায়রা ভাই গোবরার গুবরী চাঁদবালী—আমার রেয়ের জেঠতুতী বহিন চাঁদবালী—আমার ফোচকে শালী চাঁদবালী। (চন্দ্রাবলীর প্রতি) দূর শালী চাঁদবালী। গোবরার কুলে দিলি ধ্যাবড়া কালি।

চন্দন। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! বলিস কি ভাই আয়ান !

চন্দন। (দেখিয়া) অ্যাঁ, তাই তো ! এই তো বটে গোবর মরদার মরান ! হা গোবর্দ্ধন ! তোমার সাত রাজার ধন তোমায় কোরে গোধন, কালার ভাগ্যে ষষ্ঠীর বোধন ! বলি ওগো গোবরের ভজন সাধন ! গোবরকে ঘুঁটে কোরে, দিন দুপুরে কোল্লে নিধন ! গোবর ঘুঁটে হলো ছাই ! ঘরে চল, আয়ান ভাই।

আয়ান। বড় মজা হয়েচে, শাপে বর ! গোবরা আমায় ঠাট্টা করে নিরন্তর। বলে "ওহে আয়ান, তোমার রাই তোমার খায়, কালাচাঁদের পিরীত গায়।" কিন্তু বোঝে না ভারুণ্ডার বেটা আমার রাই নয় যেটা, সেটা তারি চাঁদবালী, কালাচাঁদের প্রেমের ডালী। আমি গাই, তুই বাজা, বড় মজা—ভাবি মজা।

(সনৃত্য গীত)

গোবরা ছোঁড়া, গুবরে পোকা,
হো হো হো !

চন্দন। (সনৃত্য তাললয়ে) ভোঁ পোঁ ভোঁ !

আয়ান। (পূর্ব্ববৎ)—
হ্যাকা ভ্যাকা নিরেট বোকা—
হো হো হো !

চন্দন। (পূর্ব্ববৎ)—কোঁ কোঁ কোঁ।

আয়ান। (পূর্ব্ববৎ—
চাঁদবালী তার শ্যাম সোহাগী,
সা রি গা মা পা ধা নি—সা
আচ্ছা চালাক বাচ্চা মাগী,
তেরে কেটে তেরে কেটে—ধা।

উভয়ে। (তাললয়ে নাচিতে নাচিতে)
ভোঁপোর ভোঁপোর ভোপ্পোপোঁ !
ক্যাঁকর, ক্যাঁকর, ক্যাক্ক্যাক্ক্যা !
ঠমং ঠননং ঠননং ঠোঁ,
ক্যাঁকর, ক্যাঁকর, ক্যাক্ক্যাক্ক্যা !

আয়ান। (গীত)

গোবরা এবার দিলে খোঁটা,
ফুটিয়ে দেবো উল্টো কাঁটা,
কাট্টা কাট্টা ঠাট্টা কোরে,
রাকফুটুনির গাট্টা মেরে,
বুকের পাট্টা দেবো চিরে,
খোঁটার পাট্টা নেবো ফিরে,
হি হি হি হি—হোঁ !

উভয়ে। (পূর্ব্ববৎ)—
সাবাস প্রেমের ঘুরঘুরুণি—ভ্রং ধোঁ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ)

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী চন্দ্রমুখী ! তোমার দুখে আমি দুখী। ওঠ প্রিয়ে হাতে হাত দিয়ে। তোমায় নিয়ে, পালিয়ে গিয়ে, কদমবনে যাই, হেথায় থাকার কাজ নাই।

চন্দ্রা। ওহে কালো ! এ কি হলো, ওরা যে দেখে গেলো।

কৃষ্ণ। বয়ে গেলো। দিচ্ছি অভয়, গেলো ত ভয়। এখন চল।

(ফলপূর্ণ ডালী মস্তকে ফলবিক্রেতা-বালকবেশে রাধার প্রবেশ)

রাধা। (গীত)

ওগো, ফল নেবে গো !
যেমন তেমন এ ফল নয়,
ওগো ফল নেবে গো !
"যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল"
ওগো ফল নেবে গো !
এ ফল যে খায় সেই পস্তায়,
যে না খায়, সেও পস্তায়,
ওগো ফল নেবে গো।
আমার ফল যে নেয় কেড়ে,
ঠ্যাঙার গুঁতো তারি ঘাড়ে,
ওগো, ফল নেবে গো !

চন্দ্রা। ও ছেলেটি ! তোর ডালায় কি ফল ?

রাধা। এখন বিফল !

চন্দ্রা। কেন ?

রাধা ভাল কালো জাম ছিল।

চন্দ্রা। বিকিয়ে গেছে ?

রাধা। না, কেড়ে নিয়েচে।

চন্দ্রা। কে কেড়ে নিয়েচে তোমার কালো জাম ?

রাধা। যার চোখে নেই লাজের চাম।

চন্দ্রা। কে সে ?

রাধা। বোল্‌চে যে।

চন্দ্রা। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, আমি !

রাধা। হ্যাঁ, তুমি।

চন্দ্রা। মিছে কথা।

রাধা। দেখবে তবে ? (ছদ্মবেশ পবিত্যাগ করিয়া) দেখ্‌লে !

চন্দ্রা। (সলজ্জে) ও মা, কি লজ্জা !

রাধা। (কৃষ্ণের প্রতি) ও শ্যাম !

রাধা। ওলো আহ্লাদী। ও নয় তোর শ্যাম, ওই আমার কালো জাম ! বল দিকি কেড়ে নিয়েচিস্ কি না ?

চন্দ্রা। ও রাধার কালো জাম। আমি পালাই।

কৃষ্ণ। আমিও তাই।

(কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীব পলায়নোদ্যোগ)

রাধা। বটে ! (উভয়কে ধরিয়া)—

(গীত)

ছি নট লম্পট, দিতেছ চম্পট,
কপট নিপট কালিয়ে !
আমারে ফাঁকি দিয়ে,
ধুব্‌ড়ী খুকী নিয়ে,
বেড়াও দুপুরে রোদে খেলিয়ে।
পিরীতে ধিক্ থাক্,
ও রীতে ধিক্ থাক্,
তোকেও লো ধিক্ থাক্—
যমুনা-জলে নেবে,
দুটোতে মর ডুবে,
রাধার বালাই যাক্ চলিয়ে।

কৃষ্ণ। রোষময়ী রাধে ! ক্ষমা কর দোষ !

রাধা। ধিক্ কেলে মোষ।

চন্দ্রা। অ্যাঁ ! শ্যাম মোষ ! তবে আমি বুঝি মুষী ?

রাধা। হ্যাঁ লো গমের ভুষী !

চন্দ্রা। শুন্‌চো কালা গালের রাশি।

কৃষ্ণ। তোমাদের বোনে বোনে নাই বনাবনি, কি কববে নীলমণি ? বাধে, আমায় ছাড়ো, হাত টিপো না, লাগচে বড়।

রাধা। হুঁ, ছাড়বো ! এক গাড়ে দুটোকে গাড়বো।

চন্দ্রা। আমার কি কসুর ?

রাধা। তোর ভাতার তোর ভাশুর ! নৈলে এই বেলা দুপুর, কোরে উসুর তুসুর, কালার কাছে আস্‌বি কেন ?

চন্দ্রা। কালাকে কি রেখেছিস কিনে ?

রাধা। ওলো, কিনি নি তো কি ? দাসখৎ লিখিয়ে নিচি, নাকখৎ দিইয়ে দিচি। তোর আর বাহাদুরী কিসের লা চাঁদি, নফরের বাঁদী, উটকপালী খাঁদী ! তুই তো গোলামেব গুলমী শালামেব কুঁচী, পেঁচী বুঁচী ছুঁচী !

কৃষ্ণ। রাই, অমন কোবে কি গাল দেয়, ছি ? ছি !

বাধা। কেন দেবো না, খুব দেবো—জন্ম জন্ম দেবো, ও আমার কালো জাম চুবি কোল্লে কেন ?

চন্দ্রা। শ্যাম, আমি চুন্নী ?

কৃষ্ণ। না বড় গিন্নী, তুমি পুণ্যি। রাধার কথা দাও ছেড়ে, বাধা অমন বলে তেড়ে তেড়ে।

রাধা। কি বোল্লে গোরু-চরাণে কেলে রাখাল ! চাঁদী তোমার বড় গিন্নী !—পুণ্যি ! রোসো গিন্নী পুণ্যি বার কোচ্চি। দেখি, তোমার পুণ্যির কত জোর। (চন্দ্রাবলীকে সবলে টানিতে টানিতে) আয় আয় লো পুণ্যি, করি তোকে তোর ভাতারের কোল শুন্যি। যমুনার জলে ঠেলে ফেলে, পুণ্যি ডুবুই। (সবলে হস্ত আকর্ষণ)

চন্দ্রা। কালাচাঁদ ! চাঁদ ডোবে। ধর ধর।

কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীর অপর হস্ত আকর্ষণ করিতে করিতে) ভয় কি ? মেঘ সরাচ্চি।

চন্দ্রা। ও মা, কি হবে গো, মোলুম গো, দুটানা হেঁচ্‌কা টানে কুঁচকী আউবে উঠ্‌লো গো।

রাধা। হুঁ হুঁ, দু নৌকায় পা দেওয়ার মজাটা দেখ, মস্তানী।

চন্দ্রা। কালাচাঁদ, বাঁচাও বাঁচাও।

কৃষ্ণ। আঃ, আস্তে চেঁচাও, (রাধার প্রতি) রাই, কৃপা কোরে হাত ছাড়ো।

রাধা। আগে ঘাট মেনে আমার পায়ে পড়।

কৃষ্ণ। আড়ালে চল।

রাধা। কেন, এখানে ?

কৃষ্ণ। তোমার বড় বোনের সাম্নে ?

রাধা। বটে, তবে ওকে ছেড়ে তোমায় টানি, খাওয়াই কাদা-ঘোলা পানী ! (চন্দ্রাবলীকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

কৃষ্ণ। উঃ, বিষম টান ! ও চন্দ্রাবলী ! উপকারের পর প্রত্যুপকার। আমি তোমার উপকার কোরেচি, তুমি আমাব প্রত্যুপকার কর। এই ঠিক সময়।

চন্দ্রা। দাঁড়াও রসময়! (কৃষ্ণের অপর হস্ত ধরিয়া বিপরীত দিকে আকর্ষণ)

(বেগে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি রাখালগণের প্রবেশ)

সুদাম। ও ভাই কানাই! বলি, এ কি!

কৃষ্ণ। এ এক রকম ঢেউখেলানো ঢেঁকি।

সুবল। ও বাবা, যেন শাঁখারীর করাত! যেতেও কাটচে, আসতেও কাটচে।

কৃষ্ণ। ও ভাই, সকলে মিলে ধর করাত।

সুবল। বাপ রে, করকোরে দাঁত।

কৃষ্ণ। ছিঁড়লো দুখানা হাত।

মধু। এই বুঝি মরদ্ কি বাত!

কৃষ্ণ। তবু একবার টানো, যদি ছাড়ে।

শ্রীদাম। ইস্, যে জোর টান, ছাড়লেই পড়বে এ ওর ঘাড়ে।

সুবল। আমার কিন্তু বোধ হয়, এ লাক্‌লাইনের টান ছিঁড়বে, তবু ছাড়বে না।

সুবল। এ যে রকম কাণ্ড! একসঙ্গেই সোজা রথ—উল্‌টো রথ।

সুবল। রথে চ টাননং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। চন্দ্রাবলী তথা রাধা মধ্যে কালা প্রভিদ্যতে। আয় ভাই, সবাই মিলে টান মারি, বাঁচাই কালা বংশীধারী।

(শ্রীদাম রাধার হস্ত, সুদাম শ্রীদামের হস্ত এবং সুবল চন্দ্রাবলীর হস্ত ও মধুমঙ্গল সুবলের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

শ্রীদাম প্রভৃতি রাখালবালকগণ।

(বিবিধ ভঙ্গীসহ গীত)

টান মার ভাই, হ্যাঁচকা টানে,
হ্যাঁচক্—হ্যাঁচক্—হ্যাঁচ!

সকলে। (সুরে)

উহু উহু—যাই যাই!

কৃষ্ণ। (সুরে) ইস্, কি প্যাঁচাও প্যাঁচ!

রাখালবালক। (গীত)

টান্ টান্, কোসে টান্,
হ্যাঁচক্—হ্যাঁচক্—হ্যাঁচ।

সকলে। (সুরে)—

বাবা রে! মা রে! গেনু রে! মনু রে!

কৃষ্ণ। (সুরে) হাড় করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ।

রাখালবালকগণ। (গীত)

কচি কাঁচা কচি কাঁচা আঙুলগুলো)
শক্ত দেখ—বাপ!

পাকসাঁড়াসীর পাকুড়া যেন,
ধরলো যে ভাই হাঁফ!

সকলে। (সুরে)

বাবা রে! মা রে! গেনু! মনু রে!

কৃষ্ণ। (সুরে) ইস্, কি প্যাচাও প্যাঁচ।

সকলে। (বিবিধ ভঙ্গীসহ গীত)

উহু উহু, ওহো ওহো,
কুহু কুহু, কোহো কোহো,
হুহু হুহুহুহুহু—হুস্।

রাখালবালকগণ। (সুরে)

এক পুরুষের দু'জন নারী এমনি প্যাঁচাও প্যাঁচ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন-পথ।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল।

সকলে। (বিবিধ ভঙ্গীসহ গীত)

রাগের ভরে, মানের ঘোরে,
চলে গেছে রাই।
জবাব সাফা, দফা রফা,
আর তো উপায় নাই॥
রাধা আর দেবে না ঠাঁই,
কালা জব্দ হলো, ভাই॥

সুবল। (তাললয়ে) তবে কি হবে?

সুদাম। (ঐ) দেখি ভেবে।

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) আর ভাবা!

মধুমঙ্গল। (ঐ) হলেম হাবা।

সকলে। (গীত

ভাই, ভেবেও না পাই থাই!
হায় কার কাছে বা যাই।
রাধার রাগে, পড়লে বাগে,
বাঘেও ভাগে, ভাই॥

শ্রীদাম। স্থাথ্ ভাই! কালাচাঁদের যত জ্বালা, তার মূল হচ্ছে চন্দ্রনা!

সুদাম। ঠিক ভাই, চন্দ্রনাই সর্ব্বদাই ঠাঁই ঠাঁই চুগ্‌লি লাগায়; আয়ানকে ব'লে, কালাকে ভয় দেখায়। এই সে দিন কি না কোল্লে, প্রায় ধোল্লে ধোল্লে। কিন্তু

ভাগ্যে আমাদের বনমালী, খেল্লে চতুরালী। নৈলে বল দিকি, কি কাণ্ডখানাই না ঘটতো। আবার আজকে না কি আয়ানকে টেনে এনে, যমুনাতটে কদমবনে, রাই ধোস্তে এসেছিল। রেয়ের বদল হ'ল চন্দ্রাবলী; তাই রক্ষে, নয় আয়ানের গালাগালি শ্যামকে খেতে হতো; রাইও মারা যেতো।

সুবল। চঞ্চলা অমন কেন, ভাই?

মধু। ওটা ঘুরঘুরে বাই।

শ্রীদাম। আয় ধোরে ঠেঙাই বাই ফাই বেরিয়ে যাবে; ছুঁচোটা খুব জব্দ হবে। আজ একবার এলে হয়, ফেলবো তাকে কালিদয়।

নেপথ্যে চঞ্চন। চাই দই।

সুদাম। ওই রে ওই।

শ্রীদাম। আয় আমরা কপাটি খেলি, ছুটোছুটি কোরে, খুব জোরে, ওটার ঘাড়ে প'ড়ে বাঁকের শিকে ছিঁড়ি; ভাঙি দইয়ের হাঁড়ী; ঠেঙাই ঠেঙার বাড়ি। কপাটি খেলি গেয়ে গেয়ে, দেখ্‌বে ওটা চেয়ে চেয়ে।

সকলে। (দুই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, গাহিতে গাহিতে কপাটি খেলা (

(গীত)

হাডু—ডুডু ডুডু—কপাটি কপাটি।
বোয়ের মাথার ফুলেব খোঁপাটি।

সুবল। ছুঁলে ছুঁলে—পালা পালা।

মধু। অগ্নি না কি? কোট খোলা।

সকলে। (গীত)

হাডু ডুডু ডুডু—কপাটি কপাটি।
এই ছুঁয়েছি—আটকে ঘাঁটি॥

(দধিভারস্কন্ধে চঞ্চন গোপের প্রবেশ)

চঞ্চন। চাই দই—দই—দই চাই। (কপাটি খেলা দেখিয়া) বা ভাই, বলিহারি যাই। তাল বসানো, রাগ-রাগিণী ভাজা কপাটি খেলা। এর নাম কি টপ্পা কপাটি?

শ্রীদাম। উহুঁ, খেয়াল কপাটি।

চঞ্চন। (সানন্দে) হুঁ! আমারও ইচ্ছে হয়, বাঁক ফেলে, এক দম ফেলি খেলে।

শ্রীদাম। তবে এস তেড়ে, যাও ভিড়ে।

চঞ্চন। আচ্ছা লাগে! (সভঙ্গী) কপাটি কপাটি কপাটি কপাটি কপাটি কপাটি।

রাখালবালকগণ। (চঞ্চনকে ধাক্কা দিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও প্রহার)

চঞ্চন। (কাতর হইয়া) আরে আরে, ছাড়্ ছাড়্, ইস্, ভাঙলো ঘাড়। ও ছিদ্‌মে! ও সুদ্‌মে! ও সুবলো! ওরে মধো! মলুম রে! গেলুম রে!

শ্রীদাম। সাব্‌ড়ে ফেলি থাব্‌ড়ে থাব্‌ড়ে।

চঞ্চন। না, ছিদেম! দই খা হাবড়ে হাবড়ে।

সুদাম। আজ তোর দফা রফা।

চঞ্চন। না রে, না রে, আমার পেটটা ফাঁপা।

সুবল। মার্ মার্ (সকলের প্রহার)

চঞ্চন। উহু উহু! শক্ত চড়! হাড় মড়মড় ঘাড় কড়কড়! ধড় ধড়ফড়! ওরে বাবা! এরি নাম কি খেয়াল-কপাটি?

শ্রীদাম। দাঁত কপাটি! আন্ লাঠি! ঠ্যাঙা ঠ্যাঙার বাড়ি। ভাঙ দ'য়ের হাঁড়ী এইটেই নষ্টের ধাড়ী। (প্রহার)

চঞ্চন। ওরে আর না, আর না—থাম্ থাম্—ভারি ঘাম! ওরে, আজ খেয়েছি কড়াই-মুড়ি, পেটের ভেতোর হুড়োহুড়ি! পেট ভারি নরম, হস্‌নি গরম! পেট চাপিসনি; এখনি হব অসামাল। বদ্ বামাল! পয়মাল!

শ্রীদাম। এইবার হাত-পা বেঁধে, চ্যাং-দোলা কোরে কাঁটা-বনে ফেলে দি চল্।

সুবল। দড়ি কৈ?

শ্রীদাম। এর বাঁকে, আছে শিকে মেবে ঝিঁকে, নে, ছিঁড়ে, বাঁধ্ তেড়ে।

সকলে। (চঞ্চনকে বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন জব্দ ভেড়ের ভেড়ে!

চঞ্চন। ওরে তোদের পায়ে পড়ি, দে ছেড়ে।

সুবল। দেবো ছেড়ে, কাঁটাবনে গেড়ে।

চঞ্চন। আচ্ছা, আমার কি দোষ?

সুবল। তুই দাম্‌ড়া মোষ। কেন আমাদের কালাকে জ্বালাস্?

চঞ্চন। (স্বগত) হুঁ, তাই এ ব্যাটারা আমাকে ধস্তাচ্ছে! আচ্ছা! থাক্ নচ্ছাররা! ধস্তানির দাদ তুল্‌বো, পস্তানির দোর খুলবো।

শ্রীদাম। চঞ্চনার দয়ের ভার, করি পগার পার।

সকলে। (চঞ্চনকে চ্যাংদোলা করিয়া দোলাইতে দোলাইতে গীত)

চ্যাং চ্যাং চ্যাং, চ্যাং চ্যাং চ্যাং
চ্যাঙদোলা—
(উচ্চহাস্যে) হাঃ—হাঃ!
ওলোট-পালট কোরে জোরে
মার্ ঠ্যালা—
বাঃ—বাঃ

ব্যাটা যেন ব্যাঙ,
লম্বা সরু ঠ্যাঙ,
মুখটো যেন চ্যাঙ্,
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং—

মুখের ভেতোর গুঁজে দেবো কাঁচকলা—
খাঃ—খা!

(নাচিতে নাচিতে)—

ডুম্ ডুম্ সা—ডুম্ সা—ডুডুম্ ডুডুম্—
ডুম্ সা!

কাঁই কাঁই কাঁই—চঞ্চন চ নিমতলা।

[সকলেব প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—কদম্বকানন।

চন্দ্রাবলী ও নারীবেশে শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। প্রেমেব দায়, কতই উপায় কোত্তে হয়। ছিলেম পুরুষ, হলেম নারী।

চন্দ্রা। কালা হে, বলিহ্ন তুমি পুরুষভাবে সাজ যেমন, তেমনি নারীভাবে সাজ তেমন, তুমি পুরুষ কি নারী, চিন্‌তে নারি। কি যে তুমি, তুমিই জান। পরকেও জান, তাই তো টানো।

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী, একটা কথা বলি; তুমি প্রেমে মোজে গুরুজনদের ফেলে ছুটে এলে কেন?

চন্দ্রা। তবে শোনো; স্বামী আদি গুরুজন, রত্নধন, সংসারবন্ধন না ছাড়লে তোমায় তো কেউ পায় না। যার চোখেব সাম্নে সংসারেব আয়না, সে ফাঁকিই দেখে, তোমায় দেখতে পায় না। তাই সব ভুলে এসেচি। সব ভুলেচি, মূল পেয়েছি। মূল পেলে কে শাখা চায়? কূল পেলে কে কূল চায়? সুধা পেলে কে জল চায়? শ্যাম পেলে কে ধাম চায়—নাম চায়? কালা পেলে কে জ্বালা চায়? সুখ পেলে কে দুখ চায়? সব তো তুমি জগৎ-স্বামী, তাই তো দাসী তোমাব আমি। এইবার দাসীর কুঞ্জে চল।

নেপথ্যে দূরে রাখালবালকগণ। ও ভাই সুদাম! প্রাণকানাই গেলো কোথা? কোন বনেই যে দেখ্‌তে পাইনি। আয় দিকি, এই বনে দেখি।

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী! আমার প্রাণের সখারা, হয়ে আমাহারা, পাগলপারা আসচে এ দিকে। তুমি উঠে, তাড়াতাড়ি ছুটে, লুকোও ওদিকে। আমি একাকী, ঘোমটা টেনে বোসে থাকি। বোসে বোসে, খানিক তামাসা দেখি।

(চন্দ্রাবলীর অন্তরালে গমন)

(গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

শ্রীদামাদি চারিজন। (গীত)

থাকে থাকে, কাছে থেকে,
পালিয়ে যায় যায়।
কোথায় গেলি, বনমালী,
ডাক্‌চি আয় আয়।
একে কালা কচি ছেলে,
রূপের ছটাব ঘটায় ভোলে,
ছুঁড়ীগুলোই তাকে খেলে,
হায় রে হায় হায়।
এবার যদি দেখি ছুঁড়ী,
মারবো কোসে পাঁচনবাড়ি,
গালাগালিব পাঁচনবাড়ি,
গিলিয়ে দেবো মিলিয়ে তায়।

শ্রীদাম। (স্ত্রীবেশী কৃষ্ণকে দেখিয়া) ওরে ওরে, ত্যাখ ত্যাখ, ত্যাখ, ঐ যে, একটা ছুঁড়ী! তিন হাত ঘোম্‌টা, যেন আফোটা কুঁড়ি।

সুদাম। উহুঁ, যেন কলা-বৌ। গেতে এয়েচে কালা মৌ!

শ্রীদাম। কি জ্বালা! এক পল যায় না ফাঁক, পাল পাল ছুঁড়ীব ঝাঁক।

সুবল। ওরে ডাক্ না?

শ্রীদাম। উহুঁ, থাক্ না। ডাক্‌লে পালাবে, চুপ কোরে ত্যাখ না।

সুবল। আর না ভাই! দেখে কাজ নাই। ও রূপের ছাই।

সুদাম। তাই বা কি ক'রে বলি? ছাই কি সোনা যায় না চেনা, যে লম্বা ঘোম্‌টাটানা।

সুবল। এগিয়ে ডাকি। বলি, ওগো, তুমি কে? কৈ, সাড়া দাও না যে?

মধু। ও মেঘঢাকা চাঁদ কালা!

সুবল। তা মিলেচে ভালা! যোড়া কালা! তিনি বর্ণে, ইনি কর্ণে!

সুদাম। ওগো, দাও না সাড়া? নৈলে দেবো গা নাড়া।

সুবল। না রে, ছুঁসনি ছেঁাড়া! কেলে দেখলে মার্‌বে কোঁড়া, কোর্‌বে খোঁড়া!

সুদাম। কিন্তু ঘোম্‌টাই কেলে ক্ষেপাবার গোড়া।

সুবল। মিষ্টি কথায় ডাকি আয়, ঘোম্‌টা খুলে যদি চায়।

সুবল ও মধুমঙ্গল। (গীত)

ডাক্‌ছে কোকিল কুহু কুহু,
দাও গো সাড়া কুলের বহু,
সাঁঝের তারা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।

শ্রীদাম ও সুদাম।

পথের বালি চিক্ চিক্ চিক্।

সকলে।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ,
এ ঐ, ও ঔ, অং।
ম প ধ নি, নি ধ প ম,
তেরে কেটে, ধেরে কেটে, ধং।

সুবল ও মধুমঙ্গল।

ঘোম্‌টা খুলে, বদন তুলে,
হেসে ফেল ফিক্ ফিক্ ফিক্।
সাঁজের তারা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্
পথের বালি চিক্ চিক্ চিক্!

কৃষ্ণ। (ঘোম্‌টা খুলিয়া সহাস্যে) এই দেখ কুলের বহু।

(শ্রীদামাদি সকলের হাস্য)

শ্রীদাম। ও ব্রজরাজ! এ কি সাজ?

কৃষ্ণ। আছে কাজ।

সুদাম। কেন, শ্যাম, হলে শ্যামা?

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর মনোরমা।

শ্রীদাম। অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেশী লোভ ক্ষোভের হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। কিসের ভয়?

শ্রীদাম। এবার নয় আয়ানের পাল্লা। এ যে গোবর্দ্ধন মল্লের কেল্লা?

কৃষ্ণ। নারীসাজ সেই জন্য।

সুবল। সাবাস্ বুদ্ধি! ফিকির ধন্য!

শ্রীদামাদি চারি জন। (গীত)

ভ্যালা খেলা, খেলো কালা, পলে পলে।
কখন পুরুষ, কখন নারী সাজো ছলে।
ব্রজগোপীর মন ভুলাতে ভাই,
কতই সাজে সাজ, হে কানাই!
ধড়া ফেলে পর শাড়ী,
বালা ফেলে পর চুড়ী,
নূপুর ফেলে মলের ঘটা,
চূড়া ফেলে সীঁথির ছটা,
ও শ্যাম বলিহারি যাই—
বনমালা ফেলে দিয়ে,
মতির মালা পর গলে।

শ্রীদাম। চল্ ভাই, আমরা যাই। শ্যামের মন চাঁদের পানে, চাঁদের মন শ্যামের পানে। আমরা কেন থেকে হেথা, শ্যামের প্রেমে দেবো ব্যথা?

সুদাম। ওহে কালো, ভাল হলো, সাঁজের রঙে, তোমার রঙ বেশ মিশেচে। ওহে ননীচোরা! চন্দ্রাবলীর মনচোর! এইবার যাও আঁধারে মিশে, কেউ পাবে না তোমার দিশে। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ আলো কর গিয়ে চিকণ কালো।

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(চন্দ্রাবলীর পুনঃ প্রবেশ)

চন্দ্রা। নটবর হও ত্বরাপর। আর দেরি ভাল নয়, আবার তোমার সখাচয় এসে পড়ে যদি, তবে তোমায় যাওয়া হবে না, গুণনিধি দুটো গাগরী এনেচি। তুমি একটা কাঁকে কর, আমি একটা কাঁকে করি।

কৃষ্ণ। গাগরী কোথা?

চন্দ্রা। ঐ হোথা। এখুনি আনি, দাঁড়াও গুণমণি!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। প্রেমের খেলা, ভরা ছলা। ছলা বই, প্রেম কই? ছল না হোলে, প্রেম না মেলে। যে জানে যত ছল, তার তত প্রেমের ফল।

(দুইটি গাগরী লইয়া চন্দ্রাবলীর পুনঃ প্রবেশ)

চন্দ্রা। এই ধর গাগরী।

কৃষ্ণ। দেও তবে, নাগরী!

উভয়। (স্ব স্ব কক্ষে গাগরী রক্ষা করিয়া)

(গীত)

প্রেমের তরে, কাঁকে কোরে গাগরী দুটি!
সাঁজ আঁধারে দু'জন যাব গুটি গুটি।
না খেল্লে লুকোচুরি,
না কোল্লে কারিকুরি,
প্রেমকে পাওয়া ভার;—
প্রেমের হাওয়া গায়ে লাগে না,
না কোল্লে ছুটোছুটি।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—চঞ্চন গোপের চালাঘর।

চঞ্চন গোপ সিদ্ধি-ঘোটনে বিব্রত।

চঞ্চন। উঃ, ব্যাটারা ভারি ধোস্তেচে, যেন আটা পিষেচে। শেয়ালকাঁটার বনে হিঁচড়ে টেনে আছড়ে ফেলেছে। দাঁড়া পাজী ছুঁচো ছিদ্‌মে, সুদ্‌মে, সুবলো, ধো! কাঁটাবনে ফেল্‌বার মজাটা দেখাচ্চি। তোদের কেলে ছোঁড়াটাকেও খোঁড়া কোরচি! তারি শিখুনি, আমার নাকানি। এবার আয়ানে নয়, গোবরা ঘুঁটের ধোঁয়ার ভাব্‌রা, লইয়া চাবড়া থাবড়া! সন্ধ্যে হয়েচে। সিদ্ধি খেতে, গোঁবরা, আয়ানে এখুনি আস্‌বে। আজ গোবরাকে ঢোকে ঢোকে বেশী কোরে সিদ্ধি খাইয়ে, পাগলা হাতীর মত ক্ষেপিয়ে, বিন্দাবন তোল্‌পাড় কোর্‌বো—কেষ্টা আর রাখ্‌লা ছোঁড়াগুলোর ধড়া ছিঁড়বো, চূড়ো তুড়বো, মুখ থুড়বো।

(যষ্টিহস্তে আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। কোথা ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ পানের চঞ্চন।

চঞ্চন। পানের চঞ্চন কি হে দাদা আয়ান রাম!

আয়ান। যে সিদ্ধি পানে দেয় আরাম।

চঞ্চন। হুঁ! বটে! ঐ রেখেছি সিদ্ধি ঘুঁটে, ঘটঘটিয়ে ঢাল পেটে।

আয়ান। (সিদ্ধি পান করিয়া) গোবরা আসে নি?

চঞ্চন। আস্‌বে এখুনি। আজ আমি সিদ্ধি খাই একটুখানি।

আয়ান। একটুখানি খাবি কি, সের খানেক খা।

চঞ্চন। আজ না। গোবরাকে দেবো আমার ভাগ, তবে গোবরার হবে চণ্ডালে রাগ! আজ ব্রজমে লাগায়গা আগ! (সিদ্ধিপান)

আয়ান। আগ লাগলে তোর পচা-ধসা চালার উপায়?

চঞ্চন। সে আগে চালা জ্বালায় না, কালা জ্বালায়।

আয়ান। (সহাস্যে) চঞ্চন ভাই, বড্ড মনে ক'রে দিলি, আমায় বিনামূলে; কিনে নিলি। কালা কালা কোরে গোবরা আমায় ঠাট্টা করে, এইবার আমার পালা, গোবরা খালি বলে, কেলের কাছে কদমতলে আমার রাই যায়, কিন্তু আমার রাই নয়, তারই চাঁদবালী, আজ গোবরার মুখে দেবো চূণকালি।

চঞ্চন। আমি দেবো হাততালি, দু'জনে প'ড়ে ঠাট্টার তোড়ে, গঞ্জনার ঝড়ে, গোবরাকে করি তোলপাড়, তবেই বস্—কাজ সাবাড়। তুইও নিশ্চিন্তি, মুইও নিশ্চিন্তি। তোর ঘুচবে খোঁটার জ্বালা, মোর ঘুচবে কাঁটার জ্বালা। আয়ান! উঃ! ভারি মজা! আমি গাই গান, তুই ধর তান, কিন্তু রঙে-বেরঙের নাচ নেচে।

(গীত)

গোবরা এবার খোঁটা দিলে,
গোবর-গাদায় দেবো ফেলে,
রাগের আগে উঠবে জ্বোলে,
কি বল ভাই?

চঞ্চন। (স্বরচ্ছন্দে)—হুঁ হুঁ হুঁ!

আয়ান। (গীত)

উচ্চ মুখে তুচ্ছ ভাষা,
কুচ্ছ মিছে গায় সে চাষা,
বিচ্ছু এবার কাটবে নাসা,
কি বল ভাই?

চঞ্চন। (স্বরচ্ছন্দে)—হুঁ হুঁ হুঁ!

আয়ান। (গীত)

রাইকে বলে শ্যামসোহাগী,
শ্যামসোহাগী তারি মাগী,
গোবরা-গোবর হবে দাগী,
ঠন্‌ঠনাঠন্!

আয়ান। (গীত)

তিড়িলাফ, থিড়িলাফ, ডিং ডিং ডিং
ঝুপঝাপ, ঝুপঝাপ টিং টিং টিং
হপহাপ গুপগাপ পিং পিং পিং।

উভয়ে (স্বরচ্ছন্দে)—

তিনিনিং তিনিনিং হাঃ হাঃ হাঃ!

(যষ্টিহস্তে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। (নাচিতে নাচিতে স্বরচ্ছন্দে)

কলা মুলো ঢেঁকি কুলো,
মেনী হুলো, চাল চুলো
আম জাম কচু ঘেঁচু,
উঁচু নীচু তাল তুলো,
কাঠ ঘড়ি এঁটে ধোরে,
হাঁটু গেড়ে দাগা বুলো,
হিজিবিজি গিজিগিজি বগের ছা।

চঞ্চন। হিজিবিজির পর সিদ্ধিরস্তু।

গোবর্দ্ধন। কৈ সে বস্তু।

চঞ্চন। ঐ যে ?

গোবৰ্দ্ধন। দে দে। (সিদ্ধিপান)

চঞ্চন। দাদা গোবৰ্দ্ধন! আছ কেমন ?

গোবৰ্দ্ধন। কালো যেমন, আজও তেমন। আমি তো নই আয়ান, কেলের কাছে মেগের পয়াণ, লাজে শুকুবে আমার বয়ান।

চঞ্চন। দাদা আয়ান! দেখ্‌চো ঘিয়েব ময়ান ?

আয়ান। (পরিহাসে) আমি বোকা, উনি সেয়ান!

গোবৰ্দ্ধন। হাজারবার।

আয়ান। যা বল্লি বস্, বলিস নি আব।

গোবৰ্দ্ধন। খুব বোল্‌বো! আমার চাঁদবালী তো নয় তোব রাই! স্বোয়ামীব খেয়ে, ফাঁকি দিয়ে কলসী নিয়ে লুকিয়ে গিয়ে কদমতলে, বাঁকার বামে, ন্যাকা ঠামে, দাঁড়িয়ে রবে হাত দে গলে!

আয়ান। সেটা তোব বোঝ্‌বাব ভুল! বাই নয়, চাঁদবালীই তার মূল।

গোবৰ্দ্ধন। তোর চোখের ভুল!

আয়ান। ঠিক বোল্‌চি, ওহে ভায়রা ভায়া, ভুল নয় এক চুল। তোমার ফোটাফুল, তোমায় ফুটিয়ে হুল, ভাসিয়ে দুকুল, খেয়ে তিন কুল উচিয়ে ত্রিশূল, এলিয়ে চুল, ঘটিয়ে ভুল, কালার সনে, কদমবনে, খেলবে প্রেমেব খেলা! সত্যি মিথ্যে দেখ্‌বে এই বেলা।

গোবৰ্দ্ধন। এসা কভি নেহি হোগা।

আয়ান। হুয়া জলজীয়ন্ত ভোগা।

গোবৰ্দ্ধন। ঝুট বাৎ।

আয়ান। নিশ্চয় কুঁপোকাৎ।

গোবৰ্দ্ধন। তুই কাণা।

আয়ান। আচ্ছা একবার যা না ?

গোবৰ্দ্ধন। তুই পরের দোষ গাস নিজের দোষ ঢেকে।

আয়ান। ভাল, একবার আয় না দেখে।

গোবৰ্দ্ধন। তোর স্বভাব মন্দ।

আয়ান। যদি অত সন্দ, গিয়ে ভাঙ না ধন্দ।

গোবৰ্দ্ধন। তুই অন্ধ।

আয়ান। তোর মুখ বন্ধ।

গোবৰ্দ্ধন। আমার মুখ কে বাঁধে ?

আয়ান। চাঁদবালী আর কালাচাঁদে।

গোবৰ্দ্ধন। ফের ঐ কথা ?

আয়ান। এইবার ভায়ার ধোরেচে বুকে ব্যথা!

গোবৰ্দ্ধন। ওরে ভেড়ে! আমার মাগ তেমন নয়।

আয়ান। আমার কথায় যদি না হয় পেত্যয়, চঞ্চন দাদার কথা তো হবে না বেত্যয়। চঞ্চন জানে না বঞ্চনা।

গোবৰ্দ্ধন। হ্যাঁ রে চঞ্চনা! সত্যই কি আমার কপালে এই লাঞ্ছনা ?

চঞ্চন। মিথ্যে ব'লে লাভ কি ? আয়ান যা বোল্‌চে, স্বচক্ষে তা দেখেচি।

গোবৰ্দ্ধন। অ্যাঁ, বলিস্ কি ?

চঞ্চন। (হাই তুলিতে তুলিতে) কি বোল্‌বো আর দাদা! মেয়েমানুষের মনে যে এত কাদা, তা জানা ভার; কারণ, আমি পুরুষমানুষ—সিধে সাদা।

গোবৰ্দ্ধন। (সবিষাদে) হা কপাল! হা গা! হা পা! হা বক্ষ! হা চক্ষ! হা পেট! হা পিট! হা হাত! হা দাঁত! হা নাক! হা কাঁক! হা হতোঽস্মি! (ভূতলে পতন ও নীরবে অবস্থিতি)

চঞ্চন। দাদা আয়ান! গোবব শয়ান! করাও উত্থান।

আয়ান। যখন পিঠে কাঁকর-কাঁটা ফুটবে, তখন আপনিই উঠবে। কাজ কি দাদা, গোবর ঘাঁটা, তার চেয়ে খাই সিদ্ধি-বাটা। (উভয়ের সিদ্ধি-জলপান)

(যষ্টিহস্তে অষ্টাবক্রভাবে হেলিতে হেলিতে
টলিতে টলিতে বৃদ্ধা ভাকণ্ডার প্রবেশ)

ভাকুণ্ডা। (গোবৰ্দ্ধনকে তদবস্থ দেখিয়া শশব্যস্তে) ও আয়ানে! ও চঞ্চনে! গোবব গড়ায় কেনে ?

চঞ্চন। হে ভগবতি ভাকণ্ডে! তোমার গোবর নাই আর এ ব্রহ্মাণ্ডে!

ভাকুণ্ডা। (অস্থিব হইয়া) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে চঞ্চনচাঁদ!

চঞ্চন। হাঁ দেবি! ব্রজের গোবর ভেঙে দেহের বাঁধ, কেটে প্রাণের ফাঁদ, গেছে পরলোকে! তাই আমরা অপার শোকে চোখে মুখে দেখছি ধোঁয়া!

আয়ান। হায় হায়, জীবের জীবন কেবল ভোয়া।

ভাকুণ্ডা। (সখেদে মড়াকান্নাধরণে গীত)

আমার গোবর, আহা, শুকিয়ে গেল রে!
দশ মাস, কুড়ি দিন,
পাঁচ দণ্ড, সাত পল,
মোর পোড়া ঝোড়া পেটে,
গোবর ছিল রে!
কত কষ্টে পেট ছেড়ে,
গোবর বেরুলো ঝেড়ে,
সাধের গোবর মোর কেটা
কেড়ে নিল রে!

চঞ্চন। আর্য্যে! যমরাজাই তোমার গোবর কেড়ে নিয়েচে।

ভারুণ্ডা। (সরোদনে) গোবরে যমের দরকার কি, বাবা ?

চঞ্চন। গোবরে কার না দরকার মা ? রান্নাঘর বল, ঠাকুরঘর বল, চণ্ডীমণ্ডপ বল, বাসনকোসন মাজা বল, হাতের ঘি-তেলতোলা বল, ক্ষেতে সার দেওয়া বল, উনোন গড়া বল, ঝাঁটছড়া বল, কিসে না গোবর লাগে ?

ভারুণ্ডা। যমেরও কি তাই লেগেচে ?

চঞ্চন। না লাগলে সাজো গোবর বাসী হলো কেন ? যমের রাজসভায় অনেক পাপিষ্ঠি নরলোক দাঁড়ায় ; রাজসভা অপবিত্র হয় ; তাই পবিত্তির করিবার জন্যে গোবর গেল !

ভারুণ্ডা। ওরে, সে যে গেয়েব গোবর !

চঞ্চন। এও তো মেয়ের গোবর !

ভারুণ্ডা। আঁ্যা ! আমার গোবর এমন পবিত্তির !

চঞ্চন। অসামান্য ! অলৌকিক ! অভাবনীয় ! অনির্ব্বচনীয় ! অমেয় ! অপাব ! অনন্ত ! অনাদি ! অতুল্য ! অমূল্য ! অকথ্য ! অবাচ্য ! অভুত ! অভাবী ! অবর্ত্তমান, অমন্তমান, অসীম, অপূর্ব্ব, অপচ্ছিম ! অমুত্তর ! অদক্ষিণ ! অচল ! অখণ্ড। অনন্ত ! অকাণ্ড।

ভারুণ্ডা। (সরোদনে) হায়, হায়, একে পুত্তুর শোক, তায় তোব বাক্যিঝঙ্কার ! আমি যে আব থির থাকৃতে পাচ্চিনে ! ভারি কাঁপুনি ! ঝট কোবে একখানা চেটাই পেতে দে—মুচ্ছো যাই ! উঃ, চেটাই পাত্তেও তর সয় না, হা গোবর (ভূতলে পতন)

গোবর্দ্ধন। (উঠিয়া বসিয়া) মা জননি ! আর অতুচ্ছ মূচ্ছোয় কাজ নেই। অমি উঠেচি, তুমিও ওঠো।

ভারুণ্ডা। (উঠিয়া বসিয়া সরোষে) আঁ্যা ! তবে যে এ মুখপোড়া দুটো বোল্লে, তুই নেই ?

গোবর্দ্ধন। ও সিদ্ধিখোর দুটোর অম্নি কাঁচা বুদ্ধি ! কিন্তু মা, এ দিকে আমার অকলঙ্ক কুলে কলঙ্কবিদ্ধি ! চাঁদবালী শাদা কুলে দেছে কালী !

ভারুণ্ডা। ভুসো না খোসো ?

গোবর্দ্ধন। বেঁশো।

ভারুণ্ডা। বেঁশো কি ?

গোবর্দ্ধন। কালা ছোঁড়ার বাঁশীর ডাকে, ঘর থেকে বেরিয়ে কাঁকে, প্রাণ মন সোঁপেচে তাকে এরি নাম বেঁশো কালী !

ভারুণ্ডা। (সবিস্ময়ে) বাপ্ রে আমার, বাছা রে আমার ! এ কি শুনি নিঠুর বাণী ! চাঁদবালী দিলে কুলে কালী ! ওরে বাপ ! এ কি মনস্তাপ !

গোবর্দ্ধন। (সবিস্ময়ে দীর্ঘনিশ্বাস) হুঁ—

ভারুণ্ডা। (দীর্ঘস্বরে) হাঁ !

চঞ্চন। আর শুধু শুধু হুঁ-হাঁ হুঁ-হাঁ কোল্লে কি হবে ? গোবর ভাই, ব্রজে তোমার মুড়ি নাই। তুমি সত্যি সত্যি নাকি মধুকৈটভ—হিরণ্যকচ্ছপ, ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ন—হনুমান্ আর দ্বাপরযুগেব মল্ল গোবর্দ্ধন ! তোমার কি সাজে এমন ? উচিয়ে লাঠি, চল ছুটোছুটি, ধোরে চুলেব মুটি, ঠাঙাও আগা পাস্তল, রাখাল ছ্যানা আর কালা। ব্যাটাদের বিন্দাবনছাড়া কর—যমুনা পার কর। তবেই তোমার নাম রবে, মান রবে, মুখ রবে, সুখ রবে। তুমি তো নও পাক্‌সেটে আয়ান ! তুমি হাড়কেঠে জোয়ান ! তোমার হাড়কাঠে বেহ্মাণ্ড কাঁপে, তাপে হংসাণ্ড ফাঁপে, তবে ছোঁড়া কটাকে জব্দ কোত্তে পারবে না মনস্তাপে ? তুমি পুরুষ না মেয়ে ?

গোবর্দ্ধন। আমি কি, তবে দেখ চেয়ে। মা ওঠ, আমার সঙ্গে ছোট। ভায়রা-ভাই আয়ান ! পায়রা সাঙিৎ চঞ্চন ! আজ মোর লাঠী ফাটাবে মাটী। দেখি রোকে কোন্ ব্যাটা বেটী ! আয় সকলে, আজ মরেচে চাঁদবালী আর ট্যাটা কেলে !

চঞ্চন। আর রাখলা ছেলেগুলো ?

গোবর্দ্ধন। আরে, সেগুলো তো শিমুলতুলো, ফুঁয়ে ওড়াবো—পায়ে মাড়াবো—পেটে দাঁড়াবো—আগুনে পোড়াবো !

চঞ্চন। ভ্যালা মোর ভাই ! আমিও তাই চাই। এখনো টন্‌টনাচ্ছে শেয়ালকাঁটাব খোঁচা। ছুঁচো-ব্যাটাদের কোর্‌বে ভাই বোঁচা ?

গোবর্দ্ধন। শুধু বোঁচা, বোঁচা, প্যাচা।

চঞ্চন। তবে এঁটে কাঁচা কোঁচা, চল চোচা। ভগবতি ভারুণ্ডে ! ভব দিয়ে বংশদণ্ডে, ছুটে চল এই দণ্ডে। আজ পড়বে বাজ অবিব মুণ্ডে।

আয়ান। ওরে, খাঁড়া না শাণালে কাটে না মোষ, তেম্নি মরে না বৈরি না হোলে রোষ। আগে রোষ জমা, তবে ছোট।

চঞ্চন। রোষ কিসে জমে ?

আয়ান। গানে, কারণ "গানাৎ পবতরং ন হি।"

চঞ্চন। তবে ধর গান, ছাড় তান।

সকলে। (সভঙ্গী সাস্ফালন-গীত)

> হাঁক্ হাঁক্ ডাক্ ডাক্ ফোঁক শাঁখ—ভোঁ !
> ঝাঁক ঝাঁক, মার পাখ্, ভাও জাঁক্ বোঁ !

ভারুণ্ডা। ঝন্ন ঝন্ন, ঝন্—ঝনন্ ঝনন্ ঝন্ !

আয়ান। ফন্ন ফন্ন ফন্—ফনন্ ফনন্ ফন্ !

সকলে। হুঁহুঁহুঁ—হুঁহুঁহুঁ—হোঁ !

আয়ান।—

অট্ট অট্ট, খট্ট খট্ট, লট্ট পট্ট—পোঁ!
ঘট্ট ঘট্ট, হট্ট হট্ট, ভট্ট চট্ট চোঁ!

ভারুণ্ডা। হন্ন হন্ন, হন্ হনন্ হন্!
আয়ান। শন্ন শন্ন শন্—শনন্ শনন্ শন্!
সকলে। হুঁহুঁহুঁ—হুঁহুঁহুঁ হোঁ!

আয়ান ও ভারুণ্ডা!—

লণ্ড ভণ্ড খণ্ড খণ্ড অণ্ড ষণ্ড—সোঁ!

ভারুণ্ডা।—

চণ্ড ছণ্ড, জণ্ড ঝণ্ড, পণ্ড ফণ্ড ফোঁ।

সকলে। ছন্ন ছন্ন ছন্—ছনন্ ছনন্ ছন্!
ঠন্ন ঠন্ন ঠন্—ঠনন্ ঠনন্ ঠন্!
হুঁ হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ হুঁ হোঁ!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন—উদ্যান-পার্শ্ববর্ত্তী পথ।

(কলসী-কক্ষে চন্দ্রবালী ও নারীবেশে কলসী-কক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

চন্দ্রা: (গীত)

ওহে ও কালশশী,
তোমায় বড় ভালবাসি।
তোমার প্রেমের সোহাগ পেতে,
সদাই আমি অভিলাষী॥
ওহে শ্যাম, চিকণ-কালো,
কুঞ্জ আমার কোর্‌বে আলো,
মোহন রূপে সাজবে ভাল,
চাঁদ-বদনে চাঁদের হাসি॥

কৃষ্ণ। (গীত)

যে জন আমায় ভালবাসে,
ভালবাসি আমিও তারে॥
ভালবাসার আশায় আমি,
সদাই ফিরি ব্রজপুরে॥
ওলো রসময়ি,
ভালবাসা বই,
আর আশা কই,
হৃদ্‌মাঝারে?
ওলো বিনোদিনি,
মানসমোহিনি,
ব্রজবিলাসিনি,
বলি তোমারে,—
বাস্‌লে ভাল, চিকণ-কালো,
দাস হয়ে রয় তার দুয়ারে॥

চন্দ্রা। (গীত)

শ্যাম নটবর, নওল কিশোর,
শেজ বিছায়নু তুয়া লাগি হাম।
পুঞ্জ পুঞ্জ ফুল, প্রফুল্ল মুকুল,
কুঞ্জে সাজায়নু তুয়া লাগি শ্যাম॥
ফুলল শেজ-পর বৈঠব তুম্,
হাম বরখিব ফুল্ল কুসুম,
তোহে সাজায়ব ফুল কি সাজে,
কণ্ঠে দোলায়ব ফুল কি দাম॥

(গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

(সভঙ্গী গীত)

(ও শ্যাম) সমর-সাজে মুগুর ভেঁজে,
আস্‌চে গোবর্দ্ধন!
সঙ্গে আয়ান, বিকট বয়ান,
ভারুণ্ডা, চক্কন॥
সকাল-বেলায় ননীচুরি,
সাঁজের বেলায় লুকোচুরি,
প্রেমের চুরি শাস্তি ভারি,
ও ব্রজরতন॥
চন্দ্রাবলীর হাতটি ধোরে,
ঘোম্‌টা আরো টেনে,
এক দমে দাও চোঁচা দউড়,
ঐ কচুবনে;—
(নৈলে) ঘেরাও কোরে ফেল্‌বে সেরে,
গোবর্দ্ধনের পণ॥

চন্দ্রা। (সভয়ে) তবে কি হবে, ব্রজরাজ! এখনি পড়্‌বে বাজ! দু'জনে মর্‌বো আজ!

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলি! এখন ভয় কল্লে কি হবে? তুমি যে বোলেছিলে, তোমার শাশুড়ী স্বামীকে ঠকিয়ে আমাকে কুঞ্জে নিয়ে যাবে।

চন্দ্রা। সে তো তোমারি ভরসায়। আমি কামিনী, কলকৌশল জানিনি। শ্যামরায়! ধরি পায়, অবলায় অচিরায় বাঁচাও, কৃপাগুণে একবার চাও।

কৃষ্ণ। ভয় নাই।

শ্রীদাম। ভরসাই বা কই?

সুবল। যদি বাঁচতে চাও, তবে কচুবনের কেষ্ট হও। লুকিয়ে যেমন প্রেম কর, তেম্নি কচু-বনে চুল্‌কে মর।

সুদাম। বার বার করি মানা, তবু শোনো না কেলে সোনা। এইবার প্রেম-আতার বদলে ঠ্যাঙা নোনা!

কৃষ্ণ। কখনই না, কখনই না।

শ্রীদাম। তবে আবার কি নতুন ফিকির?

কৃষ্ণ। আমি প্রেমের ফকীর, কাজেই প্রেমের ফিকির।

শ্রীদাম। ফিকিরটে কড়া, না মিঠে?

কৃষ্ণ। কড়া মিঠে। শোনো,—আমি হই চন্দ্রাবলীর দেখনহাসি বোবা মেয়ে। তোমরা কালার কাছে যাবার জন্যে আমাদের জ্বালাতন কর। আর দেখ চন্দ্রাবলি, তুমি রাখাল ছেলেগুলোকে গালাগালি দাও।

শ্রীদাম। আচ্ছা, ভাই কানাই, তাই করি! (অপর বালকের প্রতি) আয় ভাই, মিলে সবাই, রসের গান গাই।

সকলে। (সভঙ্গী-গীত)

ও গো কলসী কাঁকে, নোলোক নাকে,
ঘোমটা-টানা, চাঁদের কোণা।
চল না দু'জন মিলে, কদমতলে,
দাঁড়িয়ে আছে কেলে সোনা।
শুনবে বাঁশী কাছে বোসে,
কইবে কথা মুচ্‌কি হেসে,
প্রেম-লহরে যাবে ভেসে,
ফুটবে প্রেমের ঢেউয়ের ফেনা॥

(বেগে গোবর্দ্ধন, আয়ান, চক্কন ও ভারুণ্ডার প্রবেশ)

চন্দ্রা। (গোবর্দ্ধনের প্রতি) তুমি স্বামী, থাক্‌তে তুমি, গাল খাই আমি। এই রাখ্‌লো ছোঁড়াগুলো বোলচে, কালার কাছে চল; প্রেমলহরে যাবে ভেসে ফুটবে প্রেমের ঢেউয়ের ফেনা।

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! এ ছোঁড়াগুলো কেলের গান্ধা! আমার চাঁদবালীকে বলে কালার কাছে যেতে। দাঁড়া, সব বেটাকে ফেলি পাঁকে পুঁতে।

চক্কন। না, ভাই গোবর! পাঁকে পুঁতো না, শেয়াল কাঁটার বনে, আছড়ে ফেল টেনে। তা হ'লেই বস্‌—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা--হুঁ হুঁ।

শ্রীদাম। (বিদ্রূপবাক্যে) ও চক্কন! তোমায় শেয়াল-কাঁটার বনে আছাড় মেরেছিলুম বোলে না কি?

চক্কন। ও গোবর্দ্ধন! এখনও ছোঁড়াগুলো মুখ ফুটে ঠাট্টার কাঁটা ফোটাচ্চে! এ তো আমার কাঁটা ফোটানো নয়, তোমার চাঁদবালী যায় যায় যায়। দেখ্‌চো না, রাখালের হাতে শালগেরামের মরণ।

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) আরে আরে রাখ্‌লাগুলো। আরে আরে—উঁ—ঔঁ্যা—রা—রা!

আয়ান। দেবি ভারুণ্ডে! ব্যাটাছেলে গালাগালির ছাঁকা ছাঁকা বোল জানে না। মেয়েছেলে সে বিষয়ে পাকা, একবার শোনাও ছাঁকা ছাঁকা।

ভারুণ্ডা। ঠিক বলেছিস্ বাছাটি! এই দ্যাখ গালাগালির বিছুটী।

(রাখাল-বালকগণের প্রতি সভঙ্গী গীত)

ওরে ও বালাইগুলো
ন্যাঙড়া মুলো, চ্যাঙড়া হুলো।
কচুখেকো, পোড়ার মুখো,
টেরা চোখো, পায়ের ধুলো॥
উনপাঁজুরে গোঁপখেজুরে,
গঙ্গাজোলে ভবঘুরে,
মুড়িপোড়া, নষ্ট ছোঁড়া,
হতচ্ছাড়া, নড়ার চুলো॥
গাইচরাণে, কেলের ভেড়া,
কলাই-ভুষি, চেলের কুঁড়ো,
এক্ষুণি যা যমের বাড়ী,
বাতাস করি নেড়ে কুলো।

শ্রীদামাদি রাখালবালকগণ।—

(সভঙ্গী গীত)

আ-মোরে যাই, রোস্‌কে বুড়ি,
ফস্‌কা পাকা চুলের ঝুড়ি,
তুই আগে যা যমের বাড়ী,
আমরা ঢালি ছড়া-হাঁড়ী।
ধাঙড়ী মাগী, হতভাগী
আঁস্তাকুড়ের সগড়ীখাগী,
পেট্‌কো রুগী, কাপড়-হাগী
ফোগলা দাঁতী, ডাইনে ধাড়ী॥

ভারুণ্ডা। (সবিষাদে) হা! জলজীয়ন্ত শক্তিমন্ত ছেলে বর্ত্তমানে হেন বাপান্ত! সুতরাং হা হতোঽস্মি। (ভূতলে পতন)

গোবর্দ্ধন। মাভৈ মাভৈ, মা! (সরোষে) আরে রে

পাজী রাখলা ছোঁড়ারা! মা আমার কাপড়া-হাগী! দাঁড়া, সব ব্যাটাকে করি থাপড়াদাগী। (প্রহারোদ্যোগ)

[শ্রীদামাদি বালকগণের বেগে প্রস্থান।

চঞ্চন। (সানন্দে করতালি দিতে দিতে) হুও! হুও! হুও! শেয়াল ব্যাটারা! শেয়াল-কাঁটার বনে আছড়াবার কেমন মজা। (গোবর্দ্ধনের প্রতি) ভাই গোবর্দ্ধন! আয় একবার কোলাকুলি করি। (তদ্রূপ-করণোদ্যোগ।)

গোবর্দ্ধন। রাখ তোর কোলাকুলি! আগে দেখা কোথা বনমালী। আয়ান, তোকেও বলি, কেন মিছে নিয়ে এলি? ঢাকতে গিয়ে নিজের দোষ, বাড়িয়ে নিলি আমার রোষ।

আয়ান। কখনো বলিনি মিছে। হ'লে মিছে রাখালগুলো লাগবে কেন তোর চাঁদবালীর পিছে?

চঞ্চন। দাদা আয়ান, ঠিক বোলেচো এঁচে।

গোবর্দ্ধন। রেখে দে আঁচা—আঁচি হাঁচাহাঁচি। কালাকে না দেখিয়ে দিলে, চড় চাপড়ে, ঠাণ্ডা কিলে, তোদের দুটোকেই পাঠাব যমালয়।

ভারুণ্ডা। (উঠিয়া) এক্ষুণি এক্ষুণি। ঠাণ্ডা মার, দফা সার। এই দুটোই তো মিছে কথা বোলে, এখানে এনে কলকৌশলে, আমাকে রাখালগুলোর পচামুখের পচাল খাওয়ালে।

গোবর্দ্ধন। আবার তোমার পুত্তুর বধুর নামে মিছে কলঙ্ক রটালে! আমার রাগ থামে এদের মাথা ফাটালে।

ভারুণ্ডা। মান্ সোঁটা মাথা ফাটা।

গোবর্দ্ধন। (রোষে) এই যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; হাসির বদলে চোখের জল!

ভারুণ্ডা। বাবা গোবর! তুই একলা দুটোকে আঁটতে পারবিনি। আমি একটাকে ঠ্যাঙায় ঠ্যাঙাই।

গোবর্দ্ধন। কোন্‌টাকে?

ভারুণ্ডা। চঞ্চনটাকে!

চঞ্চন। (স্বগত) অ্যাঁ, মাগীর হাতে হব দাগী। ও মাগী ভারি ঘাগী। পালাই বাবা! (পলায়নোদ্যোগ)

গোবর্দ্ধন। (বাধা দিয়া) পালাবি কোথা? মা গো, ঠেঙ্গিয়ে ভাঙ্গ মাথা। আমি কিলুই আয়ানকে, রক্ত বার করি মুখ থেকে।

আয়ান। হুঁ—বটে! জানিস তুই গোবর, আমি ঘুটে।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, যাবে বোঝা, কোরবো সোজা, আয় মালকোচা এঁটে! (উভয়ে মল্লযুদ্ধ)

চঞ্চন। বাপ! কি দাপ! দুটোয় যেন নেউল সাপ!

ভারুণ্ডা। এই তোরও, ধোল্লো বেদম হাঁফ (চঞ্চনকে ঘন ঘন যষ্টি প্রহার)

চঞ্চন। থামো থামো, দেবি ভারুণ্ডে! হয়ো চামুণ্ডে, মেরো না মুণ্ডে।

ভারুণ্ডা। হুঁ, তা বই কি! মুণ্ডু খণ্ডি খণ্ডি কোরে পিণ্ডি দেবো। (পুনঃ প্রহার)

চঞ্চন। (বিরক্তি ও ব্যথিত হইয়া) তবে রে বুড়টি সিকিতেরে ঘুড়টি! চাউসের সঙ্গে পাল্লা, এইবার বার করি তোর কল্লা।

(ধাক্কা মারিয়া ভূতলে নিক্ষেপ)

ভারুণ্ডা। (যন্ত্রণায়) বাবা গোবর! ধাক্কায় বেরুলো খাবা গোবর!

গোবর্দ্ধন। (সরোষে) কি, এত বড় গর্ব্ব। তবে রে চঞ্চনা! (আয়ানকে ত্যাগ করিয়া চঞ্চনকে আক্রমণ ও প্রহার।)

আয়ান। উঃ! গোবরার কিল যেন পাথুরে শিল, বুকে লেগেছে খিল! ফাঁক পেয়েচি পালাই বাবা!

[বেগে প্রস্থান।

চঞ্চন। (সকাতরে) দাদা গোবর্দ্ধন! আর না—বস্, আমারো বেরিয়েচে খেজুর রস! এই নাক মলা, কান মলা, তোমায় ঘাঁটাবে কোন্ শালা! তোমার চাদ-বালী সতী সাবিত্তীর, চাঁদনী রাত্তির। আমায় দে ভাই ছেড়ে, দউড় দি তেড়ে।

গোবর্দ্ধন। মাকে কেন ফেল্‌লি ভুঁয়ে?

চঞ্চন। ঘাট মান্‌চি ঘাড় নুড়ে।

গোবর্দ্ধন। তা হবে না।

চঞ্চন। তবে আল্‌গোচে লাথি মার আমার মুণ্ডে।

গোবর্দ্ধন। আমার পায়ের পাপ হবে তোর মুখ ছুঁলে।

চঞ্চন। কেন?

গোবর্দ্ধন। ঐ মুখে তুই আমার সতী সাধ্বী চাঁদ-বালীকে গাল দিয়েছিস্। তোর মুখ নরক, আঁস্তাকুড়, নর্দ্দমা, পাইখানা, ভাগাড়। মুখের বদলে পেট ফাটিয়ে করি সাবাড়! (পেটে প্রহার)

চঞ্চন। (অত্যন্ত কাতরে) বাবা রে!, হাতের কি থাবা রে! আমি গেছি, না আছি? থাকলেই গেছি, পালালেই বাঁচি।

[বেগে প্রস্থান।

ভারুণ্ডা ও গোবর্দ্ধন। (হাততালি দিতে দিতে) হুও—হুও—হুও!

গোবর্দ্ধন। এখন যা, আবার ঠ্যাঙাবো। (চন্দ্রা-বলীর প্রতি) বলি, হ্যাঁ বউ! রাখলা ছোঁড়াগুলো তো ছোঁয় নি তোমাকে? টানেনি তো অঞ্চল? করেনি তো চঞ্চল?

চন্দ্রা। তা হতো, যদি তুমি না আসতে।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি শশব্যস্তে,—এ মেয়েটি কে?

চন্দ্রা। (ভাবিয়া) ওগো, সেই যে সে।

গোবর্দ্ধন। (ভাবিয়া) তা হবে।

ভারুণ্ডা। এ মেয়েটির নাম কি বৌ?

চন্দ্রা। মনের মৌ!

ভারুণ্ডা। নামটি বড় মিষ্টি!

গোবর্দ্ধন। এর কথাও মিষ্টি।

চন্দ্রা। সেইটির অভাব।

গোবর্দ্ধন। কেন?

চন্দ্রা। এ বোবা।

গোবর্দ্ধন ও ভারুণ্ডা। (সদুঃখে) আহা! হা!

চন্দ্রা। ভাগ্যে এ মেয়েটি সঙ্গে ছিল, নৈলে রাখালে ছোঁড়াগুলো এখুনি আমাকে ধোরে নিয়ে গিয়ে, কালার কোলে বসিয়ে দিত।

ভারুণ্ডা। অমন্ কথা বল্‌তে নাই, ষাট্ ষাট্।

গোবর্দ্ধন। তা সত্যি কথা বোল্‌তে দোষ কি? আমি কালারও দফা রফা কোর্‌বো—রাখ্‌লা ব্যাটাদেরও দফা রফা কোরবো। আচ্ছা বৌ! এ মেয়েটি বোবা বটে, কথা না ফুটুক, আওয়াজ তো মিঠে? তুমি একটু তোয়াজ ক'রে আওয়াজ শোনাও না।

চন্দ্রা। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা কোরে। (কৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়া) ও দেখন্‌হাসি! দেখন্‌হাসি!

গোবর্দ্ধন। (হাসিয়া) এটি তোমার দেখন্‌হাসি। বাহবা—বেশ বেশ।

ভারুণ্ডা। ওলো বৌ! "দেখনহাসির" চেয়ে "ভালবাসা" পাতা, শুন্‌তে ভাল।

গোবর্দ্ধন। (সানন্দে) হ্যাঁ বৌ! মা ঠিক বোলেচে। "ভালবাসা" বড় খাসা। তোমার ভালবাসার গলার আওয়াজটা শোনাও না।

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে পূর্ব্ববৎ ঠেলা দিতে দিতে) ও ভালবাসা! ভালবাসা! ও ভালবাসা! ভালবাসা, একবার মিষ্টি আওয়াজ শোনাও না।

কৃষ্ণ। (বোবার ভঙ্গীতে) আঁ—আঁ,·ই—উ ওঁয়াই —মো—মো—হাম্—হাম্—ওঁ—ওঁ—আম্!

গোবর্দ্ধন। আম্ বেশ মিষ্টি তো। নয় মা?

ভারুণ্ডা। আমার কিন্তু ভয় কোচ্চে।

চন্দ্রা। আমার ভালবাসা তোমাদের দেখে ভয় পেয়েছে, তাই এমন কোরে আওয়াজ দিচ্চে। ভয়ের আওয়াজ শুনে তাই তোমারও ভয় হচ্চে।

গোবর্দ্ধন। ঠিক ঠিক। এস মা, আমরা এখান থেকে সোরে যাই। আহা, চাঁদবালীর 'ভালবাসা' একে হাবা বোবা মেয়ে, তায় ভয় পেয়ে মুখ নামিয়ে আঁউ মাউ কোচ্চে। চাঁদবালি! যাও তুমি তোমার ভালবাসাকে নিয়ে। আয় মা, আমরা অন্য পথ দিয়ে যাই ধেয়ে। তুই দেখ্‌বি চল, মাই! কেষ্টাকে কেমন ঠেঙাই।

ভারুণ্ডা। তবে চল, বাবা, যাই।

[ভারুণ্ডা ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) চন্দ্রাবলি!

চন্দ্রা। (সহাস্যে) ছলনাময় শ্যাম! ধন্য তোমার ছলনা।

কৃষ্ণ। তোমারই কম কি?

চন্দ্রা। ছলনাপূর্ণ সংসারকে ছলনা না কোল্লে তোমায় যে পাওয়া যায় না।

(গীত)

কাঁটায় যেমন কাঁটা তোলে,
ছলের ছলনা তেম্নি ছলে,
ছলীর ছলী তুমি বনমালী,
সকলি তোমার ছলনা খেলা।
যে জন শিখেছে তোমার ছলনা,
ছলিতে তাহারে কে পারে বল না,
বাধা ঘুচে গেল এইবার চল,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কালা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—অরণ্য।

(বেগে চঞ্চন গোপের প্রবেশ)

চঞ্চন। বাবা! গোবরার কি থাবা। ভেঙেচে ঘাড়, গুঁড়িয়েছে হাড়! শেয়ালকাঁটার খোঁচা, এর চেয়ে ছিল ভাল! গোবরার কিলে প্রাণ যে গেল! বোলেচে আবার, এখনি এসে ঠেঙিয়ে, কোর্‌বে সাবাড়! এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি, চাদরখানায় গা ঢাকি। এখানে এলে, আমায় জাস্তে না পেয়ে, যাবে চোলে। বাপ! মায়ের ধমকে এয়েছে জ্বর, ঘাম ছুটছে ঝর ঝর। আর না, শুয়ে পড়ি, গাময় চাদর-মুড়ি! (আপাদ-মস্তক চাদরে মুড়িয়া শয়ন)

(দূরে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

শ্রীদাম। (জনান্তিকে এইবার বড় মজা, চঞ্চনার ভাগ্যে আরও সাজা! ও যেমন ফিকির কোরে,

গোবর্দ্ধনকে দিয়ে, আমাদের তাড়া খাইয়েছিলো, এইবার ওকেও তেমনি জব্দ করি।

(বেগে যষ্টিহস্তে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। আর নেই রক্ষে, ধোঁয়া দেখাব চোক্ষে, মার্‌বো লাঠী বক্ষে; রাখলাগুলো, আর নেই কাল হলো।

সুবল। (জনান্তিকে) ও ভাই শ্রীদাম! গোবর্দ্ধন ফের যে শাসায়!

শ্রীদাম। ভয় কি, ভুলুই ওকে উল্টো নেশায়। তোরা মজা দেখ্‌বি আয়। (গোবর্দ্ধনের নিকট আসিয়া) সাধু গোবর্দ্ধন! ব্রজে কেউ নাই তোমার মতন। তুমি উজ্জ্বল রতন, লাখ টাকার ধন।

গোবর্দ্ধন। আরে ভেড়ে! এত খোসামুদি কিসের কারণ।

শ্রীদাম। এ নয় খোসামুদি; কারণ, আমি সত্য-বাদী। আজ আমরা সকলে কালাকে একঘ'রে করেছি। তোমাকে তাই জানাতে এয়েছি।

গোবর্দ্ধন। অ্যাঁ, বলিস কি?

শ্রীদাম। বলছি যথার্থ, কেলেটা ভারি অপদার্থ। আমরা তার তরে ব্রজপুরের ঘরে ঘরে দোরে দোরে, যাব তার কাছে, মিছে মিছে গালাগালি খাই। বোল্‌ছি তাই, কালার সঙ্গে আমাদের আর ভাব ফাব নাই। সে পরের বউ-ঝি টানে; আমরা মারা যাব প্রাণে। তাই বোল্‌চি অকপট, কোবে আমরা ধর্ম্মঘট, সেই কপট নিপট কেলেটাকে ছেড়েছি।

গোবর্দ্ধন। ছেড়েছিস, বেশ কোরেছিস্। তোদের শনি ছেড়েছে। যা এইবার বনে বনে, হরিষ-মনে গোচারণে। কিন্তু ভাঙিস্ যদি ধর্ম্মঘট, তা হলেই পটাপট্! দেখেচিস আমার হাতের পাঞ্জা!

শ্রীদাম। আর একটা কথা বলি।

গোবর্দ্ধন। বল্ ঝট্‌পট্। আমি এখুনি গিয়ে ঠ্যাঙায় ঠেঙিয়ে কেষ্টহত্যে কোর্‌বো। তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার চাঁদবালীর চাঁদবদন দেক্তে চায়!

শ্রীদাম। দেক্তে চায় কি? দেখেছে। তোমাকে কি আর রেখেচে? তোমার জাতকুল মেরেচে, একেবারে সেরেচে! তুমিও তাকে ঠ্যাঙা মারো, একদম সারো।

গোবর্দ্ধন। কোথা কেলে? দেখিয়ে দিলে হত্যে করি।

শ্রীদাম। (চাদরাচ্ছাদিত চঞ্চনকে দেখাইয়া দিয়া) ঐ অঙ্গযোড়া চাদর-মোড়া। তোমায় দেখে, গায় চাদর ঢেকে আছে শুয়ে। এখুনি গিয়ে লাঠি দিয়ে, কর ওকর্ম্ম, তবে থাকবে তোমার ধর্ম্মজায়ার ধর্ম্ম।

গোবর্দ্ধন। (সানন্দে) অ্যাঁ, ঐ কেলে চাদর মোড়া! এই করি ঘাটের মড়া! তোরা দৌড়ে যা, ঐ গাছতলায় বোসে আছে আমার মা। এই সুখবর দিয়ে, আয় মাকে সঙ্গে নিয়ে। আজ মায়ে পোয়ে একাট্টা হোয়ে কেষ্টা মাবি।

শ্রীদাম। তোমার মা না আসে যতক্ষণ, দাঁড়িয়ে থাক ততক্ষণ। (অন্যান্য বালকগণের প্রতি) আয় ভাই, দৌড়ে যাই, ডেকে আনি গোবর মাই।

সুদাম। (জনান্তিকে) ভাই শ্রীদাম! বড় মজার ফিকির খেল্লি, এইবার চঞ্চনাকে সাল্লি।

শ্রীদাম। (জনান্তিকে) ভারুণ্ডাকে ডেকে দিয়ে পালিয়ে যাই! তমাল-ঝোপে ঢুকে, উঠে তমালশাখে, আড়ে পাড়ে থেকে, হাসি গে মজা দেখে।

[শ্রীদামাদি বালকগণের প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। বার বার মোর্‌গা খেয়ে যাও ধান, এইবার ঠ্যাঙা মেরে বধিব পরাণ। ঠ্যাঙাটা একবার শাণিয়ে নি,—উঁহুঁ ভুল বোলেছি,—ভেঁজে নি। (নানাবিধ ভঙ্গীতে লাঠী-খেলা)

(যষ্টিহস্তে হেলিতে হেলিতে ভারুণ্ডার প্রবেশ)

ভারুণ্ডা। (গোবর্দ্ধনের লাঠী খেলা দেখিয়া সানন্দে) বাহবা—বাহবা ব্যাটা! খাসা লাঠী খেলা! হাজার হোক, ভারুণ্ডার গুণ্ডা ব্যাটা কি না! গোবরা বই এমন লাঠী খেলা কেউ জানে না। অল্পি নয়, চৌদ্দ পনর বছর বয়স পর্য্যন্ত গোবর আমার মাই-দুধ খেয়েচে, তাই গায়ে জোর হয়েচে। নৈলে কে পারে এমন কোরে ঘুরুতে লাঠী? কেলে ছোঁড়ার এইবার দাঁতকপাটী।

গোবর্দ্ধন। ও গো এয়েচো, মা জননি?

ভারুণ্ডা। হাঁ রে বাপ-যাদুমণি!

গোবর্দ্ধন। হের হের যশোদার নীলমণি, চাদর-মোড়া গাখানি, লুটায় অবনী।

ভারুণ্ডা। দাঁড়া, খাওয়াই খানিক নবনী।

(গীত)

এবার বাবা কোথায় যাবা,
থাবড়া থাবা গোবড়া দেবে।
ঠ্যাঙার চোটে, মুণ্ডু ফুটে,
রক্ত উঠে, উঠ্‌বে গেবে॥

গোবর্দ্ধন। (সতাললয়স্বরচ্ছন্দে)

সা রি গা মা পা ধা নি,
ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা,
দাদ্দেরে দেরে দেরে
ভুম্ ভুম্ ভুম্ সা!

ভারুণ্ডা। (গীত)

ব্যাটা,

বিঁধবো এবার মেরে ট্যাঁটা,
ঠেঙ্গিয়ে কোর্‌বো মাথা-ফাটা,
ঝোল ভাত খাবে ॥

গোবর্দ্ধন। (পূর্ব্ববৎ)

সা রি গা মা পা ধা নি,
ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা।
দাদ্দেরে দেরে দেরে,
ডুম্ ডুম্ ডুম্ সা ॥

মা, কেলের চাদর দে খুলে, ঠ্যাঙ্গা মারি বেম্ম্তলে।

ভারুণ্ডা। (চাদরাচ্ছাদিত চক্কনের নিকট গিয়া) আর কেন ঘুম ? খোলো ঘোমটা, দেখ একবার ঠ্যাঙ্গার খ্যামটা। ভাঙ্গবো ঠ্যাঙ্গাটা। (মুখের চাদর খুলিয়া সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া) ওরে বাবা! এ তো নয় শ্যাম।

চক্কন! আমি কুওর ব্যাঙ্গ!

গোবর্দ্ধন। ভাঙ্গি ঠ্যাঙ্গ।

চক্কন। দাদা গোবর! আমি চক্কনা।

গোবর্দ্ধন! তোরই যত বঞ্চনা। (প্রহার)

চক্কন। ত্রাহি মাং ভো গোবর্দ্ধন! আমি এত ক্ষণে বেশ বুঝলুম, কেষ্টকে যে ঠকাতে যাবে, সেই নিজে ঠোকে ঠোকন খাবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

মধ্যস্থলে পুষ্পবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও
চন্দ্রাবলী দণ্ডায়মান।

দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা, তারা, সুবেলা, পদ্মা প্রভৃতি গোপীগণ দণ্ডায়মানা।

সখীগণ। (গীত)

মঞ্জুল কুঞ্জ সাজিল ভাল,
চিকণ-কালো করিল আলো;
মন মোহিল, আঁখি ভুলিল,—
রূপ ফুটিল, শোভা ছুটিল।
রূপের ডালি চন্দ্রাবলী,
শোভিল বামে প্রেমে ঢলি;
কলি ফুটিল, অলি জুটিল,—
মধু লুটিল, তৃষ্ণা মিটিল ॥

সম্পূর্ণ

প্রহ্লাদ-চরিত্র

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

দেবতা

বিষ্ণু (হরি, নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, গোপাল, নৃসিংহ) ব্রহ্মা। ইন্দ্র।
বরুণ। বিষ্ণুর দ্বারপাল—জয় ও বিজয়। অন্যান্য দেবগণ।

ঋষি ইত্যাদি

সনক। নারদ। ষণ্ড। অমর্ক। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবগণ।

দৈত্য

হিরণ্যকশিপু। প্রহ্লাদ। শম্বর। ইম্বল। নমুচি। বৃক। যুবমন্ত্রী। বৃদ্ধমন্ত্রী।
দূত। মাহুত। সাপুড়ে। ভারবাহক। শববাহক। ছাত্রগণ।
বালকগণ। ঘাতুকগণ, অন্যান্য দৈত্যগণ।

দেবী

লক্ষ্মী। শ্রদ্ধা। ভক্তি। দয়া। মুক্তি। জলদেবীগণ।

ঋষিপত্নী

ষণ্ডের পত্নী।

দৈত্যা

কয়াধূ। ধাত্রী। দাসী। দৈত্য-রমণীগণ।

প্রহ্লাদ-চরিত্র

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক)

সূচনা

বৈকুণ্ঠ-তোরণ

বেত্রহস্তে জয় ও বিজয় দণ্ডায়মান।

(গান করিতে করিতে সনকের প্রবেশ)

সনক। (গীত)

মন রে! হৃদয়-থাল ভরি,
ভকতি-কুসুম সাজা রে থরে থরে।
প্রণতি-চন্দন মাখি সুখে
হরির চরণে ঢালিয়ে দে রে দে রে॥
ভুল, মন! আপন ভাবনা, অসার কামনা,
ছাড়, মন! মোহময় ঘুম, জাগ না জাগ না,
ওই শুন কানে, রুণু ঝুনু তানে
মন্দির-মাঝে হরির চরণে
গোলোকপুর ভরি, নূপুর বাজে,—
যোড়-কর করি, চল ত্বরাতরি মন রে মন রে॥

(জয়ের প্রতি) ছাড় পথ বিলম্ব না সয়,
হরি দয়াময় হেরিব নয়নে।
বড় আশা মনে,
কমলার সনে রাজসিংহাসনে
প্রভু নারায়ণে পূজিব রে।
ভক্তিভরা চিতে
বৈকুণ্ঠপুরীতে আইনু ত্বরিতে
পূজিতে ভজিতে তাঁর রাতুল চরণ,
মজিতে অনন্ত প্রেমে তাঁর।
দ্বারী, ছেড়ে দে রে দুয়ার,
প্রবেশি মন্দিরে,
বিলম্ব না সয় আর।

জয়। তপোধন!
প্রভুর আদেশ বই না পারি ছাড়িতে
দ্বার।

সনক। জয়! কেন কর ভয়!
ভক্ত জনে রুষ্ট নহে হরি
অনায়াসে পশিতে পারি,
চিন্তা কেন তবে?
ছাড় পথ,
মনোরথ পূরুক্ আমার।

বিজয়। মুনি! কেন নাহি শুন বাণী
আগে আনি প্রভুর আদেশ,
প্রবেশ করিও পরে।
কিছু কাল রহ এই ঠাঁই।

সনক। বিজয়!
এ কি কহ অসম্ভব কথা?
বড় ব্যথা লাগিল মরমে।
দুই ভাই হরির দুয়ারে দ্বারী,
তবু, ছি ছি, অন্তর মাঝারে
পাপিষ্ঠ মানব সম ভাব!
ভক্তে কর নিবারণ;
পাষণ্ড অভক্ত তোরা দোঁহে,
মায়া-মোহে এতই জড়িত;
করিলি বঞ্চিত মোরে কৃষ্ণ-দরশনে।
মূঢ়! এত ভ্রান্তি কেন?
ছি ছি, এ হেন বৈকুণ্ঠপুরে থাকি,
সত্ত্বগুণহীন তবু তোরা,
নারিলি বুঝিতে হরির মহিমা;
ভক্ত কভু নিষেধ আদেশ নাহি মানে,
শুধু জানে
কৃষ্ণের চরণ-সেবা।
সে সুখে করিলি মোরে বঞ্চিত হতাশ;
উপযুক্ত প্রতিফল তা'র হের এইবার—
বৈকুণ্ঠে না পাবি স্থান,
সংসারে উভয়ে গিয়া
কৃষ্ণে হারাইয়া ভুঞ্জ অপার যন্ত্রণা;
দেবমূর্ত্তি নাহি র'বে,
কদর্য্য মূরতি হবে,
অহঙ্কার ঘুচে যাবে,

বাক্য মোর না হবে অন্যথা;
যত ব্যথা দিলি প্রাণে,
তা'র চেয়ে কোটিগুণ ব্যথা
পাইবি পাইবি সুনিশ্চয়।
জয়। (চরণমূলে পতিত হইয়া)
ছাড় রোষ, ক্ষম দোষ মুনি !
বিজয়। না জানি করিনু অপরাধ,
পরমাদ ঘটায়ো না আর,
কর গো নিস্তার ভৃত্যগণে।
সনক। কৃষ্ণহারা প্রাণে কত যে বেদনা
দিলি তোরা মোরে আজ,
সেই সে বেদনা—দারুণ যন্ত্রণা
ভুঞ্জিবি উভয়ে সুনিশ্চয়।
জয় ও বিজয়। (অস্থির হইয়া) কোথা হরি !
কোথা প্রভু! দীনের দয়াল।
ঘটিল জঞ্জাল আজ,
ব্রহ্মশাপ-মহাবাজ পড়িল মাথায়,
দেখা দাও, দয়াময়!

পট পরিবর্ত্তন

বৈকুণ্ঠ-পুরী

রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীনারায়ণ উপবিষ্ট।

দুই পার্শ্বে শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া ও মুক্তি দণ্ডায়মান।

ভক্তি, মুক্তি, শ্রদ্ধা ও দয়া।—

গীত

অনন্ত যাতনা, ভুগিতে হবে না,
অনন্ত আনন্দ খেলিবে প্রাণে।
আমা সবা প্রতি, যে সবার মতি,
সে সবার গতি শুধু এখানে।
দূর ধরাতলে, পাপতাপানলে,
পুড়িস্ কেন রে জীব?
আমা চারি জনে, স্থান দে রে মনে,
স্থান দিলে স্থান পাবি এখানে।

সনক। প্রণমি শ্রীপদে, দয়াময়!
নারায়ণ। তপোধন! বুঝেছি সকল,
রোদনের কোলাহল পশেছে শ্রবণে।
ভ্রান্তিবশে তব রোষে পড়িল বিজয় জয়,
ঋষিরাজ! কি হবে এদের গতি?
সনক। প্রভো! যা বলিবে তুমি,
আজ্ঞাধীন আমি করিব তাই।
নারায়ণ। সনক!
দুই দিক্ রক্ষা হোক,
অটুট থাকুক বাক্য তব;
অথচ এ দুই ভৃত্য মোর
তব শাপ হ'তে পাক ত্রাণ।
আমি সাম্যের বিধান ভালবাসি,
তেঁই কহি, ঋষি!
করিয়া বিচার,
যেবা হয় কর প্রতীকার।
সনক। দীননাথ! পরমবিচারী তুমি,
তব পাশে কি সাহসে করিব বিচার?
তবে তোমারি কৃপায়
দীনহীন ভক্ত তব পালিবে আদেশ।
শুন, জয়! শুনহ বিজয়!
সাত জন্ম মিত্রভাবে—
তিন জন্ম শত্রুভাবে
পাবে পুন আসিতে হেথায়;
পাবে পুন বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষা ভার,
পাবে পুন এ বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠবিহারী।
বল, কোন্‌ভাবে জন্মিবারে চাহ রে সংসারে?
জয় ও বিজয়। শত্রুভাবে জন্মিব সংসারে।
জয়। যাঁরে না হেরিলে
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়,
পলকে পলকে কোটি যুগ,
সাত জন্ম—অহো, বহুকাল,
নাহি চাহি হেন মিত্রভাব;
প্রভুর পরম শত্রু হ'য়ে
জন্মিব যন্ত্রণাময় দারুণ সংসারে।
তিন জন্মে
ঘুচিবে কর্ম্মের ফের—মর্ম্মের বেদনা,
পুন পা'ব এ বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদরশন।
তেঁহি কহি,
জন্মি যেন জগবন্ধু হরিশত্রু হ'য়ে।
সনক। তথাস্তু!
যাও দোঁহে সংসার-মাঝারে।
জয়। দয়াময় হরি!
দয়া করি, করিও উদ্ধার,
ভরসা তোমার ঐ মুক্তি মূলাধার
ভক্তাধীন শ্রীচরণ!
নারায়ণ। যাও দোঁহে এবে তবে,
মনোবাঞ্ছা তিন জন্মে হইবে পূরণ।
[জয় ও বিজয়ের প্রস্থান।

মুনিবর! শান্তিময় বৈকুণ্ঠে আমার,
শান্তিময়ী কমলার সনে
শান্তিসুখে ছিনু এত দিন॥
এইবার তব অনুরোধে
জয় ও বিজয় ভক্তে তারিবার তরে
ধরাতলে করিব গমন।

সনক। হরি!
শান্তি ক্রোধ তোমারি সৃজন,
শান্তিসুখে ছিলে তুমি,
ক্রোধে আমি উন্মত্ত হইনু!
প্রভো!
ক্ষম মোর অপরাধ।
যা কিছু তুমিই মূল তার,
উপলক্ষমাত্র আমি।

নারায়ণ। কেন কর দুঃখ, মুনি?
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
পাপময়ী মহী,
পাপশূন্য হবে এত দিনে।
সূত্রপাত তার
তোমা হ'তে গো আজ।
আর এক কথা।—
ভক্তময়ী ভক্তিময়ী হইবে ধরণী,
হরিনাম-স্রোত বহিবে সংসারে
তোমা হ'তে এইবার।

সনক। হরি হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা।

হিরণ্যকশিপু, শম্বর, নমুচি, ইল্বল ও অন্যান্য দৈত্যগণ।

হিরণ্য। দৈত্য-বীরগণ! আমার অন্তর কেন এত অস্থির হচ্ছে? গত নিশায় নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দে'খে অবধি প্রাণ যেন কি হারিয়েছে বোধ হচ্ছে।

(এক জন দৈত্য-দূতের প্রবেশ)

দূত! ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ কি তোমার সঙ্গে রাজধানীতে এসেছেন? তিনি এখন কত দূরে?

দূত। মহারাজ!

হিরণ্য। কি সংবাদ, দূত?

দূত। (নীরব)

হিরণ্য। তুমি যে চুপ ক'রে রৈলে? প্রকাশ্য উত্তর অপেক্ষা নীরব উত্তরে অস্থিরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়! ভয় নাই, উত্তর দাও।

দূত। আপনার ভ্রাতা মহাবীর হিরণ্যাক্ষ নাই, বরাহরূপী বিষ্ণুহস্তে নিহত হয়েছেন।

হিরণ্য। ওহো! ভাই হিরণ্যাক্ষ নাই! আমার বহিঃপ্রাণ হিরণ্যাক্ষ নাই! ওহো! দূত! ওহো ওহো! এত দিনে হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃহীন হলো? পিতা কশ্যপ, মাতা দিতি দুটি পুত্রের একটিকে হারালেন! বৈশ্বানর দানবের কন্যা উপদানবী আজ পতিহীনা। আহা, সন্তাপন, বৃক, কালনাভ প্রভৃতি সপ্ত পুত্র আজ পিতৃহীন! হা হিরণ্যাক্ষ!

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া)

না, এখন বিলাপ করা উচিত নয়। যে বিষ্ণু দৈত্যকুলের পরম শত্রু, সেই আমার ভ্রাতাকে বিনাশ করেছে, তাকে আজ উপযুক্ত প্রতিফল দেবো; সে যেমন হিরণ্যাক্ষকে নিধন করেছে, আমিও তাকে সেইরূপ নিধন করবো। শত্রু জীবিত থাকতে বিলাপ করা কাপুরুষের কার্য্য। আজ উপদানবী যেমন বিধবা, সেইরূপ লক্ষ্মীকেও বিধবা হ'তে হবে। বীরগণ! প্রস্তুত হও, শম্বর! নমুচি! ইল্বল! অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন কর, অদ্যই ত্রিভুবন বিষ্ণুশূন্য হবে!

শম্বর। মহারাজ! আমার নিবেদন এই—

হিরণ্য। এখন না, এর পর যা হয় হবে। যাও শীঘ্র, যাও যাও—আমার যুদ্ধরথ আনয়ন কর।

নমুচি। দৈত্যনাথ! একটু স্থির হোন, আমাদের বিশেষ বক্তব্য আছে। ব্যস্ত হয়ে কোন কার্য্য করা ভাল নয়।

হিরণ্য। ইল্বল! তুমি যাও, অবিলম্বে আমার রথ আন।

ইল্বল। মহারাজ!

(নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

অন্তঃপুরে চলুন, ঐ শুনুন, গগনভেদী রোদনধ্বনি।

হিরণ্য। আঃ,—তুমিও আবার—থাক্, আমি নিজেই সারথির নিকট যাই, তোমরা কেহই আমার সঙ্গে যেও না, আমি একাকীই বিষ্ণুকে সংহার করবো। বিষ্ণু! দেখবো আজ তোর কত শক্তি। বরাহ

বল,
তবে কোন্ প্রাণে
সে শ্মশানে করিব গমন ?
এ ছার জীবন নাহি চাই,
গর্ভস্থ শিশুর সনে
বধ মোরে বজ্রে দেবরাজ !

নারদ। রাণি,
গর্ভবতী রাজরাণী তুমি,
পুত্রহত্যা মহাপাপ।
ভয় নাই,
চল এবে আমার আশ্রমে,
কন্যা সম পালিব তোমারে।
মা আমার,
বড় ভাগ্যবতী তুই,
তোর গর্ভে ভক্ত-চূড়ামণি,
হরিনাম বিলাতে মহাপাপিগণে
তোর পুণ্যময় গর্ভে
আবির্ভূত হবেন আপনি হরি।
আয় মা আমার সাথে
শূন্যপথে হরিবোল বলি।
নিজস্থানে যাও, দেবরাজ !
আপন মঙ্গল তরে
দেবলোকে ভক্তিময় প্রাণে
বিলাও অমূল্য হরিনাম।
ভূলোক অচিরে
হরিনাম-নীরে ভেসে যাবে।
স্বর্গমর্ত্ত্য একাকার হবে
প্রেমময় হরিনামে।

ইন্দ্র। হরি হরিবোল।

নারদ। হরি হরিবোল ! হরি হরিবোল !

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

[কয়াধুকে লইয়া অপর দিক্ দিয়া নারদের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দর-পর্ব্বতের গুহা

ধ্যানমগ্ন হিরণ্যকশিপু।

হিরণ্য। এত কঠোর তপ করলুম, তবুও যে বিধাতা দেখা দিলেন না। গ্রীষ্মে পঞ্চতপে, শীতে জলমধ্যে, বর্ষায় বৃষ্টি-ধারায়, হেমন্তে দারুণ হিমে, ক্রমাগত কখন পদ্মাসনে, কখন একপদে, কখন উর্দ্ধবাহু হয়ে, অনাহারে তাঁকে এত ডাকচি, তবুও যে তিনি সদয় হলেন না। হা বিধাতঃ, স্রষ্টা হয়ে—পিতা হয়ে পুত্রকে আরো কত দুঃখ দেবে ? প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু তোমার ধ্যান বিস্মৃত হব না।

(পুনর্ব্বার ধ্যান)

(শূন্যপথে হংসবাহনে ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বৎস !
সন্তুষ্ট হয়েছি তোর তপে,
লহ বর, দৈত্যবর !

হিরণ্য। (প্রণাম করিয়া) প্রভো !
ধন্য আমি আজ,
ধন্য মোর ব্রহ্মতপ, তপোময় !
কিঙ্করের প্রতি, প্রজাপতি তুষ্ট যদি,
কৃপা করি দাও হে অমর বর।

ব্রহ্মা। নারি অমর বর দিতে,
অন্য বর করহ প্রার্থনা।

হিরণ্য। (স্বগত)—ওহো এত কষ্ট করি,
তুষ্ট তবু নারিনু করিতে বিধাতারে।
ভাল, অন্যরূপে করিব প্রার্থনা
অভীষ্ট অমর বর।
(প্রকাশ্যে)—পদ্মযোনি !
বুঝিনু অমর বর-যোগ্য নহি আমি,
দাও এই বর—

ব্রহ্মা। বল বৎস !

হিরণ্য। প্রভো !
তব সৃষ্টি সুরাসুর, মানব, দানব,
রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য, পশু, পক্ষী, কীট,
পতঙ্গ কাহারো হস্তে না মরিব আমি।
আলোকে, আঁধারে কিংবা দিবায়,
নিশায় না মরিব দয়াময় !
অস্ত্রে শস্ত্রে মৃত্যু নাহি হবে মোর,
গৃহে বা বাহিরে, পথে ঘাটে মাঠে,
কিংবা জলে, স্থলে, মরুদ্ব্যোমে
অথবা অনলে অনিলে না মরিব প্রভো !
এই বর মাগি তব পাশে।

ব্রহ্মা। তথাস্তু।

হিরণ্য। প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

ব্রহ্মা। যাও বৎস ! নিজ রাজ্যে।
ব্রহ্মলোকে চলিলাম আমি।

[শূন্যে ব্রহ্মার প্রস্থান।

হিরণ্য। (হর্ষ ও ক্রোধে)—
এইবার পূর্ণকাম আমি,
কে আঁটিবে মোরে?
বিষ্ণু! রক্ষা তোর নাহি আর!
মৃত্যু তোর শিয়রে বসিল।

[প্রস্থান।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপথ।

(নারদ ও কয়াধুর প্রবেশ)

নারদ—মা! যা বল্লেম, মনে যেন থাকে, সাবধান, সাবধান, মহারাজকে বোলো না যে, তোমার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করবে ব'লে ইন্দ্র তোমাকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। বল্লে সর্ব্বনাশ হবে, ইন্দ্রও উৎসন্ন যাবে, দেবতারাও সেই সঙ্গে বিপদ্-গ্রস্ত হবে। বরঞ্চ বলো, দেবতারা যুদ্ধ কত্তে এসেছিল-ব'লে নারদ ঋষি বড় রাগ করেছিলেন; দেবতারা নারদের কাছে ঘাট মেনেচে, সুতরাং আর যেন দৈত্যরাজ তাদের পীড়ন কত্তে না যান। কি বল মা, বল্‌বে তো?

কয়াধু। তপোধন, আপনি পিতার স্বরূপ, আপনার কথা আমি অবশ্য পালন করবো।

নারদ। তা বটেই তো, তা নইলে আমি তোকে মা বলি কেন? মায়ের মত কাজ না কল্লে লোকে যে তোকে আমার সৎমা বল্‌বে। চল্, এখন অন্তঃপুরে যাই, দৈত্যপতি ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছেন; বোধ হয়, আজি ফির্‌বেন।

কয়াধু। ঠাকুর, আর এ শ্মশানে প্রবেশ কত্তে ইচ্ছে হয় না!

নারদ। মহারাজ এলেই এ শ্মশান আবার স্বর্গভুবন হবে।

কয়াধু। পিতা, আমার ছেলেরা কোথায়?

নারদ। আমি সকলকে এনে রাজান্তঃপুরে রেখেছি। চল, দেখ্‌বে চল। এই যে, মহারাজ আস্‌ছেন। মা, খুব সাবধান, দেখিস্, যেন ভুলিসনে। (স্বগত)—ভুললেই সর্ব্বনাশ হবে, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতা কারাগারে যাবেন। দেবতাদের জন্য যত কষ্ট আমার, না বুঝে বিপদ্ ঘটান তাঁরা, আর আমি যাই মারা।

কয়াধু। পিতা, কোন ভয় নাই। আমি মহারাজকে শান্ত করবো।

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। তপোধন! প্রণতি চরণে।

নারদ। মঙ্গল হৌক।

হিরণ্য। মহিষি! দেবর্ষির চরণ পূজা করেছ তো?

নারদ। করেছেন।

হিরণ্য। মহিষি! তুমি এত শীর্ণ হয়েছ কেন?

নারদ। বলুন দেখি, আপনি কত কাল রাজ্যছাড়া হয়েছিলেন। পতিগতপ্রাণা এতেও কি সুখে থাকে?

হিরণ্য। তপোধন! আমার রাজ্য কেন এমন হতশ্রী?

নারদ। চন্দ্র বিনা রজনী কি লাবণ্যময়ী হয়?

হিরণ্য। আপনাকে কথায় কেউ আঁট্‌তে পারে না।

নারদ। (স্বগত)—নৈলে নারদ কেন? (প্রকাশ্যে)—মহারাজ! আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো?

হিরণ্য। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি পূর্ণমনোরথ।

নারদ। বড় সুখের কথা। চলুন, এখন সকলে রাজ-গৃহে যাই!

হিরণ্য। এস, মহিষি! পুত্রেরা কেমন আছে?

নারদ। সবাই ভাল আছে। চলুন চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

—

সপ্তম দৃশ্য

হরি-মন্দির।

মন্দিরমধ্যে হরিপূজক ব্রাহ্মণ।

(শম্বরাদি দৈত্যগণের প্রবেশ)

শম্বর। দৈত্যগণ! রাজার আদেশ—
হরিনাম না রবে সংসারে,
হরিভক্তকুল হইবে নির্ম্মূল,
হরিমূর্ত্তি কোটিখণ্ডে চূর্ণ হবে,
না রবে না রবে হরিপূজা,
দৈত্যকুল-অরি হরি। অন্য ঠাঁই আমি
যাই, উড়াই গুঁড়াই হরিমূর্ত্তি।
চূর্ণ কর এ মূর্ত্তি তোমরা।

[প্রস্থান।

দৈত্য। ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্,—কর্ টুক্‌রো—
কর্ টুক্‌রো—গুঁড়িয়ে ধুলো কর্—সেই ধুলো
রাস্তায় দে ছড়িয়ে—চল মাড়িয়ে—ফেল উড়িয়ে!

সকলে। তোল্ মুণ্ড—ভাঙ্ ঠাকুর।

(সকলের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও মন্দিরমধ্যে সভয় চীৎকারশব্দ)

(হরিমূর্ত্তি চূর্ণ-করণ)

১ম দৈত্য। ওরে ছাখ্ ছাখ্,—কে ছাখ্—

২য় দৈত্য। ওরে, এ ব্যাটা পূজোরী রে, টিকি ধ'রে বাইরে টেনে আন্।

৩য় দৈত্য। টিকি ধোরে বাঁদর নাচাবো—

১ম দৈত্য।—আমি ওর টিকি বেঁধে ঐ অশথ গাছে ঝুলিয়ে দেবো। নিয়ে আয় টেনে। (মন্দিরমধ্য হইতে) বাবা, দোহাই বাবা! আমি বুড়ো বাবা! আমি তোমাদেরই বাবা!

১ম দৈত্য।—চোপ্ রও। (বৃদ্ধ হরিপূজককে বাহিরে আনয়ন) আজ তোর কেষ্টর সঙ্গে তোকেও কেষ্ট পাওয়াবো।

বৃদ্ধ। না, বাবা।

৪র্থ দৈত্য।—ব্যাটা বামুন নৈবিদ্যি খেয়ে মোটা হয়েচে কত—বাবা রে বাবা!

২য় দৈত্য।—এইবার খাবি খাওয়াই খাবা খাবা।

(বৃদ্ধ হরিপূজকের প্রতি সকলের অত্যাচার)

বৃদ্ধ। হরি, কোথায় আছ হে, একবার দেখা দাও, রক্ষা কর, প্রভো! তুমিই সাক্ষী।

১ম দৈত্য।—তবে রে ব্যাটা! হরি সাক্ষী!

[প্রহার করিতে করিতে হরিপূজককে লইয়া সকলের প্রস্থান।

(হিরণ্যকশিপু ও নমুচির প্রবেশ)

হিরণ্য। নমুচি! এত দিনে হিরণ্যকশিপু অমর; আর ভয় নাই। তুমি অবিলম্বে দৈত্যগণকে নিয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ কর; যেখানে বিষ্ণুর নামগন্ধও পাবে, সেখানে আমার নাম ক'রে সকলকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ কত্তে বল্‌বে। যদি না শোনে, তৎক্ষণাৎ সকলকে অস্ত্রাঘাতে সংহার করবে; বিষ্ণুসম্বন্ধীয় যাগ-যজ্ঞ নষ্ট করবে; বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন রহিত করবে; বিষ্ণুর কোন সম্বন্ধ আর রাখবে না। এরূপ কল্লে বিষ্ণু হতগর্ব্ব ও হতবল হবে, আমার প্রতাপের জয়ডঙ্কা ত্রিভুবনে ঘোষিত হবে। তার পর আমি বিষ্ণুকে নিজের অধীন ক'রে যা ইচ্ছা তাই কত্তে পার্‌বো, কারাগারে রাখ্‌তে পার্‌বো। বিনাশ কত্তে পার্‌বো। নমুচি! তুমি নিশ্চয় জেনো—আমার ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর আর নিস্তার নাই। আমার বৈর-নির্য্যাতন-ইচ্ছা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, প্রাণও যদি যায়, তবু বৈরনির্য্যাতন যাবে না, যাবে না, যাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণবগণ।— (গীত)

হরিবোল বল মন আমার।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,—
হরিবোল বল মন আমার ॥
(জয়) কেশব মধুমথন শ্যাম,
মধুদাতা ভক্তিধাম,
যোগিগণ-প্রাণ আরাম,
নয়নাভিরাম, করুণাধার ;—
(জয়) জীব-জীবন, মদনমোহন,
ভবধব বন-কুসুম-হার ॥

(দৈত্যগণের পুনঃ প্রবেশ)

১ম দৈত্য—ধর্ ধর্ ব্যাটাদের, গলা টিপে হরিবোল বার কর্।

১ম বৈষ্ণব।—আমরা তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করিনি, তবে—

১ম দৈত।—আমরাই তোদের ইষ্টসাধন করি।

(প্রহারোদ্যোগ।

২য় বৈষ্ণব।—কেন বাবা?

১ম দৈত্য।—মোছ তো ব্যাটার তেলোকছাবা।

[বৈষ্ণবগণকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া দৈত্যগণের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

ক্ষীরোদ-সমুদ্র।

অনন্ত-শয্যায় বিষ্ণু শয়ান ও লক্ষ্মী তদীয় পদসেবায় নিযুক্তা।

ইতস্ততঃ জলদেবীগণ দণ্ডায়মানা।

(ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেবগণ। (কৃতাঞ্জলিপুটে)—

জয় সঙ্কটভঞ্জন, কৃষ্ণ নীলাঞ্জন,
দুর্জ্জনগঞ্জন, সজ্জনরঞ্জন!

জলদেবীগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—

জয় জয় দেব হরে!

—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
ক্ষীরোদসাগর, শায়ী দয়া কর,
দুর্গতিদুখহর, নূপুরগুঞ্জন ॥
গণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
জয় জয় জয় দেব হরে!
(ইন্দ্রের প্রতি)—হের দেবরাজ!
অনন্ত ক্ষীরোদ সিন্ধু তেজে উজলিয়া
অনন্ত-শয্যায় হরি অনন্ত ঈশ্বর।
হের কিবা দেবপ্রভা দিগন্তে ছুটিছে;
নীলজলে নীলতনু,
আহা পদপাশে হাসে রমা চম্পকবরণী,
জলদে বিজলী যেন খেলে।
নীরব নীরব চারি ধার,
কেবল ওঙ্কার রব ছুটে,
সে রবে কতই ফুটে ওঠে
আকাশে সৃজনী লীলা,
অহো, অপূর্ব্ব অদ্ভুত খেলা!
(বিষ্ণুর প্রতি)—
লীলাময় হরি!
ধন্য লীলা ধন্য খেলা তব,
অনন্ত ভুবন আর কিছু নয়,
শুধু তব লীলা।
(পুনর্ব্বার ইন্দ্রের প্রতি)—
হের হের পুরন্দর!
নবীন সুঠাম নটবর শ্যাম,
পীতধড়া চারুচূড়া বনমালা গলে,
মুদ্রিত কমল-নেত্র,
হরি নিদ্রায় বিভোর,
না না,
অনন্ত কর্ম্মের কর্ম্মী যিনি,
নিদ্রা কোথা তাঁর?
কার্য্যই যাঁহার প্রাণ,
তাঁর নেত্র চিরজাগরিত।
তবে যে মুদিত চক্ষু দেখ,
সে কেবল কার্য্য-সূত্র-ধারণ বিজ্ঞান,
কার্য্যময় হরি কার্য্য বই নাহি জানে।
মুদিত নয়নে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিছে,
কতই গড়িছে কত ঠাঁই—সংখ্যা নাই,
এতই ব্রহ্মাণ্ড নব নব,
আমাদেরো চিন্তার অতীত,
অনিবার্য্য-কার্য্য শ্রীহরি
নিদ্রাহীন চিরদিন হরি;
নিদ্রিত হইলে হরি,
কার্য্যসূত্র ছিঁড়ে যাবে,
ব্রহ্মাণ্ড বিচূর্ণ হবে,
নাহি রবে জীব বা জীবন।
তবে—
নিদ্রা-ভঙ্গ ভয়ে কেন ভীত মোরা!
এস—ডাকি একপ্রাণে—একতানে।

সকলে। (বৈদিক স্বরে)—
ওঁ নমস্তে সত্বায় ব্রহ্মরূপায়,
ওঁ হরে ওম্! ওঁ হরে ওম্! ওঁ হরে ওম্!

বিষ্ণু। (উপবিষ্ট হইয়া)—দেবগণ!
কি মনন করি আইলে হেথায়?

ব্রহ্মা। প্রভো!
দারুণ বিপদ উপস্থিত!
ত্রিভুবন হইল স্তম্ভিত,
জীবগণ ভীত অতিশয়,
সৃষ্টি তব যায় একেবারে
দৈত্যের ভীষণ অত্যাচারে।

বিষ্ণু। কে সে দৈত্য?

ব্রহ্মা। হিরণ্যকশিপু।

বিষ্ণু। সংহারিণী লীলা পুনরায়।

দেবগণ। জয় জয় সংহারাবতার!

ইন্দ্র। হে কেশব!
ভগবান্ ব্রহ্মা আজ বড়ই লজ্জিত,
বরদানে সে দৈত্যের দর্প বাড়াইয়া
পদ্মযোনি পরিতপ্ত অতি,
তেঁই লক্ষ্মীপতি,
আসিতে শঙ্কিত তব পাশে।

বিষ্ণু। (ব্রহ্মার প্রতি)
কিবা শঙ্কা ব্রহ্মযোনি?
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে বরদান করি,
লীলার মহিমা মোর করিলে বিস্তার।
তোমা হ'তে এবে
হরিলীলা হইবে ধরায়।
সবে যাও নিজ নিজ স্থান
ভক্ত মোর পাবে ত্রাণ,
পাবে প্রাণ জীবগণ।

দেবগণ।—হরি হরিবোল!

জলদেবীগণ।— (গীত)

হরিনামের গুণ এম্নি বটে।
গভীর আঁধারে আলোক ফোটে॥
ভক্তি-ভরে ডাকলে পরে হরি হরি বোলে,
দয়াল হরির হৃদয় গলে,
হরি আর রইতে নারে ভক্ততরে
উধাও হয়ে আপনি ছোটে॥

ভক্ত হেতু দয়ার সেতু আপনি ভগবান্,
কোমল দেহে কষ্ট সয়ে ভক্তে করে ত্রাণ,
আহা, এম্নি হরিনাম, এম্নি হরির প্রাণ,—
আয় সকলে হরি বোলে,
হরিব পায়ে পড়ি লুটে ॥

[সকলেব প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজান্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ ।

প্রহ্লাদ ।

প্রহ্লাদ । (গীত)

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা
মনের সাধে, ও আমার মন
খেল না হরিনামেব খেলা ।
প্রেমে মেখে ভক্তি-মাটী,
গড়্ না হরিব চরণ দুটি,
আয় দুজনে সেই চরণে
পরিয়ে দি বন-ফুলের মালা ॥

মা আমার কপালে একটি টিপ্ দিয়েছেন, এ টিপ্‌টি মায়ের মনের মত, কিন্তু আমার মনোমত হয় নি। হরিভক্ত বৈষ্ণবরা তো এমন টিপ্ পরেন না, তাঁরা কপালে কেমন চন্দনের তিলক পরেন, আমিও তাই পরি। ওই যা—চন্দন এখন পাই কোথা? কাজ কি আমার চন্দনে? আমি এই ধুলোর তিলক পরি, হরি আমার সর্ব্বগামী, তিনি এই ধুলোর উপব দিয়ে যান, এ ধুলো অমূল্য—এ ধুলো প্রহ্লাদের কপালেব মাণিক। (ধুলা লইতে গিয়া বিস্ময় ও আনন্দে) —অ্যাঁ! তাই তো—যা ভাবলেম, তাই! এই যে আমার দয়াল হরির চরণচিহ্ন—আহা, এই যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন! প্রহ্লাদ রে! প্রহ্লাদ রে! একবার প্রাণ ভ'রে হরি হরি বল, (করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! (মৃত্তিকা লইয়া)—হরি আমাকে বড় ভালবাসেন, যেমন বল্লেম—এই ধুলোর উপর দে হরি চ'লে যান, অম্নি চ'লে গেলেন। এইবার আমি তিলক পরি, অনন্ত জগতের অনন্ত স্বর্ণরেণুর চেয়েও এই পবিত্র ধূলি শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ রে! এমন ধূলি আর পাবি না—মনের সাধে তিলক প[illegible]। ([illegible] পরিতে পরিতে) হরি! হরি! হরি! [illegible] হরি! (পুনর্ব্বার করতালি দিয়া নাচিতে না[illegible] —বোল হরিবোল!—বোল হরিবোল! হরিবোল!—বোল হরিবোল!

(কয়াধুব প্রবেশ)

কয়াধু। আরে আবে কি করিস বাছা?
চুপ চুপ;—সর্ব্বনাশ ঘটিবে এখনি।

প্রহ্লাদ। কই মা, আমি কি ক'চ্চি?

কয়াধু। চুপ চুপ।
যদি শুনে রাজা,
নিদারুণ সাজা
দিবে তোব কোমল শরীরে;
সর্ব্বনাশ ঘটিবে রে!

প্রহ্লাদ। কিসের সাজা? কিসেব সর্ব্বনাশ, মা?
বোল হরিবোল—বোল হরি—

কয়াধু। (হস্তে প্রহ্লাদের মুখ আবরণ করিয়া)
আরে আবে দুরন্ত কুমার!
পুনঃ সেই নাম উচ্চাবণ!
ক্ষান্ত হ' রে—শান্ত হ' রে—
রাখ তোর মায়ের বচন।

প্রহ্লাদ। মা গো, কেন কর ভয়?
হরিনামে জয় চিরদিন!

কয়াধু। বাপ রে আমাব,
এ যে দৈত্যপুরী,
হরি-অরি দৈত্যগণ।
প্রাণের অধিক তুই মোর,
সর্ব্বনাশ ঘোর যদি হয় তোর,
মা'র প্রাণ সহিবে কেমনে?

প্রহ্লাদ। মা গো, যে যাকে ভালবাসে, সে তার জন্য অস্থির হয়; তুই আমাকে ভালবাসিস্, তাই এত অস্থির হচ্চিস্, আমিও যে হরিকে ভালবাসি, তবে আমি তাঁর জন্য অস্থির হব না কেন? মা, তোর পায়ে পড়ি, হরিবোল বলা আমার বন্ধ করিস্ নি।

কয়াধু। (স্বগত)—শিশুর বাসনা
এ কি কহে অপূর্ব্ব ভারতী!
বিস্ময় মানিল মন;
শুনিনি কখন হেন অলৌকিক কথা;
এখন কি করি!—কিরূপে নিবারি এরে?
সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই,
থাকিলে হেথায়, ঘটিবে বিপদ্ ঘোর!
(প্রকাশ্যে) আয় বাপ মোর সাথে।

মা, আমি এখন যাব না।
[illegible]মূল্য নিধি পেয়েছি, ফেলে গেলে
[illegible]ার পাব না।
[illegible]। কি অমূল্য নিধি বাছা ?
প্রহ্লাদ। ঐ দেখ না মা, ধূলোর উপর।
[illegible]। (সবিস্ময়ে) আহা, এ কি, এ কি! এ কি
দেখি নয়নে রে!
কে আঁ[illegible] এ চারু-চরণ-চিহ্ন ?
প্রহ্লাদ। [illegible] তোর প্রাণে পুত্রস্নেহ এঁকেচে, যে, আমার প্রাণে পিতৃমাতৃভক্তি এঁকেচে, যে আমার প্রাণের প্রাণে এই শ্রীচরণ-চিহ্নের অচল অটল প্রেম এঁকেচে, মা গো, সেই এঁকেচে এ অপূর্ব্ব ছবি! এই দেখ মা, কেমন ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পতাকা। মা! প্রণাম কর না। তুই না প্রণাম কল্লে আমি তোর হাতে কিছু খাব না—শুকিয়ে থাক্‌বো।
কয়াধু। (স্বগত)—নারদের বচন সফল,
হরিভক্ত এই শিশু।
চারিটি কুমার মোর,
তার মাঝে কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ।
আহা,
বাছা মোর পবিত্র করিল দৈত্যকুল।
হরি! ভক্তে তব নারিব বারিতে,
পাপ হবে, যদি আর করি নিবারণ,
কিন্তু তব অরি-পুরে
কেমনে নিশ্চিন্ত রাখি প্রহ্লাদে আমার।
অবলা আমি হে,
না জানি উপায় ;
দয়াময়, প্রহ্লাদের তুমিই জীবন—
কয়াধুর তুমিই ভরসা।
প্রহ্লাদ। মা, তুই প্রণাম করবি নি? তবে আমি এই চল্লেম।

(গমনোদ্যোগ)

কয়াধু। দাঁড়া রে প্রহ্লাদ!
উভয়ের সাধ মিটাই বাছা রে!
হরি! ভুল না ভক্তেরে।

(প্রণাম)

প্রহ্লাদ। জয় হরি দয়াময়!

(প্রণাম)

মা, এইবার আমি দাদাদের সঙ্গে খেলি গে ?
কয়াধু। সাবধান বাছা!
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হরি বলিস্ নি!
পিতা তোর বড়ই কঠিন।

প্রহ্লাদ। (সুর—কীর্ত্তনাঙ্গ)

হরি-নামে পাষাণ গলে,
মা গো, আমার কিসের ভয় ?
যখন বস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে,
বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার—ও মা—
হরিনামে যাবে ভুলে।

কয়াধু। (ব্যাকুল হইয়া) ওরে প্রহ্লাদ! এ কি বলিস্? তুই হরিভক্ত হ'য়ে মাতৃভক্তি ভুলে গেলি? তোর হরি কি তোকে মা ভুলতে বলেচে! মা'র কথা রাখ্‌বি নি? তোর হরিকে দেখলে বলবো প্রহ্লাদ মাকে কাঁদায়।
প্রহ্লাদ। না না, না মা! হরিকে এ কথা বলিস্ নি, হরি রাগ করবেন, আমার হরিবোল বলা কেড়ে নেবেন। আচ্ছা, আমি আর চেঁচিয়ে হরি বলবো না।
কয়াধু। এ কথা ভুলবি নি তো ?
প্রহ্লাদ। তোমার কাছেও হরি বল্‌বো না ?
কয়াধু। আমার কাছে বলিস্। আর কারো কাছে নয়।
প্রহ্লাদ। (করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তনাঙ্গে)

তুমিও আমার মা, হরিও আমার মা,
মায়ের কাছে বল্‌বো হরি,
হরির কাছে বল্‌বো মা!

[প্রহ্লাদের প্রস্থান।

কয়াধু। আহা যে হরির পদচিহ্ন
ব্রহ্মা, শিব, সহস্রলোচন
অনুক্ষণ দেখিবারে চায়,
সে চিহ্ন পাইয়া আজ হায়,
পতি-ভয়ে হইনু আকুল।
আহা, মুছিতে হইল পদ-ছবি।
ঐ যে আসেন মহারাজ,
কাজ নাই, মুছে ফেলি।

(হরি-পদ-চিহ্ন-মুছন)

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। রাণি! প্রহ্লাদ কোথায় ?
কয়াধু। শৈশব খেলার কাল,
বাছা মোর আনন্দে খেলায়।
হিরণ্য। খালি খেলা ভাল নহে আর,
ক্রমে ক্রমে হইতেছে বড়,

এ সময়ে যদি
বিদ্যাশিক্ষা নাহি হয় তার,
অজ্ঞান আঁধার না ঘুচিবে পরে ;
শিশু-মন নবনী সমান,
যা আঁকিবে, অঙ্কিত হইবে তাই ;
বয়সের সনে জ্ঞানবুদ্ধি হইবে কঠিন,
সে দিন কুদিন অতি বিদ্যা অধ্যয়নে।
বিশেষতঃ প্রহ্লাদ আমার বড় বুদ্ধিমান্,
মোর জ্যেষ্ঠ সুতত্রয়,
জ্ঞানে নয় তাহার সমান।
দৈত্যের আঁধার গৃহে
উজ্জ্বল আলোক মোর কনিষ্ঠ কুমার।
রাণি! আজ শুভদিন,
প্রহ্লাদেরে বিদ্যা শিখিবারে
পাঠাইব গুরুগৃহে।
হ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ,
তিন পুত্র মোর গুরুগৃহে অধ্যাপিত হয়,
তা সবার সনে
কনিষ্ঠ তনয় শিখুক ত্রিবর্গ-বিদ্যা।
পিতার কর্ত্তব্য কাজ করি,
তার পর যে বা হয় হবে।
না—প্রহ্লাদ রাখিবে পিতৃমান,
হইবে বিদ্বান্,
উজ্জ্বল করিবে মোর মুখ।

কয়াধু। মহারাজ!
আমারো সেইরূপ ইচ্ছা,
বিদ্বান্ হইলে পুত্র
মা'র প্রাণ সুখী হয় অতি।
গুরুপুত্র দুইজন আসিবে কখন ?
কে গিয়াছে ডাকিতে সে দোঁহে ?

হিরণ্য। দাসী।

কয়াধু। তবে আমি এখন যাই, গুরু-দক্ষিণার আয়োজন করি। প্রহ্লাদকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে দি।

হিরণ্য। যাও ত্বরা, রাণি!
দেখ—ভারে ভারে সাজাও দক্ষিণা,
কোন অঙ্গ যেন বাকী নাহি রয়।

[কয়াধুর প্রস্থান।

(দাসীর প্রবেশ)

হিরণ্য। ষণ্ডামর্ক গুরুপুত্র দুই জন কোথা ?

দাসী। যবের শীষ আর বাকস ফুল আন্‌তে গেছেন। তেনারা বল্লে—সব ঠিক্ ঠাক্ করগে, আমরা যাচ্চি।

হিরণ্য। আচ্ছা, তুই গিয়ে প্রহ্লাদকে এখানে আন্।

[দাসীর প্রস্থান।

ইচ্ছা ছিল, প্রহ্লাদকে গৃহেই বিদ্যাশিক্ষা করাই, রাণী তাকে যেরূপ ভালবাসেন, গৃহে থাকলে হবে না, মূর্খ হ'য়ে থাকবে—পরকাল নষ্ট অনেক ছেলে পিতামাতার অপরিমিত স্নেহেই হ'য়ে যাবজ্জীবন কষ্ট পায়। সুতরাং গুরু-গৃহে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা ভাল, আমি এ প্রথার ব পক্ষপাতী। এই যে, গুরুপুত্রেরা আসচেন।

(ষণ্ড ও অমর্কের প্রবেশ)

আসুন, প্রণাম।

ষণ্ডামর্ক। জয়োঽস্তু।

ষণ্ড। মহারাজ! আজ কনিষ্ঠ রাজকুমারের হাতে খড়ি দেওয়াবার ইচ্ছা করেছেন না কি ?

হিরণ্য। হাঁ গুরুপুত্র!

ষণ্ড। ভাল ভাল, আজ বড় শুভদিন; এমন দিন আর হবে না, তা হয়নি তো পরের কথা। পাঁজিতে লিখ্ছে—আজ ছেলের হাতে দিলে খড়ি, হয় হাতে রবে পাঁচন-বাড়ি, নয়, হাতে হ'বে খুব টাকা-কড়ি, অর্থাৎ হয় ছেলে রাখাল হবে, নয় ধনশালী ভূপাল ভূপাল—তবে আপনার কল্যাণে আর আমাদের মত গুরুর হস্তে ছেলে রাখাল—ওঁ বিষ্ণু উহুঁ ওঁ শিবঃ—ভূপাল ভূপাল—নিশ্চয় ভূপাল।

হিরণ্য। আমার গুরুদেব এবং আপনাদের পিতৃদেব শুক্রাচার্য্য কবে তপস্যায় গিয়াছেন ?

ষণ্ড। ঠিক্ আমার স্মরণ হ'চ্চে না।

(অমর্কের প্রতি)

ভায়া! তোমার মনে আছে ?

অমর্ক। আছে, আছে, আমার শিবস্তোত্র পুথির এক কোণে লেখা আছে। কল্য বল্‌বো মহারাজ! তার আর চিন্তা কি ? তবে আবার তাঁকে কেন ?

হিরণ্য। তিনি আপনাদের পিতা, আমার কুল-পুরোহিত, তাঁর দ্বারা প্রহ্লাদের বিদ্যারম্ভ—

ষণ্ড। একই কথা, একই কথা,—কেন না, তিনি পিতা —আমরা পুত্র, 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ', চিন্তা, কি ? আমাদের হ'তেই কার্য্যসিদ্ধ হবে—প্রহ্লাদের সিদ্ধি-বস্তু হবে—আঁকুড়ে ক' হবে—বেগুনে 'চ' হবে—শেষ হলহলে 'হ' হবে—সব হবে।

হিরণ্য। (স্বগত) অমন মহাপণ্ডিতের এমন অকাল-কুষ্মাণ্ড পুত্রও হয় ? উপযুক্ত পুত্র বটে! এই জন্যই শুক্রাচার্য্য নাম রেখেছেন—'ষণ্ড' ষাঁড়, আর 'অমর্ক' কি না বানরের চেয়েও বানর। কি করি, অদ্য দিন ভাল, কাজেই এদের দ্বারা নিয়ম রক্ষা করি। পরে তিনি এলে তখন যথাবিহিত বিদ্যা শিক্ষা হবে। (প্রকাশ্যে—তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ?

। ...ষেই কার্য্যসিদ্ধি। কনিষ্ঠ রাজকুমার
...াথা ?

। দাসী আন্‌তে গিয়েচে।

। এখনি আস্‌বেন বোধ হয়।

...ণ্য। হাঁ!

...। তা তো হলো, এখন গুরুদক্ষিণাটার ব্যবস্থা—

হিরণ্য। তার চিন্তা কি? আমার আর তিন পুত্রের বিদ্যারম্ভের দক্ষিণার চেয়েও বাহুল্যরূপে আয়োজন—

যণ্ড। ভাল ভাল—জয় হোক। প্রহ্লাদ তিনগুণ বিদ্বান্

...। আহা, বড় সন্তুষ্ট হলেম, এতেও যদি সন্তুষ্ট না হব তো হব কিসে? কারণ, শাস্ত্রে লিখচে—"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ"—

অমর্ক। "সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।"

(দাসীর সহিত প্রহ্লাদের পুনঃ প্রবেশ)

হিরণ্য। প্রহ্লাদ! গুরুপুত্র দোঁহে কর প্রণাম। আপনারা প্রহ্লাদকে নিয়ে যান। আমি চল্লেম।

প্রহ্লাদ। প্রণিপাত করি পায়।

যণ্ড। ও দাসী, তুই যা, দেখ্ দক্ষিণের কত দূর কি?

[দাসীর প্রস্থান।

(প্রহ্লাদের প্রতি) কি বল্‌চো বাপু!

প্রহ্লাদ। প্রণিপাত করি পায়।

যণ্ড। খুব লেখা-পড়া শেখো বাবা আমার। কারণ, লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।

অমর্ক। আঃ, ও কথা বল কেন দাদা? বল, "লিখিবে পড়িবে থাকিবে সুখে, খেলা করিবে মরিবে দুখে।"

যণ্ড। দূর পাগল, ও কথা বল্লে কি ছেলে লেখা পড়া শিখে?

অমর্ক। (বিকৃতমুখে)—আহা হা। দাদা, তোমার কি বুদ্ধি, বাবা! তুমি নেহাত মুক্ষুর ডিম্।

যণ্ড। (বিকৃতমুখে)—তুই যে আবার তার চেয়ে এক কাঠি বেশী—নিরেট মুক্ষুর বাচ্ছা।

অমর্ক। যাও যাও—বোঝা গেছে—মিছে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কোরো না—যাও।

যণ্ড। (শান্ত হইয়া) আচ্ছা, আমি একে নিয়ে যাচ্চি, তুই গুরুদক্ষিণের ভারীকে সঙ্গে ক'রে আন। দেখিস্ ভাই, ভারী ব্যাটাকে চোকের আড়াল করিস্‌নি! না হ'লেই বুঝেছিস্ তো?—

অমর্ক। (সহাস্যে) ওঃ—তা খুব বুঝি।

যণ্ড। (সহাস্যে)—আচ্ছা, কি বল্ দেখি?

অমর্ক। ভারী ব্যাটা ফুস্ মন্তরের চোটে ভরা ঝোড়া খালি ক'রে বসবে!

যণ্ড। তবে কে বলে ভায়ার বুদ্ধি নেই।

অমর্ক। তবু দাদা, তোমার চেয়ে নয়।

যণ্ড। (সহাস্যে) হাজার হোক্, আমি দাদা—তুই ভাই।

অমর্ক। তোমরা ওদিক্ দিয়ে যাও—আমি এদিক্ দিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

(ভারস্কন্ধে জনৈক ভারবাহকের প্রবেশ)

ভা-বা। আজ শুভক্ষণ কুভক্ষণ দুই-ই;—পেলুব শুভক্ষণ—হাতে খড়ি, যণ্ডামকর শুভক্ষণ—এই জিনিসের কাঁড়ি, কিন্তু আমারই কুভক্ষণ চিনির বলদের ঝুড়ি। কেবল বওয়াই সার—হা রে কপাল আমার! উঁ, আমি যদি যণ্ডামার্ক হতুম তো এখনি এই গুণো খেতুম, তা হলো কই? কেউ খায় দধি, কেউ খায় দই। হাত্তোর কুভক্ষণ, হাত্তোর কুভক্ষণ।

(ভূতলে ভাররক্ষা)

(বেগে অমর্কের প্রবেশ)

অমর্ক। আরে বেল্লিক ব্যাটা। কি ভক্ষণ কল্লি!

ভা-বা। (সবিস্ময়ে বিরক্ত হইয়া) হাল্লাও। তুমি কি কাণা ঠাকুর? না বল্লেও বাঁচিনি হঃ। কি আমি খাচ্চি?

অমর্ক। এই যে কি ভক্ষণ কি ভক্ষণ কচ্ছিলি, ব্যাটা!

ভা-বা। ওঃ! কাণা কালা দুই-ই তুমি। কি ভক্ষণ না কুভক্ষণ?

অমর্ক। কুভক্ষণ কি রে বাঁকুড়?

ভা-বা। যেমন যণ্ডের ভাই অমর্ক, তেম্নি শুভক্ষণের ভাই কুভক্ষণ, এই বই আর কি ঠাকুর? যাক্ সে কথা, এক্ষণে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি কি—আপনি তো ছেলে বুড়ো সকলোর হাতে হাতকড়ি,—খুড়ি কাঠবড়ি দাও, এক্ষণে আমার ছেলেটার কি হ'বে?

অমর্ক। তোর ছেলের নাম কি?

ভা-বা। বাবার নাম যদি বাঁকুড় হয়, তবে ছেলের নাম কি হ'তে পারে?

অমর্ক। কুকুর।

ভা-বা। সে ঠাকুর হ'লে কুকুর হয়, বাঁকুড়ের বেলায় তা নয়।

অমর্ক। তবে কি?

ভা-বা। কাঁকুড়।

অমর্ক। হুঁ!

ভা-বা। তা নয় তো কি?—কাঁকুড় কাঁকুড়।—আহা, শুন্‌তে কেমন মিষ্টি। তোমাদেরো নাম শুন্‌তে মিষ্টি হ'তো যদি তোমাদের বাপ শুক্কুর তোমাদের নাম রাখত কুক্কুর। তা না হ'য়ে অণ্ড ষণ্ড লণ্ড ভণ্ড।

অমর্ক। দূর ব্যাটা, বেল্লিক!

ভা-বা। তা যাই বল, এক্ষণে ছেলেটাকে তোমার টোলে পাঠাবো?

অমর্ক। ও কাঁকুড় ফাঁকুড়ের বিদ্যে হয় না।

ভা-বা। সে কি ভট্‌চাজ মশায়? তোমরা দু'ভাই মনে কল্লে কাকপক্ষীকেও এমন কি মশা-মক্ষীকেও—

অমর্ক। যা যা বকিস্ নি, এখন—চল্ ভার তোল্!

ভা-বা। ভারের ভাব তো আমার, তা'র জন্যে আপনার ভার কি? এক্ষণে এ গরিবের ছেলের ভারটা আপনাকে নিতেই হবে!

অমর্ক। গুরুদক্ষিণের ভাব কি নিবি?

ভা-বা। ওঃ—বড় ভারী, আমি কোথা পা'বো?—বড্ড গরিব। তবে এই পারি—আপনার এঁটো পাত ফেল্‌বো, আর দু' সন্ধ্যে পেসাদ পাবো।

অমর্ক। হুঁ!—যা'র শীল—তা'রি নোড়া, তা'রি ভাঙি দাঁতের গোড়া! তোর নিকুচি করেচে—ভার তোল্, তোল্ ব্যাটা, তোল্—দেরি করবি তো রাজাকে বল্‌বো।

ভা-বা।—না না—চল চল (স্বগত)—দুটো নাড়ুও চুরি করবো, তোমার ভয় দেখা দেখিয়ে দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ষণ্ডামর্কের পাঠশালা।

ষণ্ড, প্রহ্লাদ ও ছাত্রগণ।

ষণ্ড। (ছাত্রগণের প্রতি)—বল্ সিদ্ধি!

ছাত্রগণ। সিদ্ধি।

ষণ্ড। বস্ত?

ছাত্রগণ।—বস্ত।

ষণ্ড। অ আ ই ঈ উ?

ছাত্রগণ। অ আ ই ঈ উ।

ষণ্ড। উ ঋ?

ছাত্রগণ। উ ঋঋ।

ষণ্ড। ইল্লি?

ছাত্রগণ। ইল্লি। এক জন ছাত্র (মৃদুস্বরে) মাছটা গিল্লি।

ষণ্ড। (শুনিয়া)—কে রে? কে রে?

ছাত্র। (নীরব)

ষণ্ড। ব্যাটারা, কেউ যে কথা ক'স্ না? এক ছাত্রের প্রতি—তুই ভাজা মাছটা গিল্লি?

সেই ছাত্র। না গুরুমহাশয়, (পার্শ্ববর্ত্তী বালককে দেখাইয়া)—এ গিল্লে।

সেই ছাত্র। আমি গিলিনি, গুরুমশায়!

ষণ্ড। গিল্লি, তবু গিলিনি বল্‌চিস্? আয় এগিয়ে আয়, আজ বেতিয়ে ষাঁড়্‌দাগা করবো! পড়বার সময় ফষ্টি নষ্টি। (মুখভঙ্গি করিয়া)—ভাজা মাছটা গিল্লি; এইবার এই বেতগাছটাও গেল। কই আস্‌চিস নে যে? তবে রে হারামজাদা। (বেগে সেই ছাত্রের নিকট গিয়া হস্ত ধরিয়া, টানিতে টানিতে) আমার সঙ্গে ঠাট্টা!

সেই ছাত্র। (চতুরতা করিয়া)—হাতে ঘা, হাতে ঘা, তোমার হাতে পূঁজ লেগেচে গুরুমশায়!

ষণ্ড। (বিকৃতমুখে হস্ত ছাড়িয়া দিয়া) শিব! শিব!

সেই ছাত্র। কেমন ফাঁকি দিয়েচি, এইবার ধর বেত মারো।

[বেগে প্রস্থান।

ষণ্ড। অ্যাঁ, আমাকে ফাঁকি! গুরুকে ফাঁকি! ওরে ধ'রে নিয়ে আয় ব্যাটাকে।

[দুই জন ছাত্রের বেগে প্রস্থান।

আর এক ছাত্র। গুরুমশায়! আমিও যা'বো?

ষণ্ড। না না বোস।

সেই ছাত্র। আমার বড্ড বাহ্যে পেয়েচে।

ষণ্ড। লেখাপড়ার সময় রোজই তো বাহ্যি করিস।

সেই ছাত্র। এবার সত্যিকের বাহ্যে পেয়েচে গুরুমশায়!

ষণ্ড। না না, পায় নি।

সেই ছাত্র। হিঁ গুরুমশায়, পেয়েচে; তুমি বরং দেখবে চল।

ষণ্ড। তুই হাগবি, আমি দেখবো?

সেই ছাত্র। তুমি যে বিশ্বেস করো না।

ষণ্ড। দুর্গা দুর্গা! ছ্যা! ব্যাটার কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাই আবার বিশ্বাস ক'ত্তে হ'বে! দূর হ—দূর হ; যা পালা—যা হাগ্‌গে।

সেই ছাত্র। (স্বগত) হুঁ হুঁ! হাগা গুরুমশায়ের বাবা। আমি আবার হাগবো! যাই কুল পেড়ে খাইগে।

[বেগে প্রস্থান।

এক জন ছাত্র। (চীৎকার করিয়া) উ—হু—
—হু।

তোরও আবার হাগা নাকি ?

ছাত্র। না, গুরুমহাশয়, (পার্শ্ববর্ত্তী বালককে দেখাইয়া)—বৃক আমার কান কামড়ে দিলে, বড্ড জ্বলচে।

। আরে মর্ ! কানে কামড়। তা কাম্ড়াবে বই কি, বৃক অর্থে বাঘ যে। হ্যাঁরে বেবৃকা ! কান কি খাবার জিনিষ ? উঠে আয় এ দিকে।

(ষণ্ডের নিকট বৃক বালকের গমন)

তুই ওর কান কাম্ড়ালি কেন ?

বৃক। স্বপ্নের ঘোরে কাম্ড়েচি।

ষণ্ড। পড়্তে বোসে স্বপ্নের ঘোর। জলজীয়ন্ত চোক তুটো ফ্যাল ফ্যাল ক'চ্চে, বেটার স্বপ্নের ঘোর ! ঘোর কাটিয়ে দিচ্চি—এগিয়ে আয়।

বৃক। ঘাট হয়েচে, গুরুমশায় !

ষণ্ড। ঘাটে মাঠে সান্‌বে না, তুই যেমন ওর কান কাম্ড়েচিস্, তেম্নি নিজে নিজের কান কামড়া।

বৃক। (বিস্ময়ে ও ভয়ে)—সে কি, গুরুমশায় ? নিজের কান নিজে কি ক'রে কাম্ড়াবো ?

ষণ্ড। ওর কান কাম্ড়ালি কি ক'রে ?

বৃক। ও যে পরের কান।

ষণ্ড। তেম্নি তোরও কান কাম্ড়া—নিজে কাম্ড়া।

বৃক। দাঁত যাবে কেন ?

ষণ্ড। কেন যাবে না ? অবিশ্যি যাবে ! (মুখ বাঁকাইয়া) এম্নি ক'রে কাম্ড়া।

বৃক। কই পাল্লে না, গুরুমহাশয় !

ষণ্ড। (স্বগত)—তাই তো, আমার কি বুদ্ধি রে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, কান কাম্ড়ে কাজ নি। (নিজ কর্ণ মলিতে মলিতে) এম্নি ক'রে নিজের কান নিজে মল্।

অমর্ক। (সবিস্ময়ে) এ কি, দাদা ! আপনি আপনি কান মল্‌চো কেন ?

ষণ্ড। গুরুমশায়গিরি অম্নি নয়, ভায়া ! সব বিদ্যেই শেখা চাই, শেখানো চাই।

অমর্ক। কাজনি আমার গুরুগিরি, বাবা ! এই নাকে খৎ।

(মৃত্তিকার উপর নাকে খৎ দেওন)

ষণ্ড। ভয় কি ভায়া ! তুমি যা ক'ল্লে, ওটাও গুরুগিরির একটা অঙ্গ।

অমর্ক। ও বাবা ! এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও তাই।

ষণ্ড। তা হোক্, এখন এক কাজ কর। ছোঁড়াগুলো কোথা গেলো, ধোরে আনো তো।

অমর্ক। আমার কর্ম্ম নয়, দাদা ! শালারা আমায় বড় ঢিল মারে।

ষণ্ড। আরে চুপ চুপ, ছাত্র যে ছেলের তুল্য, শালা বল্‌তে নেই।

অমর্ক। ও কথা শিকেয় তুলে রাখ, ঢের ঢের বাবা দেখেছি, ছেলেকে উঠ্‌তে বোস্‌তে শালা বলে !

ষণ্ড। সে সব বাবা শালার ব্যাটা শালা।

অমর্ক। তাদের চোদ্দপুরুষ শালা।

ষণ্ড। যাও তুমি, ছেলেগুলোকে ধ'রে আনো।

অমর্ক। পেল্লাদকে যে পড়াচ্চো না, দাদা ?

ষণ্ড। ওহো, ভুলে গেছি পেল্লাদ যে এখানে আছে, তা আমার মনেই নেই। ও চুপ ক'রে একধারে ব'সে কি ভাবে, ও কা'রও সঙ্গে কথাও কয় না—নড়েও না—চড়েও না।

অমর্ক। ও কি ভাবে দাদা ?

ষণ্ড। আমার মুণ্ডু, তোমার পিণ্ডি। ও পেল্লাদ ! আমার কাছে এসে বোসো তো বাবা !

(ষণ্ডের নিকট প্রহ্লাদের গমন ও উপবেশন)

অমর্ক। দিব্যি ছেলেটি, দাদা !

ষণ্ড। খাসা ছেলে, তবে দোষ কি জান—আধ-বোবা।

অমর্ক। আধ-বোবা আবার কি ?

ষণ্ড। এই লোকের সঙ্গে কথা কওয়া নেই, কিন্তু একলা আপ্‌না আপনি কথা কওয়া, তা'রই নাম আধ-বোবা। তা যাক্‌গে, পেল্লাদ ! বল তো 'ক' ?

প্রহ্লাদ। কএ কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি ব্রহ্ম সনাতন। মুক্তিলাভ হয় কৈলে ক'র উচ্চারণ।

ষণ্ড। কি ? কএ কৃষ্ণ। ছি ছি, ও কথা বল না। কৃষ্ণ তোমার পিতার পরম শত্রু, এমন শত্রুর নাম উচ্চারণ ক'র্ত্তে নেই।

প্রহ্লাদ—

কএ কৃষ্ণ কৃপাময়, কাহারই শত্রু নয়,
প্রেমময় বন্ধু তিনি জগত-জীবের ;
বন্ধুতার ডোরে তাঁর, বাঁধা এই ত্রিসংসার,
দীনবন্ধু কৃষ্ণ নামে ঘুচে কর্ম্মফের।

ষণ্ড। বারণ ক'ল্লে বারণ শুনিস নি কেন ? ফের যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্‌বি তো বেত খাবি। বল্ শুধু 'ক' ?

প্রহ্লাদ। কএ কৃষ্ণ ভয়ত্রাতা ভক্তের জীবন, কি ভয় দেখাও, গুরু ! কৃষ্ণে দাও মন।

অমর্ক। দাদা ! যা ভেবেছিলেম, তা নয়, ছেলেটা ভিজে বেরাল।

ষণ্ড। তাই তো, ভায়া, ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'লো যে! হ্যা ছাখ্ পেল্লাদে! আল্লাদে আর কাজ নি, ভাল চাস তো কৃষ্ণনাম ভুলে যা।

প্রহ্লাদ। কএ কৃষ্ণ স্মৃতি বুদ্ধি চিন্তা জ্ঞান ধ্যান, হেন কৃষ্ণ কে ভুলিবে? কে হেন অজ্ঞান? কেন বৃথা, গুরুদেব! কর গণ্ডগোল। একবার প্রাণ ভোবে বল হরিবোল।

ষণ্ড। (সরোষে) আবে মোলো, বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ কল্লি যে। শিবের নাম গেলো দুর্গার নাম গেলো, হরিবোল বলবো? আমাকেও কি পেল্লাদে পেয়েচিস্?

অমর্ক। দাদা! পেল্লাদে আল্লাদে; সোজা আঙুলে ঘি বেরোয় না, মুখের ধমকেও কিছু হ'বে না—পটাপট্ বেত্তের ধমক্ লাগাও, এখনি ওর কেষ্ট পর্য্যন্ত বেষ্ট পা'বে।

ষণ্ড। তাই তো, ছোঁড়া হ'লো কি?

অমর্ক। ভারি জ্যাঠা।

ষণ্ড। জ্যাঠার বাবা। মারবো এক থাবা। পেল্লাদে! কেষ্টা ফেষ্টার নাম ছাড়, শিব বল, ব্রহ্মা বল—দুর্গা বল।

প্রহ্লাদ। গুরুদেব! শাস্ত্রপাঠী তুমি, ভেদবুদ্ধি কেন তবে? হরি শিব—হরি ব্রহ্মা—হরি দুর্গা গুরু। হরি ব্রহ্মা তা বই কিছুই নাই, সর্ব্বদেবময় হরি। এক হরিনামে সকল দেবতা জাগে, এক হরিনামে তরে জীব পাপ-স্রোত হ'তে!

ষণ্ড। অমর্ক ভায়া হে, গতিক বড় ভাল নয়।

অমর্ক। এক রত্তি ছেলে এত ডেঁফো। গুঁফো ছেলে হ'লে না জানি—

ষণ্ড। ভোঁপো ভোঁপো—কেষ্টনামের বক্তৃতা দিয়ে সাত-ঘাটের জল এক ঘাটে কত্তো।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ও দাদাঠাকুররো, ছোট রাজপুত্তুরের কত বিদ্যে হ'য়েচে?

ষণ্ড। এ পার আর ও পার, দেখা যায় না।

দাসী। বিদ্যে কি একটা নদীর মত?

ষণ্ড। একটা নদী তো কোন্ ছার, দিদি! সাত সমুদ্র তের নদী!

দাসী। আরে বাপ! পেল্লাদ এরি মধ্যে এতো শিকেচে?

অমর্ক। দিদি, ছেলে কেমন চৌকোশ।

দাসী। আহা, মা কালি! পেল্লাদকে বাঁচিয়ে রাখো। মহারাজ আজ কত সুখী হ'বে।

ষণ্ড। তুই গিয়ে খবর দিবি না কি?

দাসী। তা কেন? তিনি যে আজ তোমাদের দু' ভাইকে ডেকেচে।

ষণ্ড। কেন?

দাসী। পেল্লাদকে তোমরা রাজসভায় নিয়ে যাবে, ছেলের বিদ্যে পরীক্ষা কর্‌বে।

ষণ্ড। (স্বগত) তবেই রে, ছেলে যদি রাজার কেষ্ট কেষ্ট করে, তবেই তো আমাদেরো কেষ্ট হবে। আমি যাব না, কৌশল ক'রে ভায়া পাঠাই। (প্রকাশ্যে) ভায়া।

অমর্ক। দাদা!

ষণ্ড। পেল্লাদকে নিয়ে, হয় তুমি যাও, আমি [illegible]র জাব দি, নয় আমি—বুঝলে—গরুর জাব দি, তুমি একে নিয়ে যাও—কেমন?

অমর্ক। আচ্ছা, আমিই যাচ্চি। এইবার পাততাড়ি গুটোও পেল্লাদ।

দাসী। ওগো, রাজা তোমাদের দুজনকেই ডেকেচে, এক জন গেলে হবে না।

ষণ্ড। দু'জনকেই?

দাসী। তিনবের সে কথা বোলে দিয়েচে।

ষণ্ড। হুঁ—আচ্ছা—জয় দুর্গা। চল, ভায়া! শাল-কটকটা দিদি। তুই পেল্লাদকে কোলে নে।

দাসী। (প্রহ্লাদের প্রতি) এস, দাদামণি আমার!

(প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজসভা।

হিরণ্যকশিপু ও যুবমন্ত্রী।

হিরণ্য। মন্ত্রি, বিলম্ব কি হেতু এত? অগ্রসর হয়ে দেখ।

যু-ম। যথা আজ্ঞা, মহারাজ! (গমনোদ্যোগ) এই যে আসেন তব প্রাণের কুমার।

হিরণ্য। কই কই? আয় আয়, প্রহ্লাদ রে!

(প্রহ্লাদ ও ষণ্ডামর্কের প্রবেশ)

আয় কোলে, জীবনের ছায়া!
(প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ)
গুরুগৃহে এতো দিন থাকি,
কি শিখিলি, শুনা রে আমায়।
মাতা তোর জানে তোরে
অতি বুদ্ধিমান,

[illegible]সেই জ্ঞান,
[illegible]ন প্রাণের নন্দন !
[illegible]ন কর আমা দোঁহাকার,
[illegible]নায়ে [illegible]ধীত বিদ্যা।
[illegible](ষণ্ডের প্রতি)—গুরুপুত্র !

ষণ্ড। মহারাজ !

হিরণ্য। ত্রিবর্গ-সাধন সূত্র
অধ্যাপিত করেছ কি প্রহ্লাদেরে ?

ষণ্ড। না, মহারাজ, এখনো অতদূর হয়নি।

হিরণ্য। [illegible]ন ?

ষণ্ড। শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম।

অমর্ক। (স্বগত) দাদা ফক্ ক'রে একটা সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়লে, হয় তো, খাসা বিদেয় পা'বে, আর আমার বেলা বুঝি নব ডঙ্কা ? না বাবা, তা হ'বে না, আমিও একটা ঝাড়ি। (ষণ্ডের প্রতি)—কি শ্লোকটা বল্লে দাদা ?

ষণ্ড। 'শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।'

(হস্তে তাল দিতে দিতে)

অমর্ক। শনৈঃ তিন্তা, শনৈঃ বিন্তা, তাধিন্বিন্তা তর-কটতাঃ।

হিরণ্য। (সহাস্যে) কনিষ্ঠ গুরুপুত্রের কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজমানা।

অমর্ক। ভবৎপ্রসাদাৎ—ভবৎপ্রসাদাৎ।

হিরণ্য। তা যাক্ ! প্রহ্লাদ, যা শিক্ষা করেছ, তাহাই বল !

প্রহ্লাদ। পিতা !
ত্রিসংসারে কিবা শিক্ষা আছে
মহাশিক্ষা হরিনাম বই ?

হিরণ্য। (ভূতলে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিয়া সক্রোধে)
কি, হরিনাম !
ধিক্ ধিক্ কুলাঙ্গার !
অযোগ্য তনয় তুই মোর,
দৈত্যকুল-মহারিপু হরি,
তারি নাম মহাশিক্ষা তোর ?
ছি ছি অপবিত্র হৈনু আমি
তো হেন পাপিষ্ঠ পুত্রলাভে।

প্রহ্লাদ। পুণ্যবান্ পিতা তুমি,
তেঁই তব এ দীন কুমার
তোমার ঔরসে জন্মি পাপ ধরাতলে
ভক্তিভরে হরি হরি বলে।
ধন্য তুমি পিতা মোর,
ধন্য আমি পুত্র তব,
তেঁই সে শিখিনু হরিনাম।

হিরণ্য।—(স্বকর্ণে হস্ত চাপিয়া।—
ছি ছি, পুন সেই কথা,
বড় ব্যথা বাজিল মরমে,
সরমে না সরে ভাষ।
প্রহ্লাদ ! নাহি করি রে ত্রাস ;
হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু,
হিরণ্যকশিপু-রিপু হরি,
জেনে শুনে, তবু মজিলি হরির নামে !
ওহো, শিশু তুই,
ভালমন্দ না বুঝিস্,
তেঁই অবিরাম শত্রুনাম মুখে তোর।
যাক্, এইবার হ'রে সাবধান—
হরিনাম না আনিস্ মুখে।

প্রহ্লাদ। পিতা !
মুখ তো আমার নয়,
কৃষ্ণ যে সৃজিল এই মুখ,
হরির সৃজিত মুখে হরিনাম ওঠে,
প্রাণে ছোটে হরি-নামধারা,
হৃদয়-মাঝারে ফোটে
শ্রীহরির পাদপদ্ম দু'টি ;
আহা অতুল রাতুল সে চরণ !
বাতুল হয়েছে প্রাণ,
গায় খালি হরিনাম গান,
আমি কি করিব পিতা ?
প্রহ্লাদ হরির ক্রীতদাস,
হরি প্রভু মোর ;
বল তবে, পিতা,
দাস হয়ে প্রভুদ্রোহী হইব কেমনে ?

হিরণ্য। কি, পাষণ্ড !
হরি তোর প্রভু ?
বিশ্বপতি হিরণ্যকশিপু সুদুর্জ্জয়,—
তুই পুত্র হয়ে তা'র
হরিদাস বলিস নিজেরে !
ছি ছি, বড় ঘৃণা—বড় লজ্জা !
রাজপুত্র কৃষ্ণের কিঙ্কর !
ছিছি, ছিছি, ধিক্ ধিক্,—
গেল মান, গেল কীর্ত্তি—
গেল গেল গৌরব সৌরভ,
গর্ব্ব খর্ব্ব এত দিনে !
আরে আরে দুরাচার,
এখনো বচন ধর,
পরিহর—পরিহর—অরি হরিনাম।

প্রহ্লাদ।—পিতা, এ কি তব রীত,
হিতে ভাব বিপরীত ?

দীনবন্ধু জগবন্ধু হরি,
ছি ছি, তাঁরে ভাবো অরি ?
কি ক'রে পাইবে ত্রাণ ?
ক'দিন জীবন ?—কা'র এ জীবন ?
ক'দিন শোণিত ব'বে দেহে ?
দেহ-গেহে ক'দিন থাকিবে তুমি,
তুমি কা'র ? কে তোমার ?
আমি তব কে বা ?
পিতা ! মহারাজ-চক্রবর্ত্তী তুমি,
কিন্তু ক'দিনের তরে ?
কোথা হ'তে এলে—কোথা পুন যাবে,
দেখ ভেবে একবার ;
পিতা, বিন্দু হ'তে বিন্দু তুমি,
আয়ু বায়ু ভরসা তোমার,
কিন্তু অবিরামগতি বায়ু
কালাকাশে যেতেছে বহিয়া,
টানিয়া লইয়া তব অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
আহা কোন মতে নাহি ত্রাণ,
কালস্রোতে দিবে ভাসাইয়া,
প্রাণ সহ দিবে মিশাইয়া
অহঙ্কার গর্ব্ব তেজ প্রতাপ তোমার।
পিতা ! শূন্যে শূন্যে গিয়ে
শূন্যে মিশাইয়ে শূন্য হয়ে যাবে,
নাহি র'বে কিছুই তোমার,
কেবল আঁধার—অনন্ত আঁধার—
অভেদ্য আঁধার !
অহো ! সে আঁধার বড়ই ভীষণ—
অনন্ত নরক সেই,
দ্বিতীয় নরক নেই,
তবে, তা হ'তে নিস্তার পাবে কিসে ?
কি ক'রেছ তাহার উপায় ?
ধরি পায়, বল সত্য করি।
পিতা, পুত্র আমি তব,
অঙ্গ তব—এ হেতু অঙ্গজ নাম,
প্রবঞ্চনা ক'র না আমারে,
অঙ্গজে বঞ্চনা করা আত্ম-প্রবঞ্চনা,
তেঁই বলি, বল সত্য করি,—
সে আঁধার নরক হইতে
মুক্তির উপায় কি ভাবিলে ?
কই, পিতা, না দাও উত্তর কেন ?
রাজমুখ কি হেতু নীরব ?
বুঝিয়াছি পিতা !
নরকের ভয়ে, তব চিত হইয়াছে ভীত।
কেন কর ভয় ?—কিসের বা ভয় ?
নরকের ভয় ঘুচিবে নিশ্চয়—
একবার ভক্তিভরে বল হরিবোল।

হিরণ্য। (সরোষে) অহো, এতক্ষণে
বুঝিয়াছি, শিশুবুদ্ধি এতো কথা পারে
কি কহিতে ? প্রহ্লাদের দোষ নয়,
দোষী এই মহাভণ্ড ব্রাহ্মণ দু'জন।
জানি আমি, ব্রাহ্মণ বড়ই লোভী,
নহে, কভু লক্ষপতি দ্বিজ—
প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান্ যেই মান,
তা'রে পদে বিদলিয়া
ভিক্ষা মাগে পরের দুয়ারে ?
ঠিক, এই দুই লোভী বিপ্রাধম
বিষ্ণু-পাশে লইয়া উৎকোচ
প্রহ্লাদেরে শিখাইল বিষ্ণুনাম।
আরে আরে মূর্খ দ্বিজ,
এ কি তো-দোঁহার ঘৃণিত ব্যভার ?
লোভী, মোর অন্নে ধরিয়া জীবন,
আমারই সর্ব্বনাশ-আশা ?
এক শূলে দিব দুই জনে !
কে আছ—আইস ত্বরা !

যণ্ডামর্ক। (সভয়ে) দোহাই মহারাজ ! দোহাই ! দোহাই ! আমরা কিছুই জানি নি।

যণ্ড। (সভয়ে) প্রহ্লাদ ! এই কি তোমার মনে ছিল, বাবা ! গরিব দুটোকে শূলে দিলে ! বাবা, এক ঘা বেত মেরেছিলুম ব'লে কি এই তা'র গুরুদক্ষিণে !

অমর্ক।—(সভয়ে)—দাদা, কি হবে !

যণ্ড।—ওরে বাবা, মস্ত শূল।

অমর্ক।—আঁ্যা আঁ্যা ! দাদা, আমি সাধ ক'রে কি গুরুগিরিতে নাকখৎ দিয়েছিলুম।

যণ্ড।—এইবার দু'জনেই আবার দি। মহারাজ ! এই নাকে খৎ—আর কখন গরুগিরি—না না—গুরুগিরি করবো না।

[ভূতলে নাসাঘর্ষণ।

প্রহ্লাদ।—পিতা,
ব্রাহ্মণের হেন শাস্তি কেন ?
দোষী নয় আচার্য্য উভয়।
নিজে আমি শিখিয়াছি হরিনাম গান,
ব্রাহ্মণের কেন লবে প্রাণ ?
পিতা, হরিনাম কে শিখায় কারে ?
হরিই আমার শিক্ষাগুরু।
ছেড়ে দাও এ দুই ব্রাহ্মণে,
হরির শপথ ক'রে বলি,—
হরিদ্বেষী এ দুই ব্রাহ্মণ,
উভয়ে তোমার আজ্ঞাকারী।

[illegible]।—(ক্রোধে) কি পাষণ্ড,
[illegible]জেই [illegible] হরিনাম? ভাল,
[illegible]পাবি,
[illegible]রিবোল [illegible]া ঘুচাইব তোর।
[illegible] স্নেহে) প্রহ্লাদ!
এখনও কথা রাখ,
ভুলে যা সে পাপ নাম?

প্রহ্লাদ। কি, পিতা? হরিনাম পাপ নাম?
[illegible] পুণ্যময় নাম কিবা?
পিতা, প্রাণ যতক্ষণ,
ততক্ষণ কখনই ভুলিব না—
সত্যবীজ হরিনাম।

হিরণ্য। কি? যতক্ষণ প্রাণ,
ততক্ষণ না ভুলিবি হরিনাম?
ভাল,
প্রাণসহ ঘুচাইব হরি বলা।
যাও, মন্ত্রি,
আনহ ঘাতুকগণে!

যু-ম।—প্রহ্লাদ, পিতার কথা রাখো,
হরিনাম আর মুখে এনো না।

প্রহ্লাদ।—কেন, মন্ত্রি,
সামান্য অর্থের লোভে আত্মহারা হও?
কেন নাহি ভাব পরকাল?
কে তুমি রাজার?
রাজাই বা কে তোমার?
ইহলোকে পরলোকে যে তব আপন,
সুখে দুঃখে চিরসঙ্গী,
সে হরিরে তুমিও ভাবিলে পর?

হিরণ্য।—যাও, মন্ত্রি, ত্বরা যাও,
কি হেতু বিলম্ব কর?
প্রহ্লাদ আমার পুত্র নয়,
হরি মম মহাশত্রু।
হেন পুত্র কে চাহে জীবিত?
গৃহে মোর পাপ-অবতার এই দুরাচার,
করিব সে পাপ নাশ।—যাও, মন্ত্রি!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। পিতা, পাপ-অবতার আমি বটে,
সেই হেতু ডাকি নিশি-দিন
দীনবন্ধু পাপিত্রাতা দয়াল হরিরে
পাপের নরক হ'তে পাইবারে ত্রাণ।
পিতা, মরিব এখনি,
আর না দেখিতে পাব তব শ্রীচরণ,
নাহি পাব পিতা বলি ডাকিতে
তোমায়, পিতা, অন্তিম বিদায়,
কিন্তু, পিতা, এ দীন তনয়
তোমা হ'তে আইল সংসারে,
তোমা হ'তে পাইল শ্রীহরিনাম,
আহা, তোমা হ'তে এতো উপকার,
কিন্তু, পিতা, ক্ষুদ্র আমি—শিশু আমি,
এখনো জীবন মোর অস্ফুটন্ত কোরক
সমান, নারিনু করিতে পিতৃসেবা,
না পেনু সময়
তিলমাত্র করিতে তোমার উপকার,
এই দুঃখ র'য়ে গেলো মনে।
তবু, পিতা, অন্তিম সময়
তব পদে এই নিবেদন—
একবার মোর সনে বল হরিবোল।
তব মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে—
নিজমুখে হরিবোল বলিতে বলিতে
ছাড়ি এ পাপের ভব ধরা।

(ঘাতুকগণের সহিত যুবমন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

পিতা, আইল ঘাতুকগণ,
অল্পক্ষণ প্রাণ মোর।
পিতা, শেষ ভিক্ষা এই—
মস্তকচ্ছেদনকালে
একবার বল হরিবোল।

হিরণ্য। ঘাতুক!
ভীষণ মশানে ত্বরা এরে লয়ে যা,
শতখণ্ডে কাট দুরাত্মারে।
বিলম্ব করিলে,
তোদেরো মস্তক যাবে।
দৃঢ়রূপে বাঁধ পাপাত্মারে,
অবিলম্বে মুণ্ড এর এনে দে আমায়!

(প্রহ্লাদের হস্তবন্ধন)

[হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

[হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদকে লইয়া ঘাতুকগণ ও
যুবমন্ত্রীর প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

মশান।

(প্রহ্লাদ ও ঘাতুকগণের প্রবেশ)

১ম ঘাতুক। (অপর ঘাতুকগণের প্রতি) ভাই, আহা, আহা, কেমন ক'রে এমন কোমল শরীরে অস্ত্রাঘাত করবো ?

২য় ঘাতুক। (প্রহ্লাদের প্রতি) রাজকুমার! প্রাণের চেয়ে তোমার হরি বড় নয়, কেন তবে হরিনাম ছাড়চো না ?

প্রহ্লাদ। না ভাই ঘাতুক, তা নয়, প্রাণের চেয়ে আমার হরি অনেক বড়, তাই তো আমি প্রাণের মূল্য অতি সামান্য ভাবচি।

২য় ঘাতুক। তোমার হরি যদি তেমন বড়, তবে তোমায় ম'ত্তে দেখেও চুপ ক'রে রৈলো ? তোমার হরি আমাদের চেয়েও নির্দ্দয়।

প্রহ্লাদ। (কীর্ত্তনের সুরে)

না, ভাই, এমন ব'ল না নহে,
দয়াল হরি নিদয় নহে।
হরি যদি নিদয় হোতো,
কে তবে হরি বলতে পেতো ?
তাই বলি এমন ব'ল না হে !

১ম ঘাতুক। (২য় ঘাতুকের প্রতি) ও ভাই, কি আশ্চর্য্য, রাজার হুকুম, এখনি মাথা যাবে, তবুও প্রহ্লাদ এ কি বলে।

২য় ঘাতুক। তাই তো, পাগল হ'লো না কি ? রাজকুমার, এখনো কথা রাখো, কেন হরিটের জন্য প্রাণ খোয়াবে ? আহা, বাপ মা ভাই বন্ধু, এমন জগৎ-সংসার আর যে দেখতে পাবে না।

প্রহ্লাদ। (কীর্ত্তনের সুরে)

হরিই আমার পিতা মাতা,
হরিই আমার ভগ্নী ভ্রাতা,
হরিই আমার প্রাণের সখা,
এমন হরির সনে আজ হবে দেখা।
কাজ কি আমার হেথায় থাকা ?
কাজ কি এ ছার জীবন রাখা ?
হরির জীবন হরিকে দেবো,
হরির পায়ে মিশায়ে রবো,
মাটীর শরীর ছেড়ে হরির হবো।
এ সংসারে আমার কেহই নাই,
কাজ কি এমন সংসারে, ভাই ?
কাট, ভাই! হরির নিকটে যাই।

১ম ঘাতুক। (সভয়ে) ও ভাই, আ[illegible] হরি দে[illegible] হয় তো মহারাজ এখানে এখনি [illegible] প্রহ্[illegible] তো কথা শুন্‌লে না, তবে আমরা কে[illegible] জ[illegible] প্রাণে মারা যাবো ? [illegible] যেমন বি[illegible] মাগ-ছেলে নাই, আমাদের [illegible] আছে।

২য় ঘাতুক। এটা বড় একগুঁয়ে ছেলে, মরবে, তবুও হরি বলা ছাড়বে না। প্রহ্লাদ! [illegible] আমাদের আ[illegible] দোষ নেই, তোমার বাবা [illegible] পড়বেন, বল, এখনো কি করবে !

প্রহ্লাদ। ভাই, কেন তোমরা আমার জন্য প্রাণ হারাবে ? আমার পিতার বাক্য পালন কর।

২য় ঘাতুক। তবে আর কি করবো বল ? চোখ বুজে বসো।

(প্রহ্লাদের তদ্রূপ উপবেশন)

প্রহ্লাদ। ভাই ঘাতুক, একটু দাঁড়াও, আমি জন্মের মত হরিকে ডেকে নি !

(সুর কথকতাঙ্গ)

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,
হরি হে—আমার প্রাণের হরি,
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
কিন্তু সাধ যে পূরিল না হে—
আমার হরি বলা সাধ পূরিল না—
সাধের হরি বলা আধা র'য়ে গেলো।
হরি, বড় সাধের সাধ মিটিল না হে,—
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে
ভেসে গেলো—ভেসে গেলো হে,
ও কাঙ্গালের নাথ !
যায় যাক্, তায় ক্ষতি নাই,
কেবল এই চাই—হরি এই চাই,
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই।

(কথায়) ঘাতুক, অস্ত্রাঘাত কর।

২য় ঘাতুক। হে শিব, আমাদের অপরাধ নিও না; প্রহ্লাদকে শ্রীচরণে স্থান দাও।

(প্রহ্লাদের গ্রীবায় অস্ত্রাঘাত, কিন্তু অস্ত্র ভগ্ন হওন)

(বিস্ময়ে অন্যান্য ঘাতুকগণের প্রতি)

ও ভাই, এ কি হলো !—তলওয়ার ভেঙ্গে গেলো।

১ম ঘাতুক। অ্যাঁ! বলিস্ কি !—তাই তো !

২য় ঘাতুক। ভাই, কত শত বড় বড় জওয়ান ডাকাত এই তলওয়ারের চোটে ও কম্ম হলো, কিন্তু এই এক রত্তি ছেলেটার ঘাড়ের চামড়া কি লোহা-বাঁধানো ? অ্যাঁ! ছেলেটার আগাগোড়া হাড় !

ঘাতুক। (প্রহ্লাদের গাত্রে হস্ত দিয়া) আরে না না, কেমন কচি তলতলে মাস, তুই বলিস্ কি না হাত্ — তোর তলওয়ারখানা মোরচে-পড়া ভোঁতা। এই দেখ, আমার তলওয়ারের চোট।

২য় ঘাতুক। নে, শীগ্‌গির নে, রাজা এলো—রাজা এলো।

১ম ঘাতুক। এই এও গেলো—এও গেলো।

(প্রহ্লাদের গায়ে অস্ত্রাঘাত, কিন্তু অস্ত্র ভগ্ন হওন)

২য় ঘাতুক। (পরিহাসে) কেমন, বড় ধার না ?

১ম ঘাতুক। নিশ্চয় ছেলেটা অমর। বাবা, আমাদের কাজ নয়, রাজা নিজে এসে যা হয় করুক।

(হিরণ্যকশিপু ও যুবমন্ত্রীর প্রবেশ)

হিরণ্য। (সবিস্ময়ে) এ কি, অস্ত্র ভগ্ন কেন ?

২য় ঘাতুক। কোপ মারতে ভেঙে গেলো।

হিরণ্য। অসম্ভব কথা, মিথ্যা কথা।

১ম ঘাতুক। (স্বগত) এই রে, ভাঙা তলওয়ারে আমাদেরই বা গর্দ্দান যায় !

হিরণ্য। বল্ সত্য, নৈলে প্রহ্লাদের সঙ্গে তোদেরও মুণ্ড দ্বিখণ্ড হবে।

২য় ঘাতুক। (স্বগত) যা ভেবেছি, তাই রে !

১ম ঘাতুক। (যোড়হস্তে) মহারাজ! মস্তক যায় যাবে, কিন্তু মিথ্যা বলি নি। আপনার পুত্র হরিমন্ত্র জপ ক'রে যেমনকার তেম্নি রইলো, কিন্তু তলওয়ার দু'খানা ভেঙে গেলো।

হিরণ্য। কি, হরিমন্ত্র জপ ক'রে ? প্রহ্লাদ! এখনো হরিনাম ? ছি ছি, ও পাপনাম ছাড়, যা হয়েছে তা হয়েছে, আমি তোকে ক্ষমা কল্লেম, ছাড় ছাড় ঘৃণাময় হরিনাম।

প্রহ্লাদ। (কীর্ত্তনের সুরে)

পিতা, ছাড় ভ্রম—ছাড় ভ্রম,
ছেলের কথা রাখ গো !
একবার মনের চোখে চেয়ে দেখো—
কথা রাখ।
আহা, যে হরির মধুর অমর নামে
মর জীব দেখ অমর হয়,
পিতা, ম'রে ম'রে জীব বেঁচে রয়,
সেই হরি এই দীনে সদয়,
কেন তবে তাঁরে ভাব অরি ?
বদন ভ'রে বল হরি—
একবার বদন ভ'রে বল হরি—
পিতা, বদন ভ'রে বল হরি।

হিরণ্য। (সক্রোধে)—ধিক্ পাপিষ্ঠ! আবার সেই নাম,—আবার সেই নাম! মন্ত্রিন্! আর সহ্য হয় না, প্রহ্লাদ আমার পরম শত্রু, শীঘ্র এ শত্রু নিপাতের অন্য উপায় বল ?

যু-ম। মহারাজ! আমি পূর্ব্বে এরূপ ভাবিনি যে, প্রহ্লাদ মন্ত্রজীবী। এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, মন্ত্রজীবী সব কর্ত্তে পারে। মন্ত্রবলে আপনার যার-পর-নাই অহিতও কর্ত্তে পারে। এখন এক কাজ করুন,—অস্ত্রে শস্ত্রে কিছু হবে না, কেন না, অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রের বশীভূত, আপনার সেই মদমত্ত বৃহত্তম হস্তীর পদতলে একে নিক্ষেপ করুন, মন্ত্রতন্ত্র খাটবে না, অথচ হরিভক্ত শত্রু নিপাত হবে।

হিরণ্য। উত্তম পরামর্শ, ঘাতুকগণ! অবিলম্বে প্রহ্লাদকে হস্তিপালকের নিকট নিয়ে যা, তাকে আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর্ত্তে বল।

২য় ঘাতুক। যথা আজ্ঞা দৈত্যরাজ!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হস্তিশালা।

মাহুত ও একটা মদমত্ত হস্তী।

মাহুত। (হস্তীর প্রতি) পাগ্‌লা! আজ তুই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন ? মশা খাচ্ছে—তাই বুঝি আরাম হচ্ছে ? ছোট ছোট চোখ দুটো মিটি মিটি ক'চ্চে, চোখের কোণ দিয়ে জল স'চ্চে কেন রে পাগ্‌লা ? ও—হো, ক্ষিদে পেয়েচে—না ? আহা, পেট্‌টি প'ড়ে গেচে। ই হিঁ হিঁ! এত নাদ্‌লি কেন ? চার গুণ খাবি—সিকি গুণ নাদ্‌বি, তবে ত ঠাণ্ডা থাকবি। তা না হয়ে উল্টো—খাবি চার গুণ তো নাদ্‌বি আট্‌গুণ, এতে পেট পড়্‌বে না তো কি ? অত খাস্‌নি—ছি—অত খাস্‌নি।

(একটি বালকের প্রবেশ)

বালক। ও মাউৎ, আমায় হাতী চড়াও না।

মাহুত। আগে রামছাগলে চোড়তে শেখ, তার পর হাতী।

বালক। তোমায় একটা পয়সা আর এক কুনকে চাল দেবো। এই দেখো, এনেচি।

মাহুত। কই দে। (পয়সা ও চাউল গ্রহণ)

বালক। এইবার চড়াও।

মাহুত। তুই আপ্‌নি চড় না।

বালক। কি ক'রে চড়বো? দোতলা সমান উঁচু যে।

মাহুত। এক লাফ মার!

বালক। ও বাবা! যে দু'দিকে দুটো শুঁড়? সাঁড়াসীর মত কাঁক্ ক'রে ধরবে আর অম্নি পটাস ক'রে এক আছাড়!

মাহুত। (স্বগত) চাল পয়সা তো লাভ হ'লো, ছোঁড়াটাকে দিয়ে আর একটা কাজ সেরে নি। (প্রকাশ্যে)—আমি তোকে হাতী চড়াবো, কিন্তু একটা কাজ যদি করিস্।

বালক। কি, মাহুত?

মাহুত। হাতীর জন্যে কতকগুলো অশ্বথ-ডাল নিয়ে আয়।

বালক। আচ্ছা—আচ্ছা। দড়ী দাও—দা দাও।

মাহুত। ঐ কোণে আছে, নিয়ে যা।

বালক। (আহ্লাদে)—মাথায় ক'রে ডাল আন্‌বো, রাজার মত হাতী চড়বো। আজ মজা হবে—খুব মজা হবে।

[বালকের বেগে প্রস্থান।

(হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদকে লইয়া ঘাতুকগণের প্রবেশ)

মাহুত। (দেখিয়া)—অ্যাঁ!—এ কি! রাজার ছেলের হাত বাঁধা!

১ম ঘাতুক। (মাহুতের কানে কানে কি বলিল)

মাহুত। শিব! শিব! ছি ছি—বল কি!—অ্যাঁ! এ কাজ, ভাই, আমা হ'তে হবে না। আহা, যে প্রহ্লাদকে কোলে তুলে হাতীর পিঠে চড়িয়ে বেড়াই, আজ তা'কে হাতীর পায়ের তলায় ফেল্‌বো! রাজা আমায় খুন করেন করুন, তবু আমি পার্‌বো না—পার্‌বো না! আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চল্লেম।

[প্রস্থান।

১ম ঘাতুক। (২য় ঘাতুকের প্রতি)—ও ভাই, মাহুত তো পালালো, এখন উপায়?

২য় ঘাতুক। আমরাই কাজ সারি আয়, নৈলে আমরাই হস্তীর পায়।

১ম ঘাতুক। তবে—তাই নে। রাজকুমার! চোখ বুজে কি ভাবচো?

প্রহ্লাদ। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর ভাই,
হরিনাম করি রে স্মরণ,
তার পর
নিক্ষেপিত কর মোরে হস্তিপদতলে।

(গীত)

প্রাণ আমার আমায় ছেড়ে করিবি গমন
যাবার সময় বোলে যা রে শ্রীহরি মধুসূদন
তোমায় আমায় ভিন্ন হব
কি জানি, ভাই, কোথায় যাব,
তোর দেখা আর নাহি পাব,
চিরদিনের অদর্শন
তাই বলি, প্রাণ দু'জন মিলে,
কেঁদে ডা'ক হরি ব'লে,
স্থান পাব তাঁর চরণতলে,
হরির চরণ ভয়নিবারণ ;—
ঘুচ্‌বে করি-পদের বিপদ,
কোলে হরি-শ্রীপদ স্মরণ।

১ম ঘাতুক। আর দেরি কত্তে পারিনি, আবার তোমার বাবা এসে পড়্‌বে।

প্রহ্লাদ। কূর্ম্মরূপী হরি! কূর্ম্ম অবতারে
পৃথিবী-ভার ধরিয়াছ পিঠে ;
আবির্ভাব হও মোর দেহে,
মদদন্ত বারণের পদ
কুসুম-সমান হোক্,
নয় প্রভু, বধ প্রহ্লাদেরে ;
হে মাধব!
যাহা ইচ্ছা তব হউক পূরণ তাই।
ইচ্ছাময় হরি,
তব ইচ্ছা কে করে বারণ?

২য় ঘাতুক। ঐ আবার রাজা আস্‌চেন।

প্রহ্লাদ। ঘাতুক!
মৃত্যুর সময় কর কিছু উপকার।
হরি হরি বোলে
ফেল মোরে করিপদতলে।
বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(হস্তিপদতলে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ, কিন্তু প্রহ্লাদের গাত্রস্পর্শে পদোত্তোলন করিয়া হস্তীর অবস্থান)

১ম ঘাতুক। ওই যা, হাতী যে পা তুলে দাঁড়ালো?

(হস্তী শুণ্ডযোগে প্রহ্লাদকে তুলিয়া স্বীয় স্কন্ধোপরি উপবেশন করাওন)

২য় ঘাতুক। যা চোলে, একবারে পা'র তলা থেকে ঘাড়ের উপর! ও বাবা! ছেলেটা সব রকম মন্তর জানে—অ্যাঁ!

(বেগে যুবমন্ত্রী ও বৃদ্ধমন্ত্রীর সহিত
হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

আমি স্বচক্ষে দেখেচি—হস্তী প্রহ্লাদকে
...যোগে স্কন্ধোপরি উত্তোলন করেচে। ওঃ, কি
...নক রহস্য! প্রহ্লাদ! সত্য বল্, কিরূপে বাঁচলি?

প্রহ্লাদ। পিতা, হরির সেই সুধামাখা নাম উচ্চারণ
ক'রে। পিতা, এখনো মোহ ছাড়—মায়া ছাড়,
...মার মত তোমারো বিপদ্ ঘুচ্‌বে।

(কীর্ত্তনের সুরে)—

পিতা, একবার হরি হরি বল,
মনের সুখে হরি বল,
প্রাণের সুখে হরি বল,
ভক্তির সুখে হরি বল,
পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি—
আমার হরিকে হে—
যে মুখে দাও গালাগালি,
সেই মুখে একবার হরি বল—
হরি হরি হরি বল—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল হে—
সবাই মিলে হরি বল।

হিরণ্য। ছি ছি, অশ্রাব্য বচন,
না পারি শুনিতে আর।
(যুবমন্ত্রীর প্রতি) কি মন্ত্রণা দিলে মন্ত্রি?
নিষ্ফল—নিষ্ফল!

বৃ-ম। মহারাজ! অল্পবয়সের মন্ত্রীর কাজ নয়,
পাকা চুল বই এ সব কঠিন কাজ কখনই সিদ্ধ হয়
না, বাহ্যক্রিয়ায় প্রহ্লাদ মর্‌বে না, মর্‌বে অন্তঃক্রিয়ায়।

প্রহ্লাদ। (কীর্ত্তনের সুরে)

ক্রিয়াশূন্য হরি আমার,
কত ক্রিয়া জানা আছে তোমার?
বিফল ক্রিয়ায় কেন মাত হৈ?
সফল ক্রিয়ায় কেন না মাত?
সফল ক্রিয়ার ক্রিয়া যিনি,
নাম-গান-ক্রিয়া কর হে তাঁর'
এই ব'লে—হরি হরি হরিবোল।

(অন্যসুরে) হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল!

হিরণ্য। মন্ত্রিন্! না চাই
থাকিতে হেথা আর,
বধ বধ পাপিষ্ঠ কুমারে,
যে কোন উপায়ে পার।

[হিরণ্যকশিপুর বেগে প্রস্থান।

[সকলের প্রহ্লাদকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

যণ্ডামর্কের বাটীর বহির্ভাগ।

(একজন সাপুড়ের প্রবেশ)

সাপুড়ে। (সুরযোগে)—

সাপে বাঁদরে খেলা করে,
ওগো নয়া নয়া সাপ,
ঢোঁড়া, বোড়া, যোড়া যোড়া,
বিশ হাত লম্বা চক্রছাড়া,
ফোঁস ফোঁস গোখ্‌রো,
ফোঁস ফোঁস কেউটে,
দু'মুখো সাপ তিনটে;
খোয়ে গোখ্‌রো—দোয়ে গোখ্‌রো—
ফলারে গোখ্‌রো তবু বেতরো—
ওগো দেখে যা গো দেখে যা,
আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা,
রঙ-বেরঙের হিলিমিলি গা!
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে।

(যণ্ড-পত্নীর প্রবেশ)

যণ্ড-পত্নী। ও সাপ-খেলেনে, তুই মিন্সে মিথ্যে কথা
এতও জানিস্!

সাপুড়ে। কি এমন মিথ্যে কথা বল্লুম, মা-ঠাকরুণ?

যণ্ড-পত্নী। জলজীয়ন্ত মিথ্যে।

সাপুড়ে। ভাল, বলই না গা!

যণ্ড-পত্নী। বল্‌চিস্, সাপে বাঁদরে খেলা করে, কিন্তু খালি
সাপ যে, বাঁদর কৈ রে মিন্সে?

সাপুড়ে। (সহাস্যে নিজ বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত করিতে
করিতে)—এই যে মা-ঠাকরুণ?

যণ্ড-পত্নী। আ মর্ মিন্সে!

(অমর্কের প্রবেশ)

(অমর্ককে দেখিয়া সাপুড়েকে দেখাইয়া)—

ঠাকুরপো বাঁদর!

অমর্ক। একটা ছিল, দুটো হ'ল, এখন নাচায় কে?

যণ্ড-পত্নী। আমার কর্ম্ম নয় ভাই, তোমার দাদাকে
ডাকি—রসো। না, আর মিছে ফষ্টি-নষ্টিতে কাজ
নি। একে সাপ খেলাতে বল না?

অমর্ক। ওরে, খেলা একবার।

সাপুড়ে। যে এজ্ঞে।

(সাপুড়ের সর্পক্রীড়া)

(খেলা শেষ করিয়া)—ঠাকুর মশয়, দয়া ক'রে বদ্‌—

অমর্ক। কি? কি?

সাপুড়ে। চাট্টি পেসাদ।

অমর্ক। আজ না—আজ না—যা, আর এক দিন দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

সাপুড়ে। মা-ঠাক্‌রুণ, বড় ক্ষিদে পেয়েচে, তুমিই যদি এক মুঠো—

ষণ্ড-পত্নী। হেঁশেল উঠে গেছে!

সাপুড়ে। (বিরক্ত হইয়া)—উঠে গেছে? যাক্ যাক্—চিরকালের জন্যই যাক্।

ষণ্ড-পত্নী। (ক্রোধে)—হতভাগা মিন্সে, তুই শাপ দিচ্ছিস্?

সাপুড়ে। এই কতক্ষণ আমায় না মিথ্যেবাদী, বলেছিলে? তুমিই আকাট মিথ্যেবাদী, সাপ আমার পুঁজী, ওঁকে দেবো—আ হা হা! এক-মুঠো পেসাদের বেলায় নেই, সাপ নেবার বেলায় ছড়োহুড়ি! বামুনের বৌ ব'লে চুপ ক'রে রইলুম, নৈলে এক কথায় দশ কথা শুনিয়ে দিতুম।

ষণ্ড-পত্নী। তবে রে হতচ্ছেড়ে আঁটকুড়ীর পো, জানিস, বামুনের মেয়ে আমি, এক্ষুনি এম্নি শাপ দেবো!

সাপুড়ে। (পেতে হইতে একটা সাপ তুলিয়া)—আর আমার বুঝি নেই? তোমার মরা শাপ, আমার জ্যান্তো সাপ! কার বিষ বেশী দেখি।

(ষণ্ড-পত্নীর সম্মুখে সর্পনিক্ষেপ)

ষণ্ড-পত্নী। (ভয়ে) মা গো, মা গো, খেলো গো! খেলো গো! ও মা, কি চক্কর! আউ মাউ!

[বেগে পলায়ন।

সাপুড়ে। (লাফাইয়া উঠিয়া) ফোঁস ফোঁস ফোঁস!

(সর্প ধরিয়া কঞ্চুকমধ্যে রক্ষা)

(বৃদ্ধমন্ত্রী ও যুবমন্ত্রীর প্রবেশ)

বৃ-ম। কি রে ব্যাটা, কি গালাগালি কচ্ছিস্?

সাপুড়ে। ষণ্ডঠাকুরের বৌ মশয়।

যু-ম। ষণ্ডঠাকুরের বৌ মশয় কি?

সাপুড়ে। হিঁ মশয়! তিনি গুরুমশয়—ইনি বৌ-মশয়!

যু-ম। দুর ব্যাটা!

সাপুড়ে। হিঁ মশয়! না মশয়!

বৃ-ম। (যুবমন্ত্রীর প্রতি) সুবিধে হয়েচে। আর চণ্ডালপল্লীতে যেতে হলো না। অহিতুণ্ডিকের কাছেই বিষ ক্রয় করি!

যু-ম। উত্তম পরামর্শ মহাশয়।

বৃ-ম। ও রে!

সাপুড়ে। এজ্ঞে!

বৃ-ম। খানিকটে কালসর্পের বিষ দে তো, মূল্য কত নিবি?

সাপুড়ে। না মশয়, উটি মাপ কর, আমি সাপের বেচতে পার্‌বো নি, মহারাজ জান্‌তে পাল্লে আ ছা-পোয়ের সাথে এক গাড়ে গাড়বে,—বাপ!

যু-ম। ব্যাটা, দিবি নি? আমাদের চিন্‌তে পাচ্চিস্ নি

সাপুড়ে। (ভাল করিয়া দেখিয়া) ও মন্তীর মশয়রা! আরে বাপ! বিষ তো বিষ, এই সাপকে সাপ—পেতে শুদ্দ নেও।

বৃ-ম। না, সাপ চাই নি; শুধু বিষ।

সাপুড়ে। আজ বুঝি কোন ডাকাতকে ফাঁসি দেবা?

যু-ম। তা নইলে বিষ কি হবে?

সাপুড়ে। ও—ভয়ে ভুলে বলেচি। এই নেও বিষ।

(বিষ প্রদান)

বৃ-ম। ওরে, এ বিষ খুব তেজস্কর তো?

সাপুড়ে। একটু চেকে দেখেন না?

বৃ-ম। আমরা যে বিষ নিলেম, এ কথা কাকেও বলিস্ নি।

সাপুড়ে। বাপ! আপনারা না ব'ল্লে বাঁচি।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

কারাগার।

প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ। হা, আমি কারাগারে! দয়াময় হরি! তোমার ভক্তাধীন প্রহ্লাদ কারাগারে! পিতার সঙ্গে দুষ্ট মন্ত্রিগণ পরামর্শ ক'রে আমাকে কারাবদ্ধ ক'ল্লে! হা প্রহ্লাদের ভাগ্যে কারাগার! না না,—আমি কেন দুঃখ কচ্চি? এ তো সামান্য কারাগার—লৌকিক কারাগার! লোকের কারাগার কি আবার কারাগার! কিন্তু হরি! তোমার কৃত ভবকারাগারে, তোমারই কৃত 'আমি' যে বড় কষ্ট পাচ্চি—এ তুচ্ছ কারাগার অপেক্ষা সে কারাগার যে বড় যন্ত্রণার স্থান!

(কীর্ত্তনের সুরে)

হরি হে তব এ দাসে কবে
একবার দয়ার নয়নে চাবে?

[illegible]-কারাগা[illegible]তই আঁধার—
[illegible]যে না[illegible]
[illegible]দিকে চা[illegible] কেবলি আঁধার,
[illegible] নাই
[illegible] হেন কারাগার কবে ভাঙিবে ?
আহা, হরি ! আহা আমার মত
কত শত [illegible]ব আকুল হয়ে
আঁধারে লুটিয়ে কতই কাঁদে,
তব কৃত ঘোর ভব-কারাগারে !
আহা, হরি, তারা কেমনে তরিবে ?
[illegible] কেবলি কাঁদিবে ?

না না, জীব ! আর কেঁদ না রে,
ভব-কারা-দুখ ঘুচিবে রে,
প্রাণ ভ'রে জীব ! বল হরিবোল
হরি-হরি হরি-হরি হরি-বোল

(নাচিতে নাচিতে)

নেচে নেচে বল্ হরি হরিবোল
করতালি দিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
বল্ হরিবোল—
হরির প্রেমে বল হরিবোল,
ভব-কারা-দুখ ঘুচিবে রে !

(বিষান্নপূরিত পাত্রহস্তে ধাত্রীর প্রবেশ)

[ধা]ত্রী। (সদুঃখে) আহা বাছা রে আমার, তোর পিতার প্রাণ কি কঠিন, হৃদয় কি পাষাণ ! আহা, এমন ননীর পুতুলকে কি না কারাগারে রেখেচে। ধিক্, মহারাজ ! তুমি পিতার নামের অযোগ্য। ছি ছি, তোমার মত রাজার নাম কল্লেও পাপ হয়। প্রহ্লাদ রে, আর তোর এ কষ্ট দেখতে পারি নি, বাবা ! হরিনাম ভুলে যা রে।

[প্র]হ্লাদ। ধাই-মা ! তুই আমাকে স্তন্যদুগ্ধ দিতে কবে ভুলেছিলি ?

[ধা]ত্রী। বাবা, স্তন্য-দুগ্ধ যে শিশুর জীবন, তাও কি কখন ভুলতে পারা যায় ?

[প্র]হ্লাদ। মা, হরিও যে আমার জীবন, তাও কি কখন ভুলতে পারা যায় ? মা, আর ও কথা বলিসনি, বরং বল—প্রহ্লাদ রে, তোকে আমি দুধ খাইয়ে পালন করেচি—ঋণী করেচি, এখন সেই ঋণ শোধ কর।

[ধা]ত্রী। বাছা রে, তুই এখন শিশু, কোথায় কি পাবি যে ঋণ শুধবি ?

[প্র]হ্লাদ। কেন ধাই-মা, আমি যে মহামূল্য হরিনাম পেয়েচি, ভক্তিরূপ হাত পাত মা, সেই অমূল্য রত্ন দি—

(করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে)

বোল হরিবোল—হরি হরিবোল, মহামূল্য
হরিনাম বোল হরিবোল বোল—হরিবোল।

ধাত্রী। (করযোড়ে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

উভয়ে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(বেগে যুবমন্ত্রীর প্রবেশ)

যু-ম। ধাত্রি ! এ কি ?

ধাত্রী। কই কি ?

(বেগে বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রবেশ)

বৃ-ম। দুষ্টে ! প্রহ্লাদের ক্ষুধা পেয়েচে ব'লে তোর হাতে অন্ন দিয়ে পাঠালেম, তুই এখনো খেতে দিচ্ছিস্ না ? প্রহ্লাদ অতি শিশু, ক্ষুধায় কাতর হচ্চে, তবু তুই বৃথা বিলম্ব কচ্চিস্ ? শীঘ্র অন্ন দে ?

ধাত্রী। (স্বগত) নিষ্ঠুর বৃদ্ধ ! তোর তিন কাল গেচে, এক কাল বাকি, তবু কি একটু ধর্ম্মভয় হলো না ? পাপিষ্ঠ ! নরকেও তোদের স্থান হবে না।

বৃ-ম। ধাত্রি ! এখনো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে—

ধাত্রী। এই নেও তোমার অন্নপাত্র, আমি চল্লেম। (স্বগত) আহা, আমি প্রহ্লাদের ধাত্রী—বাছার জীবনদায়িনী, কোন্ প্রাণে জীবনঘাতিনী হব ? হরি ! তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, প্রহ্লাদের প্রাণ !

যু-ম। (বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রী মহাশয়, ধাত্রী যার-পর-নাই নিষ্ঠুরা, হৃদয়ে দয়ার লেশও নাই।

বৃ-ম। তা থাক্‌লে ক্ষুধিতকে খেতে দেয় না ? এমন পাপিষ্ঠার মুখ দেখলেও মহাপাতক হয়।

ধাত্রী। (স্বগত) ধিক্ ষড়যন্ত্রী দুরাত্মারা ! আমি পাপিষ্ঠা, না তোরা পাপিষ্ঠ ? মনে ভেবেছিস্, আমি তোদের এই প্রাণঘাতী অন্নের মর্ম্ম বুঝতে পারি নি ? দস্যু ! এ যে বিষমাখা অন্ন ! (বিষান্ন-পাত্র রাখিয়া প্রকাশ্যে।) আমি চল্লেম। (সকাতরে স্বগত) হরি ! তোমার হাতে প্রহ্লাদকে স'পে দিয়ে গেলেম।

[প্রস্থান।

বৃ-ম। প্রহ্লাদ ! কাল রাত্রে কিছু খাও নাই, আজ বেলাও অনেক হয়েচে ; আহা, তোমার বড় ক্ষুধা পেয়েচে, এই অন্ন ভক্ষণ ক'রে ক্ষুধা-শান্তি কর। দেখ প্রহ্লাদ, এইবার মহারাজের রাগ পড়েচে, তিনি তোমার জন্যে এখন বড় দুঃখ কচ্চেন ! যদি বল যে, তিনি তবে এলেন না কেন ? না। আস্‌বার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল পাছে তুমি তাঁকে দেখে অভিমানে না খাও। আমরা তোমাকে

খাইয়ে সুস্থ ক'রে তাঁর নিকট নিয়ে যাবে। আর এক কথা—যদি বল যে, তোমরাও তো রাজার কথায় সায় দিয়ে আমাকে বিনষ্ট কত্তে চেষ্টিত হয়েছিলে, কিন্তু প্রহ্লাদ! সেটা আমাদের মনোগত চেষ্টা নয়, কেবল রাজার মনস্তুষ্টির জন্য। তুমি কি বুঝছ না যে, আমারও কত পুত্র—কত পৌত্র—কত প্রপৌত্র আছে, সন্তানের মায়া আমি খুব বুঝি, ছি ছি, আমিও এ কাজ কত্তে পারি? এখন খাও।

প্রহ্লাদ। (স্বগত) আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে, একবার লোক শত্রু হ'লে আর মিত্র হয় না; আরো সন্দেহ, ধাত্রী কেন অন্ন রেখে মলিনমুখে চ'লে গেলো? তার মুখের ভাব যে তার মনের ভাব জানিয়ে দিয়ে গেলো। (প্রকাশ্যে)—মন্ত্রি! এ অন্ন খেতে আমার কোন বাধা নাই?

বৃ-ম। শিব শিব! কেন প্রহ্লাদ সন্দেহ কচ্চো?

যু-ম। আহা, অতি বালক কি না, তাতে আবার ডুবার কষ্ট পেয়েচে, কাজেই ভয় হয়। প্রহ্লাদ, খাও খাও—কোন ভয় নেই।

প্রহ্লাদ। হরিকে নিবেদন ক'রে খেতে পারি?

বৃ-ম। স্বচ্ছন্দে। (যুবমন্ত্রীর প্রতি জনান্তিকে) ভায়া! বড় সুবিধেই হলো দেখ্‌চি, একবাণে দুটি পাখী বা মরে!

যু-ম। (জনান্তিকে) আঃ, তা হ'লে আর পায় কে? এক রাজ্য তিন ভাগ, মহারাজের এক ভাগ, আপনার এক ভাগ, আর আমার এক ভাগ।

বৃ-ম। (জনান্তিকে) আমাদের দু'ভাগের কিন্তু আবার একটা ভাগাভাগি চাই।

যু-ম। (জনান্তিকে) কিরূপ?

বৃ-ম। (জনান্তিকে) আমি দেড় ভাগ, তুমি আধ ভাগ।

যু-ম। (জনান্তিকে সবিস্ময়ে) সে কি, মহাশয়!

বৃ-ম। (জনান্তিকে) সে কি কি? কাঁচা চুল পাকা চুল কি এক দরের?

যু-ম। (জনান্তিকে) তা বটে, কিন্তু কড়া দাঁত নড়া দাঁত তো এক দরেরও নয়?

বৃ-ম। (জনান্তিকে) তাতে আসে যায় কি?

যু-ম। (জনান্তিকে) কেন? যার কড়া দাঁত, সেই বেশী চিবুতে পারে, যার নড়া দাঁত, সে কত চিবোয়?

বৃ-ম। (জনান্তিকে) খাবার জিনিস হ'লে তা সত্য, কিন্তু রাজ্য যে মাটী, দাঁতের সঙ্গে মাটীর সম্বন্ধ কি?

প্রহ্লাদ। মন্ত্রি! তোমরা কি ভাবচো?

বৃ-ম। কই রাজপুত্র, এখনও খাওনি? খাও খাও, আমরা জল আনি, এস ভায়া! (যুব-মন্ত্রীর প্রতি জনান্তিকে) ভায়া হে, বড় কথা মনে পড়্‌লো, এখন এখানে থাকা ভাল নয়, প্রহ্লাদ ওর [illegible] ডাকচে, সে যদি এসে আমাদের দেখ[illegible] বিভ্রাট ঘট্‌তে পারে। সে আমাদের শ[illegible] শত্রুতা-সাধন কত্তেও পারে। তার চেয়ে [illegible] যাই চল। গোপনে গোপনে গুরুশিষ্যের [illegible]

যু-ম। (জনান্তিকে) উত্তম পরামর্শ।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রহ্লাদ। (কথকতার সুরে)—

হরি দয়াময়।
কেমন ক'রে তোমার করে
আমি এই অন্ন দিব?
আমার মন যে আকুল হলো হরি!
সংশয়-ভয়ে শিহরে প্রাণ।
বোধ হয়, এতে বিষ আছে,
নৈলে কেন এমন হ'লো!
ওহো, কি যেন হারায়ে গেলো
যে জন যেটি ভালবাসে,
সেই [illegible] রাখে তোমার আশে;
আমার ভাগ্যে এই ছিলো,
তোমার হাতে বিষ দিতে হলো।
আহা যে করে মা নন্দরাণী,
দিয়েছিলেন ক্ষীর-ননী,
সে করে আজ বিষ দিব কেমনে?
না না, তোমায় দিব না হে—
আমি নিজেই খেয়ে প্রাণে মরি,—
তবু তোমায় দিব না, হরি!

(বিষান্ন-ভক্ষণোদ্যোগ)

(সহসা বিষ্ণুর গোপালমূর্ত্তিতে কারাগারমধ্যে আবির্ভাব ও বামহস্তে প্রহ্লাদের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে বিষান্ন ভক্ষণ)

গোপাল। আজ অমৃত খেলেম, বড় সন্তুষ্ট হলেম; প্রহ্লাদ! তুমিও খাও।—আমি তোর হরি!

(নিজ হস্তে প্রহ্লাদের মুখে বিষান্ন প্রদান)

প্রহ্লাদ। (প্রণাম করিয়া) হরি! হরি! হরি! আজ আমার জন্ম সার্থক হ'ল, আহা, এমন রূপ তো কখনও দেখিনি।

(হিরণ্যকশিপুর উদ্দেশে)

পিতা! নহ শত্রু তুমি মোর;
ভাগ্যে তুমি মন্ত্রিগণ সনে
দিয়াছিলে বিষান্ন আমারে,

নহিলে কি ভক্তপ্রাণ হরিরে আমার
পাইতাম দেখিতে নয়নে ?
ধন্য ধন্য পিতা তুমি,
ধন্য তব পুত্র-প্রাণ-বিনাশ-কামনা,
বিষান্ন অমৃত হ'ল আজ,
প্রাণ-নাশ আশে দিলে মোরে নব প্রাণ।
প্রতিদিন মোরে
এইরূপে বিষান্ন করিও দান,
নয়ন ভরিয়ে
হেরিব শ্রীগোপাল-মূরতি,
পাব অব্যাহতি প্রাণের বেদনা হ'তে,
সংসারের স্রোতে ভাসিতে না হবে আর।
প্রাণ রে আমার! মন রে আমার!
দেখ্ দেখ্ দয়াল শ্রীহরি!
পুনরায় নতি করি রাঙা পায়,
অন্তিমে আমায় রাখিও শ্রীপদে, হরি!

(করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে)

হরি হরিবোল—বোল হরিবোল—
হরি হরিবোল—বোল হরিবোল!

(এক জন শববাহকের সহিত যুবমন্ত্রী ও
বৃদ্ধ মন্ত্রীর দূরে পুনঃ প্রবেশ)

বৃ-ম। (শববাহকের প্রতি—ওরে ছাখ, দু'দুটো মড়া একেবারে নিয়ে যেতে পারবি,না একটা একটা ফেলে আস্‌বি ?

শববাহক। কত বড় মড়া আগে দেখি, তার পর একটা বা দু'টো।

বৃ-ম। এই যে ও ঘরের মধ্যে। আমার সঙ্গে আয় (যুবমন্ত্রীর প্রতি)—ভায়া, তুমি এস হে!

প্রহ্লাদ। (করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে) হরি হরিবোল—বোল হরিবোল—
হরি হরিবোল—বোল হরিবোল!

বৃ-ম। (সবিস্ময়ে)—অ্যাঁ—এ কি! হরি হরিবোল বোলে নাচ্ছে যে!

যু-ম। (সবিস্ময়ে)—মন্ত্রী মহাশয়! ও কালো ছেলেটা কে ?

বৃ-ম। কই, কই ?

যু-ম। ঐ—ঐ।

বৃ-ম। আরে মলো—সেইটে যে! ওটা ব'সে ব'সে খাচ্চে।

যু-ম। ওটা কে ?

বৃ-ম। ওটাই সেই!

যু-ম। সেই কি ?

বৃ-ম। ঈশের মূল!

যু-ম। কি হ-য-ব-র-ল বলেন ?

বৃ-ম। ভায়া হে! ওটাই প্রহ্লাদের হরি!

যু-ম। (সবিস্ময়ে)—অ্যাঁ—ওই অতটুকু হরি! ওই আবার রাজভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করেচে! বড় আশ্চর্য্যের কথা তো! মহারাজ পাগল, তাই ওকে ভয় করেন, আরে ছ্যা—ছ্যা! আমি ভেবেছিলুম, হরিটে না জানি কত বড় পাহাড়-পর্ব্বতের মত! ওকেও আবার ভয়—অ্যাঁ! এই দেখুন, একটি চড়ে ওকে যমালয় পাঠাই।

বৃ-ম। ওহে ভায়া, হাজার হোক্, তুমি এখনো বালক।

যু-ম। তবু প্রহ্লাদের হরির চেয়ে নয়।

বৃ-ম। না ভায়া! কথা শোন, হঠাৎ এগিও না। আমি অনেক দেখে শুনে বুড়ো হয়েছি, আমার কথা রাখ। জান তো, "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।"

যু-ম। রেখে দিন আপনার হ্যুপস্থিতে, কোটে পেয়ে কেউ শত্রু ছাড়ে ?

(গোপালকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় বেগে গমনোদ্যোগ)

বৃ-ম। (যুব-মন্ত্রীর হস্তধারণ করিয়া)—আরে, কর কি ? একটু স্থির হও না ?—শোন শোন।

যু-ম। কি বলুন ?

বৃ-ম। তুমি কালসর্পের বিষ খেয়ে হজম কত্তে পার ?

যু-ম। (ভয়ে) বাবা!

বৃ-ম। তবে তুমি হরিকে মারবে কি ক'রে ? প্রহ্লাদের হরি বিষ খাচ্চে, ওই দেখ, প্রহ্লাদকেও খাইয়ে দিচ্চে, ওই দেখ।

যু-ম। ওঃ, ঠিক! তবে কি হবে মহাশয় ?

বৃ-ম। বিষে ও দুটোর কেউই মরবে না। এখন রাজার কাছে যাই চল।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

শববাহক। আপনারা তো চ'ল্লে, আমার মজুরি এখন কে দেবে ?

যু-ম। তুই কি মড়া বইলি ?

শববাহক। বাঃ, মশায় মড়া বওয়াতে তো আমাকে এনেছিলে ?

যু-ম। বওয়া তো হয় নি রে ব্যাটা!

শববাহক। হয় নি কি ? দুটো মড়া তো ব'বার কথা ? তোদের দু'জনকে দু'কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবো।

যু-ম। হাঁ রে ব্যাটা! আমরা কি মড়া ?

শববাহক। না তো কি! যারা অতটুকু অতটুকু সোনার চাঁদ ছেলেকে বিষ খাইয়ে মারতে চায়, তারা মড়' মড়া মড়া—পচা পোকাপড়া।

বৃ-ম। (সক্রোধে)—তবে রে নীচ! তবে রে চণ্ডাল?

শববাহক। নীচ চণ্ডাল আমি? না তোমরা?

যু-ম। তোকে আজ শূলে দেবো।

শববাহক। রেখে দাও তোমার শূল, বুকশূল হয়ে মরবে যে অমন ছেলেকে খুন ক'ল্লে।

বৃ-মন্ত্রী। তোর বাবার কি?

শববাহক। দেখ, মন্ত্রী মশয়, তুমি আজ বাদে কা'ল মরবে, আমাদেরি হাতে পড়বে—তা জানো। কিন্তু আমরা এমন যে চণ্ডাল, তবু তোমায় আর ছোঁবো না—তোমার চুলীও কখনও না,—গো-ভাগাড়ে তোমাকে টেনে ফেলে দেবো—কাগ কুকুর শুকনীতেও তোমায় খাবে না—পোচে পোচে পোকা পড়বে।

বৃ-ম। কি? যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা? (যুবমন্ত্রীর প্রতি (—ধর তো হে ব্যাটাকে, রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে যোড়া-শূলে দি।

(উভয়ে মিলিয়া শববাহককে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা)

শববাহক। (সভয়ে)—প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ, তুমি যার দয়ায় বিষ খেয়ে বাঁচলে, আমি কি তার দয়ায় বাঁচবো না?

প্রহ্লাদ। ভাই চণ্ডাল! ভয় কি—ভয় কি? এই যে আমার হরি, একবার হরিবোল বল।

শববাহক। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

বৃ-ম। (কষ্টে)—উহুঁ। বুকে খিল লাগলো, একে ছেড়ে আমায় ধর, ভায়া!

যু-ম। (কষ্টে)—মন্ত্রী মহাশয়! আমায় ধরুন্ ধ—

(উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

প্রহ্লাদ। ভাই চণ্ডাল! আবার বল হরিবোল!

শববাহক। হরিবোল—হরিবোল হরিবোল।

প্রহ্লাদ। এইবার তুমি যাও।

শববাহক। এর পর যদি এরা আবার আমায় শূলে দেবার চেষ্টা করে, রাজকুমার! তবে কি হবে?

প্রহ্লাদ। অমি হরিবোল বলবে, মরণভয় ঘুচে যাবে।

শববাহক। (ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সানন্দে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

(গীত)

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু,
এমন গুরু আর পাবো না।
এই গুরুর কৃপায় জগদ্গুরুর
নাম: জেনেছি, আর ভুলি না।
হরি বল মন ভক্তিভরে,
বিপদ্-সাগর যাবি ত'রে,
ভবের শ্মশান থাকবে দূরে;
পাপের মড়া আর ব'ব না।
ইহলোকেই স্বর্গ পাবো,
ঘুচে যাবে যম-যাতনা।

[শববাহকের প্রস্থান।

[গোপালমূর্ত্তি বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান।

প্রহ্লাদ। হরি, কোথায় গেলে? কারাগার যে বৈকুণ্ঠ হয়েছিলো, আবার যে কারাগার হ'লো, হরি! কেন আমায় ফেলে গেলে? কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! দেখা দাও।

(দূরে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

ওহো, পিতা এলেন ব'লে কি হরি চ'লে গেলেন? হায় হায়, আমার পিতাকে কি হরি দেখা দেবেন না? পিতা কি আমার এতই পাপী? (হিরণ্যকশিপুর প্রতি)—পিতা, পিতা, পিতা, এই যে আমার হরি এখানে এসে বিষান্ন খাচ্ছিলেন, আমায় খাওয়াচ্ছিলেন, তুমি আসতেই চ'লে গেলেন। বাবা! তুমি একবার হরি বল, আবার হরি আসবেন, আবার ননীগোপাল হয়ে বসবেন। বাবা! হরির কি রূপ—কি মাধুরী, সেরূপ অপরূপ-রূপমাধুরী একবার দেখ, পিতা! একবার হরি ব'লে ডাক না, এস, এস, পিতা-পুত্রে মিলে প্রাণ ভ'রে বলি—(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হিরণ্য। আরে আরে পাষণ্ড পাতকী! এতই আস্পর্দ্ধা তোর? বিষান্ন ভোজনে বেঁচেছিস্ বলে, ভেবেছিস্—আমিও তোর হরিকে ডাকিব?

প্রহ্লাদ। (কীর্ত্তনের সুরে)—

পিতা কেন কর রাগ?
রাগের কথা আমি কি কহিনু?
ভাল নাই বা ডাক হরিকে গো,
তোমার হ'য়ে আমিই ডাকি—

(অন্য সুরে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হিরণ্য। পাপিষ্ঠ! পিতার সহিত পরিহাস?

প্রহ্লাদ। (কীর্ত্তনের সুরে)

ছি ছি, পিতা, এ:কি বল?
এমন কথা আর ব'ল না।

পিতা তুমি—গুরু তুমি,
ছি ছি, এমন কথা আর ব'ল না।
যে পিতা হ'তে জনম লয়ে
হর-ধ্যেয় ধন হরি পেয়েছি,
ছি ছি, সে পিতাকে পরিহাস করিব ?
পিতা, এমন কথা আর ব'ল না।

হিরণ্য। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এ কি হ'ল। প্রহ্লাদ কে? প্রহ্লাদ কে? কে শত্রু—আমার মহাশত্রু। ক্রমে ক্রমে দুষ্ট পুত্র বড় অত্যাচারী হ'লো, কোনমতে আমার নিষেধ শুনচে না। ওঃ!—আমি বুঝেছি, ওর হরি ওকে যে কালে দেখা দিচ্চে, সে কালে অবশ্য সে ওর পরামর্শদাতা। আমার কুলাঙ্গার পুত্র তারি যুক্তিমত আমাকে বিরক্ত কচ্ছে—প্রাণ পাচ্ছে—দৈত্যপুরে হরিনাম প্রচার কচ্চে। আর না—আর না—আর সহ্য হয় না। আমি দেখচি। প্রহ্লাদের অবলম্বন হরি—হরির অবলম্বন প্রহ্লাদ; উভয়কেই বিনাশ করবো। অগ্রে গৃহশত্রুকে নিপাত করি, পরে বহিঃশত্রুর মস্তকচ্ছেদন করবো। পরশত্রু অপেক্ষা ঘরশত্রু ভয়ানক! (প্রকাশ্যে) প্রহ্লাদ! বোধ হয়, এখন তোর প্রাণের মায়া জন্মেছে, হরিনাম ছাড়—প্রাণ পাবি।

প্রহ্লাদ। পিতা, তুমি আমার প্রাণ রাখবার চেষ্টা কল্লে আমার প্রাণ যায়; কিন্তু তুমি আমার প্রাণ বধ করবার চেষ্টা কল্লে আমার প্রাণ থাকে। পিতা, আমায় বিষান্ন দাও, আমি এখনি আমার প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ হরিকে দেখ্‌তে পাবো।

(গীত)

ভক্তিমূলে হরি মিলে,
ভক্তি নহিলে হরি মিলে না।
ভক্তিহীন জন, কুসুম চন্দন,
যতই ঢালুক, হরি মিলে না॥
ভক্তি যার আছে, হরি তার কাছে,
গোলোক ছাড়িয়ে ছুটিয়ে আসে;
বিষান্নও দিলে, নেয় হাতে তুলে,
সুধা সুধা ব'লে জুড়ায় রসনা॥

পিতা, একবার বল—(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হিরণ্য। (সক্রোধে) কে আছ, শীঘ্র এস, পাপাত্মাকে এখনি বেঁধে নিয়ে চল। আজ দুষ্টের নিস্তার নাই। কে আছ ?

বৃ-ম। (ভূতলে পতিতাবস্থায় থাকিয়া)—মহারাজ! আমরা গিয়েচি—আর উঠতে পাচ্চি নি।

হিরণ্য। কে? মন্ত্রী?—কি হয়েছে?

বৃ-ম। অনেক কথা, মহারাজ! এর পর বল্‌বো। আমাদের তুলুন আগে।

(উভয় মন্ত্রীকে হিরণ্যকশিপুর উত্তোলন)

হিরণ্য। মন্ত্রিন্! শীঘ্রই দুরাত্মাকে বেঁধে নিয়ে আবার মশানে চল। আজ ওর নিশ্চয় শেষ দিন।

বৃ-ম। মহারাজ! আমাদের চেষ্টায় আর কিছু হয় না।

হিরণ্য। আচ্ছা, আমিই পাপিষ্ঠকে বেঁধে নিয়ে যাচ্চি।

প্রহ্লাদ। পিতা, আমি যে পুত্র।

হিরণ্য। তুই শত্রু।

(প্রহ্লাদের হস্ত বন্ধন)

[প্রহ্লাদকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্মশান।

যণ্ডামর্ক।

যণ্ড। (অমর্কের প্রতি)—ভায়া, পরের মন্দ কত্তে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। পেল্লাদে যেমন আমাদের মন্দ কত্তে গিয়েছিলো, তেম্নি আপনি এইবার ম'লো।

অমর্ক। দাদা, মন্দ ব'লে মন্দ—প্রাণে ঘা! মনে কর দেখি—সে দিন কেষ্ট কেষ্ট ব'লে ব্যাটার ছেলে কি কাণ্ডটাই করেছিলো। আমরা পাপে নেই ব'লেই তো শূলের খোঁচা থেকে বেঁচে গেলেম, নৈলে কি আস্ত থাক্‌তেম?

যণ্ড। এইবার যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল—ব্যাটার ছেলেকে জ্যান্তো পোড়াবো। এই আমি আভিচারিক অগ্নি এনেছি, এই আগুনে চিতে জ্বেলে দুষ্টকে পোড়াবো, কেষ্ট-নাম ওড়াবো।

(চিতাজ্বালন)

অমর্ক। রাজা কিরূপ পারিতোষিক দেবে, দাদা?

যণ্ড। রাজা কল্প-তরু হবেন বলেচেন।

অমর্ক। হুঁ!—বাঃ,যা চাবো, তাই পাবো। বাহবা—বাহবা! তবে আর দেরী কেন? পেল্লাদেটাকে আনাও না?

যণ্ড। দৈত্যেরা তাকে এখনি আন্‌বে।

অমর্ক। দাদা, বামুনে কপাল—পলকে প্রলয়, দেরি হ'লে যদি ফস্‌কে যায়?

ষণ্ড। এ তো আর যুবমন্ত্রী বৃদ্ধমন্ত্রীর পরামর্শ নয় ভাই! এ দেবগুরু বৃহস্পতির শত্রু, দৈত্যগুরু শুক্রের মহাপণ্ডিত পুত্র, ষণ্ডের নির্ঘাত যুক্তি। পেল্লাদ তো পেল্লাদ—পেল্লাদের বাবাও মুক্তি পায় না। এই যে, পেল্লাদকে আন্‌চে।

অমর্ক। ছেলেটা দেখতে বেশ।

ষণ্ড। মাকাল ফলও দেখতে ভাল, তা ব'লে কি ব্যবহারে আসে?

অমর্ক। তা বটে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)—দেখ, দাদা, কেউ কেউ আমাদের দু'ভাইকেও মাকাল ফল বলে কেন?

ষণ্ড। যে বলে, তার বাবা মাকাল ফল।

অমর্ক। তার চোদ্দপুরুষ মাকাল ফল।

(বন্দী অবস্থায় প্রহ্লাদকে লইয়া দৈত্যগণের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। আচার্য্য! এ কার শব দাহ কচ্চেন? বিনা কৃষ্ণনামে আপনারা ও কি কচ্চেন? আর যে সময় নেই, শবের পরকালের জন্য কি সম্বল দিলেন? পৃথিবীতে অনেক দাতা আছেন, কিন্তু যিনি অকাতরে ভক্তিভরে হরিনাম দান করেন, তাঁর মত দাতা আর নাই। সমস্ত জগৎ দান কল্লে যে ফল, একবার ভক্তির সহিত হরিনাম দান কল্লে তার চেয়ে কোটিগুণ ফল হয়। গুরু, চিতার নিকটে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে একবার হরি হরি বল। (সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

ষণ্ড। রাখ্, রাখ্, তোর হরিনাম!

প্রহ্লাদ। গুরুদেব! অমন কথা ব'ল না, লোকে পাষণ্ড নাস্তিক বল্‌বে।

ষণ্ড। বলে বল্‌বে, তোর বাবার কি?

অমর্ক। তোর চোদ্দপুরুষের কি?

ষণ্ড। তোর বাহান্নপুরুষের কি?

অমর্ক। তোর ছাপ্পান্নপুরুষের কি?

ষণ্ড। (স্বগত) এবার কৌশল ক'রে এরি ফাঁদে একে ফেলি। (প্রকাশ্যে) প্রহ্লাদ! তুমি যদি এক কাজ কর, তবে আমরা হরি বল্‌তে পারি।

প্রহ্লাদ। কি কর্‌বো, বলুন?

ষণ্ড। এই জলচ্চিতায় তুমি যদি ঝাঁপ দাও, অথচ পুড়ে না মর, তবে আমরা হরি বল্‌তে পারি।

প্রহ্লাদ। (স্বগত)—ওঃ, এতক্ষণে বুঝলেম, এঁরা পিতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করবেন। ভাল, তাই হোক্। (প্রকাশ্যে) গুরুদেব! আচ্ছা, আমি ঝাঁপ দেবো।

(কীর্ত্তনের সুরে)

হরি! একবার দয়া কর,
গুরু আমার বল্‌বে হরি,
গুরুর মুখে শুন্‌বো হরি।
হরি! যদি মরি আমি—
চিতায় পুড়ে মরি আমি—
তবে আর হরিনাম কেউ বল্‌বে না হে!
কিন্তু যদি প্রাণে বাঁচি,
গুরু আমার বল্‌বে হরি,
গুরুর মুখে শুন্‌বো হরি,
গুরুর সনে বল্‌বো হরি,
গুরুশিষ্যে বল্‌বো হরি,
হরিনাম-সুধার স্রোতে
ভাস্‌বো, হরি, সাধ মিটায়ে।
আজ দেখবো হরি, দয়া তোমার,
এই বাসনা মনে আমার।
আজ গুরুর কানে
শিষ্য হয়ে পাই যেন হে দিতে হরিনাম।

(অন্য সুরে)
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

(অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান)

ষণ্ড। (অমর্কের প্রতি) ভায়া হে, আপদ চুকে গেলো। একেই বলে যা শত্রু পরে পরে।

অমর্ক। দাদা!

ষণ্ড। অ্যাঁ!

অমর্ক। তোমার কি বুদ্ধি বাবা!!

(নেপথ্যে রোদন)

ষণ্ড। ও কি! কে কাঁদে? রাজার সঙ্গে রাণী কেঁদে কেঁদে আস্‌চেন যে!

অমর্ক। তবেই তো বিপদ্!

(হিরণ্যকশিপু ও কয়াধুর প্রবেশ)

হিরণ্য। কেন রাণি! নাহি রাখ কথা?
যাও যাও অন্তঃপুরে,
কিবা কাজ তোমার হেথায়?

কয়াধু। প্রহ্লাদ কোথায় মোর?

হিরণ্য। যাও রাণি, ফিরি,
কেন বৃথা কর দেরি?

(অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রহ্লাদের হরিধ্বনি)

কয়াধু। (শুনিয়া অস্থিরচিত্তে)—
হায় হায়, কি শুনি কি শুনি,
জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে
প্রহ্লাদের ক্ষীণ কণ্ঠরব !
(সরোষে)—আহা, বাছা রে আমার !
অগ্নিকুণ্ডে দিল তোরে ফেলি,
কোথা গেলি বাপ রে আমার !

(অগ্নিকুণ্ডে পুনর্ব্বার হরিধ্বনি)

সর সর, মহারাজ !
এখনো প্রহ্লাদ বেঁচে আছে,
তুলে নি—তুলে নি—কোলে,
সর রাজা !

হিরণ্য। কেন রাণি ! এতই অস্থির,
অগ্নিকুণ্ডে নাহিকো প্রহ্লাদ।
যাও ফিরি অন্তঃপুরে।

কয়াধু। (সরোদনে)
হায় হায়, কি তুমি পাষাণ।
কি কঠিন প্রাণ তব !
পিতা হয়ে পুত্রে বধ কর,
না হও কাতর, ছি ছি !
কেন সাধ বাদ ?—ছাড় পথ।
প্রহ্লাদ রে ! প্রহ্লাদ রে !
হায়, আর সাড়া নাহি পাই,
মরিল প্রাণের পুতলি আমার !
কি হ'লো,—কি হ'লো,
কোথা গেল প্রহ্লাদ আমার।
প্রহ্লাদ রে !—প্রহ্লাদ রে !
আয় বাপ ! দেখা দে রে,
আকুল জননী তোর,
আয় আয়—হায় হায়, এ কি হ'লো !
কেন রে জন্মিলি গর্ভে মোর ?
মরিলি অকালে নিদারুণ পিতৃরোষে।
ওহো এখনো জীবিত আমি,
ওহো, কি কঠিন প্রাণ মোর,
পুত্র মৈলো, তবু নাহি মরি।
কোথা হরি, দেখা দাও,
ফিরে দাও দুখিনীর ধন ;
তোমারে ডাকিয়ে
পুত্র মোর ত্যজিল জীবন।
হরি ! বিশ্ববাসী কি কবে তোমারে ?
হরি ! হরি ! হরি !
দয়া কর, দয়াময় !
প্রহ্লাদ ! প্রহ্লাদ ! কই, সাড়া নাই।

হিরণ্য। ক্ষান্ত হও রাণি,
রাখ বাণী,—কি হেতু অধীর ?

কয়াধু। কোথা হরি, কোথা হরি !

হিরণ্য। তুমিও হরিরে ডাক ?

কয়াধু। হরিদ্বেষী তুমি রাজা !
সর রাজা ! সর সর,
মাতা-পুত্রে ছাড়িব জীবন,
এই হেতু ডাকি তাঁরে !
আমারে অগ্নিকুণ্ডে ফেল,
পুত্রসনে মরিব অনলে
তেঁই ডাকি হরি দয়াময়ে !
হরি—হরি—হরি !

হিরণ্য। ছি ছি,
পত্নী হয়ে মোর, এ কি তব ভাব ?
যা ইচ্ছা, তা' কর,
বাঁচ মর, নাহি তায় ব্যথা,
পুত্র সনে যেতে হয় যাও,
কহিব না কোন কথা, আর না করিব মানা।

[বেগে প্রস্থান।

কয়াধু। প্রহ্লাদ রে, দাঁড়া বাপ !
আমিও যাইব তোর সনে।

(অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

ষণ্ড। (বাধা দিয়া)—কেন মহারাণি,
ত্যজিবে জীবন ?
আরো তিন পুত্র তব আছে।

কয়াধু। দূর হও, কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ !
তো সবার পাপ-মুখ না চাই দেখিতে,
না চাই শুনিতে পাপ-কথা।

(অগ্নিকুণ্ডে পুনর্ব্বার হরিধ্বনি)

প্রহ্লাদ রে !—প্রহ্লাদ রে !—যাই যাই—

(পুনর্ব্বার ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

(সহসা প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া
মূর্ত্তিমান্ অগ্নির উত্থান)

প্রহ্লাদ। (সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

কয়াধু। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(অগ্নির অন্তর্দ্ধান।)

প্রহ্লাদ। (ষণ্ডামর্কের প্রতি)—গুরু ! এইবার তোমরা
প্রতিজ্ঞা পালন কর, বল একবার—হরিবোল !

অমর্ক। (ষণ্ডের প্রতি) কি দাদা, কি বল ?

যণ্ড। বাপ, রাজা এখনি শূলে দেবে, তার চেয়ে পালাই চল। প্রহ্লাদ! ধন্য তুমি যা হোক্, আগুনেও তোমার মৃত্যু নাই।

প্রহ্লাদ। তাই তো বল্‌চি, গুরুদেব! বল—(সুরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

যণ্ড। অমর্ক! পালিয়ে এস হে।

[যণ্ডামর্কের প্রস্থান।

কয়াধু। আয় আয় কোলে আয়।

প্রহ্লাদ। মা! আবার বল—(সুরে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

কয়াধু। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[প্রহ্লাদ ও কয়াধুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজ-কক্ষ

হিরণ্যকশিপু ও বৃদ্ধ মন্ত্রী।

হিরণ্য। সচিব!
কিছুতেই না কিছু হয়,
নাহি মরে পাষণ্ড প্রহ্লাদ।
কি আশ্চর্য্য,
ক্ষুদ্র শিশু হরিনাম-বলে
ত্রাণ পায় নিদারুণ মৃত্যুমুখে!
ছি ছি, বড় অপমান,
হরি-নাম-গান রাজ্যে মোর।
শত্রুনামে একে জ্ব'লে মরি,
দুষ্ট পুত্র মোর সেই নাম গায়,
সেই নাম অপরে বিলায়;
হায় হায়, কি লজ্জার কথা,
বড় ব্যথা পাই প্রাণে!
মহিষীও প্রহ্লাদের সনে
উচ্চস্বরে বলে হরিবোল,
উঠে রোল ভেদিয়া আকাশ,
চলন্ত বাতাস বহে হরিনাম,
প্রতিধ্বনি হরিবোল বলে,
পলে পলে হই যে অস্থির,
কহ, জ্ঞানিবর! কিসে হই স্থির,
কিসে মরে দুরন্ত প্রহ্লাদ?

বৃ-ম। মহারাজ, অন্য উপায় তো আর দেখতে পাইনি, প্রহ্লাদকে বিনাশ করা আমাদের সাধ্যাতীত; এখন আর একরূপ কার্য্য ক'রে যদি—

হিরণ্য। কিরূপ কার্য্য?

বৃ-ম। প্রহ্লাদকে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করা।

হিরণ্য। সঙ্গত বটে, কিন্তু তাতে তত লাভ নাই; প্রহ্লাদ জীবিত থাক্‌লে হরিনাম প্রচার কর্ত্তে ত্রুটি করবে না, সুতরাং হরিনাম না ঘুচ্‌লে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। মন্ত্রি! প্রহ্লাদকে বিনাশ না কল্লে আমার মঙ্গল নাই।

বৃ-ম। মহারাজ, বিনাশের তো আর কোন উপায় নাই।

হিরণ্য। আমি এক উপায় ভেবেছি—তোমরা মশানে গিয়ে প্রহ্লাদের বুকে বৃহৎ পাষাণখণ্ড চাপা দাও গুরুচাপে শ্বাস রোধ হয়ে দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করবে।

(বেগে যুব-মন্ত্রীর প্রবেশ)

বৃ-ম। মহারাজ, মহারাণী প্রহ্লাদকে লইয়া
গুপ্তদ্বার দিয়া কৈলা পলায়ন;
না পাই সন্ধান।

হিরণ্য। কি?—কৈল পলায়ন?
যাও সবে, করহ সন্ধান,
সুসংবাদ দান যে করিবে মোরে,
দিব তারে আশাতীত ধন।
যাও দোঁহে লয়ে দৈত্যগণে
কর অন্বেষণ বিধিমতে।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নিবিড় অরণ্য।

প্রহ্লাদ ও কয়াধু

প্রহ্লাদ। মা! একে পিতা আমাদের প্রতি রুষ্ট, তাতে তুমি গোপনে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসে আরো তাঁর রাগ বাড়ালে। মা! কেন তুমি ভয় কর? হরিনাম যার প্রাণ, তার কি কখন মৃত্যু হয়? চল, ফিরে চল, চল হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে যাই, সকল ভয়—সকল বিপদ দূর হবে। মা! চোরের মত পালিয়ে গেলে, হরি বড় রাগ করবেন। পালিয়ে কাজ নাই, মা!

(গীত)

ও মা! হরি হরি বল না।
প্রাণের ভয় ভেবো না, কুবিপদ ভাব না।

হরিনামে বিপদ ঘোচে
মরণ ছুঁয়েও জীবন বাঁচে,
ঐ মা, হরি দাঁড়িয়ে আছে,
নয়ন মুদে দেখ না ?
হরি হরি হরি বোলে
পিতার কাছে চল না ?

কয়াধু। বাছা রে! মায়ের প্রাণ যে বুঝে না, তোর কষ্ট—নিদারুণ কষ্ট আর সয় না। রাজপুরে গেলেই মহারাজ তোকে যন্ত্রণা দেবে, আমি তা আর দেখতে পারবো না। চল্ বাপ! মায়ে পোয়ে নির্জ্জন অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় লুকিয়ে থেকে হরিনাম গাই; কাজ নাই রাজগৃহে ফিরে।

প্রহ্লাদ। মা—ও মা! আমার মনের মধ্যে এ কি হলো?

কয়াধু। ভয় হ'চ্ছে, বাছা?

প্রহ্লাদ। না মা, ভয় নয়, দয়াল হরি যেন বল্‌চেন—প্রহ্লাদ। পালাস্ নি—পালাস্ নি—পালালে আমাকে হারাবি—প্রাণ হারাবি, তোর মাকেও হারাবি, আর যদি গৃহে যাস, তবে কিছুই হারাবি না।

কয়াধু। (করযোড়ে)—হরি!
কিছুই বুঝতে নারি,
আমি নারী বুদ্ধিহীনা।
দয়াময়!—মায়াময়!
দয়ামায়া দেখায়ে উভয়ে,
ত্রাণ কর এ ঘোর সঙ্কটে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(শুনিয়া শশব্যস্তে)—প্রহ্লাদ রে!
রক্ষা বুঝি নাহি আর,
দারুণ চীৎকার বনময়,
ভয় হয়—কি হ'তে কি হয়!
ও ওই, যম সম আসে রাজা,
ঝক্‌মকে তরবারি করে,
সর্ব্বনাশ করিবে এখনি,
হায় হায়—কি হবে? কি হবে?

প্রহ্লাদ। কিবা ভয়, মা জননি?
এস এস,
মাতাপুত্রে মিলে হরিবোল বলি।

উভয়ে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(বেগে হিরণ্যকশিপু, বৃদ্ধমন্ত্রী, যুবমন্ত্রী ও দৈত্যগণের প্রবেশ)

হিরণ্য। রাণি—রাণি!
ছি ছি, এ কি তব ব্যবহার?
গোপনে গোপনে কর পলায়ন?
নীচ তুমি,
ততোধিক নীচ তব মন!
রাজরাণী হয়ে তস্কর-প্রকৃতি?
ছি ছি,
রহিল অখ্যাতি মোর ত্রিলোকমণ্ডলে।

কয়াধু। কেন হেন কহ রাজা?
মার প্রাণ নাহি বুঝ তুমি,
তেঁই কহ হেন রূঢ় ভাষ,
তেঁই তব দয়াহীন মায়াহীন প্রাণ!
মা যদি হইতে
এখনি বুঝিতে—
কত বাজে মায়ের পরাণে,
হেরিলে সন্তানে হেন দারুণ সঙ্কটে!

হিরণ্য। যুক্তি তব শুনিবারে আসি নাই,
আসিয়াছি প্রহ্লাদে লইতে,
ছাড়হ ত্বরিতে পাতকীরে,
বিলম্বিতে নারি আর,
এইবার নিজ হস্তে করিব সংহার।

কয়াধু। (হিরণ্যকশিপুর পদতলে পতিত হইয়া সরোদনে)
না রাজা! না কর হেন কাজ,
পিতা হয়ে কেন শত্রু হও,
পায়ে ধরি,
ভিক্ষা দাও দুখিনীর ধন,
ক্ষমা কর যত দোষ,
পরিহর পুত্র-বধ-রোষ,
অজ্ঞান অবোধ শিশু প্রহ্লাদ আমার,
ভাল মন্দ না ক'রে বিচার;
হেন শিশুবধে
কি বা সাধ মিটিবে তোমার?
সাধি হেন নিদারুণ বাদ,
ঘটাও কি হেতু পরমাদ?
পুত্রবধে জননীরে করিয়া বঞ্চিত
কি সুখ সঞ্চিত হবে তব?

হিরণ্য। কেন বৃথা হেন অনুরোধ?
প্রবোধ না মানে মন!
রাণি! ছাড় ছাড় পাষণ্ড প্রহ্লাদে,
জেনে শুনে কালসর্পে কেন ধর কোলে?
হরিবোল জলন্ত গরল
এ সর্পের জিহ্বায় পূরিত,
না হয় উচিত এর পাপপ্রাণ রাখা।
আরো তব তিন পুত্র আছে,
তা' সবার কাছে—

পুত্রস্নেহ পাবে দিবানিশি,
কাজ কি মহিষি হেন পুত্রে আর ?
ছাড় ছাড়, করিব সংহার।
কয়াধু। তিন পুত্রে লয়ে,
থাক রাজালয়ে রাজা !
প্রহ্লাদে লইয়ে অরণ্যবাসিনী হব,
না যাইব গৃহে তব,
নিশ্চিন্ত হইবে তুমি,
হরিনাম আর
না পশিবে শ্রবণে তোমার।
যা চেয়েছি, তা পেয়েছি
তোমার গোচরে চিরদিন,
শেষ ভিক্ষা এই—
ভিখারিণী কাঙ্গালিনী দীনা কয়াধুরে
ভিক্ষা দাও প্রহ্লাদ-রতন।
হিরণ্য। না মহিষি !
অসঙ্গত আশা তব নারিব মিটাতে।
প্রহ্লাদের প্রাণ ছাড়া
যাহা চাহ, দিব তা এখনি।
কয়াধু। হা নিষ্ঠুর মহারাজ !
ছি ছি, এই কি পিতার কাজ ?
এই কি হে পুত্রস্নেহ ?
এই কি হে রাজার হৃদয় ?

(পুনর্ব্বার রাজার পদতলে পতিত হইয়া)

স্বামিন্ ! দাসীর মিনতি রাখ,
দয়ার সাগর তুমি,
ভিক্ষা দাও দুখিনীর নিধি।
বল মহারাজ ! বল একবার,
পুত্রনাশে না করিবে আশা আর ?
হিরণ্য। ছি ছি, ছি ছি, কি ঘৃণার কথা।
তুমিও হইলে অরি,
পত্নী হয়ে এ কি তব সাধ ?
স্বামী সনে কেন সাধ বাদ ?
যাও যাও,
না শুনিব কোন কথা,
তব ব্যথা, নাহি পারে দিতে ব্যথা
আমার হৃদয়ে।
ছি ছি, কি লজ্জা—কি ঘৃণা !—
তিন শত্রু হইল আমার—
হরি অরি, পুত্র অরি, পত্নী অরি, ছি ছি !
কে আছ, প্রহ্লাদে বাঁধ।

(বিলম্ব দেখিয়া)—

কই ?—কেহ কি রে নাই ?
এত ভৃত্য কাষ্ঠের পুতুল ?
ছি ছি, কৃতঘ্ন কিঙ্কর সব !
দূর হও দৃষ্টিপথ হ'তে !
বু-ম। মহারাজ ! রাজ্ঞীর হস্ত হ'তে প্রহ্লাদকে কি
আমাদের কেড়ে লওয়া উচিত ?
হিরণ্য। রাজ্ঞী আর রাজ্ঞী নহে,
শত্রু মোর পুত্রের সমান,
কিবা অপমান হবে মোর ?
লহ কাড়ি প্রহ্লাদেরে,
বাঁধ সুকঠিন ডোরে,
নাহিক নিস্তার,
করিব সংহার দুরাচারে।
কয়াধু। (ব্যাকুল হইয়া)—দেখি দেখি, কোন্ ভৃত্য
কেড়ে নেয় প্রহ্লাদেরে।
হিরণ্য। ভাল, কিরূপে নিবার তুমি রাণি,
কেড়ে ল'ব প্রহ্লাদে আপনি ;
দেখি,
তব পাণি কত বল ধরে।

(প্রহ্লাদকে ছিন্ন করিয়া লইবার উদ্যোগ)

কয়াধু। রাজা ! রাখ রাখ অভাগীর কথা,
দিও না দিও না মর্ম্মে ব্যথা।
আহা, প্রহ্লাদের কোমল শরীর,
চূর্ণ হবে তব করে ;
নিদারুণ রোষে
হস্ত তব বজ্রের সমান।
হিরণ্য। নীরবে তিষ্ঠহ তুমি।

(পুনর্ব্বার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

কয়াধু। (রোদনে)—প্রহ্লাদ রে !
প্রহ্লাদ রে !
হায়, হায়, বাছা রে আমার।
কি হ'লো কি হ'লো তোর।
প্রহ্লাদ। ভয় কি জননি ?
ছেড়ে দে মা হাত ;
দেখা দাও, হরি দীননাথ !
বল মা, আমার সনে—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
উভয়ে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !
হিরণ্য। (কয়াধুর প্রতি)
মহিষি ! এ কি রীতি ?
এই বুঝি পতিভক্তি তব ?
পতির বচন করিয়ে লঙ্ঘন
উচ্চারণ কর হরিনাম।

দেখি,
কে পূরায় তব মনস্কাম।

[প্রহ্লাদকে কাড়িয়া লইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

কয়াধূ। (সরোদনে) হায় হায়!
কি হ'লো, কি হ'লো?
বুক ছিঁড়ে নিয়ে গেল প্রাণ!
প্রহ্লাদ রে! কোথা গেলি?
(বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি!
রাজা তোমাদের প্রভু,
আমি কি কেহই নই?

(বৃদ্ধমন্ত্রীর পদতলে পড়িয়া)

রাজার ঘরণী আজ ভিখারিণী,
লুটায়ে ধরণী ধরে পায়,
বুঝায়ে রাজায়
রাখ রাখ প্রহ্লাদের প্রাণ।

বৃ-ম। দেবি!
ভীম দাবানল-মুখে কে পারে যাইতে?

কয়াধূ। হায় হায়,
দৈত্য জাতি দয়ামায়াহীন,
শত্রুপুরে কয়াধূর বাস,
হইনু হতাশ, হায় হায় হায়!
প্রহ্লাদ রে—প্রহ্লাদ রে!
তোরে ছেড়ে কি বা লাভ প্রাণে?
তোর সনে মরিব এখনি,
মাতাপুত্রে বধুক নির্দ্দয় রাজা।
দাঁড়াও দাঁড়াও, মহারাজ!
মনসাধ মিটাও অচিরে,
পুত্রসনে বধ দুখিনীরে।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্মশান।

(হিরণ্যকশিপু ও হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদের প্রবেশ)

হিরণ্য। প্রহ্লাদ! আচ্ছা, আমার কথা শুনে কাজ নাই, কিন্তু তোর মায়ের স্নেহ-মায়া তুই কি ক'রে ছাড়তে চাস্? হরিনাম না ছাড়লে তোকে তোর মায়ের স্নেহমায়া ছাড়তে হবে, এ কথা যেন মনে থাকে।

প্রহ্লাদ। পিতা, হরিনাম না ছাড়লে মায়ের স্নেহমায়া ছাড়তে হবে? হরিনাম ছাড়ি নি ব'লেই তো আমি পিতা-মাতার স্নেহাধীন। জীব যদি হরিনাম ছাড়ে, তবে কি আর তার পিতৃমাতৃভক্তি থাকে? যে হরিনামহীন, সে পাষণ্ড—মহাপাপী নাস্তিক। নাস্তিক তো কিছুই মানে না, নাস্তিক জগদীশ্বর হরিতে বিশ্বাসশূন্য, ঈশ্বরভক্তিশূন্য, ঈশ্বরপ্রেমশূন্য, সে পিতামাতাকে মানবে কেন? যার হরিভক্তি আছে, সে-ই পিতামাতার পূজা করে, সেবা করে, হরিই পিতার স্নেহ—মাতার মায়া। আহা, এমন হরিকে কি ছাড়তে আছে?

হিরণ্য। আরে আরে পাপ শিশু!
দৈত্যকুলে হরি অরি,
হরই ঈশ্বর!
হরিনাম ভুলি হরনামে মাতা প্রাণ,
তা হ'লে বুঝিব
প্রহ্লাদ যথার্থ পুত্র মোর।

প্রহ্লাদ। হর হরি নহে ভেদ
এক দেব দুই মূর্ত্তি,
এক কাল দিবস রজনী।
যেই জন ভেদ ভাবে,
নাস্তিক সে জন;
পিতা হ'য়ে তনয়েরে
নাস্তিক হইতে বল কেন?
নাস্তিক পুত্রের পাপে
জ্বলন্ত নরকে যায় জনক-জননী;
বল তবে নৃপমণি,
হরি-হরে ভেদ-ভাবে কেমনে ভাবিব?
হরি-হর পূজা একাধারে।

হিরণ্য। আরে দুষ্ট,
কে বলে অবোধ শিশু তুই?
দুষ্ট-বুদ্ধি অবতার—অযোগ্য সন্তান।
ছি ছি হীনমতি!
পুত্র হ'য়ে কহিস্ পিতারে
শত্রুর করিতে পূজা?
কে আছ কোথায়,
আইস ত্বরায়,
দাও বুকে চাপাইয়ে পর্ব্বতের চূড়া,
হোক্ গুঁড়া পাপিষ্ঠ প্রহ্লাদ।

(পর্ব্বতচূড়া লইয়া দৈত্যগণের প্রবেশ)

দাও ত্বরা চাপাইয়া বুকে,
মরুক্ মরুক্ কুলাঙ্গার।
পাছে হেথা আসে রাণী,
যাই আমি নিবারি তাহারে।

[বেগে প্রস্থান।

১ম দৈত্য। প্রহ্লাদ!
না দেখি নিস্তার আর,
এখনও কথা রাখ—
হরিনাম কর পরিহার।
কেন হারাইবে প্রাণ?
গুরুভার এ পাষাণ;
ছাড় হরিনাম।

প্রহ্লাদ। (গীত)

পাষাণের ভার নয় রে গুরু
পাপের ভারই গুরু অতি।
পাপকে আমি ডরাই বড়,
শিলায় আমার কিসের ক্ষতি!
তিল.পরিমাণ পাপের ভার,
জগৎ কোটি অনেক লঘু,
বইতে পারে সাধ্য কার?
তুচ্ছ পাষাণে রতি মতি।
কোথায় হরি! দাও হে দেখা,
পাপের গিরি মাথায় রাখা
সাধ্যাতীত মোর;—
পায়ে ঠেলে দাও হে ফেলে, পাপের পাষাণ,
পাপীর গতি।
দে রে বুকে চাপায়ে পাষাণ।

(ভূতলে শয়ন)

(প্রহ্লাদের বক্ষোপরি দৈত্যগণের পর্ব্বতচূড়া রক্ষা)

১ম দৈত্য। আহা, প্রহ্লাদ আপনার দোষে আপনি ম'লো। আহা, আর এ দৃশ্য দেখ্‌তে পারি নি, এখান থেকে যাই চল।

[দৈত্যগণের প্রস্থান।

(সহসা ভূগর্ভ ভেদ করিয়া বিষ্ণুর গোবর্দ্ধনধারী মূর্ত্তিতে উত্থান ও পর্ব্বতচূড়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা উত্তোলন করিয়া ত্রিভঙ্গ ভাবে দণ্ডায়মান)

প্রহ্লাদ। (দণ্ডায়মান হইয়া, করযোড়ে কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, বড় ব্যথা বাজিবে করে হে,
ওহে জীবের ব্যথাহারী হরি!
ফেলে দাও—ফেলে দাও—
দাসের কথা রাখ প্রভু!
ফেলে দাও পর্ব্বতের চূড়া,
নইলে কোমল করে পাবে ব্যথা।
আহা প্রভু! আমার তরে
কত দুখ ভুঞ্জ দিবানিশি;
ওহে কালশশী বংশীধারী হে—
ওহে বাঁকা শ্যাম দয়াল হরি হে—
কত দুখ ভুঞ্জ দিবানিশি,
আর কাজ নাই—কাজ নাই
কৃষ্ণ! কাজ নাই এত কষ্ট পেয়ে!
আহা, আঁকা বাঁকা শিলায় লেগে,
বাঁকা চূড়া আরো গেছে হে বেঁকে,
আহা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝোরে,
বিশাল ললাটমাঝে—
বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝোরে
বদনেন্দু হ'লো মেঘে ঢাকা,
আহা, ভিজে গেছে সাধের তিলকরেখা,
হরি কাজ নাই আর গিরি ধ'রে,
ফেলে দাও হে ত্বরা ক'রে।

কৃষ্ণ। (কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, আয় রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুম্বিব ও চাঁদ বদনখানি।
ও রে ভক্তচূড়ামণি!
আমায় বেঁধেছিস, বাপ! ভক্তি-ডোরে,
আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে,
হেরে তোরে ভাসি প্রেম-সাগরে।
বাছা, তোর মত না হ'লে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে?
মনে মুখে না ডাকিলে,
প্রেমের হরি নাহি মিলে।
যে জন মনে ভোলে, মুখে ডাকে।
আমার প্রেম চায় না তাকে।
যে জন তোমার মত—বাছা রে,
তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,
বাধা আমি তার দুয়ারে।

প্রহ্লাদ। দয়াময়! যারা তোমায় ভুলে সংসারের আরাধনায় ব্যস্ত, তাদের মুক্তি কিসে হবে?

কৃষ্ণ। প্রহ্লাদ! ভক্তি বই মুক্তি হয় না।

প্রহ্লাদ। হরি, আহা, তাদের দুর্গতি দেখে আমার বড় কষ্ট হয়, সে সব পাপীর মুক্তি ও ভক্তির উপায় ব'লে দাও।

কৃষ্ণ। প্রহ্লাদ রে! তোরই উপর তাদের ভক্তি ও মুক্তির ভার দিলেম।

প্রহ্লাদ। হরি! আমি অতি শিশু—অজ্ঞান, অধম, ভক্তি বা মুক্তির কিছুই জানি না, জানি কেবল হরিবোল।

কৃষ্ণ। ভক্ত রে, তোর মুখে ওই প্রাণ-ভোলা নাম শুনে আমি আপনহারা হয়ে আছি। প্রহ্লাদ রে, ঐ নাম শোনবার জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী হয়েছি, দিবানিশি তোরি কাছে থাকি। প্রহ্লাদ, আবার, বল্—

প্রহ্লাদ। (সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
(কথায়)—হরি! আমার বড় সাধ হ'য়েছে,
তোমার মুখে ঐ নাম একবার শুন্‌বো।
কৃষ্ণ। (সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

গীত

ভক্ত বই মোরে ভক্তি-ডোরে,
অনন্ত জগতে কে বাঁধিতে পারে?
ভক্তাধীন আমি ভক্তেরি তরে
যন্ত্র-পুতলী হইয়ে আছি।
ভক্ত-সঙ্গ ছাড়া থাকিতে নারি,
ভক্তের আমি, ভক্ত আমারি,
ভক্তে হারাইলে ঝরে আঁখিবারি,
ভক্তে পেলে কোলে তবে রে বাঁচি।

উভয়ে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[পর্ব্বতচূড়া সমেত উর্দ্ধে কৃষ্ণের প্রস্থান।

(বেগে উভয় মন্ত্রী ও দৈত্যগণের সহিত
হিরণ্যকশিপুর পুনঃ প্রবেশ)

হিরণ্য। মন্ত্রি! তুই কণ্ঠে হরিনাম শুন্‌লেম না? আবার বুঝি দুরাত্মা হরি এসেছে? কই, দেখ্‌তে পাই না যে—কোথায় পলায়ন কল্লে? এ কি! —এ কি! প্রহ্লাদ মরে নি! পর্ব্বতের চূড়া কই?

প্রহ্লাদ। কি হেতু সন্দেহ পিতা,
বিশ্বপিতা দয়াময় হরি,
হের ওই, পর্ব্বতের চূড়া
উড়াইয়া দিলা নীল নভে।
হের ওই, মেঘখণ্ড সম
উড়িছে পর্ব্বত-চূড়া!

(সকলের উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত)

বৃ-ম। (স্বগত)—গতিক বড় ভাল নয়, ঠিক মাথার উপর পর্ব্বতের চূড়োটা ঘুচ্চে, যদি পড়ে তো হাড়-গোড় গুঁড়ো হয়ে একেবারে ছাতু! (প্রকাশ্যে)—মহারাজ! এ স্থানটা ভাল নয়, প্রহ্লাদকে নিয়ে অন্য স্থানে চলুন, আকাশে দেখছেন তো?

হিরণ্য। সামান্য পাষাণখণ্ডে কেন এত ভয়?
রহ ক্ষণকাল, মন্ত্রি!
তীক্ষ্ণ শর এড়ি
প্রহ্লাদের হরি সনে
কোটিখণ্ডে গুঁড়াইব পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহ্লাদ! কই তোর হরি?
শুধু যে পর্ব্বতচূড়া হেরি।

প্রহ্লাদ। ওই যে পিতা,
জলধর-কোলে নবজলধরশ্যাম,
আহা, দেখ দেখ কি সুন্দর রূপ!
(সুরে)
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য। (সক্রোধে)—আরে দুষ্ট,
মিথ্যাভাবে ভুলাস আমারে।
কেবল পর্ব্বত উড়ে,
কোথা তোর কৃষ্ণ দুরাচার?
যাই হোক, এড়ি বাণ
খান খান করিয়া গিরিচূড়া,
রহে যদি শত্রু মোর হেথা,
চূড়া সনে যাবে যমালয়ে।

(গিরিচূড়া লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ শরত্যাগ)

এ কি! নাহি ছুটে শর,
কিছু দূর উঠি' পড়ে লুটি' অধোমুখে!
অহো, নির্গুণ ধনুর গুণ?

প্রহ্লাদ। পিতা,
নির্গুণ ধনুর গুণ নয়,
নির্গুণ পুরুষ হরি,
নির্গুণ হরিরে
কোন্ গুণে শর তব পারে স্পর্শিবারে?
কেন বৃথা এতেক আয়াস?
করহ বিশ্বাস মোর ভাষে,
অনায়াসে পাবে হরি,
হরিপ্রেম সুধার সাগরে
ভাসিবে মনের সাধে,
অন্তিম সময়ে
দিবে ফাঁকি যমেরে অবাধে :
বল বল, স্নেহময় পিতা! বল—
(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

শূন্যে কৃষ্ণ। (সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

প্রহ্লাদ। পিতা, বড় পুণ্যবান্ তুমি,
আহা, ঐ শোনো—ঐ শোনো—
নিজে হরি হরিবোল বলে।
এস এস, পূজ্যপাদ পিতা,
সবে মিলি বলি—
(সুরে)
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হিরণ্য। মন্ত্রি!
উন্মাদের প্রায় করিল আমায়

দুরাচার পাষণ্ড প্রহ্লাদ।
আর না—আর না—
অচিরে দুষ্টেরে বধ সমুদ্রে ডুবায়ে।

[প্রহ্লাদকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গভীর সমুদ্র—পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

(শূন্যে হনুমানের পৃষ্ঠে বিষ্ণুর রামমূর্ত্তিতে প্রবেশ)

রাম। উঠ উঠ জলেশ বরুণ,
জল ছাড়ি' অচিরায়।

(জল হইতে বরুণের উত্থান)

বরুণ। (করযোড়ে)—
এ কি মূর্ত্তি হেরি, হরি!
ধনুঃশরধর রাম রঘুবর বীরবেশে
কি আদেশ পালিব পরেশ?

রাম। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ আমার
পড়িবে হে দারুণ সঙ্কটে।
নির্দ্দয় জনক তার নির্দ্দয় অন্তরে
আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে,—
হস্তপদ করিয়া বন্ধন,
বক্ষে চাপাইয়া শিলা
ডুবাইতে সিন্ধুজলে।
বরুণ,
এই সে কারণে কহি—
অবিলম্বে কহ পবনেরে
প্রহ্লাদের কাণে
অলক্ষ্যে সবার শুনাইতে রাম-নাম।
রাম রাম ব'লে
সিন্ধুজলে ভাসিবে প্রহ্লাদ,
খুলে যাবে—ভেসে যাবে শিলা।
তুমিও সতর্ক হয়ে
রক্ষা ক'র প্রহ্লাদ শিশুরে।
দেখো, জলেশ্বর,
বিন্দুমাত্র লবণাম্বু যেন না যায় উদরে।
ঐ আসে দৈত্যগণ প্রহ্লাদে লইয়া,
আমি চলিনু এখন!

বরুণ। আহা, ধন্য আমি, হরি।
তব শ্রেষ্ঠতম ভক্ত স্পর্শিবে আমারে!

[শূন্যে রামের অন্তর্ধান।

(জলমধ্যে বরুণের প্রবেশ)

(প্রহ্লাদ ও দৈত্যগণের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। (গীত)

হরি ব'লে সবাই নাচে,
এম্নি হরিনামের লীলা॥
সাগরজলে হেলে দুলে
লহর নাচে তাল-বেতালা॥
তুই কেন মন! মড়ার মত
নিঝুম হোয়ে থাকিস্ এত?
নাচ্‌না রে ভাই, হরি ব'লে,
জুড়িয়ে যা'বে প্রাণের জ্বালা॥

১ম দৈত্য। প্রহ্লাদ, বার বার অনেক বার মত্তে মত্তে বেঁচেছো, কিন্তু এবার বড় সঙ্কট! ভয়ানক সমুদ্র, ততোঽধিক ভয়ানক জলজন্তু জলে ভ্রমণ কচ্চে, এ সঙ্কটে আর বাঁচ্‌বে না; তাই বল্‌চি, এখনও হরিনাম ভুলে যাও। প্রতিজ্ঞা কর, আর হরি বল্‌বে না, তা হ'লে আমরাও প্রতিজ্ঞা কচ্চি, তোমাকে রাজার কাছে ফিরে নিয়ে যাব।

প্রহ্লাদ। ভাই, যে জীব এক প্রতিজ্ঞা ক'রে পালন করে না, আবার আর এক প্রতিজ্ঞা করে, তার প্রতিজ্ঞা অসার—মিথ্যা, সে জীবও জীবনামের অযোগ্য।

১ম দৈত্য। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছ?

প্রহ্লাদ। জীবের দুর্গতিনাশের জন্য হরিনাম প্রচার।

১ম দৈত্য। জীবের দুর্গতি নাশ তো দূরের কথা, হরিনামে তোমার নিজের দুর্গতিও তো ঘুচ্চে না, কষ্টের উপর কত কষ্টই পাচ্চো।

প্রহ্লাদ। ভাই, বিনা কষ্টে খনি থেকে কে মণি তুল্‌তে পারে?

১ম দৈত্য। রাজকুমার! অতি সামান্য, অতিতুচ্ছ মণির জন্যে তোমার অমূল্য জীবন-মণি যে যায়, তা'র উপায় কি ক'রেছো?

প্রহ্লাদ। আমার অমূল্য জীবনমণি নষ্ট হ'বে কেন? হরিই যে আমার জীবনমণি। হরি অজর, অমর, অনন্ত, অপ্রমেয়, অসামান্য, এমন হরিই আমার জীবনমণি, তবে কেন আমার জীবন যাবে? (স্বগত)—এ কি! কে আমার কাণে কাণে ব'লে—প্রহ্লাদরে! রাম রাম বল্, রামনামে জলে শিলা ভাসে, শমন পলায় ত্রাসে; আজ তোর শেষ পরীক্ষা, আজ তোর হরি রাম-রূপে অলক্ষ্যে তোকে কোলে ক'রে ব'সে আছেন। প্রহ্লাদ রে, বল্ রাম রাম

(প্রকাশ্যে) ভাই ঘাতুকগণ, আর কেন বিলম্ব কর? আমাকে পর্ব্বত থেকে সিন্ধুজলে ফেলে দাও।

১ম দৈত্য। তোমার কি মৃত্যুভয় নেই?

প্রহ্লাদ। হরি যে আমার মৃত্যুঞ্জয়।

১ম দৈত্য। কিন্তু এবার আর নয়। রাজকুমার। এখনও হরিনাম ছাড়।

প্রহ্লাদ। ছি ছি, বার বার ঐ কথা! আমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু ছাড়তে পারি, জগৎ ছাড়তে পারি—আমার তুচ্ছ প্রাণও ছাড়তে পারি, তবু হরিনাম কখনও ছাড়তে পারি না। হরিনামের প্রেমে আমার প্রাণ পাগল—মন পাগল, আত্মা পাগল—আমিও পাগল! হরিনামশূন্য পৃথিবী প্রাণশূন্য, এমন পৃথিবীতে হরিনামরূপ নবপ্রাণ দেবো; পৃথিবীর নবপ্রাণের সঙ্গে আমার নবপ্রাণ মিশা'বো; অনন্তকোটি প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ মিশবে, বীণাযন্ত্রের তারের মত আমাদের দেহ-বীণাযন্ত্রের প্রাণরূপ তারগুলি মধুর বোলে যখন হরিবোল হরিবোল বল্‌বে, আহা, তখন কে আর স্বর্গে যেতে চা'বে? ভাই ঘাতুক রে! সকলে মিলে বল—(সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

১ম দৈত্য। সর্ব্বনাশ কল্লে, বিপদে ফেল্লে দেখচি, প্রহ্লাদ, আর হরি ব'লে চেঁচিও না। কথায় কথায় রাজার কাছে আমরা দোষী হই, কেন আমাদের সর্ব্বনাশ কর?

প্রহ্লাদ। আহা, মায়ার জীব! কবে তোদের মায়া-মরীচিকা ঘুচবে? হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়—ছি ছি, হরি! কবে এদের ভ্রম ঘুচ্‌বে? কবে এরা তোমার মুক্তিময় পবিত্র নামের উজ্জ্বল আলোকরেখা দেখ্‌তে পাবে? কবে এরা তোমার এই ভৃত্যের মত বল্‌বে, (সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ম দৈত্য। প্রহ্লাদ! আমাদের হত্যা করাই কি তোমার হরিবোল বলার উদ্দেশ্য?

প্রহ্লাদ। অবোধ! হরিনামে যদি জীবহত্যা হয়, তবে আমি কেন মরিনি, ভাই?

১ম দৈত্য। হরি তোমার বন্ধু, কিন্তু আমাদের শত্রু।

প্রহ্লাদ। না ঘাতুক, তা নয়, তিনি ইচ্ছাময়। যে তাঁকে যে ভাবে ভাবে, তিনি তার হৃদয়ে সেইরূপে বিরাজ করেন। আমার মত তোমরাও তাঁকে দীন-বন্ধু বল, তা' হ'লে আমার মত মর্‌বে না।

১ম দৈত্য। না, আমরা ছেলেমানুষের কথায় ভুলিনি।

২য় দৈত্য। ভাই, ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষী কত্তে গিয়ে এইবার প্রাণে মরি।

১ম দৈত্য। কেন, কি হ'লো?

২য় দৈত্য। ঐ দেখ মহারাজ আস্‌চেন।

১ম দৈত্য। সর্ব্বনাশ! প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! কি হ'বে।

প্রহ্লাদ। ভয় কি, ভাই? বল বল (সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(বেগে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। (দৈত্যগণের প্রতি) আরে দুরাত্মারা! এখনো পাষণ্ডকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিস্ নি?

প্রহ্লাদ। পিতা, ওদের দোষ কি? ওরা আপনার আদেশ পালন কর্‌বে ব'লেই তো আমাকে এখানে এনেছে। ঐ দেখুন পাষাণ, ঐ পাষাণ আমার বুকে বেঁধে এখনি সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌বে। কেবল আমিই ওদের একটু বিলম্ব ক'ত্তে ব'ল্‌ছি।

হিরণ্য। শত্রু নিপাতে বিলম্ব কি জন্য?

প্রহ্লাদ। পিতা, এই সামান্য সমুদ্র দেখে আমার মনে অপার ভব-সমুদ্র জেগে উঠেছে, এই সমুদ্র-জলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে অনন্ত ভব-সমুদ্রে পড়বো। পিতা, তাই সেই অগাধ ভব-সমুদ্র-পারের কাণ্ডারীকে ডাক্‌চি।

হিরণ্য। কে কাণ্ডারী?

প্রহ্লাদ। মধুসূদন হরি।

হিরণ্য। (সক্রোধে)—দৈত্যগণ!

অবিলম্বে বাঁধ ছুষ্টে,
বক্ষে দাও শিলা-ভার,
পর্ব্বতে তুলিয়া, দাও ফেলি, সিন্ধুজলে,
ডুবিয়া মরুক দুরাচার,
মহাশত্রু হউক নিপাত।
ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ
দেখি যেন প্রহ্লাদনিধন সিন্ধুতট।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। বাঁধ রে ঘাতুকগণ,
পাষাণ চাপা রে বুকে,
দে রে ফেলি সমুদ্রের জলে।

(প্রহ্লাদকে তদ্রূপ করিয়া দৈত্যগণের পর্ব্বতারোহণ)

জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!

(দৈত্যগণকর্ত্তৃক সমুদ্রে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ)

(বেগে দৈত্যবালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। (অন্যান্য বালকগণের প্রতি সম্বোধনে) হায় হায়, ভাই, কি হ'ল—কি হ'ল—প্রহ্লাদ জলে ডুবে গেলো!

১ম বালক। (সরোদনে)—ভাই প্রহ্লাদ! আহা, কেন তোর বাপের কথা শুন্‌লি নি! ভাই! কে আর আমাদের নিয়ে খেলা কর্‌বে! কে নতুন নতুন খেলা শিখাবে! কে আমাদের ভাই ভাই ব'লে ডাক্‌বে?

প্রহ্লাদ। (জলে ভাসিতে ভাসিতে)—ভাই, তোরা কেন কাঁদচিস্? আমি মরিনি রে! এই ছাখ ভাই, আমি হরিনামের ভেলা চ'ড়ে কেমন ভাস্‌চি। এই ছাখ, ভারি পাথরখানা আমাকে ডুবুতে না পেরে বুক থেকে খুলে প'ড়ে কেমন ভাস্‌চে! এই ছাখ, আমি তার উপর কেমন ব'সে আছি।

১ম বালক। (প্রহ্লাদের প্রতি) বলিস্ কি, ভাই! পাথর ভাস্‌চে! কই দেখি!

প্রহ্লাদ। এই ছাখ ভাই!

বালকগণ। (অগ্রসর হইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে) অঁ্যা—তাই তো! এমন তো কখন দেখি নি—শুনি নি।

১ম বালক। ভাই প্রহ্লাদ! পাথর কি ক'রে ভাস্‌লো জলে?

প্রহ্লাদ। হরি হরি ব'লে।

১ম বালক। তবে আমরাও বলি—

বালকগণ। হরিবোল হরিবোল! হরিবোল!

১ম দৈত্য। আরে মলো, ছেলেগুলোও হরিবোল বলে যে। আরে চুপ কর, আরে চুপ কর, রাজা তোদেরও জলে ফেলবে।

১ম বালক। ফেলে তো সবই কর্‌বে!

১ম দৈত্য। ডুবে মর্‌বি যে।

১ম বালক। তোরাই মর্‌বি, আমাদের বোয়ে গেচে! হরিনামে যে কালে পাথর ভাসে, সে কালে আর আমরা ভাস্‌বো না। আয় ভাই, সবাই মিলে আবার বলি—

বালকগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

১ম দৈত্য। (অপর দৈত্যগণের প্রতি)—ওরে ভাই! ছেলেগুলো করে কি?

২য় দৈত্য। ও ভাই! আমার মনের কপাট খুলে গেলো, আহা, অন্ধকার ঘুচে কেমন আলো হ'লো—আমিও বলি—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

প্রহ্লাদ। (জল হইতে তীরে উঠিয়া সানন্দে ২য় ঘাতুকের প্রতি)—আয় আয়, ভাই, তোকে একবার আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন করিয়া) আবার বল—(সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

১ম দৈত্য। প্রহ্লাদ! আমার গতি কি হবে?

প্রহ্লাদ। আর ভয় কি, ভাই? বল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

১ম দৈত্য। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

প্রহ্লাদ। (অন্যান্য দৈত্যগণের প্রতি)—ভাই, তোমরা কেন নীরবে? অলস জিহ্বাকে স্ববশে আনো।

দৈত্যগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

প্রহ্লাদ। চল, ভাই, এইবার সকলে মিলে পথে পথে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলা'তে বিলা'তে পূজ্যপাদ পিতার কাছে যাই।

বালকগণ। বেশ কথা, ভাই! তাই চল।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ।

(যুব-মন্ত্রী ও বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রবেশ)

যু-ম। মন্ত্রী মহাশয়, প্রহ্লাদ ক'ল্লে কি? কিছুতেই ম'লো না যে!

বৃ-ম। মরা তো দূরের কথা, উল্‌টে যার তার কাণে হরিনাম ঢেলে নগর মাতিয়ে তুল্লে। দেখতে দেখতে মুহূর্ত্তের মধ্যে শত শত স্ত্রীপুরুষ প্রহ্লাদের শিষ্য হয়ে উঠ্‌লো, যে হরিনামে দৈত্যগণ জ্বলে উঠ্‌তো, এখন আবার সেই নামে গ'লে পড়্‌ছে, উঠ্‌তে বস্‌তে হরি—খেতে শুতে হরি—মুখে আর কোন কথাই নাই—কেবল হরি। রাজধানী হরিধ্বনিতে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রহ্লাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটচে—হরি হরি ব'লে তার পায়ের কাছে লুটবে—বাহ্যজ্ঞানশূন্য—চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু ব'য়ে যাচ্ছে, স্ত্রীলোকেরা স্বামি-পুত্র কন্যা ফেলে, আলুলায়িত-কেশে ছিন্ন-ভিন্নবেশে এবং পুরুষেরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ফেলে উন্মত্তের মত উন্মত্ত প্রহ্লাদের সঙ্গে বাহু তুলে হরিবোল হরিবোল বোল্‌চে। আমি অবাক্ হয়েছি! প্রহ্লাদ কল্লে কি, প্রহ্লাদ কে?

নেপথ্যে কহকণ্ঠে।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

বৃ-ম। ঐ শোনো—ঐ শোনো—হরিনামের তরঙ্গ গর্জ্জন ঐ শোনো, কোটি কোটি স্ত্রীপুরুষের কণ্ঠে গগনভেদী হরিসংকীর্ত্তন।

যু-ম। চলুন, আমরা রাজসভায় যাই।

বৃ-ম। যাবার পথ যে নাই।

(হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রহ্লাদ,
বালকগণ, দৈত্যরমণীগণ ও
দৈত্যগণের প্রবেশ)

সকলে। (হরিসঙ্কীর্ত্তন)

হরি বল হরি বল হরি বল মন।

পুরুষগণ।—

ছাড় মোহমায়া, ভ্রম ছায়া,
সংসার-স্বপন।

প্রহ্লাদ।—

একবার হরি বল রে—

রমণীগণ।—

আর ভক্তিভরে, উচ্চস্বরে
করি হরি সঙ্কীর্ত্তন।

প্রহ্লাদ।—ওরে নেচে নেচে রে—

রমণীগণ।—

যে জন বাহু তুলে, হরি বলে,
হরি তারে দেয় দরশন।

প্রহ্লাদ।—

এমনি দয়াল হরি রে!

সকলে।—

আমরা প্রেম-ভিখারী, প্রেমের হরি,
করে প্রেম বিতরণ।

প্রহ্লাদ। (উভয় মন্ত্রীর প্রতি)—মন্ত্রিগণ! তোমাদের নাম মন্ত্রী হ'লো কেন?

বৃ-ম। কেন রাজকুমার, এ কথা বল্‌চো?

প্রহ্লাদ। জিজ্ঞাসা কোল্লে দোষ কি?

বৃ-ম। না না, দোষ আবার কি? আমরা মন্ত্রণা দি ব'লে মন্ত্রী নামে অভিহিত হই।

প্রহ্লাদ। কা'কে মন্ত্রণা দাও?

বৃ-ম। তোমার পিতাকে।

প্রহ্লাদ। তিনি তোমাদের কে?

বৃ-ম। তিনি আমাদের প্রভু—রাজা।

প্রহ্লাদ। তাঁকে কিসের মন্ত্রণা দাও?

বৃ-ম। রাজকার্য্যের উন্নতির—রাজধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির—এবং তাঁর নিজের মঙ্গলের।

প্রহ্লাদ। বেশ কথা, কিন্তু মন্ত্রিগণ! তোমাদের নিজের কার্য্যের, নিজের ধর্ম্মের এবং নিজের মঙ্গলের জন্ত কিরূপ মন্ত্রণা কচ্চো? তোমাদের দেহরাজ্যের রাজা মন; যম ব'লে এক রাজা আছে, সে তোমাদের মন-রাজার রাজ্য কেড়ে নেবার জন্ত রোগ, শোক, মৃত্যু প্রভৃতি সেনাপতিদের সঙ্গে প্রায় অগ্রসর হ'য়ে এলো, সে অবিলম্বে তোমাদের মনরাজার রাজ্য কেড়ে নেবে, মনকে তার নরকরূপ কারাগারে চিরকাল অবরুদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে, তা ছাড়া যমের মত ভয়ঙ্কর রাজার হাতে তোমাদের দুর্গতি-ভোগের তো কথাই নাই। শত্রুর হস্তে বন্দী রাজার যে দশা, মন্ত্রীদেরও সেই দশা। ওহো—অনন্ত নরকে চিরনির্ব্বাসন! মন্ত্রিগণ! বল, তবে তোমাদের নিজের আত্মত্রাণের কি মন্ত্রণা করেচো।

বৃ-ম। (চিন্তা করিয়া) প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! আমি মহাপাতকী। নীচ—অতি নীচ—অন্ধ—মোহান্ধ—জ্ঞানান্ধ! আমায় পথ দেখাও—প্রহ্লাদ! পথ দেখাও।

যু-ম। (চিন্তা করিয়া)—রাজকুমার অধমের কি হবে?—ভীষণ নরক!—জলন্ত নরক!

প্রহ্লাদ। ভয় নাই—ভয় নাই—বল হরিবোল।

উভয়মন্ত্রী। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(বেগে বেত্র ও পুথিহস্তে যণ্ডামর্কের প্রবেশ)

যণ্ড (বালকগণের প্রতি) আরে পাষণ্ডগণ! পিঠ কি সড়সড়িয়ে উঠেচে?

বালকগণ। তোমরা আমাদের শিক্ষাগুরু—প্রহ্লাদ আমাদের দীক্ষাগুরু। রাগ কর কেন, গুরু?

যণ্ড। কি কি! প্রহ্লাদ তোদের দীক্ষাগুরু? কি দীক্ষা দিয়েচে?

১ম বালক। মুক্তিমূল হরিনাম।

যণ্ড। (সক্রোধে)—তবে রে বেল্লিক বেটারা! দেখেচিস্ বেত! (আঘাতোদ্যোগ)

১ম বালক। ভাই প্রহ্লাদ, রক্ষে কর—রক্ষে কর।

প্রহ্লাদ। (যণ্ডের প্রতি)—গুরুদেব! আহা, ওরা ছেলেমানুষ, ওদের বেত মেরো না, আমায় মারো; কিন্তু একটি কথা বল্‌বো—

যণ্ড। (সক্রোধে)—কি কথা রে পাষণ্ড?

প্রহ্লাদ। তোমাদের হাতে বেত্রখণ্ড, কিন্তু মাথার উপর যমদণ্ড। আমরা তোমাদের বেত্রাঘাত সইতে পারি, দৌড়ে পালিয়ে এড়াতেও পারি, কিন্তু গুরু, ভীষণ যমদণ্ডাঘাত কেমন ক'রে তোমরা সইবে?—কেমন ক'রে এড়াবে? আশ্চর্য্য! বল বল বল, যমদণ্ড এড়াবার কি উপায় করেচো?

যণ্ড। (চিন্তা করিয়া)—প্রহ্লাদ! মোহ ঘুচিল রে,
কে রে তুই?—কে রে তুই?
কোন্ সাধু আইলি সাধিতে হিত?
সিন্ধুজলতলে মহামুক্তা মত
দৈত্যকুলে কে তুই রে বাছা?
নিবিড় নীরদ ছাড়ি যথা
অনন্ত জলন্ত কর ঢালে দিবাকর,
তেমতি পবিত্র জ্ঞান আলোক ছড়ায়ে

অজ্ঞান-আঁধার-মেঘ ছাড়ি
কে তুই আইলি হেথা ?
বড় ভাগ্যবান্ মোরা,
তেঁই পেনু শিষ্য তোমা ধন,
আয় বাপ, করি আলিঙ্গন।
প্রহ্লাদ রে, দয়া ক'রে ব'লে দে উপায়
কিসে ত্রাণ পাবে
এ পাষণ্ড পাপমতি গুরু তোর ?

প্রহ্লাদ। গুরুদেব! তোমাদেরি অনুগ্রহে পাইয়াছি
মুক্তির সম্বল হরিনাম,
বল বল—হরিবোল—হরিবোল!

ষণ্ড। (ঊর্দ্ধবাহু হইয়া)
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
(অমর্কের প্রতি)—অমর্ক রে! ভাই রে! আয়
আয়, দুই ভাই মিলে বাহু তুলে বলি—

উভয়ে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল হরিবোল!

(ষণ্ডপত্নীর বেগে প্রবেশ)

ষণ্ড-পত্নী। (সভয়ে ষণ্ডের প্রতি) কি সর্ব্বনাশ! ওগো, তুমি কর কি? কর কি? ছেলেগুলোর সঙ্গে ভাইয়ের হাত ধরে তুমিও হরিবোল বোলচো! অ্যাঁ, মহারাজ শুনলে শূলে দেবে যে! পালিয়ে এসো—ছুটে পালিয়ে এসো।

ষণ্ড। পত্নি! কোন্ স্ত্রী পতিব্রতা?

ষণ্ড-পত্নী। যে পতির সৎপরামর্শ নেয়, ভক্তির সহিত পতিসেবা করে।

ষণ্ড। তবে আর কোন কথা ক'য়ো না, পতির সঙ্গে ভক্তিভরে একবার বল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

ষণ্ড-পত্নী! হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

(বেগে কয়াধুর প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। মা! মা!

কয়াধু। বাবা! বাবা!

প্রহ্লাদ! আজ তোমার প্রহ্লাদের জন্ম সফল হ'ল; মা, আজ তোর প্রহ্লাদ এই সকল বৈষ্ণবের দাস। মা! মা! এমন সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি, আজকের মত আনন্দের দিনও কখনও হয় নি। মা গো, এমন আনন্দের দিনে এস, মাতাপুত্রের প্রাণ ভ'রে বলি—

উভয়ে! হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

প্রহ্লাদ। হরি! আমরা স্বর্গ চাই না—চাই শুধু তোমার প্রেম! ঐশ্বর্য্য চাই না—চাই শুধু তোমার দয়া। ত্রিলোকের কিছুই চাই না—চাই শুধু তোমার রাঙ্গা পা দু'খানি। সংসারিক কথা কইতে চাই না—চাই শুধু তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন। এস এস, সবাই মিলে প্রাণ খুলে বাহু তুলে আবার হরি-সঙ্কীর্ত্তন করি।

সকলে— (হরিসঙ্কীর্ত্তন)

হরি বল হরি বল হরি বল মন!

পুরুষগণ—

ছাড় মোহমায়া, ভ্রম ছায়া,
সংসার-স্বপন।

প্রহ্লাদ।— (একবার হরি বল রে)—

রমণীগণ।—

আয় ভক্তিভরে, উচ্চস্বরে,
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন।

প্রহ্লাদ।—

(ও রে নেচে নেচে রে)

রমণীগণ।

যে জন বাহু তুলে, হরি বলে,
হরি তারে দেয় দরশন।

প্রহ্লাদ। (এমি দয়াল হরি রে)

সকলে।

আমরা প্রেম-ভিখারী, প্রেমের হরি,
কবে প্রেম বিতরণ॥

প্রহ্লাদ। আমার সাধনার সিদ্ধি লাভ হ'য়েছে। চল চল, এইবার আমার পিতাকে হরিনাম শুনাই।
(সুরে)
হরিনামের প্রেমে পাষাণ গলে,
আমার পিতার হৃদয়ও যাবে গ'লে।
চল চল সবাই মিলে কেবল ব'লে—

সকলে। (সুরে)
হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা।

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। (অস্থির হইয়া) কি করি কি করি,
কিছুতে না মরিল প্রহ্লাদ!
শত্রুবলে এত বলীয়ান্।

কি আশ্চর্য্য! এতই প্রবল হরিনাম-গান!
ওহো, শত্রুনাম-গভীর-নিনাদে
ছেয়ে গেল আকাশ ভূতল।
নেপথ্যে। (বহুকণ্ঠে) হরিবোল—হরিবোল
হরিবোল!
হিরণ্য। অহো, পুন সেই ভীম বোল!
কি হবে—কি হবে—
কিসে যাবে এ দারুণ জ্বালা?
দারুণ—দারুণ মর্ম্মব্যথা কিসে যাবে?
কিসে মান রবে—
হা—কি হবে—কি হবে
না দেখি উপায় আর।
নেপথ্যে (বহুকণ্ঠে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
হিরণ্য। আবার—আবার।
অহো, বজ্রসম তীব্র হুহুঙ্কার!
বধির শ্রবণ—ব্যতিব্যস্ত মন
হায় হায়—কি করি উপায়!
কে আছিস্ কোথা?
আয় ছুটে হেথা ঘুচা মর্ম্মব্যথা—
দে বিষ আমায়—দে বিষ আমায়।
আত্মহত্যা মঙ্গল আমার,
তা ছাড়া না দেখি নিস্তার।
নেপথ্যে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হিরণ্য। অহো—আবার—আবার!
আর না থাকিতে পারি হেথা—
যাই যাই।
(গমনোদ্যত, কিন্তু সহসা চমকিয়া)
এ কি, এ কি!—পথ নাহি পাই,
চৌদিক্ আঁধার—অহো, পথ নাই!—
অহো—ও কি ভীম ছায়া!
কাঁপে কায়া দারুণ ত্রাসে!
অট্টহাসে কে কোথায় হাসে!
কে যায়? কে আসে?
বুঝিবারে নাহি পারি কিছু,
ভীম চক্র ঘোরে আগু পিছু।
অহো! ও কি পুনঃ? নব মহাজীব।
বিধাতার সৃষ্টিমাঝে
হেন মূর্ত্তি কভু দেখি নাই।
ঊর্দ্ধদেহ ভয়ঙ্কর সিংহাকার
অধোদেহ নরাকার;
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর!
এ কি! এ কি! পুনঃ মহাস্থূল।
সিংহনাদে গরজিয়া আসে,
যেন মহাগ্রাসে নিল সাপটিয়া,
পলটিয়া ফেলি মোরে জানুর উপরে।
থরথরি কাঁপে কায়,
ধড় ছাড়ি, যায় যেন প্রাণ;
কে ও! কে ও! ছায়া-জীব এত ভয়ঙ্কর!
ওই! কোথা লুকাইল! এ কি রে আঁধার,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ যেন লুকাইল মেঘে
মহাবেগে আচম্বিতে।
আঁধার! অহো, অনন্ত আঁধার!
অহো! আবার সেই ভীমকায়—
আবার সেই জিহ্বা লক্লকি—
আবার বিকট দৃষ্টি—
ওঃ! কি ভীম নখর! আবার গর্জ্জিয়া এল,
গেল গেল প্রাণ,
নাহি ত্রাণ নাহি ত্রাণ,
উদর বিদীর্ণ আশে আসে,
অহো বধিল বধিল মোরে!
হায় হায়, কোথা যাই
কোথায় দাঁড়াই—পথ নাহি পাই!

(ইতস্ততঃ ধাবন)

(বেগে প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। পিতা, ভয় নাই—ভয় নাই,
পুত্র তব দেখাইবে পথ,
এত দিনে পূর্ণ মনোরথ তব।
হরিনাম স্বর্গীয় আলোক,
যে আলোকে কোটি কোটি ভানু
ধরি তনু আলোক বিলায়,
পিতা, সেই হরিনামালোক
ধরিনু তোমার অন্ধকারময় জীবনের পথে।
এস এস, হরি-প্রেমে মেতে,
পিতাপুত্রে মিলে ভক্তির সহিতে
বলি—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(বালকগণ, দৈত্যগণ, ষণ্ডামর্ক, উভয় মন্ত্রী ও
ষণ্ডপত্নীর প্রবেশ)

বালকগণ ইত্যাদি।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হিরণ্য। ছি ছি, পাষণ্ড প্রহ্লাদ সনে
লজ্জাভয়হীন মনে
সবাই অরির নাম গায়!
মোর অন্নে ধরিয়া জীবন
আমারই অহিত-চিন্তন!
ছি ছি, সবাই হইল মোর অরি,
এত দিনে শত্রুময় হিরণ্যকশিপু,

একা হরি নয়—এক দিনে ব্রহ্মাণ্ড মোর রিপু।
আরে আরে পাষণ্ড প্রহ্লাদ,
দূর হ—দূর হ।
দূর হ রে প্রভুদ্রোহিগণ।
থাকিলে নিকটে পড়িবি সঙ্কটে,
এই খড়্গে করিব নিধন।

প্রহ্লাদ। (সকলের প্রতি) দৃঢ় কর চিত,
না হইও ভীত কেহ;
বৈষ্ণবের দেহ কে পারে কাটিতে?
না করিও ভয়,
বল, জয় রাম জয়! জয় হরি জয়।
মোহাচ্ছন্ন পিতার আমার
দিব্যজ্ঞান হয় নি এখনো—
করাও শ্রবণ হরিনাম—
বল বল উচ্চরবে—

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য। আরে রে প্রহ্লাদ!
বার বার কি হেতু বলিস্ হরি?
কোথা তোর হরি?
সত্তা তার নাই, মরিয়াছে হরি তোর।

প্রহ্লাদ। পিতা, এমন কথা আর ব'ল না, হরি মরেন না, হরি অমর।

হিরণ্য। অমর যদ্যপি,
তবে কি হেতু না আসে মোর পাশে?
অমর কি ত্রাসে কোন জনে?
দেখা কোথা তোর হরি?

প্রহ্লাদ। হরি সর্ব্বত্র, হরি ব্রহ্মাণ্ড, হরি ব্রহ্ম।

হিরণ্য। মিথ্যা কথা।

প্রহ্লাদ। না পিতা!

হিরণ্য। নিশ্চয় বল্‌ছিস্ তোর হরি সর্ব্বত্র?

প্রহ্লাদ। বাপ্পা হিরণ্যকশিপুর পুত্র কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

হিরণ্য। আচ্ছা, এই স্ফটিকস্তম্ভে তোর হরি আছে?

প্রহ্লাদ। (স্বগত) হে সত্যময় হরি! তোমার ভক্তের বাক্য যেন সত্য হয়। (প্রকাশ্যে) হাঁ পিতা, সর্ব্বস্বরূপ দয়াল হরি ঐ স্তম্ভে আছেন।

হিরণ্য। (সক্রোধে) কি! আমার ভ্রাতৃহন্তা পরম শত্রু দুরাত্মা হরি এই স্তম্ভমধ্যে! প্রহ্লাদ! তোর প্রতি আমি সন্তুষ্ট হলেম, তুই আমার শত্রুর গুপ্ত-সন্ধান ব'লে দিয়ে যথার্থ পুত্রের মতই কার্য্য কল্লি! এই ভাখ, তোর সম্মুখে আমার মহাশত্রু বিনাশ করি।

(সবলে স্ফটিকস্তম্ভে খড়্গাঘাত, স্তম্ভ চূর্ণীকৃত হওন ও তন্মধ্য হইতে বিষ্ণুর নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে সহুঙ্কারে বহিরাগমন)

হিরণ্যকশিপু ব্যতীত সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হিরণ্য। (সক্রোধে)
আরে আরে দৈত্যকুল—অরি হরি,
বিধাতা সদয় মোরে আজ,
গৃহে বসি পাইলাম মহারিপু।
আরে মোর ভ্রাতৃঘাতী,
আয় আয়, শেষ দিন তোর,
শুভ দিন মোর এত দিনে;
আয়, দুরাচার,
পশুমূর্ত্তি নরমূর্ত্তি দুই খণ্ড করি খড়্গ-ঘায়।
(খড়্গাঘাতোদ্যোগ)

নৃসিংহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু। আয় রে পরম ভক্ত,
আয় আয় হিরণ্যকশিপু!
বৈকুণ্ঠপুরীর শক্তি তুই,
তো বিহনে বৈকুণ্ঠ আঁধার বহু দিন;
হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা তোর আমার বিজয়,
তুই মোর ভক্ত জয়।
এত দিনে সনকের শাপ
ত্রিভাগের এক ভাগ হইল পূরণ;
শত্রুভাবে ত্রিজন্মের তোমা দোঁহাকার
এক জন্ম পূর্ণ হ'ল।

হিরণ্য। প্রভু! প্রভু! হরি!

(নৃসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু-বধ)

(বেগে নারদের প্রবেশ)

নারদ। (গীত)

স্ফটিক-স্তম্ভ করি বিদার,
আধ-সিংহ, আধ-নরাকার,
স্তম্ভিত করি, দানব-পুরী,
ভীম মূরতি সাজিছে।
হরিনামদ্বেষী, সুর-নর-রিপু,
দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু,
দশন-নখরে হয়ে বিদীর্ণ,
জানুর উপরি লুটিছে!

যবনিকা-পতন

খোকাবাবু

(প্রহসন)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

দয়াল বাবু	কলিকাতার জনৈক বৈষ্ণব ধনী।
খোকাবাবু	দয়াল বাবুর আদুরে ছেলে।
ফেলারাম	দয়াল বাবুর মোসাহেব।
মনসারাম	দয়াল বাবুর মোসাহেব।

দুই জন মালী।

স্ত্রী

গিন্নী	দয়াল বাবুর স্ত্রী।
ঝি	দয়াল বাবুর বাটীর দাসী।

প্রথম দৃশ্য

কোম্পানীর বাগান।

(দয়ালবাবু, খোকাবাবু, ফেলারাম ও মনসারামের প্রবেশ)

দয়াল। ওহে ফেলারাম! বিকেল বেলার হাওয়া কেমন ঠাণ্ডা?

ফেলা। নিরাকার বরফবিশেষ।

দয়াল। (সহাস্যে) মিথ্যে কথা, এখন যে গরম লাগ্‌ছে!

ফেলা। আজ্ঞা হাঁ, সূর্য্যদেব যে এখনও উঁকি-ঝুঁকি মার্‌চেন।

দয়াল। সূর্য্য কি পদার্থ?

ফেলা। ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়্‌তেম, মাষ্টার মশায় বলেছিলেন, আগুনের পোটমেণ্ট।

মনসারাম। (বিদ্রূপ সহকারে) তুমিও যেমন প্রেমচাদ-রায়চাঁদের বৃত্তিধারী স্কলার, তোমার মাষ্টারও তেমনি ইউনিভারসিটীর সায়েন্সের ফেলো। উভয়েই বিদ্যের জাহাজ! নৈলে সূর্য্যকে বল আগুনের পোটমেণ্ট!

ফেলা। তবে কি?

মনসা। আফিমের চৌরাস্তার গরম লুচি।

দয়াল। (সহাস্যে) জিব দেখি, জল সর্‌চে না কি?

মনসা। লুচি ত লুচি, তেঁতুলের গুদোমে ঢুক্‌লেও এ জিবে জল সবে না।

দয়াল। (হঠাৎ হাঁচিয়া ফেলায় কাঁছা খুলিয়া গেল)

(উভয় মোসাহেব কর্ত্তৃক কাঁছা গুঁজিয়া দেওন)

খোকা। এইও শূওর! বাবার কাঁছা টান্‌চিস্! হু'বেটাকেই পুলিসে দেবো! চৌকীদার! চৌকীদার!

দয়াল। আরে না খোকা, কাঁছা টানে নি; কাঁছা গুঁজে দিলে!

খোকা। কেন গুঁজে দিলে? (মোসাহেবদের প্রতি) আবার খুলে দে, নৈলে মারবো।

দয়াল। কাঁছা কি খুলতে আছে?

খোকা। পাইখানা যাবার সময় খুলিস কেন?

দয়াল। (একটু বিরক্ত হইয়া) তুই বড় বাড়াবাড়ি কোল্লি।

খোকা। (সরোদনে) তুই আমাকে মাল্লি, মাকে ব'লে দেবো, মজা দেখবি।

(মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া রোদন)

দয়াল। (শশব্যস্তে) আঃ, ভাল বিপদে ফেল্লে! ওহে, দাও ত কাঁছাটা খুলে দাও। (বিলম্ব দেখিয়া) হাতে ব্যথা হয়েচে নাকি? খোল না শীগ্‌গির?

(মোসাহেবদ্বয় কর্ত্তৃক কাঁছা খুলিয়া ধরিয়া থাকা)

খোকা। (সানন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে) বাহবা! বাহবা! কাঁছা-খোলা বাবা! কাঁছা-খোলা বাবা! (ফেলারামের প্রতি) এই! আমায় কাঁধে কর। আমি তোর কাঁধে উঠে কাঁছা-খোলা বাবা দেখ্‌বো।

ফেলা। উঁচু থেকে নীচেয় নজর হবে কেন ছোট বাবু?

খোকা। (ছড়ি মারিয়া) তোল্ শূওর!

মনসা। ছড়ির ছড় সইচো, তবু কাঁধে ক'ত্তে পার্‌চো না?

ফেলা। (স্বগত) ছেলে তো নয়, যেন কাট্‌-পিঁপড়ে! বেটার ছেলে আবার না মাথায় ওঠে! (প্রকাশ্যে) এস, ছোটবাবু, এস, কাঁধে চড়!

(স্কন্ধে উত্তোলন)

খোকা। (সহাস্যে) বাবা! বাবা! দেখ্, আমি ঘোড়ায় চোড়েচি!

দয়াল। ঘোড়া নয় বাবাজী, গাধা! গাধা!

খোকা। তবে তুই গাধাটায় চড়্ না বাবা!

মনসা। (স্বগত) এই মজালে রে!

দয়াল। ও বড় কাহিল, তুল্‌তে পার্‌বে না, বাবা!

খোকা। তবে তুই ওকে কাঁধে কর্।

দয়াল। আরে বোকা ছেলে, আমি যে মনিব।

খোকা। তুই একে কাঁধে কোর্‌বি নি? তবে মা'কে বোলে দেবো। (রোদন)

দয়াল। (নিরুপায় হইয়া) এস হে মনসারাম! কাঁধে ওঠো! কিন্তু বেশী চাপ দিও না।

মনসা। আজ্ঞে, তার আর ভয় কি? আমি আল্‌-গোছে চোড়্‌চি, আমায় কাঁধে কোরে না উঠ্‌তে পারেন, আমি আপনাকে টেনে তুলবো।

দয়াল। (স্বগত) যার কপালে যা, ভোগ করে সে তা! এক যাত্রায় পৃথক্ ফল! (মনসারামকে স্কন্ধে উত্তোলন)

খোকা। (ফেলারামের স্কন্ধ হইতে) বা! বাবা গাধা! বাবা গাধা! (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) বাবা, ওটা কি!

দয়াল। (দেখিয়া) তাঁবু।

খোকা। ওতে কি হয়?

দয়াল। ওতে সাহেবেরা শোয়!

খোকা। তবে আমিও তাঁবুতে শোবো।

দয়াল। আচ্ছা, এখন চল বাবা, সন্ধ্যে হোলো, বাড়ী চল। বাগানে তোমার জন্যে তাঁবু খাটিয়ে দেবো। ওহে, গাড়ী তোয়ের কত্তে বল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দয়াল বাবুর অন্তঃপুর।

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী। ঝি! ও ঝি!

(ঝির প্রবেশ)

বেটীদের সন্ধ্যে-বেলায় ঘুম না কি? ডাক্‌বার আগেই সাড়া দিবি, নৈলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো। যা শীগ্‌গির পিয়ারের সাবানখানা গোলাপ-জলে ডুবিয়ে নিয়ে আয়, রেশমি রুমালখানা গস্‌নেলের ফ্লোরিডা ওয়াটারে ভিজিয়ে নিয়ে আয়, ল্যাবেণ্ডারে বড় তোয়ালেখানা খুব ডুবিয়ে আন্, সিঁদুরে একটু বেলার আতর মিশিয়ে আন।

ঝি। মিশিতে কর্পূর মিশিয়ে আনবো কি?

গিন্নী। চোপ্, হারামজাদি! আমি কি পাড়া-গেঁয়ে মেয়ে, তাই মিশি দাঁতে দেবো? ডাক্তার জ্যাক্‌-সনের টুথ পাউডার আর ফ্রেঞ্চ টুথ-ব্রস্‌খানা নিয়ে আয়।

ঝি। আন্‌চি, মা-ঠাক্‌রুণ।

[প্রস্থান।

(দয়ালবাবু ও খোকাবাবুর প্রবেশ)

গিন্নী। (দয়ালের প্রতি) বলি হাঁ গা, তোমার কি আক্কেল! এই কচি ছেলে, ননীর পুতুল, হাঁটবার আগে হোঁচট খায়, সদর-দরজা থেকে হাঁটিয়ে এনেচো! কোলে কোত্তে কি কোঁকে ব্যথা হয়? (খোকার প্রতি) এস বাবা! কোলে এস। তোর যেমন কপাল! কোথায় অষ্ট প্রহর কোলে কোলে বেড়াবি, না ভিখারীর ছেলের মতন হেঁটে হেঁটে সারা হোলি। ঢের ঢের বাপ দেখেচি, কিন্তু এমন গুণের বাপ আর কোথাও দেখিনি।

দয়াল। আঃ, কি পাগলের মত বোকচো?

খোকা। মা, তাঁবুতে শোবো।

গিন্নী। হ্যাঁ গা, "তাঁবুতে শোবো" বলে কি?

দয়াল। ওগো! আজ মাঠে খোকা সাহেবের তাঁবু দেখেচে, তাই শুতে চাচ্চে।

গিন্নী। তাঁবুতে শুলে আরাম হয় না কি?

খোকা। খুব ঘুম হয় মা!

গিন্নী। তবে আমিও শোবো।

দয়াল। কেবল আমিই বাকি রইলুম।

গিন্নী। সে কি, সে কি, তোমাকেও একটু জায়গা দেবো, কিন্তু নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে বার কোবে দেবো। তোমার যে নাকের ডাক, যেন চৌকীদারের হাঁক।

দয়াল। তবে আমি এখন বৈঠকখানায় চোল্লেম। কাল খালপারের বড় বাগানে তাঁবু খাটানো যাবে। লদেও তেওয়ারীকে দিয়ে বুল সাহেবকে একটা তাঁবুর জন্যে চিঠি লিখে দি।

গিন্নী। চিঠিতে যদি দেরি হয়, তুমি নিজেই কেন চুড়ী গাড়ীতে দৌড়ে যাও না। আজ রাত্তিরেই খাটান চাই।

দয়াল। একে পৌষ মাস! তাতে কন্‌কনে শীত! কাল দুপুরবেলাতেই ঠিক হবে।

গিন্নী। (বিরক্তভাবে সরোষে) বটে, আমার হুকুম মান্‌বি না, এখনি যাবে তো যাও, নৈলে সারা রাত ছাদের হিমে দাঁড় করিয়ে রাখবো।

দয়াল। আচ্ছা, যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যানপার্শ্বস্থ পথ।

(দুই জন মালীর প্রবেশ)

প্রথম মালী। বুল্ সাহেব বাগানে খুব বড় তাঁবু খাটিয়ে গেল।

দ্বিতীয় মালী। টাকাও তো কম নিলে না, এক রাত্তিরে পঞ্চাশ টাকা।

প্র। বড় মানুষের খেয়ালই ওই। আমরা এক মাস খাটি, পাঁচ টাকা মাইনে পাই, আর তাঁবুর বেলা একদম পঞ্চাশ টাকা। সাহেব না হোলে বাঙালী ঠকে কই? বাঙালী যেমন বুনো ওল, সাহেব তেম্নি বাঘা তেঁতুল! আচ্ছা খোকাবাবু! পঞ্চাশ টাকায় তাঁবু! দয়াল বাবু কাবু।

দ্বি। তাঁবুতে হবে কি?

প্র। খোকাবাবু আর গিন্নী-মা শোবে।

দ্বি। এই পৌষমাসের শীতে গরম ঘর ছেড়ে, বাতাসে তাঁবুতে শোবে, এ কেমন কথা?

প্র। বড় মানুষদের ঘি-দুধ-মাংসখেকো গরম চর্ব্বি পৌষের শীতে নরম হয় না।

দ্বি। টানা পাখা টান্‌তে হবে না কি?

প্র। আমাদের আর আশান্ নেই, দাদা! শীত-কালেও পাখা টানো। চল, দু'জন গিন্নী-মায়ের জন্যে ফুলের তোড়া বাঁধি গে, আবার খোকাবাবুর জন্যে সাদা ফুলের পাগড়ী তৈয়ারী কোত্তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দয়াল বাবুর বাগান। বাগানের মধ্যে তাঁবু সজ্জিত। চতুর্দ্দিকে চেয়ার স্থাপিত।

(দয়ালবাবু, খোকাবাবু, ফেলারাম ও মনসারামের প্রবেশ)

খোকা। বাবা, তাঁবু কই?

দয়াল। ঐ যে তাঁবু।

খোকা। কখন্ শোবো?

দয়াল। এই সন্ধ্যে হ'লেই শোবে।

খোকা। কখন্ সন্ধ্যে হবে?

দয়াল। সূয্যি ডুব্‌লেই।

খোকা। কখন্ সূয্যি ডুব্‌বে?

দয়াল। যখন সন্ধ্যে হবে।

খোকা। অত দেরি সয় না; সূয্যিকে ধোরে এনে পুকুরে ডুবিয়ে দে।

দয়াল। সূয্যি কি ধরা যায়? অনেক উঁচুতে যে।

খোকা। কেন যাবে না? লাফ মার না।

দয়াল। (ফেলারামের প্রতি) ওহে, লাফ মেরে সূয্যি ধর।

ফেলা। আমার কর্ম্ম নয়, মশায়, মনসারামকে বলুন।

মনসা। আজ্ঞে না, ধর্ম্ম-অবতার। ত্রেতাযুগে আমার পালা গেচে; বর্ত্তমান কলিযুগের পালা ফেলারামের।

(জলখাবার পূর্ণ পাত্র ও চিনি লইয়া জনৈক মালীর প্রবেশ ও একখানি চেয়ারের উপর রাখিয়া দণ্ডায়মান)

খোকা। আমি শুক্‌নো চিনি খাব না, ভিজিয়ে দে! (মালীর তদ্রূপকরণ)

খোকা। আমি ভিজে চিনি খাবো না, শুক্‌নো চিনি খাবো!

দয়াল। যা রে, শুক্‌নো চিনি নিয়ে আয়।

খোকা। না, আলাদা শুক্‌নো চিনি খাব না, ঐ ভিজে চিনি শুকিয়ে দে।

ফেলা। ছোটবাবু, অত জল কি শুকোয়? তাতে আবার শীতকাল।

খোকা। তবে তোর গায়ে ঢেলে দিই, শূওর!

(তদ্রূপকরণ)

ফেলা। (স্বগত) আমার কি ঝক্‌মারির চাক্‌রী! এ ভরপূর শীত, ছেলে বেটা কোল্লে কি গা! গায়ে জল ঢেলে সব কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দিলে। মোসাহেবি চাকরী করার চেয়ে পাইখানা খাটাও ভাল।

খোকা। (কচুরি চিবাইতে চিবাইতে একটু বাহির করিয়া মনসার প্রতি) খা শূওর! (মনসারামের ইতস্ততঃকরণ) কি, খাবি নি, শূওর? আমি মুখ থেকে বের ক'রে দিলে, আমার টীম কুকুর খায়, তুই খাবি নি? তুই কি তার চেয়ে ভদ্দর লোক? আচ্ছা, না খা, এই তোর গায়ে ঘোসে দিলুম। (তদ্রূপকরণ)

মনসা। (স্বগত) পেটের জ্বালায় কত জ্বালাই সইতে হয়। আমার এমন ছেলে হ'লে কানে তাল-পটকা, নাকে ছুঁচো-বাজী গুঁজে দিয়ে মেরে ফেলতুম। বড়মানুষ এক অদ্ভুত জীব! বড়মানুষের মাগ অদ্ভুত জীব! বড়মানুষের ছেলেও অদ্ভুত জীব! এমন আদুরে ছেলে তো কখন দেখিনি বাবা! যেন জলজ্যান্ত আদরের পাকা রম্ভা!

দয়াল। ওহে, যাও হে, তোমরা কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলো গে—যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী। (তাঁবু দেখিয়া) আহা, এই বুঝি তাঁবু! যেন আমার মামার বাড়ীর বুড়ো শিবের মন্দিরটি। বাবা আমার তাঁবু আলো ক'রে শোবে। (দয়ালবাবুর প্রতি) দেখ গা, আমার শোবার ঘরেও একটা তাঁবু খাটিয়ে দিও।

দয়াল। ঘরে ধোরবে কেন?

গিন্নী। আল্‌বাৎ ধোরবে, নইলে তোমায় ঘরে ঢুকতে দেবো না।

(সহসা নেপথ্যে হুপ হুপ্ শব্দ)

খোকা। ওটা গাছের উপর হুপ্ হুপ্ কোরে কি লাফিয়ে গেল বাবা?

দয়াল। হনুমান্।

খোকা। আমি আবার হনুমান্ দেখবো!

দয়াল। ও যে পালিয়ে গেল বাবা!

খোকা। তা যাক্, তবু দেখবো। (রোদন)

গিন্নী। ছেলেকে কাঁদাও কেন গা? হনুমান্ দেখাও না?

দয়াল। তুমিও যে দেখচি—

গিন্নী। (বাধা দিয়া) হনুমান দেখাবে কি না? ছেলে কেঁদে খুন হ'লো যে।

খোকা। হনুমান্ দেখবো। হনুমান্! হনুমান্!

(কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় গড়াগড়ি দেওন)

গিন্নী। ও মা, কি হবে গো! ছেলে গেলো যে! ছেলে গেলো যে! হনু হনু কোরে ছেলে লাল হয়ে উঠলো যে। আর দেরী সয় না। তুমিই হনুমান্ হয়ে ছেলেকে ঠাণ্ডা কর। নেও, শীগ্‌গির সাজো।

দয়াল। (সবিস্ময়ে) আমি হনুমান্ হবো কি গো!

গিন্নী। হবে না তো কি? ছেলে কেঁদে দম্ আটকাবে বুঝি।

দয়াল। আমি যে মানুষ।

গিন্নী। না, তুমি হনুমান্! সত্য মিথ্যে এখনি খোকা দেখে বুঝবে।

খোকা। হ্যাঁ, বাবা হনুমান্! হও বাবা হনুমান্! ও মা, বাবাকে হনুমান্ তৈরী কর্ না?

গিন্নী। (উচ্চৈঃস্বরে) মালী! মালী! শীগ্‌গির কোংরা গুড় আর তুলো নিয়ে আয়। নয় তো পাড়া থেকে হনুমানের একটা মুখোস নিয়ে আয়।

নেপথ্যে মালী। যাচ্চি, গিন্নী-মা!

দয়াল। ও গিন্নি, শীতকালে কস্তে চাও কি?

(খোকার রোদন)

গিন্নী। না বাবা, কেঁদো না, কেঁদো না, এখুনি হনুমান্ দেখাচ্চি, যেমন তেমন হনু নয়, বাবা হনু!

(হনুমানের মুখোস লইয়া মালীর প্রবেশ)

গিন্নী। (দয়ালবাবুর মুখে মুখোস্ পরাইতে পরাইতে) খোকা, দেখ কেমন হনুমান্।

খোকা। বেশ হনূমান্—বেশ হনূমান্, আজ কৈ মা?

গিন্নী। তাই তো রে, এ যে বেঁড়ে হনূমান্! যা মালী যা, শীগ্‌গির শট্‌কার নল নিয়ে আয়।

[মালীর প্রস্থান।

দয়াল। ওগো, থামো না। আর কেন? বেঁড়েই থাকি।

গিন্নী। বটে, আমার ছেলে বড় না বেঁড়ে হনূমান বড়!

(শট্‌কার নল লইয়া মালীর পুনঃপ্রবেশ)

মালী। এই শট্‌কার নল এনেচি, গিন্নী-মা!

গিন্নী। (নল লইয়া কর্ত্তার পশ্চাদ্দিকে গুঁজিয়া দিতে দিতে) এই দে[illegible]বাবা! কেমন পূরো হনূমান্!

খোকা। এখন তো হয় নি মা! নাচ দেখবো।

গিন্নী। বটেই তো, ওরে মালী, শীগ্‌গির একগাছা দড়ী আর মর্ত্তমান কলা আন্ তো, হনূমানের কোমরে দড়ী বেঁধে নাচাই—কলা দেখাই।

[মালীর প্রস্থান।

দয়াল। ওগো, এখনো আশা মেটে নি?

গিন্নী। হনূমানের মুখে মানুষের মত কথা কেন? কেবল মুখ খিঁচোও।

(দড়ী ও কলা লইয়া মালীর পুনঃপ্রবেশ)

গিন্নী। (দড়ী কোমরে বাঁধিয়া) নাচ রে আমার হনূমান্, খেতে দেবো মর্ত্তমান্!

দয়াল। (নাচিতে নাচিতে) কর গিন্নী পরিত্রাণ।

খোকা। ও হনূমান্, হুপ হুপ কর্ না!

দয়াল। হুপ, হুপ, হুপ।

খোকা। আবার নাচ হনূমান্!

দয়াল। আর পারি নি, বাবা।

গিন্নী। মর্ত্তমান কলা কি অম্নি? নাচো বোল্‌চি।

খোকা। নাচ বাবা হনূমান্, খেতে দেবো মর্ত্তমান!

দয়াল। (নাচিতে নাচিতে) রাম! রাম! রাম! কপালে এতও ছিল! ভ্যালা আদুরে ছেলে খোকাবাবু! ভ্যালা নেই-আঁকুড়ে মাগ। আমার মত যারা মেগের বশ, ভাগ্যে তাদের এম্নি যশ!

সম্পূর্ণ

হীরে মালিনী

কৌতুক-নাট্যগীতি

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

সুন্দর	...	...	কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র।
ভুখন সিং	...	...	কোটাল।
ফুকন সিং	...	...	কোটাল।
বোম্-পাগল	...	...	জনৈক পাগল।

স্ত্রী

হীরে মালিনী	...	...	রাজকন্যা বিদ্যার মালিনী।

যুবতীগণ ও নারীগণ।

প্রথম দৃশ্য

বর্দ্ধমান—নগরতোরণ।

ফুকন্ সিং ও ভুখন সিং।

ফুকন্ সিং। ভেইয়া ভুখন্!

ভুখন সিং। ক্যা ভাইয়া ফুকন্?

ফুকন্ সিং। রহো হুঁসিয়ার।

ভুখন সিং। ঔকয়া কাহার?

ফুকন্ সিং। উআ দেখতে হো এক আওইয়া!

ভুখন্ সিং। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) হাঁ হাঁ, ভাইয়া! হাত মে হাতিয়ার—কোই লড়েইয়া?

ফুকন্ সিং। বিনা সমঝ শড়ক ন ছোড়া।

ভুখন্ সিং। সাধ হোয় তো ছোড়ো, দুষ্‌মন্ হোয় তো তালবার সে ফাড়ো।

(সুন্দরের প্রবেশ)

ফুকন সিং। কাঁহা সে আতে হো রাহী?

সুন্দর। অনেক দূর।

ফুকন্ সিং। কেৎনা দূর?

সুন্দর। কাঞ্চীপুর।

ফুকন্ সিং। হিন্দুস্থান কা দছিন মে যো কাঞ্চীপুর?

সুন্দর। হাঁ, সেই কাঞ্চীপুর।

ফুকন্ সিং। কাঁহা যাও গে?

সুন্দর। যেখানে যাবার, এসেছি সেথা।

ফুকন্ সিং। কুছ্ নেহি সমঝ্‌তা।

সুন্দর। এই বর্দ্ধমান সহরে।

ফুকন্ সিং। ইঁহা ক্যা দরকার?

সুন্দর। বিদ্যা লাভ।

ফুকন্ সিং। তব্ তুম্ পড়ুয়া?

সুন্দর। হাঁ কোটাল, ভাই!

ফুকন্ সিং। ঝুট্ বাৎ।

সুন্দর। না না, আমি মিথ্যা কথা বলিনি।

ফুকন্ সিং। হাঁ, তুম্ মুখা কাথা বোলিয়েসে।

সুন্দর। না, ভাই।

ভুখন্ সিং। (সরোষে) ফের বোল্‌তা না ভোঁই?

সুন্দর। রাগ কর কেন, ভাই?

ভুখন্ সিং। রোগ করযে না কিনো? তুমি যো বিদ্যালাভ কর্‌তে আইয়েসো, সো কাঁথা হাম কিমোন করিয়ে বুঝবে? পড়ুয়া কা ক্যভি এয়সন্ পোষাক হোতা হায়?

সুন্দর। বিদ্যালাভার্থী পোড়োর তবে কেমন পোষাক হয়?

ভুখন্ সিং। খালি পাঁও—ই-আ চট্টী জুতী চদ্দর ধোতী—শির পর চন্দন চুট্‌কী, হাতমে পোথী।

সুন্দর। আমারও পুথি আছে।

ভুখন্ সিং। দেখলাও হামার কাছে।

সুন্দর। (পরিচ্ছদমধ্য হইতে খুঙ্গী পুথি বাহির করিয়া) এই দেখ পুথি. বিশ্বাস হচ্ছে?

ভুখন্ সিং ও ফুকন্। হঁ। থোড়া থোড়া হইয়েসে।

সুন্দর। পুরোপুরি হয় নি?

ভুখন্ সিং। পড়ুয়াকা এয়সন্ পাগড়ী, এয়সন্ পায়-জামা, এয়সন্ জা জোড়া—এয়সন্ বড়িয়া-জুতী—এয়সন্ বীরবৌলী—এয়সন মোতিকা মালা ক্যভি হোতা হায়?

ফুকন্ সিং। ফের কোমরবন্দমে হাতিয়ার ঝুল্‌তা হায়?

ভুখন্ সিং। এ তোম্ কয়সন পড়ুয়া?

ফুকন্ সিং। চোট্টা ভেড়ুয়া।

সুন্দর। কেন ভাই কোটাল আমায় বৃথা গালাগালি দিচ্চো? আমি নই চোর ভেড়ো—বাস্তবিক বিদ্যালাভের পোড়ো। তোমাদের বর্দ্ধমানের বিদ্যালাভ কত্তে এলে এরূপ পোষাক না হোলে কার্য্যসিদ্ধি হবে কেন?

ফুকন্ সিং। আচ্ছা ওহি সচ্, লেকেন তল্‌বার্‌মে পড়ুয়া না লড়ুয়া হোতা?

সুন্দর। হাঁ, বোল্‌তে পার এ কথা। তোমরা আমার তরবারি নেও—সহরে যেতে দেও।

(তরবারি প্রদান)

ফুকন্ সিং। (তরবারি লইয়া) বাহবা! বড়া বড়িয়া হাতিয়ার। তোম্‌হাবে কাঞ্চীপুরকা ত্যলবার খুব খবসুরৎ।

ভুখন্ সিং। পঢ়ুয়া ভাই! তোম্ বরধমান্ সহরমে ক্যওন পণ্ডিতজী কা টোলমে ক্যওনসা শাস্তর প্যঢ়োগে?

সুন্দর। আমি বর্দ্ধমানের বিদ্যালাভের আশায় মদন-পণ্ডিতজীর টোলে রতিশাস্ত্র পড়বো।

ভুখন্ সিং। (ভাবিয়া) ফুকন্ সিংএর প্রতি) এ ভাই ফুকন্ সিং! বরধমান্‌মে মদনপণ্ডিতজী কোন্ হ্যায় হো?

ফুকন্ সিং। (ভাবিয়া) বদনপণ্ডিতজী কা ভাই হোগা।

ভুখন্ সিং। আউর রতিশাস্তর ক্যয়সন্ চীজ?

ফুকন্ সিং। ভগবদ্গীতা উভা হোগা।

ভুখন্ সিং। যো হোগা সো হোগা। পড়ুয়া কো সহরকে অন্দর জানে দেও।

ফুকন্ সিং। এ ভাই পড়ুয়া! এই ফটককা অন্দর সে বরাবর সহরমে চলা যাও। এই ছাড় ফরমান লেও। কোই রোখনে সে দেখাও, ছোড় দেগা। (ছাড় ফরমান দিয়া) তোম্‌হারা নাম?

সুন্দর। সুকবি সুন্দর।

ফুকন্। যাও অভি অন্দর।

[সুন্দরের তোরণমধ্য দিয়া প্রস্থান।

ভুখন্ সিং। এ ফুকন্! ইয়ে হাতিয়ার তোহার কি মোহার?

ফুকন্ সিং। হামারা হাতমে দিয়া—হামার।

ভুখন্ সিং। ই কয়সন্ বিচার?

ফুকন্ সিং। তব তু লে খাপ, হাম লেই ত্যলবার।

ভুখন্ সিং। (সপরিহাসে) বাজী বা! তু বড়া হুঁসিয়ার! তু লেগা চিড়িয়া, হাম লেগা পিঞ্জরা! বা ইয়ার!

ফুকন্ সিং। তব্?

ভুখন সিং। বাজারমে বেচকে যো হোগা দাম; আধা তেরা, আধা মেরা—ইয়ে দোনো কো ইনাম।

ফুকন সিং। আচ্ছা, সোই হোগা।

(ফুলডালী-কক্ষে হীরে মালিনীর প্রবেশ)

ভুখন সিং। (হীরে মালিনীকে রাগাইবার জন্য ব্যঙ্গরসে) এ ফের কোন্ হ্যায়?

হীরে। (কর্কশবাক্যে সরোষে) তোর বাবা হায়।

ভুখন্ সিং। (ব্যঙ্গরঙ্গে) তু হামার বাবা?

হীরে। (সরোষে) তোর বাবা—তোর বাবার বাবা—তোর বাবার বাবার বাবা--তোর বাবার বাবার বাবার বাবা।

ফুকন্ সিং। আরে বাপ্! তব্ তু ভগবান্ ব্রহ্মা!

ভুখন্ সিং। বরহ্মা, না বরহ্মী?

হীরে। চোকের চোক খেয়েচিস্ কি রে আহাম্মী?

ভুখন্ সিং। তু মাদী, না মরদ্?

হীরে। আমি মাদী মরদ্ দুই-ই।

ভুখন্ সিং। (যেন চিনিতে পারিয়া সপরিহাসে) ও! হীরামণি মালিনি! পাঁও লাগে, পাঁও লাগে।

ফুকন্ সিং। দণ্ডবৎ দণ্ডবৎ, বাবাজী!

হীরে। (সরোষে) কি, আমায় ঠাট্টা? ওরে ও ড্যাকরা! জানিস্ বর্দ্দমানে বীরসিংহ রাজা; দেখাবো মজা, গুহ্যে শূল গোঁজা! জানিস্, ব্যাটারা! আমি রাজ-কন্যে বিদ্যের আয়ী!

ভুখন্ সিং। এ ভাই ফুকন্! আপ্নী কিস্‌কো বোলে?

ফুকন্ সিং। দাদী—দাদী।

ভুখন্ সিং। দাদী?—তব্ হীরামণ বাদশাজাদী।

হীরে। কি মেড়া! পোলো ছেঁড়া! আমি হারামজাদী?

ভুখন্ সিং। হারামজাদী নেহি—বাদশাজাদী দাদী।

হীরে। ও মুখপোড়া ছাতুখোর খোট্টা! আমায় ঠাট্টা! দাঁড়া তবে—

(গীত)

আন্‌চি ডেকে ধূমকেতুকে,
ধুমধুমিয়ে ধুন্‌বে তূলো।
যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুর,
এবার হারামজাদী বোলো॥
ফটক-চোকা ঘুচিয়ে দেবো,
ফটক চোকা দেখিয়ে দেবো,
গাল দেওয়ার দাদ তুলে নেবো,
শালার ব্যাটা ট্যাঁটা হুলো॥

ফুকন্ সিং ও ভুখন্ সিং। (গীত)

মৌগী বোলে শোলার বিটা
খাট্টামিঠা চাটনী।
আও তু তু—আও তু তু
কড়িয়া রাঁড়ী কুট্‌নী।

হীরে। (গীত)

কুট্‌নী আমি? ও আঁটকুড়ো,
কোট্‌না কোটা ভেড়োর ভেড়ো,

ফুকন্ সিং ও ভুখন্ সিং। (গীত)

না, দাদী, তুই কুট্‌নী নেহি,
রসের হাঁড়ীর ঘুঁট্‌নী॥

হীরে। (সরোষাভিমানে ভূতলে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ও মা! কি ঘেন্না! আমি চাট্‌নি—কুট্‌নী—ঘুঁট্‌নী! আমায় মেয়েমানুষ পেয়ে, কুচ্ছো গেয়ে কাঁদিয়ে দিলে! অমন যে আমার ভাতার—যেন লক্কা কবুতার—তারও মরণকালে আমার কান্না পায় নি; কিন্তু আজ যে আর চোখে জলধারা ধরে না। ও মা! কি হবে! চোখ দুটো যে উঠলো গেবে। উঃ! অনেক কেলে জমাট জল, আজ যেন নাম্‌লো ঢল! চোখের ভুরুতে ছানো পোড়বে নাকি।

ভুখন্ সিং। হাঁ হাঁ,—ওইঠো বাকি।

হীরে। (সরোষে ভূতলে আঙ্গুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে) মর্ মর্, সদ্যি মর্,—বড়ির পাচন যেন খেতে না হয়। তোদের বাপ আঁটকুড়ো হোক্—মা হাহাকার করুক—মাগ সীঁতের সিঁদূর মুছুক। আমি ওলাইচণ্ডীকে ছানার মুণ্ডী মান্‌সিক দেবো, আর যেন তোদের ভোজপুরে ফিরতে না হয়—না হয়—না হয়। এই আমি চল্লুম বড় কোটালজী ধূমকেতুকা পাশ, আজ দেখ্‌বেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা।

[ফুলের ডালী ফেলিয়া বেগে প্রস্থান।

ভুখন্ সিং। আরে দাদী জী, শুনো শুনো।

নেপথ্যে হীরে। দেখ্‌বেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা—দেখবেঙ্গা।

ভুখন্ সিং। দাদী সাহাব! ফল কা ডালী ইহাঁ।

(বেগে হীরে মালিনীর পুনঃ প্রবেশ)

হীরে। ও মা! আমার কি আবভেরম্! ডালী ভুলে গেচি, ভাগ্যে ভোজপুরে ব্যাটারা চুরি করে নি। (ডালী লইয়া) আজ দেখ্‌বেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা দেখ্‌বেঙ্গা।

[বেগে প্রস্থান।

ভুখন্ সিং ও ফুকন্ সিং। আরে হীরামণ? বড়ে কোটালকা কাছি যাইও না—শুনো শুনো!

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বর্দ্ধমান—উদ্যানপার্শ্বস্থ পথ।

(গাহিতে গাহিতে সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর (গীত)

এই তো এলেম, এই তো পেলেম,
সাধের নগরী।
সাধের সাধ মিটবে, পেলে বিদ্যে নাগরী॥
খবর পেয়ে ভাটের মুখে
সাহস এঁটে আশার বুকে,
নবীন প্রেমের নেসার ঝোঁকে,
টলচি আমি ভারি॥
বিদ্যে আমার আশার আসা,
বিদ্যে আমার ভালবাসা,
বিদ্যেলাভের আশায় আসা,
বিদ্যে আমারি;—
বিদ্যে বিনে তিন ভুবনে সবই আঁধারি॥

মস্ত সহর, বেশ মনোহর, কিন্তু সবাই পর। এখন কোথায় যাই, বাসা পাই? এই যে, এ দিকে, আমায় দেখে কারা আস্‌চে! ওদেরি জিজ্ঞাসা করি। না, হলো

না, ওরা যে যুবতী নারী। মরি মরি, এ নগরের নাগরীরা খুব মনোহরা, যেন পরীর পারা। তবে না জানি, এদের রাজার মেয়ে বিদ্যে আরও কত সুন্দরী। সুন্দর! তোমার ভাগ্যে কি এই রূপসীকুলের রূপদর্পহারিণী সেই বিদ্যে-সুন্দরী লাভ হবে? ভাটের মুখে শুনেচি, যে জন বিদ্যের বিদ্যে পণ কোর্‌বে সম্পূরণ, সেই পাবে সেই অমূল্য ধন। ভাল, দেখি কি করেন মা কালী,—চিনি পাই, কি পাই বালি।

(কলসী কক্ষে যুবতীগণের প্রবেশ)

যুবতীগণ। (গীত)

দেখ্‌ লো, দেখ্‌ লো, দেখ্‌ লো সই।
মরম-জ্বালায়, সরম পালায়,
মন যে মজায় কে লো অই॥

১ম যুবতী। (গীত)

আহা, ম'রে যাই, লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।

২য় যুবতী। (গীত)

যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া,
যাই পলাইয়া সাগর-পারে॥

৩য় যুবতী। (গীত)

শুন লো বচন, লয় মোর মন
এ নব রতন, ভুবনমাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া, পরিলে সাজে॥

৪র্থ যুবতী। (গীত)

মোর মনে লয়, এই মহাশয়,
চাঁপাফুলময়, খোঁপায় রাখি,
হলদী জিনিয়া, তনু চিকণিয়া,
স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি॥

১ম যুবতী। (গীত)

ধিক্ বিধাতায়, হেন যুবরায়,
না দিল আমায়, দিবেক কারে?

২য় যুবতী। (গীত)

এই চিতগামী হবে যার স্বামী,
দাসী হয়ে আমি, সেবিব তারে।

সকলে একত্রে। (গীত)

ঘরে গিয়া আর, দেখিব কি ছার,
মিছার সংসার, ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী,
ননদী নাগিনী, বিষের ভরা॥

১ম যুবতী। (গীত)

সেই ভাগ্যবতী, এই যার পতি,
সুখে ভুঞ্জে রতি, মন আবেশে।

সকলে একত্রে। (গীত)

এ মুখ-চুম্বন, করয়ে যখন,
না জানি তখন, কি হয় শেষে॥

[যুবতীগণের প্রস্থান।

সুন্দর। আমিও গিয়ে ওই রাজবাগানের সরসী-তীরে বকুলতলায় বোসে থাকি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বর্দ্ধমান—রাজোদ্যানমধ্যস্থ সরোবরতটে বকুলবৃক্ষ।

বকুলবৃক্ষতলে সুন্দর উপবিষ্ট।

(ফুলডালীকক্ষে গাহিতে গাহিতে দূরে হীরে মালিনীর প্রবেশ)

হীরে। (গীত)

চোক্ থাক্‌তে যে জন কাণা,
সে জন আমায় কুরূপ বলে।
আমার মতন রূপ অপরূপ
নাই কো কারো ভূমণ্ডলে॥
ফুলবাগানের ফুলকুমারী,
হীরেমণির রূপ-ভিখারী,
আমার রূপের ছটা পেলে,
তবেই ফুলের রূপটি খোলে,—
বর্দ্ধমানের শোভার ঘটা
গাছ-ফুলে নয়, হীরে-ফুলে॥

গাছের নাকে ফুলকলি—আমার নাকে রসকলি। গাছের ফুলকলি দেখে ভ্রমর ভোঁ ভোঁ করে—আমার রসকলি দেখে নাগর গোঁ গোঁ করে। ফুলগাছে আমার অনেক মিল আছে। তাতে আবার আমি মালিনী, ফুলগাছ ছাড়া থাকিনি। গাছের ফুল, মানুষ-ফুল দুই-ই

ভালবাসি, কিন্তু কপালদোষে এ ছার দেশে, মনের মতন তেমন মনোমোহন মানুষফুল মেলে না। হায় রে পোড়া কপাল, মানুষ-ফুল খুঁজে খুঁজে হোলুম নাকাল! তবু মেলে কই সাধের মানুষ ফুল! কেবল মন ব্যাকুল! যদি মনের মত মানুষ-ফুল পাই আজ, পূজি তবে মদনরাজ, দিয়ে আমার প্রেমের সাজ। (বকুলবৃক্ষমূলে সুন্দরকে দেখিয়া সানন্দে) ও মা, এই যে, মেঘ না চাইতে জল! বা রে বা, মদন ঠাকুরের কি কল! ফুল তো ফুল, একেবারে ফল!

(সভঙ্গী গীত)

(ই-হি-হি!) আর যে আমি রইতে নারি,
মন যে ভারি চমকে উঠে।
(উ হু-হু!) রূপের ছটা, মিষ্টি কাঁটা,
পুটুস পুটুস চোখে ফোটে।
হীরেমণির মন মোহিতে,
চাঁদ এলো কি এই মহীতে,
মিলন হোলে ওর সহিতে,
তবেই মনের ইচ্ছা মেটে।

এই চাঁদের সঙ্গে মিষ্টি আলাপ কোর্‌ব কি না—লজ্জা করে, মুখে বাক্ না সরে। কিন্তু ঠোঁট রাখলে বেঁধে, প্রাণ যে ওঠে কেঁদে। মুখ ফোটাই, বাক্ ছোটাই; না হয়, এ যুবরাজ আমায় বোল্‌বে নির্লাজী, আমি তাতেও রাজী।

(গীত)

(বলি) ওহে ও বিদেশী, কিসের অভিলাষী,
আমি তোমার দাসী, খুলে বল।
স্বর্গে গেছে স্বামী, মর্ত্ত্যে আছি আমি,
কাঁকে কেন তুমি, ঘরে চল।
বুকের মাঝে তোমায় রাখবো আমি
সদাই হব তোমার অনুগামী,
বঁধু! তোমার আমি, নাগর আমার তুমি,
ওঠ—চল, বঁধু বেলা গেল।

সুন্দর। (স্বগত) আ মোলো, এ কি হোলো। মাগী বলে কি! ছি ছি ছি! আমি বিদেশী পুরুষ, আমার সঙ্গে রসরঙ্গে কথা কয়, এ কথা তো ভাল নয়। যদি ফের দেখি এর রঙ্গ বেয়াড়া, উল্টো কথায় মুখের মত দেবো সাড়া, মাগী ছুটবে পেয়ে তাড়া।

হীরে। (গীত)

ওহে নাগর, রসের সাগর,
মুখ নামিয়ে কেন বোসে।
প্রাণ দিয়ে, প্রাণ, কোর্‌ব সোহাগ,
হৃৎপিঞ্জরে রাখবো পুষে।

সুন্দর। (গীত)

নাগর বোলে আদর কেন,
ছি ছি, আর বোলো না হেন,

হীরে। (গীত)

নাগর বিনে কি বলবো, ভাই,
ঐ কথাই যে মনে আসে।

সুন্দর। (গীত)

না না, মাসি! আমি তোমার
বোন্‌পো যে গো এই বিদেশে।

হীরে। (সদুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) হা কপাল, বিনি মেঘে বজ্রাঘাত। কোথায় নাগর, না কোথায় বোন্‌পো! কোথায় কথা কব হেসে, না ব্যথা পেলুম শেষে! পোড়া কবিরে বলে,—চাঁদের বদনে সুধা ঝরে, সুধা না বিষ ঝরে! নৈলে এমন সোনার চাঁদমুখে অমন মর্ম্মভেদী ধর্ম্মবাদী ঘর্ম্মনদী কথা শুনবো কেন? উঃ রে উঃ! ভারি কষ্ট, সব নষ্ট! মিলনের আগেই বিচ্ছেদ! এমন কারুই হয় না! আর সয় না—সয় না—সয় না! প্রাণ রয় না— রয় না—রয় না! শরীর বয় না—বয় না—বয় না। হা হতোঽস্মি!

(ভূতলে পতন)

সুন্দর। (শশব্যস্তে নিকটে গিয়া) আহা, আহা, এ কি হলো! মাসি! মাসি! ও মাসি!

(কলসীকক্ষে যুবতীগণের প্রবেশ)

যুবতীগণ। (গী)

মাসী বোলে ডাকছে তোকে বোন্‌পো তোর,
উঠে বোস্ ও মালিনি, কাট্‌লো ঘোর।
জানিনি আগে মোরা,
চাঁদের পারা গুণমণি,
বোন্‌পো তোর ও মালিনি!
ধন্যি তুই হীরেমণি,
ভারি তোর কপাল জোর।

হীরে। (উঠিয়া বসিয়া স্বগত) যেখানে মধু, সেইখানেই মাছি। এ হতভাগী, উটকপালী, চিরোন-দাঁতী, বেরালচোখী, প্যাঁচামুখী, বেটীরে কোত্থেকে যোত্তে এসো! যদিও ঘোরফের কোরে, হাতে পায়ে ধোরে ছোঁড়াটার সঙ্গে মাসীবোন্‌পো সম্পর্কটে রদ্ কোত্তুম, তা হলো না; এ বেটীরে আমার হরিষে বিষেদ; এ খেদ মলেও যাবে না। এখন কোন্ দিক্ রাখি?

নাগর, না বোন্‌পো? গঞ্জনার ভয়ে লজ্জার খাতিরে, বোন্‌পোই বলি; কিন্তু মুখে বোন্‌পো—মনে মাল্‌পো!

সুন্দর। মাসি! ওগো মাসি!

হীরে। (বিরক্তভাবে স্বগত) তোর বাবাকেলে মাসী! উঃ! ছোঁড়া বড় বেয়াড়া! খালি মাসী!—মাসী!—মাসী!—আঃ, কানে যেন বাবলা-কাঁটা ফুট্‌চে—প্রাণে যেন বাবলা আটা চট্‌চটাচ্ছে।

১ম যুবতী। ও হীরেমণি! তোর হীরের পারা নয়নতারা বোন্‌পোটি মাসী মাসী কোরে আকুল, তবু তোর মুখ ভারি!

হীরে। (সরোষে) তা তো বেটীদের কি লো হতচ্ছাড়ী! বেটীরে যেন আমার বিয়ের ঘট্‌কী!

সুন্দর। (স্বগত) দূর হোক্ গে ছাই, কাজ নাই, অন্য ঠাঁই চোলে যাই। একে আমি বিদেশী, তাতে এখানে মেয়ের পাল, শেষে হব কি নাজেহাল? অন্য জায়গায় বাসা নি গে।

[প্রস্থান।

যুবতীগণ। (গীত)

বোন্‌পো এলো, চ'লে গেলো,
তবুও মাসীর রাগ গেলো না।
হীরেমণি ছোট্ লো ধনি,
ধোর্ গে মেড়ে চাঁদের কোণা॥
ছুটে যা—যা ছুটে যা,—
নৈলে পাবি না—পাবি না,
কপালদোষে, কেসে, কেসে,
কেঁদে শেষে হবি কাণা॥

হীরে। (বিষাদে) অ্যাঁ, বলিস্ কি লো ছুঁড়ীরে। চোলে গেলো! ওলো চল্ লো চল্, কোন্ দিকে গেলো?

১ম যুবতী। ঐ ও দিকে।

হীরে। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) ও বোন্‌পো! বোন্‌পো! রাগ কোরে যেও না। আমি তোমায় ছাড়বো না। মাসীর পক্ষে বোন্‌পো-বিচ্ছেদ শক্ত বিচ্ছেদ। (সরোদনে) বোন্‌পো! ও বোন্‌পো! বোন্‌পো রে!

[বেগে প্রস্থান।

যুবতীগণ। (গীত)

ত্যাখ্, ত্যাখ্, ত্যাখ্, ত্যাখ্, লো চেয়ে,
হীরেমণির কাণ্ডখানা।
হোন্‌কে কুকুর ছুটছে যেন,
মাগী বোলে যায় না জানা।
ঢং দেখে সই হয় সন্দ,
কোড়ে রাঁড়ীর মন মন্দ,
মনের মাঝে প্রেম-গন্ধ,
কথায় কেবল মাসীপনা।

চতুর্থ দৃশ্য

বর্দ্ধমান—উদ্যানপার্শ্বস্থ পথ।

(বোম্ পাগলার প্রবেশ)

বোম্। বোম্ বোম্ ভোলানাথ! (গাঁজার কলিকায় দম্ দিয়া) বা বাবা গাঁজা! তুই মিঠে ধোঁয়ার পাঁজা।

(নাচিতে নাচিতে গীত)

বোম্ বোম্ বোম্, বা রে বোমা।
ধুম্ ধুম্ ধুম্, ধুমা, ধুমা॥
গাঁজার ধোঁয়া, কাটাল্ কোয়া,
ঐ আস্‌চে পাগড়ী জামা॥

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। ওহে, ভাই! আমি বিদেশী, এখানে কেউ নাই। বোল্‌তে পার, কোথায় বাসা পাই?

বোম্। তুমি বিদেশী ভাই?

সুন্দর। হুঁ।

বোম্। উঃ। আচ্ছা, একটা বিদেশী গান শোনাও, বাসার খবর বোলে দেবো!

সুন্দর। বিদেশী গান তুমি বুঝবে কি?

বোম্। তবে কালীকেত্তন কর; নৈলে বাসা মিলবে না।

সুন্দর। আচ্ছা গাচ্ছি।

পথহারা হয়ে তারা,
কাতরে ডাকি তোমারে।
আকুলে অকূলে কূল দিয়ে
মোরে তার তারে।
বিদ্যালাভ-আশে এসে,
ফাঁকে ঘুরি এই বিদেশে,
মনোবাসনা, ও মা শ্যামা,
পূর্ণ কর মা দয়া ক'রে॥

বোম্। বা ভাই বিদেশী বন্ধু! তোমার গলা যেন রসসিন্ধু! তুমি বিদ্যালাভের আশায় বর্দ্ধমানে হাজির?

সুন্দর। হাঁ ভাই।

বোম্। কোন্ বিদ্যে দাদা-ভাই ? লেখাপড়া বিদ্যে, না কলাপোড়া বিদ্যে ? গুরুমারা বিদ্যে, না দারুমারা বিদ্যে ? চুরিবিদ্যে, না হরিবিদ্যে ?

সুন্দর। না, ভাই, এ সব বিদ্যে নয়, সকলের চেয়ে যে বিদ্যে ভাল, সেই বিদ্যে।

বোম্। (ভাবিয়া) বর্দ্ধমানে আমার বাস, সব বিদ্যের ভাল বিদ্যে কোন্টা হে ?

সুন্দর। ভেবে দেখ না ?

বোম্। রাজকন্যে বিদ্যে ?

সুন্দর। সে আমার পক্ষে দুরাশা।

বোম্। সাধলেই সিদ্ধি; বুঝলে ভাই ভালবাসা ?

সুন্দর। বোল্‌তে পার, কোথা বাসা মেলে ?

বোম্। বোল্‌তে পারি পাগড়ী দিলে।

সুন্দর। আচ্ছা, এই নেও। (পাগড়ী প্রদান)

বোম্। বা ইয়ার! দেও দেও। (পাগড়ী লইয়া) জামাজোড়া আর পাজামা দাও।

সুন্দর। খালি গা হব, সেটা কি ভাল ?

বোম্। আচ্ছা, জামাজোড়া নেহি মাঙতা, পায়জামা দেও।

সুন্দর। ন্যাঙটা হয়ে দাঁড়ালে লোকে পাগল বোল্‌বে যে।

বোম্। বেশ তো, আমার জুড়িদার হবে। আমি দিনে বিশবার ন্যাঙটো হয়ে রাস্তায় ছুটি।

সুন্দর। তুমি কি পাগল ?

বোম্। শুধু পাগল নই চাঁদ! বোম্ পাগলা।

সুন্দর। (স্বগত) কি বিপদ, একে বিদেশে, তায় পাগলের পাল্লা। (প্রকাশ্যে) বোম্ ভাই, আমি যাই।

বোম্। জামা, পাজামা ?

সুন্দর। নগদ টাকা দিচ্চি।

সুন্দর। টাকার বাপের মুখে হাগি। জামা পাজামা অভি খোলো, নৈলে তোমার গাল কামড়ায়েঙ্গা।

সুন্দর। (স্বগত) কি বিভ্রাট! বলে কি! (প্রকাশ্যে) মোহর নেও।

বোম্। ছেলের হাতে মোয়া নাকি ? জামা পায়-জামা দাও, নৈলে কামড়ালুম গাল। (সচীৎকারে তদ্রূপ করণোদ্যোগ)

সুন্দর। (অত্যন্ত ভয়ে) কোটাল! কোটাল!

[বেগে প্রস্থান।

বোম্। (সহাস্যে) খা কাঁটাল, খা কাঁটাল। হাঃ হাঃ! বেড়ে হয়েচে বাবা! আশার অর্দ্ধেক ফল! অর্দ্ধেক রাজা সাজি—মাথায় পগ্‌গোর গাঁজি। জামা পাজামা হোলে, ভরপুর ভরাট রাজা হতুম, কিন্তু আর জন্মে ভরপুর তপিস্যে করিনি বোধ হয়। এইবার দরকার চাই। এই গাছতলাটা রাজসিংহাসন, আর গাছের ডাল-পাতা রাজছত্র। (তথায় বসিয়া) ও দিকে রাজা বীরসিংহ, এ দিকে রাজা বোম্‌বাঘ। (চক্ষু নিমীলন করিয়া অবস্থিতি)

(দূরে বোম্ পাগলার পশ্চাদ্ভাগে
হীরে মালিনীর প্রবেশ)

হীরে। হায় হায়, প্রাণের প্রাণ বোন্‌পো আমার কেন্ পথে গেলো! দেখতে দেখতে পগার পার; কোথায় দেখা পাব তার; দাঁড়িয়ে রৈতে নারি আর; ভারি ভারি বিচ্ছেদভার! (পশ্চাৎ হইতে বোম্ পাগলাকে দেখিয়া) আহা, এই আমার বোন্‌পো!

(গীত)

যাদু আমার, চাঁদটি সোনার,
কেন তোমার এমন ধাঁচা।
কই সে দামী জামা জোড়া,
কাপড় ছেঁড়া ক্যান্‌বে বাছা॥
পাগড়ী কেবল মাথাটিতে,
বোসে কেন কাঠ-মাটীতে,
মাসীর ওপর গুস্‌সো কেন,
ফুট্‌চে আমার বুকে খোঁচা॥

বোম্। তফাৎ যাও মালিনী মাসি!

হীরে। না যাদু!

বোম্। আমি যাদু নই সই! বঁধু।

হীরে। (সানন্দে স্বগত) আ মরি মরি! এরি মধ্যে বাছার ভাবান্তর! আমিও ওই চাই। (প্রকাশ্যে) এস বঁধু ভাই, ঘরে যাই।

বোম্। (স্বগত) আ মলো, মাগী তাতেও রাজী! বেটী ভারী পাজী।

হীরে। এস, বঁধু উঠে এস।

বোম্। আমি নই তোর বঁধু।

হীরে। তবে কি মধু ?

বোম্। না, বোন্‌পো।

হীরে। আচ্ছা, বাবা, তাই সই।

বোম্। (স্বগত) শালীর বেটী শালী ছিনে জোঁক! কিছুতেই পেছপাও নয়। (প্রকাশ্যে) ও প্রিয়ে মাসি! আমি তোমার বোন্‌পো বঁধু।

হীরে। (স্বগত) বাহবা! এরি নাম প্রেম-পরীক্ষে! এমন মধুমাখা রসভরা ডগমগে ঠাণ্ডা সম্ভাষণ বিদেশী না হোলে কে করে ? (প্রকাশ্যে) উঠে এস, বোন্‌পো বঁধু

বোম্। ভ্যালা জ্বালা। শালী দেখচি তাড়ালে আমায়। এখানে থাকে আর কোন্ শালা।

হীরে। (গীত)

ওহে ও বোন্‌পো বঁধু ওহে ও প্রাণের মধু,
ওহে রসের সাগর, ওহে ও প্রেমের নাগর;
এস আমার সাথে—
বঁধু, হাতটি দিয়ে হাতে।
তোমারে নিয়ে গিয়ে, তুষিব বাসা দিয়ে,
বঁধু হে দেখ চেয়ে, সরম লাজ খেয়ে
দাঁড়িয়ে আছি পথে—
তবু চাও না কেন যেতে?

বোম্। বা রোস্‌কে মাসি! বেড়ে বড়িলা গান! মাইরি বোল্‌চি কেড়ে নিলে প্রাণ। বোন্‌পো বঁধুর হাত ধোরে, সোহাগ করে, নিয়ে চল তোমার ঘরে।

হীরে। তবে এস, বঁধু বোন্‌পো-রতন, মনের মতন, ক'রে যতন ঘরে নিয়ে যাই।

(বোম্ পাগলার পশ্চাতে আসিয়া হস্তধারণ)

বোম্। (বিকৃত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বিকৃত স্বরে) বলি, ওহে মালিনী মাসি! পাগড়ী বক্‌সিস নেও হে।

হীরে। (পাগড়ী লইয়া, চিনিতে পারিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া ঘৃণা সহকারে) আ মর্! এ কে? সেই বোম্ পাগলা যে। দূর হতভাগা আঁটকুড়ীর ব্যাটা!

বোম্। দূর শালীর বেটী শালী! তোর পোড়া চোখ দুটোই মালীকুলের কালি? আয় তোর চোখ খুলে খাই। (আক্রমণ চেষ্টা)

হীরে। (অত্যন্ত ভয়ে) ওগো! মা গো! খেলে গো!

[পাগড়ী লইয়া বেগে প্রস্থান।

বোম্। যা শালী কমবক্তী! আমিও ঠাকুরবাড়ী যাই—পেসাদ পাই—ভারি ক্ষিদে।

[প্রস্থান।

——

পঞ্চম দৃশ্য

বর্দ্ধমান—দেবালয়-সম্মুখ।

(গাহিতে গাহিতে নারীগণের প্রবেশ)

নারীগণ। (গীত)

আয় আয় ভাই, মন্দিরে যাই, পূজি মহামাই,
ফুলের ভারে।
যে যুবরতনে, হেরিনু নয়নে, পরজন্মে যেন
পতি পাই তারে॥

প্রথম নারী। অপরূপ রূপ দেখেছি লো,
দ্বিতীয় নারী। হৃদিমাঝে তারে এঁকেছি লো,
সকলে। হেরে তারে তারি হোয়েছি লো,
চিত যে তারে ভুলিতে নারে॥
প্রথম নারী। কে সে বিদেশী আসিল লো,
দ্বিতীয় নারী। মরম সরম নাশিল লো,
সকলে। প্রাণ মন হরি লইল লো,
ডুবাইল ঘোর আশা-পাথারে॥

(বেগে হীরে মালিনীর প্রবেশ)

হীরে। ওলো, আমার বোন্‌পো কোন্ পথে গেল, দেখেছিস্? আমি যে তার তরে শোকসাগরে ডুবেচি। ওলো ছুঁড়ীরে, বল্ লো বল্, কোথায় আমার বিদেশী বোন্‌পো?

প্রথম নারী। আমরা কি জানি?

হীরে। তোরাই তাকে চুরি কোরে লুকিয়ে রেখেচিস্।

প্রথম নারী। বটে! আমাদের কি তোর মত পেয়েচিস্?

হীরে। (বিনয়ে) রাগ করিস কেন মা! লক্ষ্মী মা আমার, বোলে দে বোন্‌পোটি কোথা?

প্রথম নারী। সত্যি আমরা জানিনি, মালিনি!

(হীরে ভূতলে বসিয়া সরোদনে গীত)

হায় গো, আমার কি হোলো।
বোন্‌পো আমার কোথা গেলো॥
না দেখ্‌লে সে চাঁদ-বদন,
বাঁচ্‌বো না আর প্রাণে;
উঃ! মা গো, বুকে যেন শেল হানে;
মালিনী মোলো—মোলো—মোলো॥

(সুন্দরের প্রবেশ)

নারীগণ। (গীত)

ওলো হীরে, নয়ন-নীরে ভাসিস্‌নি লো আর।
দেখ্ লো ফিরে, ধীরে ধীরে,
রূপটি চমৎকার॥

হীরে। (সুন্দরকে দেখিয়া সানন্দে গীত)

(আহা) এই যে আমার হারানিধি,
মিলিয়ে দিলে, আবার বিধি;

সুন্দর। (গীত)

কাঁদচো কেন, ওগো মাসি, মোছো নয়নধার।

হীরে। (স্বগত) উঃ! আবার মাসি! দূর হোক্ গে ছাই, আর কাজ নাই, মাসীই হই। নৈলে আবার পালিয়ে যাবে।

প্রথম নারী। ওলো মালিনি! তোর বোন্‌পো তোকে মাসী বোল্‌চে, তুই কেন মুখ ভার কোচ্চিস্?

হীরে। (আত্মভাব গোপন করিয়া) ও মা, সে কি কথা! মুখ ভার কোর্‌বো কেন? এই বিদেশী যুবোর আমি মাসী, তোরা বোন্।

নারীগণ। দূর দূর মাগী গেল বে বোঝা!

হীরে। হুঁ হুঁ আঁতে ঘার কেমন মজা! ওলো ছুঁড়ীরে! বিদেশীর সঙ্গে মাসী-বোন্‌পো, ভাই-বোন্ পাতানই ভাল, নৈলে চিত্তিবিকের ঘটে।

সুন্দর। তাই বটে—তাই বটে॥

হীরে। বাছা বোন্‌পো!

সুন্দর। কি মাসি?

হীরে। (স্বগত) উঃ—ফের কথার ফের! ঘোর জেরাব জের। উন্মত্ত চিত্ত, থেমে যা; যা ভাব্‌চিস্, তা হবে না। উল্টো পথেই চল; যে ক'দিন যায়, তাই ভাল।

সুন্দর। মাসি!

হীরে। আচ্ছা, বাছা, তাই।

সুন্দর। মাসি! তুমি এ পাগ্‌ড়ীটি কোথা পেলে?

হীরে। বাবা রে, ইটি তোমার পাগ না?

সুন্দর। হ্যাঁ মাসি! একটা পাগলার পাল্লায় পোড়ে ইটি হারিয়েছিলুম।

হীরে। আমি পাল্লাব উপর পাল্লা দিয়ে কেড়ে নিলুম! এই নেও যাদুধন, মাথায় পর। (পাগড়ী দিয়া) বাছা বে, সাধ কোরে কি বলি, এ বিদেশ বিভুঁয়ে বিপদ খালি। সহরে পা দিতে না দিতেই পাগড়ী চুরি, না জানি, শেষে তুমিও যাও চুরি! তাই বোল্‌চি, চল আমার বাড়ী, ভাল বাসা দেবো।

সুন্দর। হ্যাঁ গা মাসি! তুমি কি কর?

হীরে। রাজবাড়ীতে দিন দুবেলা ফুলের মালা যোগাই, রাজকন্যে বিদ্যে, দেখে আমার মালা গাঁথার বিদ্যে, বড়ই ভালবাসে, আই আই বোলে কতই আদর করে। বিদ্যের গুণে আমি ভাল সুখে আছি।

সুন্দর। (স্বগত) তবে তো ভালই হোলো। এরি ঘরে বাসা নেওয়াই উচিত। যার আশায় আমার আসা, পূরবে আমার সেই আশা, হীরের ঘরে নিলে বাসা। হীরে কিন্তু কেমন কেমন, তা হোক্, আমি যদি থাকি শক্ত, তা হ'লে আমার সব দিক মুক্ত!

হীরে। বাছা, চুপ কোরে কি ভাবচো?

সুন্দর। (গীত)

ভাবচি মনে, তোমার সনে,
যাব আমি তোমার ঘরে।
বিদ্যেলাভের উপায় হবে,
তোমার ঘরে থাক্‌লে পরে॥

হীরে। (গীত)

বোন্‌পো তুমি, আমি মাসী,
তোমার সুখের অভিলাষী,
বিদ্যেলাভের পথ দেখাবো,
টোলে তোমায় ভোর্ত্তি কোরে॥

[সুন্দর ও হীরে মালিনীর প্রস্থান।

নারীগণ। (গীত)

রূপের ফাঁদ, চলন্ত চাঁদ,
চোলে গেলো সই, হীরের সনে।
পিছে পিছে গিয়ে, আশা মিটাইয়ে,
যাই চল্, সই, হেরিব নয়নে॥
ওই সেই সই, হায় লো যায়,
ছাড়িতে ওরে মন না চায়,
চল্ ছুটে যাই যতটুকু পাই,
ততটুকু দেখি ও যুবরতনে॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা-পতন

বেনজীর-বদ্‌রেমুনীর

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

ফিরোজ শা	...	...	পরীস্তানের জিন্‌-বাদশা।
বেনজীর	...	...	নয়সাপুরের ফিরোজবক্ত বাদশার পুত্র।
তুর্‌খান্‌	...	...	প্রেতরাজ্যের অন্যতম দলপতি।
মাদারি	...	...	মহ্‌রুখ্‌ পরীর জিন্‌ ভৃত্য।
খসরু	...	...	মহ্‌রুখ্‌ পরীর জিন্‌-ভৃত্য।

জিনিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

মহ্‌রুখ্‌	...	...	পরীস্তানের পরীরাণী।
ফিরোজা, জমুরুর, পুখরাজ, নীলম্‌	...	...	মহরুখের পরী সখীগণ।
বদ্‌রেমুনীর	...	...	হলব শহরের বাদশার কন্যা।
নজমুন্নিসা	...	...	বদ্‌রেমুনীরের প্রধান সখী।
কুল্‌সম্‌	...	...	বাঁদী।

পরীসখীগণ ও নারীসখীগণ।

বেনজীর-বদ্‌রেমুনীর

(গীতি-নাটিকা)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পরীস্তান—আরাম্‌বাগ।

লতাকুঞ্জে মহরুখ পরী পুষ্পহারগ্রন্থনে নিযুক্তা।

মহ। জিনেশ ফিরোজ শারে,
সাজাব এ ফুলহারে, করিয়ে যতন।
উড়ে যাবে ফুলবাস, এস না ফুলের পাশ,
পাগল পবন।
ফোটা ফোটা ফুলকলি, ছুঁস্‌নে রে কাল অলি,
নিসনি রে লুটিয়ে আসবে।
জিন্‌রাজে দিব মালা, পবন ভ্রমর পালা,
গেলিনি? আমিই যাই তবে।

[প্রস্থান।

(এক দিক্‌ দিয়া জিন্‌-বাদশা ফিরোজ শা ও
জিনিগণ এবং অন্য দিক দিয়া ফিরোজা,
জমুর্‌রদ্‌, পুখরাজ, নীলম্‌ প্রভৃতি
পরীগণের প্রবেশ)

পরীগণ। (গীত)

রঙ্গে ভঙ্গে একসঙ্গে নাচ সকল রঙ্গিণি!
তুলি সুললিত তান, গাও মধুর প্রেমগান,
প্রেম ভালবাসি মোরা, প্রেমরাজ-সঙ্গিনী।
মধুময় ফুলরাশি, হেলে দোলে হাসি হাসি,
অলি ফুলে মেশামিশি, ধরি প্রেম-তরঙ্গিণী ॥

[সকলের প্রস্থান।

(পুষ্পহার হস্তে মহরুখ্‌ পরীর পুনঃপ্রবেশ)

মহ।—
এই তো গাঁথিনু হার, বাছা বাছা ফুলভার,
এইবার সাজাইব জিন্‌ ভূপতিরে।
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)
ও কে আসে? তুর্‌খান্‌? আবার জ্বালাবে প্রাণ
দিন-রাত ওই পাপী, আছে মোরে ঘিরে।

(তুর্‌খানের প্রবেশ)

তুর্‌। রূপময়ি, বড়ই সুন্দর তুমি;
প্রেমময়ি, তোমারেই চাই আমি
যা চাও, দিই তাই;
কিন্তু তোরে আমি চাই।
জিন্‌রাজ ফিরোজেরে কিসের কারণ
অত ভালবাস? কেন অতটা যতন?
আগামিনী পূর্ণিমায় চাঁদের কিরণে,
চন্দ্রমুখি, বিভা তারে করিবার তরে
প্রস্তুত হয়েছ তুমি।
ছি ছি, সে কি যোগ্য তব?
বিবাহ করহ মোরে বরমাল্যদানে,
সুখী হবে—সুখী হব।

মহ। ধিক্‌ তোরে নরকের ভূত!

তুর্‌। তা যাই বল, যাই কও,
কিন্তু তুমি
অতি চমৎকার!—অতি চমৎকার!
তুমি আমার—আমি তোমার।
সুন্দরি, আয় আয়,
ধরি তোর দুটি পায়,
আমায় বে কর্‌—আমায় বে কর্‌—
আমায় বে কর্‌।

মহ। রে পিশাচ! রে তুর্‌খান!
পরীস্তান পৃথিবী তো নয়,
এখানে তো নর-নারী নাই,
করিবি রে ভয়, প্রেত!
প্রতাপে আপন।
এ তো নহে পাপ ধরা, এ যে পরীস্তান!
পৃথিবীর নারী নহি আমি,
সুখস্থান পরীস্তানে পরীরাণী আমি,
জিনেশ ফিরোজ শাহ হবে মোর স্বামী।
তুই নফর—নফর—নফর!
যা নফর! পৃথিবীতে মানুষের কাছে।
তোরেও যেরূপ ঘৃণা করি,
পৃথিবীর মানুষেরো প্রতি

সেইরূপ ঘৃণা মোর।
সুখধাম পরীস্তান ছাড়ি,
যা নরকে নরকের ভূত।

[বেগে প্রস্থান।

তুর্। (রোষে)
কি! বার বার নরকের ভূত!
বার বার নরকের ভূত!
এত সাধি, তবু বাদী;
রূপের গৌরব-গর্ব্বে খর্ব্ব ভাবে মোরে!
পিশাচী বলিল মোরে—
"যা নফর! পৃথিবীর মানুষের কাছে।
তোরেও যেরূপ ঘৃণা করি,
পৃথিবীর মানুষের প্রতি
সেইরূপ ঘৃণা মোর।"
ভাল, দেখি কে বা কারে করে ঘৃণা;
মানুষের প্রতি তোর আকর্ষিব মন;
মানুষের তরে তুই নিশ্চয় নিশ্চয়
জিনেশ ফিরোজ শার হইবি ঘৃণিতা।
মানুষেরি প্রেমে মজি মজিবি আপনি,
চিরকাল বিচ্ছেদ-হুতাশে,
হতাশে পুড়িবি তুই পরী।
কে না ডরে মোরে?
কে না কাঁপে
আমা হেন তুর্খানে স্মরিয়া?
গর্ব্ব তোর খর্ব্ব করি
দেখাইব শক্তি মোর।
এবে তোর সুখ-নিশি ভোর,
কিন্তু না হইবে দুঃখ-নিশি ভোর।

(একখানি মানব-ছবি অঙ্কন করিয়া)

তরুগাত্রে এই ছবি আটকিয়া রাখি,
এই ছবি যেমন হেরিবি,
তোর ঘৃণিত মানুষ-প্রেমে
অমনি মজিবি।

(বৃক্ষ-গাত্রে ছবি সংলগ্নকরণ)

[প্রস্থান।

(ফিরোজ শা ও মহ্রুখের সহিত ফিরোজা, জমুর্রদ্, পুখরাজ্, নীলম্ প্রভৃতি পরীগণের পুনঃপ্রবেশ)

পরীগণ। (গীত)

প্রেমিক সঙ্গ, প্রেম কি রঙ্গ,
প্রেমতরঙ্গ খেলত রে।
প্রেম-চাহনি প্রেম-হাসনী,
প্রেম-ভাষণি বোলত রে।
বহুত প্রেম-সমীর ধীর,
গাওত পক্ষী প্রেম-গান;
পূরত প্রেম-হৃদি গভীর,
ফুরত প্রেম-মুরলী তান;
প্রেমরাজ, প্রেমরাণী,
প্রেম কি ডোলে ডোলত রে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পরীস্তান—মহ্রুখ্ পরীর কক্ষ।

(একখানি ছবিহস্তে মাদারি জিনের প্রবেশ)

মাদারি। (ছবি দেখিতে দেখিতে সানন্দে)
বাহবা বাহবা! ক্যা অচ্ছি চীজ!
ইস্কে ব্যানাউঙ্গা বাজু কী তাবিজ,
তারিফ তুরযী কারিস্তানি;
খুশ হোয়েগী মাহ্রুখ প্যারী রাণী।

(মহ্রুখ পরীর প্রবেশ)

ব্যন্দেগী শাজাদী, ত্যস্রিফ ফ্যরমাইয়ে।
ক্যা উম্দী ত্যসবীর,
চ্যশ্মেসে দেখিয়ে দেখিয়ে!
মহ্। (ছবি লইয়া দেখিতে দেখিতে স্বগত)
আহা মরি মরি,
কে এই সুন্দর যুবা রূপের আধার?
মানুষ কি জিন্? হাঁ, মানুষ আকার।
ধরায় মানুষ-মাঝে হেন যুবা আছে?
বড় সাধ—একবার যাই এর কাছে।
কিবা এ যুবার নাম? পৃথিবীর কোথা ধাম?
এই যে নীচেতে লেখা—
বাদশা ফিরোজবক্ত, নয়সাপুরে যার তক্ত,
তাঁর পুত্র এই যুবরাজ।
বেনজীর এর নাম, অনুপম রূপধাম,
মূর্ত্তিমান্ কাম ইনি পৃথিবীর মাঝ।
(প্রকাশ্যে) মাদারি! ইএ ত্যসবীর তুঝে
কাঁহা মিলী?
মাদারি। এ মেরী আজিজ। আরামবাগ্মে?
মহ। (সবিস্ময়ে) ক্যা? আরামবাগ্মে?
মাদারি। শুচ কহ তাহু—উহি।
মহ। কেও ক্যয়্ মিলী ছুয়ী?
মাদারি। ল্যট্কী থী এক পোড়প্যর্।

মহ। ভালা, আবৃ তু এক কাম ক্যর্;—
ইয়ে ত্যসবীর দে দে মুঝে;
ইনাম শিরোপা দেউঙ্গী তুঝে'
আওর শুন্, জয়সাপুর যা,
ইয়ে শাজাদেকে খ্যবর লা।

মাদারি। যো হুকুম, শাজাদী জী!
জয়সাপুর যাউঙ্গা আজি।

মহ। শুন্ মাদারি, খুব খ্যবর্দার,
ইয়ে বাৎ কোই কা পাশ
জহর ন্ ক্যরিও,
আগর্চা কোই তেরে গ্যলেমে ল্যগায়
ফাঁস।

মাদারি। যো হুকুম, যো হুকুম।

মহ। স্তবর স্তবর খবর লেয়কে
যাব্ তু ল্যওটকে আওয়ে গা,
জ্যবর জ্যবর খুশ্ ব্যক্শিস
মুঝ্‌কে তুঝে ব্যক্শে গা।

মাদারি। খুশ্ র‍্যহিয়ে, ম্যহ্‌রুখ রাণি।
আপহি মেরে দানা পানি।
স্তলাম, স্তলাম, স্তলাম।

[প্রস্থান।

মহ্। (ছবি দেখিতে দেখিতে গীত)

অচেনায় চিনিয়ে দিয়ে,
মন আমার কে ছিনিয়ে নিলে।
অচেনায় আজ কে আমায়
বিনিমূলে কিনিয়ে দিলে।
অচেনায় দেখলে পরে,
প্রাণ যে কেন এমন করে,
খুলে তা বল্‌বো তারে, অচেনা যদি মিলে;—
অচেনায় মন কেন চায়,
অচেনায় বল্‌বো খুলে।

[প্রস্থান।

(বেগে মাদারির পুনঃপ্রবেশ)

মাদারি। আরে, এই থী ইহাঁ, ফের্ চ্যলী গেয়ী কাঁহা? ব্যড়া ভরকারী শুওয়াল থা। যানে দেও, ল্যওট আয়কে ক্যহুঙ্গা।

(ফিরোজা পরীর প্রবেশ)

ফিরোজা। (পশ্চাদ্ভাগ দিয়া অলক্ষিতভাবে আসিয়া, স্বীয় উভয় হস্ত দ্বারা মাদারির উভয়চক্ষু চাপিয়া ধরণ)

মাদারি। (চমকিত হইয়া) আরে আরে,
কওন্ হ্যায়? কওন্ হ্যায়?

ফিরোজা। (হিঃ হিঃ করিয়া হাস্য)

মাদারি। খোদা সিরী হঁস্‌সি মিঠী স্যরবৎ,
দোনা মিলায়কে ব্যনায়া হ্যায় আওরৎ
আল্‌বত্তা ইয়ে কই আওরাৎ।
হাত ন্যরম, লেকেন্ গ্যরম;
ঠিক! পিতকী ধাত;
কওন্ হো জী, ক্যহ তো বাৎ?

ফিরোজা। (সপরিহাসে) আহা, উহু,
ওহো প্রাণনাথ!

মাদারি। (প্রেমগদগদভাবে চীৎকার সহ)
ওহো, ওহো, আওয়াজ ক্যা জ্যবর!
য্যায়সা বরফ্‌কী নীচে মেরা ঠাণ্ডা কবর।
ম্যৎ খুলো হাত, ফের বোলো প্রাণনাথ।

ফিরোজা। (চক্ষু ছাড়িয়া) এ মাদারি!

মাদারি। (বিরক্তভাবে) হাত্তেরী!
কাঁহা "প্রাণনাথ"—কাঁহা "মাদারি"!
হাত্তেরী প্রেমকি দুকানদারী!

(গমনোদ্যোগ)

ফিরোজা। (মাদারির হস্তধারণ করিয়া সহাস্তে)
আরে আরে, কেঁও গুস্‌সা?

মাদারি। (বিরক্তভাবে) প্যহ্‌লে মারকে ঘুস্‌সা,
পিছে ক্যহতী হো কেঁও গুস্‌সা?

ফিরোজা। (সহাস্তে) ঘুস্‌সা নেহি প্রেমকী খেল্!

মাদারি। (বিরক্তভাবে) ঠিক ঠিক! ওহি লিয়ে
মেরে শির্‌প্যর ঠোঁক্‌তে হো কচ্চা বেল।
মাঁএ জান্‌তা হুঁ;—মরদ্'প্যর আওরাৎকা আম্বাই।
দমক ভরিয়া প্যর আঁধী, বিজ্‌রীকা রোশ্নাই।
চমক সে নিক্‌লে জান্।

ফিরোজা। (সহাস্তে)
আরে নেহি জী নেহি!
এই লেও খিলী পান।

মাদারি। (গম্ভীরভাবে)
উহুঁ উহুঁ, ক্যভি নেহি লেউঙ্গা, ক্যভি
নেহি খাউঙ্গা।

ফিরোজা। (কৃত্রিম রোষে) ভ্যলা, ত্যব্ ম্যাঁএ
খ্যসরু জিন্‌কো দেউঙ্গী। উন্‌কো সাদী ভি
করুঙ্গী।

মাদারি। (শশব্যস্তে) ক্যা, ক্যা, ক্যা
খ্যসরুকো সাদী, মুঝে তু বাদী?
ইয়ে বেচারে প্যর ক্যা বিচারি?
মেরে পিয়ারী হোয়েগী খ্যসরু-পিয়ারী?
(রোদন দীর্ঘনিশ্বাস)

ফিরোজা। আরে জী, ম্যৎ রোও,
খিলী লেও, খিলী লেও।
মাদারি। প্যহ্‌লে বোলো,
নেহি হোয়েগী খস্‌রু-পিয়ারী ?
ফিরোজা। আচ্ছা, আচ্ছা।
মাদারি। (সহাস্যে বগল বাজাইতে বাজাইতে)
সাবস্ সাবস্ ! তু হামারী—হাম তোহারী।
ফিরোজা। অ্যব খিলী লেও, কেঁও দেরি ?
মাদারি। আলবৎ লেউঙ্গা, লেকেন এক বাৎ এক
দফে ফের্ মুঝ কো বোলো, "হে প্রাণনাথ !"
ফিরোজা। (সহাস্যে) হে প্রাণনাথ !
মাদারি। (সানন্দে)
হোঃ হোঃ হোঃ, সাবস্ সাবস্, শোহন্ তেরী ;
খুব্ সুরৎী ফিরোজা প্যারী মেরী মেরী মেরী।
(খিলী গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে)
ক্যব তুম্‌সে হাম্‌সে সাদী ব্যনেগী ?
ফিরোজা। য্যব জিন্‌রাজকা সাথ প্যরীরাণী কী
সাদী হো যায়েগী।
মাদারি। (সহাস্যে) আরে, ও দোনোকো তো সাদী
হো যায়েগী, পূরা চাঁদকে রোজ ঝটপট।
ফিরোজা। উস্‌কা প্যর রোজ তুমসে হামরে ভি চট্‌পট্।
মাদারি। সাবাস্ ! সাবাস্ !
ফিরোজা। (স্বগত)

পরী রাণীর পিয়ার নফর
এই মাদারি জিন্।
সাদীর কথায় ভুলিয়ে এটায়
রাখ্‌ছি প্রতিদিন।
এইটে আমার কলের কাঠি,
একেই টিপন্ দিয়ে।
জিন বাদ্‌শার সঙ্গে দেবো
পরী রাণীর বিয়ে।

মাদারি। (স্বগত)
ক্যা শোচতী ফিরোজা প্যারী ?
এহি শোচ্‌তী-হোয়েগী মেরী।
সাবাস্ সাবাস্ এবে মাদারি।
ফিরোজা। (স্বগত)
জিন্-বাদ্‌শার সঙ্গে পরীরাণীর সাদী হোলে,
প্রধান সখী হব আমি পরী সখীর দলে।
(প্রকাশ্যে মাদারির প্রতি)
হে প্রাণনাথ।
মাদারি। (শোষ টানিয়া—ঢোঁক গিলিয়া)
ওহো, বড়া মিঠা ! বাদশাহী সুরবৎ।
ফিরোজা। প্যরীরাণী কাঁহা ?
মাদারি। কেঁও দিল্‌জান্ ?
ফিরোজা। জিন্ বাদশা ফিরোজ শা
আতে হ্যাজ্রি ইহাঁ।
মাদারি। ক্যা, দরশন কী ধেয়ান ?
ফিরোজা। হাঁ মেরে আজিজ !
মাদারি। (সানন্দে)
বাহবা। বাৎ তেরী ক্যা উম্‌দা চীজ্।
লেকেন্ প্যরীরাণী তো ইহাঁ নেহি।
আভি ইহাঁসে বাহার গেয়ী।
ফিরোজা। ত্যব অ্যব চ্যলে হাম।
মাদারি। নেহি যানে দেঙ্গে,
খিচেঙ্গে লাগাম।
(ফিরোজাকে ঘেরাও করিয়া)
কেঁও ক্যর্ ক্যঙ্কর মেরে আখোমে ডালো ?
গুথা নয়নাসে পানি ক্যায়সে নিকালো ?
রে জানি, ম্যৎ ভাগ,
তেরে জুদাই কী আগ,
তেরে ক্যসম্ ভ্যসম্ মুঝে ক্যর্ ভালে গা ;—
যো বোলা সো বোলা, ফেরা এয়সা নেহি বোলো।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আরাম্‌বাগের অপর পার্শ্ব।

(গাহিতে গাহিতে মহরুখ পরীর প্রবেশ)

মহ। (গীত)

পরীস্থান সুখস্থান নয় রে আমার।
উজল আলোকে চোখে নিবিড় আঁধার।
এ দেশের ফুলরাশি, আর নাহি ভালবাসি,
ফুলহাসি মোর হাসি করে না সঞ্চার।
জিন্‌রাজে কাজ নাই, মনের মানুষ চাই—
কিসে সে মানুষ পাই, হই আমি দাসী তার।

(বৃক্ষে ঠেস দিয়া নিমীলিতনেত্রে চিন্তা)

(দূরে ফিরোজা পরীর প্রবেশ)

ফিরোজা। (স্বগত)
ওই যে হোথা, কনক-লতা,
গাছের গায়ে মিশিয়ে আছে।
ভাবে মোজে, চক্ষু বুজে,
প্রেম-কাহিনী মনে আঁচে।

ফিরোজ শাহা, জিন-বাদশা,
মহ্‌রুখ পরীর করে আশা,
মহ্‌রুখ পরীর, তেম্নি আশা,
ভালবাসা মনে আছে।
(এইবার)
চাপা আশা, ভালবাসা,
ফুটবে ফিরোজ শাহের কাছে॥

মহ। (নিমীলিতচক্ষে প্রকাশ্যে)
অপরূপ রূপ, হেরিনু নয়নে,
ভুলিতে পারিনে আর।
সেই মুখচ্ছবি, যতবার ভাবি,
নতুন ততই বার॥
কি সে বয়ান, কিবা সে নয়ান
কিবা সে অধরে হাসি।
সুদূর মরমে, মধুর নরমে,
বাজিল অজানা বাঁশী।
জানা ভুলে যাই, অজানারে চাই,
যাই যাই তারি কাছে।
আমি মহ্‌রুখ, মোর প্রেম-সুখ,
অজানারি কাছে আছে।

ফিরোজা। (স্বগত)
প্রেম-ভেল্কি এম্নিই বটে,
যখন ফুটে উঠে,
তখন তুফান ছোটে;
জানাকে অজানা বলে,
অজানাকে জানা বলে,
কিন্তু জানাজানি একটি পলে।
জানাবো ব'লে যিটি,
এত হাঁটাহাঁটি,
কথা-কাটাকাটি কল্লুম কত;
এইবার জেনেছি,
আশার খেই পেয়েছি,
প্রধান সখী কি অম্নি হওয়া যায়,
না খাট্‌লে এত?
এইবার জিন্‌রাজকে ডেকে আনি,
শুনুন পরীরাণীর বাণী,
বুঝুন তাঁরই কি না ইনি
আপ্‌শোষ ঘুচুক,
সংশয় মুছুক;
আমারো জেরবার জানটা বাঁচুক,
আমি ঘটকালীর কল খুব জানি। [প্রস্থান।

মহ। (নিমীলিতনেত্রে)
কতক্ষণে আসিবে মাদারি?
পলকে বৎসর জ্ঞান; তিষ্ঠিতে না পারি।
উড়্‌ উড়্‌ করে প্রাণ,
মন করে আনচান,
সেই যুবা হবে কি আমারি?
বাদশাহ যাচে পাণি,
আমি তো অধীনা রাণী,
তাই ডরে মনোভাব প্রকাশিতে নারি।
মাদারি গোলাম মোর,
তবু যে সন্দেহ ঘোর,
রাজ্যমাঝে বাদশার সবে আজ্ঞাকারী।

(জিন্‌-বাদশা ফিরোজ শার সহিত ফিরোজাপরীর দূরে পুনঃপ্রবেশ)

ফিরোজা। (জনান্তিকে) শাহান শা! ওই আপনার সোনার প্রতিমাখানি।

ফিরোজ শা। (জনান্তিকে) সখী ফিরোজা, চোখ বুজে কেন পরীরাণী?

ফিরোজা। (জনান্তিকে) (আপনার অপরূপ রূপ দেখচেন। চোখ বুজলেই বেশ দেখা যায়, এম্নি শুনি, এম্নি জানি।

ফিরোজ শা। (জনান্তিকে) চোখ বুজে রূপ দেখা।

ফিরোজা। (জনান্তিকে) ওই দেখাই পাকা। চোখ চাইলে গাছপালা নড়ে, ফুল নড়ে, পাখী ওড়ে, কত কি চোখে পড়ে, তায় রূপ দেখা হয় না পাকা, চোখ বুজে রূপ দেখাই ছাঁচে ছাঁকা।

ফিরোজ শা। (সহাস্যে জনান্তিকে)
এমন!—বেশ বেশ!

ফিরোজা। (জনান্তিকে) মরি মরি, পরীরাণীর কেমন কেশ! কেমন কেশ!

মহ। (নিমীলিতনেত্রে)
আহা, যত কিছু রূপময়,
এ ভুবনে ফুটে-রয়
সবার রূপের সার ছাঁকিয়ে বিধাতা;—
গড়েছে আমার তরে,
কন্দর্প সে রূপে হারে,
এরূপ স্বরূপ রূপ আর নাহি কোথা।

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
শাহান শা! শুনুন শুনুন,
আগে আমার কথা মান্‌তেন না—
এবার মানুন, মানুন।
আমি খুব জানি, পরীরাণী
আপনারি প্রেমে উন্মাদিনী,
আপনার রূপ পরীরাণীর জপমালা।
প্রেমের খেলা, ভাবের মেলা;
আপনি ওর নয়নে পূর্ণশশী ষোলকলা।

ফিরোজ শা। (জনান্তিকে) সখী ফিরোজা!
পরীরাণী উন্মাদিনী আমার কারণ
হয়েছে যেরূপ,
আমিও উন্মাদ, সখী হয়েছি তেমন,
হেরি ওর রূপ।
যদি এই পরীরাণী আমারই হয়,
হইবে প্রধান সখী তুমি সুনিশ্চয়।

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
জয় জয় জয়, মদনরাজের জয়,
জিন্ বাদ্‌শার জয়!

মহ। নিমীলিতনেত্রে)
কই কই, কোথা তুমি মহরুখ প্রাণ?
কোথা হে প্রাণের সখা!
দাও দেখা, দাও দেখা,
উদ্বেগ-সঙ্কট হ'তে কর পরিত্রাণ। (ভূতলে পতন)

ফিরোজ শা। (বেগে নিকটে গিয়া শশব্যস্তে)
কি ভয় কি ভয়, প্রিয়ে,
তোমার কিঙ্কর আমি,
এই যে, এসেছি তব পাশে।
ফিরোজা, ফিরোজা সখী,
বিশেষ যতনে এরে,
স্নিগ্ধ কর অঞ্চল-বাতাসে।
ভূতল কঠিন অতি, তোমার কোমল তনু,
না জানি পেয়েছে ব্যথা কত;
রাখ শির কোলে মোর, ঘুচুক বেদনা ঘোর,
(আহা) কোমলার পক্ষে, প্রেম সুকঠিন ব্রত!

(স্বীয় ক্রোড়ে মহরুখ পরীর মস্তকরক্ষা এবং
ফিরোজা পরী কর্ত্তৃক অঞ্চলব্যজন)

মহ। ছাড় ছাড়, যাই যাই,
ইচ্ছা নাই, নাহি চাই,
ছুঁয়ো না আমারে, জিনেশ্বর!

ফিরোজ শা। (শশব্যস্তে)
সে কি, প্রিয়ে, এ কি কথা,
মোর তরে ঘোর ব্যথা
পেয়েছ কোমল অঙ্গে, হয়েছ কাতর!

মহ। (বিরক্তভাবে)
না না, কে তুমি?
ছাড় ছাড়, ছুঁয়ো না,
তোমায় জানিনি!
(ফিরোজ শাকে পরিত্যাগ করিয়া মহরুখ পরীর
অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া উপবেশন)

ফিরোজ শা। (উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে) ও ফিরোজা! এ কি
বলে পরীরাণী!

ফিরোজা। আছাড় খেয়ে, চাড় লেগেছে শিরে, তাই বুঝি
এমন বাণী,

ফিরোজ শা। তাই ঠিক,
তাই হেন বেঠিক বচন,
শীতল গোলাপ-জল করহ সিঞ্চন।
ভরিয়ে সুবর্ণ-ঝারি, আনহ গোলাপ-বারি,
ভিজাও চিকণ কেশ, ভিজাও বদন।
আনহ চামর চারু, শিখি-পুচ্ছ-পাখা কারু,
ফুলের শয্যায় ধীরে করাও শয়ন।
সর্ব্ব-সখীগণে ত্বরা কর আনয়ন।

[ফিরোজার বেগে প্রস্থান।

প্রিয়তমে কথা কও, কেন অধোমুখে রও,
কেন বা বেদনা সও কোমল শরীরে?
যে ধনী অধীন পানে, করুণার কণাদানে
একবার চেয়ে দেখ ফিরে।

মহ। কেন হেন বল তুমি পর-রমণীরে?

ফিরোজ শা। (সবিস্ময়ে)
সে কি প্রিয়ে, এ কি কথা,
ওরে রে, কনক-লতা,
পরের রমণী তুমি? তুমি যে আমার।
মিনতি বিনতি করি, ও তোর চরণে ধরি,
কোমলে! দারুণা তুমি না হইও আর।
আমি তোমার—তোমার—তোমার।

(জমুরুরদ্, পুখরাজ, নীলম্ প্রভৃতি পরীগণের
সহিত চামর, ময়ূরপুচ্ছের পাখা ও ঝারিপূর্ণ
গোলাপজল লইয়া ফিরোজা-
পরীর পুনঃপ্রবেশ)

পুখরাজ পরী। আহা আহা,
এ কি হেরি! হীরের পুতলী,
কঠিন মাটীতে করে, আকুলি বিকুলি!

মহ। (বিরক্তভাবে পরীগণের প্রতি)
উপহাস—পরিহাস কর কি কারণ?
যাও চলি হেথা হ'তে, মানহ বারণ।

ফিরোজ। (স্বগত) মজালে, ছুঁড়ী মজালে
আমার আশার বুক বিঁধলে গজালে।
ভয়ে ভয়ে কত স'য়ে
কত রকম মিষ্টি ক'য়ে,
কান ভিজুলুম
মন বুঝুলুম,
প্রাণ মজালুম,
সাধের সাদীরও সব যোগাড়,
আর অম্নি এক আছাড়ে সব সাবাড়!

পিরীত-পাগ্‌লী ছুঁড়ী ক'লে কি!
আমি বড়্‌কী সখী, হ'তে পাল্লুম না,
যেই ছোট্‌কী, সেই ছোট্‌কী।
আমাদের এ পরীর দেশে
অরবিকের—ফর-বিকের নেই,
কিন্তু ছুঁড়ীর প্রেম-বিকেরের চোটে
আমার প্রাণ বা ফাটে!
ভরা কিস্তী গাং পেরিয়ে ডুবলো ঘাটে!

ফিরোজ শা। পরীরাণি!—প্রিয়তমে!

মহ্। আঃ! বার বার,
কেন কহ হেন দুর্ব্বচন?

ফিরোজ শা। (পরীগণের প্রতি) সখীগণ!
কেন রাণী হেন রুষ্ট কেন বা দারুণ কষ্ট,
সহিছেন কোমল হৃদয়ে,
কেন বা নির্ম্মম চিত, কেন হেন বিপরীত,
প্রাণ মন মোর ভীত ভয়ে।
যাব আমি হেথা হ'তে, সবে মিলি বিধিমতে,
পরীশ্বরী সুন্দরীরে করহ সান্ত্বনা।
রাণি! রাণি!
যদি ক'রে থাকি দোষ, নিজগুণে ভুল রোষ,
তুমিই আমার ধ্যান—প্রাণের বাসনা।

[দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পরীগণ। (গীত)

ও সই, কই লো তোরে;
চেয়ে দেখ্‌ লো ফিরে—দেখ লো ফিরে।
কও লো কথা, কনক-লতা
মাথার কিরে—মাথার কিরে॥
ভুলে যা লো রাগ, দেখা প্রেমের অনুরাগ,
কর্‌ লো সোহাগ, পাবি সোহাগ ঘুরে,—
প্রণয়-পিপাসা করে তোরি আশা,
দেখা ভালবাসা, ভাসা সুখনীরে—সুখনীরে।

[ক্রোধভরে মহ্‌রুখ পরীর অগ্রে বেগে প্রস্থান, পরে সখী পরীগণের গাইতে গাইতে তৎপশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পরীস্তান—প্রাঙ্গণ-পথ

(মাদারি জিনের প্রবেশ)

মাদারি। (সানন্দে) বাহবা বাহবা!
ক্যা তারিফ! ক্যা তারিফ!
য্যায়সী ত্যসবীর,
ত্যায়সা শাজাদা বেনজীর।
মিলাও দোনোকো এক সাথ,
তনিখ ভর ন্‌ মিলেগী তফাৎ।
দুপ্যহরকো গেয়াথা স্যায়সাপুর;
ফের্‌ কার্‌ আয়া সামকা বক্ত।
শাজাদা প্যারীসে দেখে ক্যা মিলে,
দেখুঙ্গা ক্যায়সা হ্যায় হামারী বখ্‌ৎ।

(মহ্‌রুখ পরীর প্রবেশ)

মহ্। (সোৎকণ্ঠচিত্তে) মাদারি! মাদারি! ক্যা খবর?

মাদারি। খুব জ্যবর্‌।
য্যায়সী তসবীর, ত্যায়সা শাজাদা!
ত্যসবীরসে বেনজীর কুছ ন্‌হি জিদা।

মহ্। উহু, শাজাদা কাঁহা রহতেঁ হ্যাঁএ?
ক্যা ক্যরতেঁ হ্যাঁএ?

মাদারি। স্যায়সাপুরকা কিনারামে দিলখোস বাগমে একেলে র্যহতোঁ হ্যাঁএ। উন্‌কো ত্যাদারককে লিয়ে ক্যায় খিদ্‌মদ্‌গার আওর দাই উন্‌কো পাশ র্যহতে হ্যাঁএ। উন্‌কো বাপ বাদশা ফিরোজবক্ত শা, মা বেগম জিনৎমহল, হর্‌রোজ উন্‌কো দেখ্‌নে যাতেঁ হ্যাঁএ। মুঝে আওর্‌ভি খ্যবর মিলা—পঁচিশ ব্যরষ উম্মর্‌ ত্যক্‌ শাজাদা দিলখোস বাগমে র্যহঙ্গে, আওঙ্গে বাদ্‌ আপনা বাপ—মাতারিকা পাশ আওঙ্গে, আভি উন্‌কো উম্মর্‌ বাইশ ব্যরষ। সাদী ন্‌ হুয়ী।

মহ্। যাও,
আব খানা পিনা ক্যরকে, ক্যরো—আপনা কাম।
কাল সুবোকোঁ তুঝে মিলেগা খুশ-ই মি।

মাদারি। স্যলাম, স্যলাম।
আচ্ছা, শাজাদী জী,
ইএ খ্যবর লে আনেকা মানে ক্যা?

মহ্। ফ্যকৎ ছ্যবিকা সাথ চেহরা মিলানা, আওর কুছ ন্‌হি। আব তু যা।

[সেলাম করিতে করিতে মাদারির প্রস্থান।

গভীর নিশীথে আজি, মন্ত্রময় বেশে সাজি,
পাখায় করিয়া ভর, যাইব উড়িয়া,
সেই—রাজপুত্রপাশে!
পরীমন্ত্রে ভুলাইয়া, মন্ত্রঘুমে আবরিয়া,
আনিব তাঁহারে পরীস্তানে উড়াইয়া,
এই—এই পরীবাসে।

[প্রস্থান।

(বিরক্তমুখে মাদারির পুনঃ প্রবেশ)

মাদারি। হাজেরী ভ্যলা হোয়! হাজেরী ভ্যলা হোয়!
পানী রোটী শানেকিভি ছুট্‌টী নেহি মিল্‌তী হ্যায়।

কাঁহাসে তাড়কসে আগেয়ী, আওর খালি ক্যব্‌তী
হ্যায় কেঁই কেঁই কেঁই।

(শশব্যস্তে ফিরোজা পরীর প্রবেশ)

ফিরোজা। (কাতরকণ্ঠে)
হে পিয়ারে! হে মাদারি!
হুহাই তুমারী—হুহাই তুমারী।
মাদারি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে)
হোঃ হোঃ, মঁ্যাঞ ম্যর গেয়া রে,
ম্যাঞ ম্যর্ গেয়া রে।
ফিরোজা। কেঁও পিয়ারে? কেঁও পিয়ারে?
মাদারি। আরে রে রে রে! পেট ব্যড়া জ্বল্‌তা,
মঠ বেদম্ একদম্, মুহসে বাৎ
নেহি খুল্‌তা।
ফিরোজা। ক্যা ডর্ মেরে ইয়ার?
তেরে ওয়াস্তে আপনে হাতসে
মোটী মোটী মিঠি রোটী করুঙ্গী তয়্যার।
প্যহলে তুম্‌সে হাম্‌সে ব্যন্ যায় সাদী।
মাদারি। (মুখভঙ্গী করিয়া)
ত্যব মুঝে মিলেগা তেরী রোটী
প্যর্‌সাদী!
ফিরোজা। (সহাস্যে) আরে পিয়ারে!
তুমকো ক্যা মালুম নেহি—
"মোটী রোটী অ্যরু ছোটী"
ব্যড়ী অ্যচ্ছি চীজ?
মাদারি। হাঁ হাঁ মুঝে মালুম হ্যায়; লেকেন একেট্‌ঠা
"মোটী রোটী, অ্যরু ছোটী" মিলে তো বহুত অ্যচ্ছা
হ্যায়। পরন্তু আব মেরে পেটমে আগ লাগা
হ্যায়। আব ফ্যকৎ দিস্তা দিস্তা মোটী রোটী
চাহিয়ে; দিস্তা দিস্তা অ্যরু ছোটীমে কুছ ফায়দা
নেহি। আব তু হট যা।
ফিরোজা। রে মেরে মাদারি,
ম্যৎ ক্যর্ দিগদারী,
মঁ্যাঞ তো তোহারী,
আওর তু তো, পিয়ারে, হামারী।
তেরে ক্যসম্, তু মেরে ক্যসম্।
মাদারি। ফের ব্যক্ ব্যক্ ক্যরো তো তুমকো পেটমে
ভ্যরকে করুঙ্গা ভ্যসম্।
ফিরোজা। তেরে পাঁও প্যাড়ে, মুঝে ব্যচা!
মাদারি। খাস্‌রু উন্থু তুমকো প্যাকড়নে আয়াথা?
ফিরোজা। নেহি জী, উস্‌সে জিয়াদা।
মাদারি। কেঁও ভ্যর্‌তী হ্যায়? উহঃ ক্যর্ নেহি—মাদা।
ফিরোজা। এ জী,
খস্‌রু খ্যশ্‌রুসে মঁ্যাঞ নেহি ড্যর্‌তী,
প্যারীরাণীকা গুস্‌সাসে মঁ্যাঞ মর্‌তী
ফের জিন্ বাদশাকে উপর বিগড় গেয়ী!
মাদারি। তো মঁ্যাঞ ক্যা ক্যরুঙ্গা?
মেরে হাত নেহি
আব তু যা, মঁ্যাঞ ভি যাওঁ,
ঘরমে যায়কে রোটী খাও। (গমনোদ্যোগ)

ফিরোজা। (বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে গীত)

দিল্‌দার! দিগ্‌দার কেঁও
হো হামারে প্যার্।
তু হামারে ক্যাপড়া ল্যত্তা
বাগ বাগিচা ঘ্যর।
(আরে রে ও পিয়ারে!)
তু হামারে খাট বিছাওনা,
দুধ ফাটকে টাটকা ছানা,
ব্যরফ-পানি গরম খানা গুলাবী আতর।
(আ রে রে ও পিয়ারে)
তু হামারে জান্ কলিজা,
খাস্তা পুরী পিস্তা খাজা,
আশ ভ্যরোসা সোহাগ গোসা,
প্রেম্‌কী নেসা তার।
(আরে রে ও পিয়ারে)

[উভয়ের প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

পরীস্থান—আরামবাগ।

(মহ্‌রুখ পরী পুষ্পবেদিকায় উপবিষ্টা)

মহ্। নিতুই নতুনে অভিলাষ,
জীবের চরিত্রে পরকাশ।
নতুনে নতুন ভাব ছোটে,
নতুনে নতুন ফুল ফোটে।
নতুন প্রেমের খেলা, নতুন প্রেমের মেলা,
নতুন পিয়াসা প্রাণে ওঠে।
পুরাতনে আর কাজ নাই,
নতুন নতুন শুধু চাই।
নতুনে নতুন হব, নতুন সোহাগ পাব,
ভালবাসি নতুন সদাই।

(অধোমুখে চিন্তা)

(ফিরোজ শা ও গাইতে গাইতে জমুর্‌রদ, পুখরাজ,
নীলম্‌, ফিরোজা প্রভৃতি পরীগণের প্রবেশ)

পরীগণ। (গীত)

নীরবে কি রবে দিবানিশি,
ঢাল সুরবে সুধারাশি॥
কও লো কথা, ঘুচাও ব্যথা,
প্রাণে প্রাণে হোক মেশামিশি।
চাও লো নয়ন-কোণে,
ধাও লো প্রেমিক পানে,
গাও লো সোহাগ তানে,
রাখ অধরে হাসি;—
হাসির পুতলী, আমরা সকলি,
ভালবাসি ভালবাসাবাসি॥

ফিরোজ শা। প্রিয়তমে পরীশ্বরি!
রাখ রাখ সখীদের কথা।
মিনতি বিনতি করি,
হর মোর অন্তরের ব্যথা।
বল বল প্রেমাধীনে,
আচম্বিতে কেন হেন রোষ?
কি করিলে বল প্রিয়ে!
হবে তব মনের সন্তোষ?
অসাধ্য হ'লেও তাহা,
সুনিশ্চয় করিব সাধন।
যা চাও, তাহাই দিব,
কোনমতে না হবে লঙ্ঘন।
প্রেমের ভিখারী আমি,
সেই প্রেম তোরি কাছে আছে।
কি দিলে সে প্রেম পাব,
মুক্তকণ্ঠে বল মোর কাছে।

মহ্‌। (স্বগত)
ভয় ছিল, ভয় গেল, হ'ল ভাল শেষে;
পতঙ্গ পড়িল নিজে দীপ্তানলে এসে।
প্রেমমুগ্ধ জিনরাজে কৌশল করিয়া,
বহুদূরে ধরাপুরে দিব পাঠাইয়া।
রাখিব মাসেক সেথা করি ব্রত-ছল।
ব'লে দি আনিতে,
মর্ত্ত্যে না ফলে যে ফল।

ফিরোজ শা। (কাতরকণ্ঠে)
বাজ রে নীরব বীণে, বল্‌ রে সরল মনে,
কি চাও কি চাও মোর পাশে?
অনন্ত ভুবন ঘুরে, আনিয়ে দিব রে তোরে,
কি না পারি তোর প্রেম-আশে?

মহ্‌। জিনেশ্বর! শুন মোর মনের বচন,
করিব "মদন-ব্রত" মাসেক কারণ।
সেই ব্রত উদ্‌যাপনে হেন ফল চাই,
যে ফল পৃথিবী বিনা অন্য কোথা নাই।
ফলের ভিতরে আঁঠি; আঁঠির মাঝার,
আবার একটি ফল, তেমনি আকার;
দ্বিতীয় ফলের মাঝে দুটি আঁঠি আছে;
এনে দাও হেন ফল ফলে কোন্‌ গাছে।
এক মাস ছাড়ি আমি প্রেম-সম্ভাষণ,
নির্জ্জনে মদনরাজে করিব পূজন।
এক মাস তরে তুমি আমার নিকটে,
এস না; আসিলে আমি পড়িব সঙ্কটে।

ফিরোজ শা।
উত্তম উত্তম, প্রিয়ে এখনি ধরায় গিয়ে,
অন্বেষিব সে অপূর্ব্ব ফল;
সুন্দরি, মাসেক তরে, আসিব না পরীপুরে,
রব দূর ধরাতে কেবল।
আসিব সে ফল লয়ে পূর্ণ হ'লে মাস,
বিবাহ করিয়া মোর পূরাবে তো আশ?

মহ্‌। পূরাইব। আজই তুমি যাও ধরাবাস।

ফিরোজ শা। সখী ফিরোজা!
জিনিগণে আন মোর পাশ।
সে সবে লইয়া সঙ্গে, যাইব ভূতলে রঙ্গে,
প্রেয়সীর পূরাইব আশ॥

ফিরোজা। (স্বগত) মা গো বাঁচলেম।
ছুঁড়ীর কাটকড়া রাগ,
যেন ল্যাজ-ছেঁড়া বাঘ!
এবার ছুঁড়ী ঠাণ্ডা,
ভাল হ'ল, আমিও বুঝে নেব
পাওনা গণ্ডা।
বড়কী সখী হব,
ছোটকী নাহি রব।
এক মাস বৈ তো নয়,
দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কাবার;
দু'হাত এক ক'রে দে
তবে অন্য কাজ আমার।
হাঁ, তাও বলি;—
ফলটা কেমন হেঁয়ালী হেঁয়ালী।
তা জিন্‌ বাদশাও খুব প্রেম-খেয়ালী,
ফল এনে দেবে, বে করবে তবে ছাড়বে।

ফিরোজ শা। যাও ফিরোজা!

ফিরোজা। যো হুকুম, শাহান্‌-শা।

[প্রস্থান।

মহ্‌। তোমরাও শুন শুন পরী সখীগণ!
মোর পাশে না আসিও মাসেক কারণ।
দেখিলে অন্যের মুখ কোনমতে মহ্‌রুখ্,
নারিবে "মদন-ব্রত" করিতে সাধন।
জিনেশের ভালবাসা, পাছে হয় ভাসা ভাসা,
তেঁই মোর এই ব্রত শুন সর্ব্বজন!
এ ব্রতে অটুট হবে প্রেমের বন্ধন!

ফিরোজ শা।
আহা, আহা, মরি মরি, ধন্য তুমি পরীশ্বরী,
এত ভালবাস তুমি মোরে?
মোর ভালবাসা লাগি, হেন ব্রত-অনুরাগী,
এত দিন বুঝি নি অন্তরে!
পরীরাণী যা বলিল শুন সখীগণ!
না আসিও এর পাশে মাসেক কারণ।

(জিনি'ক লইয়া ফিরোজার পুনঃপ্রবেশ)

শুন্ রে স্যব জিনি মেবে,
শুন্ হামারে বাত;—
আজহি বাতকো দুনিয়ামে
চল হামার সাথ।

জিনিগণ। যো হুকুম শাহান-শা। (সেলামকরণ)

পরীগণ। (গীত)
নতুন রূপে নিতুই নতুন প্রেমের তুফান বয়।
রূপ যেখানে, প্রেম সেখানে আপনহারা হয়॥
চোখে রূপ যেমন লাগে,
ঘুম ভেঙে প্রেম অমনি জাগে,
ভাঙা ভাঙা ভাব সোহাগে স্বপন-কথা কয়,
রূপে প্রেমে কোলাকুলি, হৃদয়ে হৃদয়॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নয়সাপুর—দিল্‌খোশ-বাগ—ছত্রমঞ্জিল।
ছাদের এক পার্শ্বে সজ্জিত পর্য্যঙ্ক
স্থাপিত ও অপর পার্শ্বে শাহাজাদা
বেনজীর দণ্ডায়মান।

বেনজীর। (গীত)
ঘুমন্ত চাঁদের ওই নিবন্ত জোছনা।
শেষ হাসি হাসে, নিশি ও হাসি মুছ না॥
আধ ঘোর আধ ছায়া,
প্রকৃতি রাণীর কায়া,
জোছনায় দেখা যায়, সে কায় ঢেকো না॥
প্রকৃতির ছেলে-মেয়ে,
ফুলেরা শিশিরে নেয়ে,
চাঁদের জোছনা পিয়ে, এখনো হাসে;—
জোছনার হাসি গেলে, ও হাসি রবে না॥

(পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন)

না, নিশি না শুনিল বাণী,
ডুবাইল চাঁদখানি,
নিবাইল চাঁদ সনে জোছনা হাসনি।
আমি ভালবাসি যেটি,
অন্যের নয়নে সেটি,
বড়ই অসহ্য হয়; স্বার্থের ধরণী
যে জোছনা বুকে এঁকে,
এ জোছনা চ'খে দেখে;
রূপ-জোছনার ছায়ে ছেয়েছিল প্রাণ,
সে জোছনাটুকু ছি ছি,
মুছে ফেল মিছি মিছি,
বিন্ধিল তামসী মোর হৃদে বিষবাণ!
এ বিষ-বাণের জ্বালা
প্রাণ করে ঝালাপালা,
আরো কত দিন হেন যন্ত্রণা সহিব।
আহা!
সে রূপ-জোছনা দেখা কভু কি পাইব?
বলেছে দৈবজ্ঞ সবে,—
দারুণ বিচ্ছেদ হবে
পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সেতে,
কোন কুমারীর সনে,
বিবাহের সঙ্ঘটনে,
এই লেখা ললাট-পটেতে,
বাইশ বৎসর যায়,
এখনও যুগান্ত প্রায়,
তিন বর্ষ বাকি আছে মোর;
তবে সে পিতার চেষ্টা,
মিটাবে আমার তৃষ্ণা,
কিন্তু এ যে মরীচিকা-ঘোর।
নবীন যৌবন মোর—প্রেমের বিকাশ,
অমনি শুকায়ে যাবে, মুকুলে বিনাশ
দিন নাই রাত নাই,
এ বাগানে সর্ব্বদাই

সুখে থেকে, সুখ নাহি পাই।
ভুলিতে জাগার জ্বালা আবার ঘুমাই।

(পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন ও ক্রমে ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ)
(কিয়ৎক্ষণ পরে মহ্‌রুখ পরী উড়িয়া আসিয়া ছাদোপরি অবতরণ)

হ্‌। (স্বগত) মরি মরি, এই যে আমার—
এই যে আমার সেই হৃদয়-পুতলী !
সে ছবি ঘুমন্ত ছবি এবে
রয়েছে যে পালঙ্ক উজলি।
চল, চল, মনের মানুষ
ঘুমন্ত দশায় পরীস্তানে ;
উড়াইয়ে পালঙ্ক সহিত
লয়ে যাব তোমারে সেখানে !
হয়েছি প্রেমের দাসী আমি,
এবে তোমা বই আর নাহি চাই কারে।
প্রিয়তম !
যত দিন না মিটে পিয়াসা,
প্রেম-সুধা দেবো নেবো সুখের সাগরে।

(নিদ্রিত বেনজীরের অঙ্গে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া)

প্রস্বাপন মন্ত্র পড়ি, অঙ্গে দিনু ফুল,

(বেনজীরের কেশে স্বীয় কেশ স্পর্শ করাইয়া)

তোমার চিকণ চুলে ছোঁয়াইনু চুল ;
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গিবে তোমার,
চল নাথ, ভবনে আমার।

[নিদ্রিত বেনজীরকে পর্য্যঙ্ক সহিত উড়াইয়া লইয়া মহ্‌রুখ পরীর শূন্যে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরীস্তান—মাদারির কক্ষ।

(মাদারির প্রবেশ)

মাদারি। (পদচারণা করিতে করিতে)
ছুট্‌টী মিলা ম্যহিনা ভ্যর্‌,
ব্যয়ঠে র‍্যহুঙ্গা আপনা ঘ্যর।
প্যারীরাণী কী ম্যদন-পূজা,
মাদারি ! ম্যহিনা ভ্যর্‌ তু উড়া ম্যজা।
লেকেন, এহি ব্যড়া আপ্‌শোস—
মুঝে জ্যল্‌দী নেহি মিলেগী
ফিরোজা দিল্‌খোশ।

(ফিরোজার প্রবেশ)

ফিরোজা। (সহাস্যে) হে হে প্রাণনাথ
মাদারি !
কেন হচ্ছ দিগ্‌দারী ?

মাদারি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
আরে মেরী জানী !
আওর ক্যা তুম হোয়েগী হামারী ?
প্যারীরাণী কী ম্যদনপূজা,
একদম্‌ হাম্‌কো জাহন্নমে ভেজা।
তুম্‌সে হাম্‌সে সাদী,
ব্যস্তে ব্যস্তে ব্যন্দ হো গেয়ী,
আওর মেরে কুছ আশ ভ্যরোসা নেহি !
ম্যহিনা ভ্যর্‌ জীয়েঙ্গে,
ত্যব্‌ তো তুম্‌কো পাওয়েঙ্গে,
ব্যড়ী মুশ্‌কিল্‌ কী বাৎ,
মাঁএ ম্যর্‌ যাউঙ্গা আজিহি কী রাত।

ফিরোজা। না, প্রাণনাথ ! না, প্রাণনাথ !

(গীত)

মর্‌বে কেন ভাই ? ছি ছি, বালাই বালাই,
তুমি বিনে, ও প্রাণনাথ,
কেউ যে আমার নাই।
তোমায় আমায় একসঙ্গে,
থাকবো সদা প্রেমরঙ্গে,
ভয় কি তেরা, নাগর মেরা,
তোরেই আমি চাই,—
ঘোঁজে কেন ? বাইরে এস,
ঠাণ্ডা হাওয়া খাই।

[মাদারিকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পরীস্তান—মহ্‌রুখ পরীর শয়ন-মন্দির।

বেনজীর ও মহ্‌রুখ পরী।

বেন। (সবিস্ময়ে) এ কি দেখি !
কোথা আমি ? কে তুমি সম্মুখে ?

মহ্‌। দাসী আমি, তব নাথ ! সুখী তব সুখে।

বেন। স্বপ্নরাজ্যে আসিনু কি ?

মহ্‌। না না, স্বপ্নরাজ্য নয়,
পরীরাজ্য প্রাণেশ্বর! চিরানন্দময়।
বেন। পরীরাজ্য? কুহেলিকা প্রহেলিকা ঢাকা!
উচিত না হয় মোর হেন স্থানে থাকা!
(প্রস্থানোদ্যোগ)
মহ্‌। (হস্তধারণ করিয়া)
কোথা যাও, প্রাণেশ্বর?
বেন। ছাড় হেন সম্বোধন।
মহ্‌। সে কি নাথ, এ কি কহ,
তুমি তো অপর নহ,
প্রাণেশ্বর! প্রাণনাথ! প্রাণেশ আমার!
বেন। (বিরক্তভাবে) ছি ছি, আবার!
আবার!
ছাড় হাত, যাই চলি আপন আগার।
মহ্‌। বহুদূর—বহুদূর সুদূর ধরণী,
কিরূপে যাই'বে সেথা একা গুণমণি?
বেন। কে তুমি?
মহ্‌। তোমার কিঙ্করী আমি।
বেন। ছাড় ছলা, বল—কে তুমি?
মহ্‌। ছলা খেলা নহে নাথ! সত্য কথা কই
তোমার শপথ, আমি তোমা ছাড়া নই।
পরীরাজ্যে বাস করি, লক্ষ পরী সহচরী
সেবা করে মোর,
পরীকুল-শিরোমণি দাসী তব পরীরাণী,
তুমি মনচোর!
বেন। তাই মোরে চুরি করি আনিলে হেথায়?

মহ্‌। (গীত)

মনচোরে চুরি ক'রে এনেছি
আজ দেখ্‌বো ব'লে।
চোরে চোরে প্রেমের খেলা
খেলবো বোলে পল-বিপলে।
প্রথম প্রেমে লুকোচুরি,
চরম প্রেমে সরম-চুরি,
উদ্‌যাপনে স্পষ্ট চুরি,
এম্নি হেরি প্রেমিকদলে;—
প্রেম যেখানে, চোর সেখানে,
চুরি বিনে প্রেম কি মিলে?

বেন। উচ্চকুলে জন্ম তব,
কিন্তু কেন হেন নীচ আশা?
মহ্‌। উচ্চ নীচ নাহি জানে, নাহি মানে
কভু উন্মাদিনী ভালবাসা।
আমি যারে ভালবাসি,
সেই মোর উচ্চ—উচ্চতম;
ভালবাসা নাহি চায় যারে,
সেই নীচ—সেই নীচতম।
রাজার কুমার তুমি,
পৃথিবীর সুন্দর দেবতা,
আমি তব প্রেম-ভিখারিণী,
কর নাথ! প্রেমের মমতা।

বেন। (দ্বৈত গীত)

রাখ অনুরোধ, মান প্রবোধ,
প্রেমে অবোধ হয়ো না।
মহ্‌। নিষ্ঠুর সমান, হয়ো না পাষাণ,
দারুণ বচন ক'য়ো না;—
হৃদয়ে বেদনা দিও না, দিও না,
প্রাণে বেদনা দিও না॥
বেন। মোরে ক্ষমা কর, কর পরিহর,
অপরাধ মোর নিয়ো না।
ছাড় যাই আমি।
মহ্‌। কোথা যাবে তুমি?
যেও না, যেও না, যেও না।
বেন। (স্বগত) কি বিভ্রাট!
বাধার কপাট মোর নয়ন-সম্মুখে;
কেবল আটকি রাখে কামাতুরা পরী।
কি করি? কিরূপে যাই?
কিসে বা উদ্ধার পাই?
কামাতুরা এ চতুরা উপায় চাতুরী।
(প্রকাশ্যে) বল পরীরাণি!
কিবা চাও তুমি? কিবা তব আশা?
মহ্‌। শুন, গুণমণি! শুধু চাই আমি
তব ভালবাসা।
বেন। পর তুমি, পর আমি, তেঁই মোর মন,
পর-রমণীর প্রেমে না মজে কখন।
অবৈধ প্রেমেরে আমি ভাবি মহাপাপ,
বুদ্ধিমতী হয়ে কেন দেহ পরিতাপ?
মহ্‌। না না, নাথ! অবৈধ এ প্রেম নয়,
আমারে বিবাহ কর, তুমি।
তুমি এই পরীরাজ্যে রাজা
আমি তব দাসী পরীরাণী!
বেন। বিবাহ? উত্তম।
কিন্তু পরীরাণি, শুন মোর বাণী,
একটি প্রার্থনা আছে।
মহ্‌। বল, গুণময়, পূরাব নিশ্চয়,
বল তা আমার কাছে।

বেন। বাপ মার কাছে গিয়ে,
তাঁদের আদেশ নিয়ে,
তব পাশে আসিব আবার ;
বিবাহ করিব তোমা, শুন পরী মনোরমা,
এই সেই প্রার্থনা আমার।
মহ.। প্রার্থনা পূরাব তব করিয়াছি পণ।
জনক-জননী-পাশে করহ গমন।
পক্ষিরাজ অশ্ব দিব, চড়িয়া তাহায়,
উড়িয়া ধরায় যাও আজের নিশায়।
পক্ষিরাজ আজ্ঞা তব পালন করিবে,
আবার চড়িয়া তায় এখানে আসিবে।
বেন। সন্তুষ্ট হইনু আমি, চল তবে পরীরাণি,
পক্ষিরাজে উঠাও আমায়।
মহ.। আমার মাথার কিরে,
আজই আসিবে ফিরে ?
বেন। সুনিশ্চয়—সন্দেহ কি তায় ?
মহ.। (স্বগত)
রমণীর মন, পুরুষ যেমন,
বুঝিতে নারে,
পুরুষের মন, রমণী তেমন,
বুঝিতে হারে
বিশেষতঃ প্রেমের খেলায়।
ছায়াময়ী হয়ে বাতাসে মিশায়ে,
যাইব সাথে ;
নাহি দিব দেখা শুধু নিব দেখা,
এ ঘোর রাতে ;
দেখি দেখি, এ যায় কোথায়।
বেন। কি ভাবিছ পরীরাণি ?

মহ.। (গীত)

ভাবছি তোমার ভাবের ভাবে,
সে ভাব ভেবে বলতে নারি।
যতই ভাবি ততই ডুবি,
ভাবের সাগর গভীর ভারি।
কি এক ভাবের নেশার ঘোরে,
ভাবিয়ে দিলে তুমি মোরে,
দেখছি চেয়ে ভাব বিভোবে,
ভাবে ভরা মুখ তোমারি ;—
এ ভাবে ভাবের অভাব
ঘটিও না, হে ভাববিহারী !

[উভয়ের প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

পরীস্তান—বারাসত।

(দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত পথ)

(ফিরোজা ও মাদারির প্রবেশ)

মাদারি। মেরে পিয়ারী ফিরোজা বিবি ! ইয়ে পেড়োঁ কী কিবা, ইয়ে রাস্তে কী কিয়া, ইয়ে রাত কী কিয়া, উহঃ তারা কী কিয়া, ইয়ে হাওয়া কী কিয়া, আওর মেরীভি কিয়া, সচ ক্যাহো মেরে চ্যেহেরা দেখনে ক্যায়সা ?
ফিরোজা। জিন্‌রাজ ফিরোজ শা তুম্‌হাবে পাঁও কা খুখুন মক্কৃভি নেহি।
মাদারি। (সানন্দে) হাঁ !
ম্যাঞ অ্যায়সা খুবসুরৎ হুঁ ?
ফিরোজা। হুঁ।
মাদারি। (সানন্দে) বেশক্ বেশক্ ! ম্যাঞ অ্যায়সা বঢিয়া হু হোনেসে, তেরে মাফক্ হীবামন চিড়িয়া মেরে আশ্নাইকো পিঞ্জরেমে কেঁও ঘুসেগী ?
ফিরোজা। তুহি মেরি আশ ভ্যরোসা, প্রেমপিয়াসা।
মাদারি। জীতা রহো বিবি ! জীতা রহো !
ফিরোজা। (কৃত্রিম চিন্তিত ভাবে) সো তো সহি জী ! লেকেন মেরা দিল্‌মে হ্যায় এক আপশোস্ !
মাদারি। (শশব্যস্তে) ক্যা ? আপশোস্ ? ম্যাঞ ক্যা মাতোয়ারা বেহোস্ ? যো কহেঙ্গে উহঃ নেহি করেঙ্গে ? ফিবোজা দিল্‌জান্ ! তেরে ক্যসম্ ম্যাঞ হউঙ্গা তেবে খ্যসম্। তেরে কিয়া, তু হোয়েগী মেরে হীরা, জোরু সেরা।
ফিরোজা। ত্যবভি ক্যায়সা মালুম হোয়।
মাদারি। তব্ শুনো, পিয়ারী জোরু মেরী ! তু স্তওয়ায় পরীস্তান্‌মে যেৎনা প্যরী,
বহি হ্যাঞ ব্যহিন মেরী।
কেঁও ? অব্ আপ্‌শোষ গ্যায়া ?
দিল খোশ হুয়া ?
ফিরোজা। হাঁ, প্রাণনাথ, হুয়া।
মাদারি। আব্ খুশ্ দিল্‌মে, একঠো মিঠাসে মিঠা গান গাও। মেরে দিল্‌ভি খুশ্ হো যায়। হাঁ, গানকা সাথ নাচনাভি চাহিয়ে।

ফিরোজা। (গীত)

মিঠি মিঠি হাওয়া ধীরি ধীরি।
চাল্‌তী হ্যায়, খেল্‌তী হ্যায় ফিরি ফিরি।

হাওয়াকা তোয়াজমে খুশ, মেজাজ ফুল,
তুম্‌হারে তোয়াজমে ম্যাঞ হুয়ী ম্যশগুল্‌.
আরে মেরে ইশকবাজ বুল্‌বুল্‌ ;
ম্যঁাঞ হুঁ তেরী, মিঞা ! তু হো মেরী ॥

(খস্‌রুর প্রবেশ)

খসরু। (ব্যঙ্গসহ) বা ভাই ! বা ভেইয়া মাদারি, ম্যজা তো তুম্‌হারী।

মাদারি। (সরোষে) আরে উল্লু ! কেঁও ইহাঁ আয়া ?

খসরু। আবে ভাল্লু ! কেঁও গালী দেতা ?

মাদারি। হাজার দফে গালী দেউঙ্গা, তু মুঝ্‌কো পছন্তা নেহি ?

খসরু। হাঁ, খুব পছন্তা ;—
"দরিয়া কিনারে ব্যগ্‌লা ব্যয়ঠে
চুন চুন মাছলি খায়।
শিঙ্গহী ম্যছলী কাঁটা মারে,
ত্যড়প ত্যড়পকে যায় ॥"

মাদারি। (সরোষে) ক্যা ? ম্যাঞ ব্যগলা ? তু সিঙ্গহী ম্যছলী ? কাঁটা মারোগে ? ভ্যলা আও, ত্যলওয়ার খিঁচো, ম্যাঞ ভি মেরা ত্যলোয়ার খিচতা হুঁ ; দেখে, কওন্‌ ব্যগলা, কওন্‌ শিঙ্গহী।

খসরু। আরে বা জী জ্যওয়ান ? ফিরোজা জান। মুমে নেহি হুয়া, ফের ত্যলওয়ারমে টান্‌।

মাদারি। আরে নাতাকৎ দুবলা ! জান্‌তা নেহি ? জোর যিস্কা, জোরু তিস্কা।

খসরু। হাঁ, খুব জান্‌তা, ওহি ওয়াস্তে ম্যাঞ আয়া হুঁ। দেখে, ফিরোজা তেরী ইয়া মেরী জোরু।

মাদারি। (সরোষে)
আরে কুত্তা ! বাৎসে কেঁও ব্যড়হাই ?
ত্যলওয়ারসে ক্যর্‌ ল্যড়হাই।

(উভয়ে অসিনিষ্কাশন করিয়া আক্রমণ চেষ্টা)

ফিরোজা। (শশব্যস্তে) আরে আরে ! কর কি ! কর কি ! থাম থাম। কাটাকাটি ক'রে ম'লে সব মাটী হবে। আর কার জোরু হব, সেটা আগে বোঝো, তবে মস্তে হয় মরো, বাঁচতে হয় বাঁচো।

মাদারি। হাঁ, উ কথাটি তোমার খুব আচ্ছা আছে। আগে তুমি বোলো কাহার জোরু হোবে ?

ফিরোজা। একটার হ'লে একটা মরবে, কাজে কাজে দুটোরই হব।

মাদারি। (বিস্ময়ে) আরে, ইয়ে কিস্তারে বনেগা ?
দো ব্যয়েল, এক গাই,
লড়হাই হোগা হরদাঁই।

খসরু। নেহি লড়হাই হোগা।

মাদারি। (সরোষে) আরে চুপ রহো না ম্যরদ; বুজদিল।
এক মেহরু, দোনো খ্যসম্‌ ?
ঘ্যর করুঙ্গা কিস্‌ কিসম্‌ ?

খসরু। কেঁও ? দিনমে তেরা, রাতমে মেরা।

মাদারি। ক্যা শালে ! ম্যাঞ ভ্যড়ুয়া ? আজ তেরা শির্‌ লেঙ্গে, ত্যব ছোড়েঙ্গে।

(তরবারি উত্তোলন)

ফিরোজা। ফের মাদারি ফের ? যা, আমি কারুরই জোরু হব না।

[বেগে প্রস্থান।

মাদারি। (শশব্যস্তে) আরে আরে ফিরোজা বিবি। আরে দিলজান্‌ ! আরে মেরে হর্‌দিল্‌ হাজির ! ম্যৎ ভাগো, ম্যৎ ভাগো, শুনো শুনো।

(নেপথ্যে) ফিরোজা। ক্যভি নেহি, ক্যভি নেহি।

মাদারি। আরে মেরে ভাগ ! ল্যগ গিয়া আগ। হা ফিরোজা ! হা ফিরোজা !

(চক্ষে হস্ত চাপিয়া রোদন)

খসরু। আরে ভেইয়া, কেঁও রোতে হো ? আলব্যৎ মায়েগা, ভাগ খুল যায়েগা, অ্যবভি রাজী হো, তেরে দিন, মেরে রাত—

মাদারি। (সরোষে তরবারি উত্তোলন করিয়া) ফের শালে ! ওহি বাৎ !

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হলব্‌ শহর—মুবারকবাগ।

বেনজির, বদ্‌রেমুনীর, হুজমুন্নীসা ও অন্যান্য সখীগণ।

হুজমুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণ (গীত)

ওলো দেখ লো ভালবাসাবাসি।
ভালবাসার সুখসাগরে ভালবাসায়
ভাসাভাসি—ভাসাভাসি।
প্রেম প্রেমিকে ভালবাসে,
ভালবাসায় হাসায় হাসে,
প্রাণে প্রাণে বেচা কেনা,
রূপে রূপে মেশামেশি—মেশামেশি।

বেন। (বদ্‌রেমুনীরের প্রতি)

শাজাদি সুন্দরি!
আমার যতেক কথা
বলিয়াছি যথা যথা
কে যে আমি—কার পুত্র, করেছি বর্ণন।
পড়িয়ে ঘটনা-স্রোতে,
মহ্‌ কুথ পরী হ'তে
যে কাণ্ড ঘটিল, সব করেছ শ্রবণ।
দৈবজ্ঞ-আজ্ঞায় পিতার ইচ্ছায়
আজন্ম আবদ্ধ ছিনু উদ্যান-ভবনে,
সংসার-সুষমা কভু দেখিনি নয়নে।
প্রাণে হ'ত কি পিয়াসা,
বুঝিনি সে ভালবাসা,
ও নয়ন দেখে মন বুঝিল এখন।
দৈত্য অশ্ব নামে, তাই
তোমারে দেখিনু ভাই,
প্রেম চাই, দাও ভাই,
প্রেম দিব, যত দিন রহিবে জীবন।
(নজমুন্নীসার প্রতি) সখী উজীরকুমারি!
পক্ষিরাজ অশ্বে চড়ি,
যাই এবে শূন্যে উড়ি,
মা-বাপের আজ্ঞা নিয়ে ফিরিব প্রভাতে।
শুন, সুভাষিণি সখি,
এইখানে মন রাখি,
শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে উড়িব শূন্যেতে।
প্রিয়ার পিতারে বলি সমস্ত নির্ব্বাহ।
কালি হবে আমাদের সুখের বিবাহ,

নজ। বেশী কি বলিব আর,

রজনী প্রভাত ভার,
তোমারি আশায় মোরা রহিনু সবাই।
লজ্জাশীলা শাহাজাদী,
হয়ো না ইহারে বাদী,
অনুকূল থেকো সদা, এই মোরা চাই।
বাদশাকুমার তুমি,
বাদশাকুমারী ইনি,
যথাযোগ্য আনন্দ-মিলন।
এ মিল যতক্ষণ
নাহি হয় সঙ্ঘটন,
ততক্ষণ অস্ফুট স্বপন।

বেন। অস্ফুট স্বপন সখি, প্রস্ফুট হইবে।

স্বপ্নময়ী তব সখী
একবার হাস্যমুখী
হইয়ে বিদায় দিলে সন্দেহ ঘুচিবে।

বদ্‌। পড়িনি প্রেমের পাঠ,

কিবা সই, করি নাট,
নটবর-করে ধ'রে বল করিয়ে বিনয়।
আসার আশায় বসি,
যুবতী জাগিবে নিশি,
সজনি, রজনী যাবে হ'লে প্রাণেশ উদয়।

বেন। প্রাণ রাখি তব ঠাঁই যাই,

কি হেতু সংশয়?

নজ। (সহাস্যে)

রাজপুত্র, কি সন্দেহ আমি বিদ্যমানে,
মোর এই ঘটকালী,
নিশ্চয় ফলিবে কা'লি,
মঙ্গল বিবাহ, তুমি আসিলে এখানে।

বেন। আসি তবে বাদশাকুমারি!

আসি তবে, প্রিয় সখীগণ!
ধর এই অঙ্গুরী আমারি—
বিবাহ-বন্ধন নিদর্শন।

(নজমুন্নীসা কর্তৃক অঙ্গুরী লইয়া বদ্‌রেমুনীরের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেওন)

[বেনজীরের প্রস্থান।

নজমুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণ।

(গীত)

ভাবনা কি সই, ভয় বা কি সই,
কই তোরে কই মনের কথা।
আসবে ব'লে গেল চ'লে,
কাল সকালে আস্‌বে হেথা।
তোর সুধার অধরে হাসি, বড়ই ভালবাসি,
এই যে হাসি উথলেছিল,
আবার গেল মিলিয়ে কোথা?
মিছে কেন সই, কাঁদা, আঙ্গটী আছে বাঁধা,
আঙ্গটীতে তার নামটি আছে,
ভাবনা কি তোর কনকলতা?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পরীস্তান—তোরণ।

(মহ্‌রুখ পরীর প্রবেশ)

মহ্‌রুখ। (গীত)

এত ক'রে পায়ে ধ'রে তবু তারে পেলেম্‌ না।
প্রাণভরা প্রেম দিয়ে, তবুও তার হ'লেম না।
সবল বিশ্বাসে তারে,
বেঁধেছিলেম আশার ডোরে,
রেখেছিলেম হৃদ্‌মাঝারে,
ভেবেছিলেম পালাবে না।
কিন্তু প্রবঞ্চনা ক'রে যন্ত্রণার ছুরী মেরে,
আমায় ভুলে পরের হ'লো,
কেন আমি মলেম না;—
মর্‌বো কেন ? মার্‌বো তারে,
ঘুচবে তবে যাতনা।

(উচ্চৈঃস্বরে) মাদারি ! মাদারি !

(মাদারির প্রবেশ)

মাদারি। ক্যা হুকুম, পরীরাণি ?
(সবিস্ময়ে) ওহোঃ ওহোঃ, এ ক্যায়সা,
কভি ন্ত দেখা য্যায়সা,
আরে বাপ, দোনো আঁখো লাল,
অ্যায়সা গ্যরম হাল
হামেহাল হাম ক্যভি ন্ত দেখা ;
গ্যরম সুরৎ এক দাম শুখা রুখা !

মহ্‌। আরে, ক্যা গ্যড়ব্যড় ক্যরতা হ্যায়।

মাদারি। গ্যড়ব্যড় তো থোড়া চীজ, আজিজ, আপকী যো ক্যড় ক্যড় সুরৎ দেখতা হুঁ, অভি হাম্ ভড় ভড়ড় দেতা হুঁ।

মহ্‌। চোপ রাও, উল্লু !

মাদারি। আবে মাদারি, আবে উল্লুক, চোপ র‍্যও, চোপ র‍্যও।

মহ্‌। এই মাদারি।

মাদারি। (নীরব)

মহ্‌। এই উল্লু।

মাদারি। (নীরব)

মহ্‌। এবে কুত্তা !

মাদারি। (নীরব)

মহ্‌। এবে গ্যধা, শূআর, গিধড়, জবাব দেতা নেহি কেঁও ?

মাদারি। আওর দশ বিশঠো জনবরকা নাম বাতাইয়ে, হাম্ এক দম চিড়িয়াখানা ব্যন্ যাউঙ্গা। বাহবা বাহবা, —ক্যা মজেদার চিড়িয়াখানা। উল্লু, ভাল্লু, মাল্লু, শূআর, গ্যধা, গিধড়, কুত্তা ! এক দম এত্তা এত্তা !

মহ্‌। এবে শুন্ মাদারি !

মাদারি। উহুঃ উহুঃ চিড়িয়াখানা।

মহ্‌। তু বড় বেহুদা। তু হাল সমঝকে শুওয়াল জ্যবাব নেহি ক্যর্‌তা হ্যায় ! ফের ল্যড়কপ্যান ক্যরো তো চাবুক মারুঙ্গী !

মাদারি। (ভয়ে) নেহি শাজাদি, নেহি শাজাদি, ফরমাইয়ে, ফরমাইয়ে, ক্যা করুঙ্গা ?

মহ্‌। জ্যল্‌দী যা, আরামবাগকা ল্যহরকে কিনারে এক চোট্টাকো ম্যঞ্চনে বাঁধ র‍্যক্ষীহুঁ, উস্‌কো পাকড় লাও। উহঃ অ্যভি নিদ্‌মে বেহোস হ্যায়, ল্যহরকে পানী উস্‌কা আখোমে দেকে, মেরে পাশ জলদী লাও।

মাদারি। (সবিস্ময়ে) পরীস্তানমে চোট্টা। ক্যা মুস্কিল ! উহুঃ ব্যদ্‌মাস্ ক্যা চোরি ক্যরনে আয়াথা ?

মহ্‌। হাম্‌কো !

মাদারি। (অত্যন্ত বিস্ময়ে) আপকো ! আরে বাপ ! ত্যব তো উহুঃ ব্যড়া ভারি চোর !

মহ্‌। হাঁ ! ওহি চোরকো গেরেফতার ক্যরকে লাও।

মাদারি। (ভয়ে) হাম্‌সে নেহি হোগা।

মহ্‌। কেঁও নেহি হোগা ?

মাদারি। উহঃ ফ্যকৎ চোর নেহি, ডোক্কুঁ ডাকুঁ।

মহ্‌। ফের্ গোলমাল ক্যরেগা তো চাবুক মারেঙ্গী।

মাদারি। (ভয়ে) হুকুম হোয় তো খ্যস্‌রুকো লে যাই, দোনো মিল্‌কে প্যকড় লাই।

মহ্‌। আচ্ছা, জ্যল্‌দী যা।

মাদারি। ব্যহুৎ খুব। সেলাম সেলাম।

[প্রস্থান।

মহ্‌। বিশ্বাসঘাতক !
প্রবঞ্চনা ক'রে মোরে, কাল নিশাকালে
কোথা গিয়েছিলে ?
বাপ-মার কাছে গিয়ে, আনিব আদেশ,
কেন বলেছিলে ?
ভেবেছিলে, আমি তব না পাব সন্ধান ?
কিন্তু তুমি জেনো মনে, নাহি হেন স্থান—
গতিবিধি নাহি যথা মোর।
আকাশে বাতাস-গায়ে লুকায়ে লুকায়ে,
অদৃশ্যে তোমার পানে তাকায়ে তাকায়ে
ধরিয়াছি তোমা হেন চোর।

ক'রেছ যেমন কাজ, উপযুক্ত শাস্তি আজ,
দেবো দেবো তোমারে নিশ্চয়।
দেখি দেখি কাল প্রাতে, বদ্‌রেমুনীর সাথে,
কিরূপে বিবাহ তব হয়?

(তুরখানের প্রবেশ)

তুর্। (পশ্চাদ্ভাগ হইতে) ও সুন্দরি!
এসেছি আবার, দেখ চেয়ে।
মহ্। (দেখিয়া সরোষে) আরে দুরাচার,
বার বার কি হেতু আসিস তুই?
কে তোরে ডাকিল হেথা?
তুর্। তব ওই অপরূপ রূপ।
মহ্। বড়ই নির্লাজ তুই, অতি নীচমতি,
তেঁই তোর বৃথা আশা সদা মোর প্রতি।
যে যারে নাহিক চায়,
সে কেন তাহারে চায়?
তুর্। তাই তো, তাই তো আমি
এসেছি যুবতি!
তুমি যার কর আশা,
যারে দাও ভালবাসা,
যারে চাও করিতে আপন,
তোমারে তো না চায় সে জন।
মহ্। কি বলিস, পাতকী তুর্‌খান্?
তুর্। এমন কিছুই নয়,
তবে একটা কথা—
আমার—আমার হও,
মোরে দাস ক'রে লও,
ঘুচাও আমার মনোব্যথা।
তোর রূপে হয়েছি কাতর,
আমায় বে কর্—বে কর্—বে কর্।
মহ্। দূর হ তুর্‌খান্! পামর!

[বেগে প্রস্থান।

তুর্। নিরবধি এত ক'রে সাধি,
তবু মোরে বাদী?
করিয়া কৌশল দিনু প্রতিফল,
হেন বাদে সাধে বলি,
তবু নাহি হইল চেতনা!
দেয় মোরে ঘৃণার গঞ্জনা!
ভাল ভাল, তবু না ছাড়িব আশ,
করি চেষ্টা যতক্ষণ শ্বাস;
সাধিব আবার বিধিমতে,
দেখি কি হ'তে কি হয়!

(তুর্‌খানের পশ্চাদ্ভাগে মাদারির পুনঃপ্রবেশ)

মাদারি। (স্বগত) ভালা, দেখো তামাসা, ইহাঁ
আয়কে শালে ব্যন্ গিয়া বাদ্‌শা। খ্যস্‌রু খ্যস্‌রু
ক্যর্‌কে ঢুঁড়তা ছঁ ইধর উধর,
ইহাঁ মজা লুটতা হায় খ্যসরু গিধড়!
হুঁ হুঁঃ, ম্যঐ সুব সমঝ্ লিয়াহুঁ,
ফিরোজা প্যারী ক্যরচুকী এহি কারিগরী।
মেরে প্যার্ হো কার্ বাদী,
ইস্কো আজ ক্যরেগী সাদী।
আচ্ছা রাহ্ তু হারামজাদী।
আগে ইয়ে খ্যসরু শালেকা কাটেঁগা শির,
পিছে ফিরোজা প্যারীকো মারুঙ্গা তীর।
(প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে) এবে খ্যসরু শ্বশুরা!

(তরবারি নিষ্কাসন)

তুর্। (মাদারিকে দেখিয়া সগর্জ্জনে) ক্যওন হ্যায় তু?
মাদারি। (সভয়ে) আপকে খিদ্‌মদ্‌গার গোলাম।
সুলাম সাহেব সুলাম।
তুর্। মহ্‌রুখ প্যারীকো তু ক্যওন হ্যায়?
মাদারি। উন্‌কা পুরাণা গোলাম?
তুর্। তু এক কাম্ ক্যর্‌নে শুক্তা?
মাদারি। ফরমাইয়ে হুজুর।
তুর্। মেরে ভাড়ুয়া হোনে শুকেগা?
মাদারি। (স্বগত) ছো। ছো! ছো! ভাড়ুয়া!
তুর্। আরে তু চুপ র্যহা কেঁও। জ্যলদী বোল, মেরে
ভাড়ুয়া হোগা ক্যা নেহি?
মাদারি। মেহেরবান্, কিজীয়ে মেহেরবাণী, হাম্ ভাড়ুয়া
হোয়কে আপকা ক্যা ভালাই ক্যরেঙ্গে?
তুর্। তেরে মহ্‌রুখ্ প্যারী কী সাথ মেরে সাদী দেলায়
দে।
মাদারি। আপ্—আপ্—আপ্—
তুর্। (সগর্জ্জনে) হাম।
মাদারি। বাপ! বাপ্! বাপ্!

[বেগে পলায়ন।

তুর্। ইধর আও, ইধর আও।

[মাদারির পশ্চাৎ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরীস্থান—পথ

(মহ্‌রুখ পরী ও খ্যসরুর প্রবেশ)

মহ্‌ আনিবারে বেন্‌জীরে
পাঠায়েছি মাদারিরে,
মাদারি তো জানে তারে, গোল ঘটে পাছে।
কেন বা ঘটিবে গোল ?
খেলিব কৌশল বোল,
মাদারি ঠকিবে মোর চাবুকের কাছে।

খসরু। (শশব্যস্তে) শুনিয়ে মেরে আরজ
শাজাদি ! মাদারি আপ্‌কা বাদী।

মহ্‌। ক্যভি নেহি।

খসরু। ত্যব উহ্‌: কেঁও তুর্‌খানকা ভ্যড়ুয়া বনা হ্যায় ?

মহ্‌। তুর্‌খানকা ভ্যড়ুয়া ?

খসরু। তুরখান্‌কা সাথ আপ্‌কী সাদী দেলায়েগা।

মহ্‌। ঝুট বাৎ।

খসরু। স্যচ নেহাৎ।

(মাদারির প্রবেশ)

আবে ভ্যড়ুয়া !

মাদারি। (সরোষে) ক্যা কুত্তা, হাম্‌ ভ্যড়ুয়া ?
তু ভ্যড়ুয়া, তেরা বাপ ভ্যড়ুয়া, তেরা নানা ভ্যড়ুয়া।

খসরু। মু সম্‌হারকে বাৎ বোল,
নেহি তো ব্যজউঙ্গা নাগারা ঢোল।

মাদারি। আরে র‍্যখ দে তেরে নাগারা ডোল,
ভ্যড়ুয়া কাহে বোলা, প্যহলে বোল ?

খসরু। তু মেরা ভ্যড়ুয়া নেহি, তুর্‌খান্‌কা ভ্যড়ুয়া।
উস্‌কা পাশ ঘুস খায়কে উস্‌কো সাথ প্যারীরাণী কী
সাদী দেনেকো তেরে মৎলব।

মহ্‌। এবে মাদারি ! ই ক্যায়সী বাৎ ?

মাদারি। আপ্‌ হি মেরে ডাল ভাত ! মাদারি গোলাম
জিন্‌দিগি ভ্যর্‌ আপকা খ্যয়েব খাঁ।

খসরু। ফের তুর্‌খান্‌কা পাশ যা ক্যর ঘুস খা।

মহ্‌। কেঁও বে ঘুস খায়া ?

মাদারি। ঘুসকে মুঁমে ঘুসা মারো। যো মেরে চুগ্‌লী
ল্যগায়া, উস্‌কা মুঁমে জুতা মারো।

খসরু। দেখিয়ে প্যারীরাণী, আপ্‌কে সামনে ইয়ে বেইমান
কুত্তা মেরী হুরমৎ নাশ কার্‌তা হ্যায়।

মহ্‌। (চাবুকের শব্দ করিয়া) এ বে বেইমান মাদারি !
তু মেরে নোকর হো ক্যন্‌ মেরে পর দাগাদারী !
আও কুত্তা, সাম্‌নে আও।

(বারংবার চাবুকের শব্দ করণ)

মাদারি। (স্বগত) দোহাই তুম্‌হারী ! দোহাই
তুম্‌হারী ! তুরখান্‌ শালা মুঝকে ভ্যড়ুয়া ব্যয়ে
বোলা থা, হাম্‌ খসরু হোতা তো ভাড়ুয়া ব্যন যাতা,
লেকেন হুম আপ্‌কা হুমকমে গোলাম মাদারি, হাম্‌
ভ্যড়ুয়া বনেগা ?—থু-থু-থু !

(খসরুর মুখে থুথু দেওন।

খসরু। (বিকৃতমুখে) আরে, ছু-ছু-ছু ! দেখিয়ে দেখিয়ে
প্যারীরাণি, আপকা উল্লুকা মেহেরবাণী ! ছো ছো ছো !
—এক হুম্‌ মেরে সারে মুঁমে ছিটা দিয়া থুক্‌ পিক্‌
ব্যলগম্‌।

মহ্‌। ইধর্‌ আ—ইধর্‌ আ মাদারি, বিশ চাবুক !

মাদারি। (সভয়ে) আরে বাপ, ত্যব এক হুম্‌ বেদম !
আরে খসরু, তেরে মুঁমে থুক্‌ লাগা, মেরে পেটমে ভুক্‌
লাগা, তু মেরা মুঁমে থুক্‌কে ব্যদল্‌ ক্যর্‌ দে বিশ হুফে
কর্‌ভি বেহতর, লেকেন বিশ চাবুক—বাপ ম্যর
যাউঙ্গা।

মহ্‌। যা খসরু, মুঁ ধো ক্যর আ।

[প্রস্থান।

হাঁ রে মাদারি, খ্যসরুকা বাৎ স্যচ ?

মাদারি। আপ্‌তো মেরী বাৎ নেহি মানিয়েগী। চ্যলিয়ে
তুরখান্‌কা পাশ, স্যচ্চা ঝুটা মোকাবিলা হো যায়েগা।

মহ্‌। আচ্ছা, পিছে যাউঙ্গী, অ্যব তু এক কাম্‌ ক্যর্‌,
খ্যসরু ফের ফির আনেসে উন্‌কো লে ক্যর ব্যহর
কিনারে জ্যল্‌দি আ। যো কাম ক্যরনে বোলুঙ্গী, উহ্‌:
কাম খুব হুশিয়ারিসে হাসিল ক্যর্‌নে শ্যকো, তো
তোম দোনোকো ব্যহুৎ ব্যহুৎ কিস্‌মৎদার ইনাম
দেউঙ্গী।

[প্রস্থান।

মাদারি। ক্যা কাম ? ক্যা ইনাম ? ভ্যলা দেখা যাগা
এ খসরু, এ খসরু, জ্যল্‌দী আ।

(খসরুর পুনঃপ্রবেশ)

খসরু। কেঁও গিধড়কে মাফিক চিল্লাতা ?

মাদারি। (ভঙ্গীসহ)
আরে মেরে দোস্ত খসরু হো।
দারু ভ্যর্‌ ভ্যর্‌ পেয়ালা দো।
খুশ্‌ ক্যর-মুঝ্‌কো, হাম্‌ভী তুঝ্‌কো
খুশ্‌ ক্যরেঙ্গে হো হো হো।
ফিরোজা প্যারী, তোহারী হ্যায়ারী,
নাচো ভেইয়া বোঁ বোঁ বোঁ।

ধাকিটি তেরে কাট, তাক ধুম ধাম,
কিম্মতদার ভারি ইনাম,
আধা তেরী, আধা মেরী
সারেঙ্গ ব্যজা ভাই, কোঁ কোঁ কোঁ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পরীস্থান—আরামবাগের অন্তর্গত সহরপার্শ্ব।

বন্ধনাবস্থায় বেনজীর উপবিষ্ট ও সম্মুখে
মহ্‌রুখ পরী দণ্ডায়মানা।

মহ্‌। বিশ্বাসঘাতক!
কেন ব'সে অধোমুখে?
লজ্জা কি পেয়েছ বুকে?
কঠিন পাষাণ তুমি, নিলাজ, নিঠুর!
সরল বিশ্বাস যার,
তারে শঠ ব্যবহার?
কপট মানুষ তুমি—কাপট্য প্রচুর।
ছি ছি, কি ঘৃণার কথা,
মোর প্রাণে দিয়ে ব্যথা,
নারী যুবতীরে তুমি করিবে বিবাহ?
আগুনে পুড়িতে পারি,
এ পোড়া সহিতে নারি,
জলন্ত নরককুণ্ডে বিষাগ্নি প্রদাহ।

বেন। (দ্বৈত গীত)
(কেন) এমন ক'রে, দারুণ ডোরে
কঠিন প্রাণে বাঁধলে মোরে।
মহ্‌। প্রণয়ের ডোর, ছেঁড়ে যেই চোর,
এ ডোরে বাঁধাই উচিত তারে।
বেন। শুন পরী কই, আমি চোর নই,
কে বা চোর, আমি চিনি সে চোরে।
চোরে চোরে বটে, প্রেম-চুরি ঘটে,
প্রেম তো ঘটে না চোর অচোরে।
মহ্‌। কে যে পাকা চোর, জানা আছে মোর,
মোরে তুমি চোর বল কি ক'রে?
আঁখি দুটি মোর, রূপে ক'রে ঘোর,
মন চুরি ক'রে পালাও স'রে।
বেন। যদ্যপি আমার রূপ, চোর হ'য়ে চুরি করে
অপরের মন,
আমার কি দোষ তায়? পরদোষে দোষী আমি
এ বিধি কেমন?

মহ্‌। সঙ্গদোষে দোষী হয় সঙ্গগুণে গুণী,
জান না কি তুমি, ওহে শঠশিরোমণি?
যেমন অমিয়রূপ—তেমনি গরল,
যেমন জোছনারাশি—তেমনি অনল।
অমিয় গরল হ'লো,
জোছনা অনল হ'লো,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রূপমোহে!
যে মজে আমার রূপে,
আমি নাহি চাহি তারে,
মোর আঁখি অন্য রূপ চাহে।
যার রূপ আমি চাই,
কিন্তু তারে নাহি পাই,
সে আবার পর-রূপ চায়।
কি ঘোর রূপের জ্বালা,
কিরূপ রূপের ছলা,
বিরূপ হইনু এবে তায়।
শুন বলি পৃথিবীর নর!
ম'জে তব রূপমোহে,
ভিজিনু হতাশ-লোহে,
প্রতিহিংসা ওর প্রতিশোধ।
যাবৎ জীবন তরে,
পর্ব্বত-গহ্বরে ভ'রে,
তোমারে করিব অবরোধ।
বেন। ভেবেছ কি তুমি পরী,
তব ডরে আমি ডরি?
যদি মরি সেও ভাল মোর।
এ প্রাণ থাকিতে তবু
তব পাপ প্রেমে কভু,
ক্ষণতরে না হব বিভোর।
ভূধর-গহ্বরে রাখ,
কিম্বা জল্লাদেরে ডাক,
শিরশ্ছেদ করুক আমার;
কিম্বা তুমি এই দণ্ডে,
ফেল মোরে অগ্নিকুণ্ডে,
সর্পদন্তে করহ সংহার।
পিশাচী কামুকী তুমি, তোমার জীবন-
তোমার প্রণয় মোর নরক ভীষণ!
এ নরকে থাকা চেয়ে
অনলে ত্যজিব প্রাণ;
অটুট, অচল, স্থির, এই মোর পণ।
মহ্‌। মাটীর মানুষ তুমি,
মরিবে তো পরে।
মারিব না, কষ্ট দেব ভূধর-গহ্বরে।

বদ্‌রেমুনীরে তুমি ভাবি পলে পলে,
জীবনে মর গে ভাসি নয়নের জলে।

(মাদারি ও খসরুর প্রবেশ)

মাদারি। (সবিস্ময়ে স্বগত) আরে বাপ!—এ ক্যায়সা হুয়া! ইয়ে আদমি কেঁওঁ ক্যর আয়া হ্যায় ইঁহা!

খসরু। (স্বগত) ইয়ে মারদ্ না হ্যয়সাপুরকা শাজাদা বেনজীর?
ক্যওন রাস্তেসে আস্‌তে আস্‌তে
পরীস্তানমে হুয়া হ্যায় হাজীর?

মহ্‌। আবে মাদারি, ক্যা শোচ্‌তা হ্যায়? এ ক্যওন হ্যায়?

মাদারি। ক্যওন হ্যায়?

মহ্‌। চোব।

মাদারি। হাঁ চোর। লেকেন—লেকেন—

মহ্‌। চোপ র‍্যও শুয়ার, ইয়ে তো তেরেহি কাম। ইস্কা পাশ ঘুস খা কর পরীস্তানকা ভেদ ব্যতা দিয়া, নেহি তো দুনিয়াকা আদমী ক্যভি ইঁহা আনে শক্তা হ্যায়?

খসরু। মাদারি কুত্তা ব্যড়া ঘুসখোর। পরীস্তান্ ছোড় কর্ দুনিয়ামেভি ধুসাঘুসি ক্যর্‌কে ঘুস খাতা হ্যায়। মাদারি উল্লু পাক্কা ঘুসখোর।

মাদারি। খসরুকা বাপ্ পাক্কা ঘুসখোর।

মহ্‌। চোপ র‍্যও কুত্তা! বোল, ইয়ে কিস্কা কাম।

মাদারি। আপকা ক্যসম, প্যারীরাণী জী! মেরা কাম নেহি।

মহ্‌। আচ্ছা, হম্ পিছে ত্যদাবক করুঙ্গী!

মাদারি। ব্যহুৎ খুব, ব্যহুৎ খুব।

বেন। (স্বগত)
কি ধরা, কি পরীস্তান দেখিতেছি
সর্ব্বস্থান, স্ত্রীচরিত্র বিচিত্র জটিল।
বাহিরে অমৃতভরা, অন্তরে গরল পোরা,
মন-প্রাণ হৃদয় কুটিল।
আপনি করিবে দোষ, অন্য জনে দেয় ঠোস,
ধরে মাছ না ছুঁইয়া জল।
বলিহারি রমণীর বিচিত্র কৌশল!

মহ্‌। শুন্ মাদারি, শুন্ খসরু, ইয়ে দুনিয়াকা আদমী প্যক্কা চোর, ভারি চালহাক্। ইয়ে যো কুছ ক্যহেগা, স্যব ঝুটা, মৎ শুনো, ম্যৎ মানো। অ্যব ইস্কো দুনিয়ামে লে যাও। যো পাহাড় দেখলায়া থা, ওহি পাহাড়কা গাঢ়েমে অ্যব ইস্কো আটক রাখ্‌খো। রোজ রোজ শামকো বখ্‌ৎ সের ভার পানী. আওর একঠো রোটি দেও। হাম্ হর রোজ স্যা কর দেখ্‌জী, তোম্ দোনো মেরে হুকুম ঠিক্ তামিল কর্‌তে হো ক্যা নেহি।

মাদারি, খসরু। যো হুকুম, যো হুকুম।

মহ্‌। আওর দেখো খসরু! মাদারি ইস্কা সাথ ছিপায়কে কুছ বাৎচিৎ ক্যরে তো তুম্ হাম্‌কো বোল দিও। উহঃ এক এক বাৎমে এক এক হাজার চাবুক।

মাদারি। বাপ্! বাপ্! হাজার হাজার চাবুক! বাৎকো মুঁমে ঝাড়ু মারো। ম্যাঞ দিন রাত গোঙ্গা ব্যন্ র‍্যহুঙ্গা। বাৎচিৎকা দুবকার হোয়, খসরু হ্যায়।

মহ্‌। অ্যচ্ছা, লে যাও।

মাদারি। (বেনজীরের প্রতি) দুনিয়াকা পাহাড়মে চ্যলিয়ে দুনিয়াকে জ্যনাব!

মহ্‌। ক্যা! জ্যনাব!

মাদারি। নেহি, নেহি,—চোর চোট্টা চোর। উঠো ভেইয়া চোর, চালো দুনিয়ামে। অ্যব খসরু, তু এক হাত প্যকড়। এ জী ভেইয়া চোব, তুম্‌হারা য্যায়সা কাম্, ত্যায়সা ইনাম, সের্ ভ্যর্ পানী, পাও ভ্যর্ ধান নেহি নেহি, এক্‌ঠো জ্যলী রোটী।

মহ্‌। অবিশ্বাসী প্রবঞ্চক!
স্বর্গ সম পরীস্তান
তব ভাগ্যে ভোগ্য কভু নয়;
নরক সমান ধরা, অনন্ত যন্ত্রণা-ভরা,
সে নরকে যাও পুন, রূপ বিষময়!

বেন। তা নয় তা নয়, শুন—কুটিল রমণি!
স্বর্গ হ'তে নরক না যাই,
বরঞ্চ নরক হ'তে
স্বর্গে চলিলাম আমি;
ধরার মানুষ আমি ধরাকেই চাই।
পরীস্তান জলন্ত নরক,
তুমি পরী নরক-সর্পিণী;
ভুঞ্জ এই নরকের জ্বালা
পলে পলে দিবস-যামিনী।

[বেনজীর, মাদারি ও খস্‌রুর প্রস্থান,
অপর দিকে মহ্‌রুখের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হলব্‌ শহর—মুবারক্‌বাগ

প্রস্তরবেদীর উপর বদ্‌রেমুনীর শায়িতা।

গুল্‌জ মুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণ
তৎসেবায় নিযুক্তা।

সখীগণ। (গীত)

কঠিন পাষাণ-বেদী, বাতাস ঢেলেছে ধূলি।
আকুলি বিকুলি ক'রে কেন এ ধূলায় শুলি।
ঘুচাতে প্রাণের ব্যথা, আরো যে বাড়িল ব্যথা,
ওঠ রে কনক-লতা ওঠ রে ননী-পুতুলি!
সখি, কেঁদো না কেঁদো না আর,
মুছ রে নয়ন-ধার,
ছিঁড় না ফুলের হার,
কত অনুরোধে বলি;—
সাধের ভূষণ খুলি, হতাশে দিও না ফেলি,
কি ছিলি, কি হলি!
নিজে দেখ রে নয়ন মেলি।

বদ্‌রে। সান্ত্বনা করিছ সবে
সান্ত্বনার শান্তরবে,
কিন্তু হায়, কি হবে কি হবে!
প্রভাতে আসিব বলি,
কাল রেতে গেছে চলি,
আজ সন্ধ্যা;—আসিবে সে কবে?
প্রাতের লোহিত রবি,
আবার লোহিত ছবি
সন্ধ্যাকালে সুনীল আকাশে!
এই ভাবি এই আসে,
কই আসে মোর পাশে?
আসিবে না,—মরি যে হুতাশে।

গুল্‌জ। (গীত)

ভ্রমরে বিশ্বাস ক'রে, পদ্মিনীর আঁখি ঝরে।
হতাশের রূপে মজি হতাশে পতঙ্গী মরে।
পুরুষে যে করে আশা,
সে নারীর সেই দশা,
হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে সে পালায় স'রে।
প্রাণ মন কেড়ে নেয়,
অবশেষে দাগা দেয়,
অবলা সরলা বালা সয় জ্বালা কেমন ক'রে?

বদ্‌রে। না সই, না সই, ব'লো না এমন,
নয় সে কঠিন প্রাণ!
সরল সে জন, জানে না কখন
কেমন চতুরী ভাণ।
যখন দেখেছি, তখনি চিনেছি
মুখে তার মনোভাব।
আঁখি দুটি তার সারল্য-আধার,
হাসিতে করুণা-ছবি।
হেন মোর মনে লয়, কি যেন সঙ্কটে
পড়েছে সে, তাই তারে না পাই নিকটে।

(অধোমুখে চিন্তা)

গুল্‌জ। সঙ্কটমোচন ভগবান্
তোমারে করুন শান্তিদান।

বদ্‌রে। শান্তি! শান্তি! শান্তি মোর নাই।
অশান্তির মূর্ত্তি আমি,
শান্তি কোথা পাই?
অশান্তির অগ্নিরাশি
আমারে ফেলেছে গ্রাসি,
হৃদি প্রাণ মন মোর পুড়ে হ'লো ছাই!
তিষ্টিতে না পারি আর,
যথা ইচ্ছা যাই।

(গমনোদ্যোগ ও সখীগণ কর্ত্তৃক
বাধা দিয়া আবেষ্টন)

সখীগণ। (গীত)

থির বিজলী অথির হয়ে কোথায় চমকি ধায়।
পাগলী পারা, আপন হারা,
আকুলি বিকুলি চায়।
সম্মুখে আসিছে আঁধি রজনী,
ধর সজনীরে ধর সজনী,
মূরছি পড়ে পাছে, কি জানি,
আঘাত লাগিয়ে পায়।

[বদ্‌রেমুনীরকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

(ছদ্ম গণৎকারবেশে তুর্‌খান্ ও
কুল্‌সম্ বাঁদীর প্রবেশ)

কুল্। (সবিস্ময়ে)
অ্যাঁ, বল কি! অ্যাঁ, বল কি!
এমন তুমি জান্?
নাড়ীর খবর ব'ল্‌তে পার
মেরে খড়ির টান্?

তুর্‌। মুর পাকানু, বুড়ো হনু,
জান্‌গিরিতে আমি।
কুল্‌। বাদ্‌শাজাদীর মনের কথা
শুণতে পার তুমি ?
তুর্‌। হাঃ হাঃ হাঃ, বাদ্‌শাজাদীর
মনের কথা ?
তা আমার খড়ির মুখে আছে গাঁথা।
নায়ক-হারা হয়ে নারী,
কষ্ট-জ্বালা পাচ্ছে ভারি।
কুল্‌। (সবিস্ময়ে)
তাই বটে গো, তাই বটে,
ঠিক্‌ ব'লেছো শুণে ;
ষাঁড় হারিয়ে ধবলী গাই,
ছুট্‌ছে বনে বনে।
আচ্ছা, বল্‌তে পার নায়ক কোথা ?
তুর্‌। আমার খড়ির মুখ কর্‌বো ভোঁতা,
দেখ্‌বো গুণে গুণে।
বল্‌বো ঠিক্‌, আন্‌বো ঠিক্‌
খড়ির মুখে টেনে।
কুল্‌। অ্যাঁ! বল কি! এমন খড়ি ?
তা হয় যদি, তবে মোহর পাবে
কাঁড়ি কাঁড়ি।
কিন্তু আমি যোগাড়ে,
আমায় আধা বখরা দিও।
তুর্‌। আধা কেন ? সব নিও, সব নিও।
কুল্‌। দেখ, তবে আমিও যাই,
শাজাদীকে ডাকি ?
এ নয় তো তোমার ফাঁকি ?
তুর্‌। না না ফাঁকি নয়, শীগ্‌গির যাও,
আমি এইখানে থাকি।

[কুল্‌সমের প্রস্থান।

কুভাষিণি, মহ্‌রুখ পরী!
কি যে করি শেষ দশা তোর
এইবার দ্যাখ তুই।
কত বার কত ক'রে সাধিলাম তোরে
বাঁধিতে প্রেমের ডোরে,
কিছুতেই সম্মত না হ'লি,
নিজ তেজে এবে নিজে ম'লি
আমার কৌশলে।
যে সে নহি আমি—
আমি তুর্‌খান শয়তান্‌!
নাহি কাঁপে কার দেহ প্রাণ
স্মরিলে আমার নাম ?
সে তুর্‌খান সেধেছিল নিজে তোরে,
হতাশ করিলি তারে ;
দ্যাখ তবে হতাশার পরিশোধ!
ছদ্ম দৈবজ্ঞের বেশে,
আসিয়াছি এই দেশে,
ডুবাইতে তোরে শেষে
যন্ত্রণার অনন্ত নরকে!
তোর এ কূল ও কূল যাবে,
কেঁদে কেঁদে হাহারবে
দারুণ বিচ্ছেদ সবি বুকে,
দুশ্চিন্তা-বিষের জ্বালা শত শত
ফুটিবে ও মুখে—
যে মুখে রূপের গর্ব্ব তোর।
রূপ-গর্ব্ব খর্ব্ব হবে,
অশান্তি হইবে তোর চির-সহচরী,
তবে আমি শান্তি পাব
এ অশান্ত জ্বলন্ত হৃদয়ে।

(বদ্‌রেমুনীর, হুস্‌নমুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণকে লইয়া কুল্‌সমের পুনঃপ্রবেশ)

কুল্‌। ও গো ও গো ও শাজাদী,
খোদা তোমার নয় কো বাদী,
তাই এসেছে বুড়ো গণৎকার!
খোওয়া জিনিস গুণে বলে,
খড়ি এঁকে পাশা ফেলে,
এর গণনা বড্ড চমৎকার।
বদ্‌রে। (হুস্‌নমুন্নীসার প্রতি)
মোর হয়ে তুমি সখি, জিজ্ঞাস ইহায়,
কি মোর মনের কথা ?
কিবা মন চায় ?
হুস্‌। আচ্ছা, গণৎকার,
কি মোর সখীর মনোভাব ?
তুর্‌। রও আগে পাশা ফেলি,
আঁকি খড়ির ছাব।

(তথাকরণান্তে)

ও, ঠিক হয়েছে, আর কোথা যায় ?
শাজাদী এক শাজাদা চায়।
শাজাদা এসেছিল কাল রেতে,
ব'লে গিয়াছিল যাবার সময়
আসবে আজ প্রাতে।

এ দু'জনে হবে বে,
কিন্তু পথে বিপদ্ ঘটলো যে !
গুল। অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি বিপদ্?
তুর্। পরীস্তানের পরীরাণী রূপে ম'জে তার,
একেবারে করলে
তারে মস্ত পগার পার।
গুল। পগার পার কি ?
তুর্। বলছি রও উজীরের ঝি !
এখানে থেকে ঈশান কোণে
এক শো দু কোশ দূরে
পাহাড় আছে, তার গুহাতে
তায় রেখেছে পূরে।
বদ্রে। (অত্যন্ত বিষাদে) সখি! সখি !
এনে দাও হলাহল,
জ্বেলে দাও মহানল,
এ ছার জীবনে কিবা কাজ !
রে আকাশ, তোর কোলে
কোটি বজ্র ঝলমলে,
তুইও নির্দ্দয় হ'লি আজ !
(ভূতলে পতন ও সখীগণ কর্ত্তৃক সান্ত্বনা)
তুর্। স্থির হও, স্থির হও,
এখনও আছে বাকি,
ভাল ক'রে গুণে দেখি।
(তথাকরণান্তে)
শাহাজাদা না মরিবে,
খুঁজিলেই পাওয়া যাবে।
কেহ যদি পার সেথা যেতে,
তা হ'লে নিশ্চয় পার পেতে।
জিন্‌রাজ আছে পথে,
দেখা ক'রো তার সাথে,
তারি কাছে মিলিবে সন্ধান।
আমি এবে করিব প্রস্থান।
বদ্রে। (উঠিয়া) কুল্‌সম্,
গণৎকার সঙ্গে নিয়ে,
হাজার মোহর দিয়ে
পরিতুষ্ট কর বিধিমতে।
কুল্। ও জান্! এস মোর সাথে,
কর্‌কোরে হাজার মোহর
গুণে দি হাতে হাতে।
[তুর্‌খান ও কুল্‌সমের প্রস্থান।

বদ্রে। (শশব্যস্তে)
প্রিয়সখি গুলমুনীসা !
কিরূপে পূরিবে আশা ?
কিরূপে পাইব আমি তাঁরে ?
গুল। কেন ভয় ভাব মনে ?
এনে দিব প্রাণধনে,
প্রিয়সখি, আবার তোমারে !

বদ্রে। (গীত)

সই রে! কায় ছেড়ে যায় বুঝি প্রাণ।
হুতাশ আগুন দ্বিগুণ বাড়ে,
কর শান্তি-বারিদান।
কোথায় আমি, কোথায় সে,
দারুণ বাদ সাধিল কে,
তার এনে দে—দে এনে দে, এনে দে সন্ধান।

গুল। কেন, সোহাগিনি, অধীর হও ?
মোর ভরসায় সাহসে রও,
হারানিধি বিধি আবার দিবে।
আবার সরিবে বিষাদ-মেঘ,
আবার জাগিবে জোছনা-বেগ,
চাঁদ-মুখ তোর পুন হাসিবে।
শুন শুন, সখীগণ,
শাজাদীরে অনুক্ষণ,
রক্ষণাবেক্ষণ কর বিশেষ যতনে,
একটি পলেরো তরে
কেহ না রহিও দূরে,
রেখো সদা ঘেরে ঘুরে নয়নে নয়নে।

সখীগণ। (গীত)

দিন-রজনী, প্রাণ-সজনি,
রাখ্‌বো মোরা কাছে কাছে।
অবিরত ছায়ার মত থাকবো
সদাই পাছে পাছে।
হ'লে আকুল, তুলে ফুলকুল,
শোয়াবো বিছানা রচি,
কাঁদিলে, আঁচলে নয়নের জল
যতনে দিব লো মুছি;—
বীণা বাজাব, গান শুনাব,
পাখী দেখাব গাছে গাছে।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন।

জিনিগণ।

জিনিগণ। (গীত)

গুড়ুম্ গুড়ুম্, গুম,
ব্যড়ী সাদী কী ধুম্।
ঘুম্‌কে কুঁদ্‌কে নাচো, থেই থেই থুম।
বাজা বাজেগা ঘ্যর ঘ্যর,
নিশান উড়েগা ত্যর্ ত্যর্,
ফুল্‌কে খুস্‌বু ভাই, ভ্যর্ ভ্যর্,
আতশ বাজীকা দুড়ম্ দুড়ম্ দুম্॥

(জিন্ বাদশা ফিরোজ শা ও উদাসিনীবেশে নজমুন্নীসার প্রবেশ)

ফিরোজ-শা। একটি একটি ক'রে
সমস্তই শুনিয়াছি,
অদ্ভুত ব্যাপার!
সাধিব তোমার হিত, উজীর-কুমারি,
তুমি না ভাবিও আর।
বহু দিন বহু পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া
তুমি সয়েছ বেদনা;
ততোধিক তুমি তব সখীর কারণে
ভুঞ্জিছ যাতনা
আইস আমার সাথে,
আর অল্প দূর পথে
আছে সেই ভয়ঙ্কর গিরি।
সহজে যদি না পাই,
রাজপুত্রে অন্বেষিব
শত খণ্ডে সেই গিরি চিরি।

নজ। জিন্‌রাজ!
কেবা সেই মহ্‌রুখ্ পরী?

ফিরোজ-শা। থাক্, তার কথা
তুমি তুলো না, সুন্দরি!
(স্বগত)
কি আশ্চর্য্য! এ কি ঘোর স্বপ্ন-প্রহেলিকা,
কুটিল জটিল অতি মহ্‌রুখ্ পরী!
এই কি মদনপূজা!—চাতুরী—চাতুরী!
কৌশলে পাঠালি মোরে দূর ধরাপুরী!
তাই সে—তাই তো বলি,
ফলে কি কখনো হেন ফল?
গণনা হইল সত্য,
দিব তোরে এর প্রতিফল।
(প্রকাশ্যে) উজীরকুমারি,
আইস আমার সাথে,
জিনি স্তব, আও মেরে সাথ।

নজ। (গীত)

নিরাশা-সাগরে ডুবেছি আমি,
করুণা-সাগর বড়ই তুমি,
কাণ্ডারী হয়ে ধর অভাগীরে,
এ ঘোর বিপদে কর হে পার!
তুমি হে ভরসা জীবনে মরণে,
দাসী হয়ে রব ও তব চরণে,
নগরে নগরে দুয়ারে দুয়ারে
স্তুতি-গুণ-গান গাব তোমার॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিবিড়-পর্ব্বতশ্রেণী।

পর্ব্বত-গুহা-দ্বারে বেনজীর।

পর্ব্বতোপরি মহ্‌রুখ পরী উপবিষ্টা।

মহ্। শাজাদা!
ক্রোধে মজি বহুকষ্ট দিতেছি তোমায়।
বহুদিন আছ এই পর্ব্বত-গুহায়।
অতি ব্যথা পেয়ে চিতে, অনুচিত কাজ
করিয়াছি আমি, মোরে ক্ষম যুবরাজ!
আমি অবলা রমণী।

বেন। তুমি প্রবলা রমণী।

মহ্। যাই বল, তাই আমি,
কিন্তু যুবরাজ, এ অধীনী তোমারি নিশ্চয়;
তব প্রেম-ভিক্ষা আশে
আবার এসেছি পাশে,
হয়ো না, নির্দ্দয়।
বিবাহ—বিবাহ মোরে কর রসময়!

বেন। ছি ছি, পরী বিবলতা!
আবার সে পাপ কথা,
আবার নরক হেথা হইল উদয়!

কোথায়—কোথায় যাব ?
কোথা গেলে শান্তি পাব ?
কেন মোর এই দণ্ডে মৃত্যু নাহি হয় ?

মহ্। সত্য কই, সত্য কই,
নরক নরক নই,
নরক হইলে কেন আসিব আবার।
বরঞ্চ তোমারে আজ
এ গুহা-নরক হ'তে
তব প্রেমাধীনী তোমা করিবে উদ্ধার।

বেন। বুঝি তব ছলা-খেলা,
আর কেন দাও জ্বালা ?
ঝালাপালা না করিও আর।
নাহি চাই—কেন চাও ?
হেথা হ'তে চ'লে যাও,
না দেখিব ও মুখ তোমার।

[গুহামধ্যে প্রস্থান।

মহ্। এত সাধি, তবু বাদী, কি কঠিন প্রাণ !
পাষাণ-গুহায় থেকে পাষাণ-সমান !
আর না, আর না, এরে না সাধিব আর,
আর না আসিব হেথা, প্রতিজ্ঞা আমার—
পর্ব্বত-গহ্বর-মাঝে
রহ চিরবন্দী সাজে,
নরকযন্ত্রণা ভুঞ্জ যাবৎ জীবন।
বিবাহ না কৈলে মোরে,
নাহি দিব মুক্তি তোরে,
এই মোর পণ, শঠ, এই মোর পণ।

[প্রস্থান।

(বেনজীরের গুহাদ্বারে পুনঃপ্রবেশ)

বেন। (সবিষাদে)
এ নির্জ্জন সুদুর্গম পর্ব্বত-গহ্বরে
মরি যদি, ক্ষতি নাহি তায়,
কিন্তু হায়, একবার হেরিতে তাহারে
মন মোর চায়।
হয় তো কপট শঠ ভাবিছে আমারে
রাজার কুমারী।
সেই দুঃখ পলে পলে হৃদয় আমার
ফেলিছে বিদারি।
পাখীর মতন পাখা থাকিলে আমার,
এখনি উড়িয়ে,
এ পর্ব্বত-গুহা হ'তে শাজাদীর কাছে
যেতেম চলিয়ে।
শঠ নই—ধূর্ত্ত নই;—প্রবঞ্চক নই,
বুঝিত সরলা।
হা রে ভাগ্য! হা অবস্থা! কই তা হ'ল,
চৌদিকে জ্বলিছে ধূ ধূ নিরাশার ঝলা।

(গীত)

ছেড়ে যা ছেড়ে যা মোরে প্রাণ !
জ্বালা দিয়ে জ্বালা পাস কেন মেরে বিষবাণ।
জেগো না আশার স্মৃতি,
গেয়ো না ছলনা-গীতি,
আয় রে মরণ, কর্ সুখদুখ অবসান।

(মাদারি ও খস্রুর প্রবেশ)

মাদারি, মাদারি,
বড় তৃষ্ণাতুর আমি,
বক্ষে যেন অগ্নি জ্বলে,
কণ্ঠ তালু মরুভূ-সমান,
বড় ইচ্ছা, করি জলপান।

মাদারি। সের ভার্ পানী দে চুকা, আজ
আর নেহি মিলেগা।

বেন। খসরু, তুমি নয় দয়া কর।

খস্রু। মাফ্ কিজিয়ে সাব্! আজকা সের ভার পানী
আপ্‌নে পী চুকা, আর নেহি মিলেগা!

বেন। মাদারি মাদারি, প্রাণ যায়!

মাদারি। ক্যা ক্যরুঙ্গা সাব্? আপকা পিরাণ রাখ্‌নেসে
মেরে পিরাণ যায়গা, মেরে পিঠ প্যর স্পাসপ্ হাজার
চাবুক গিরেগা, বাপ রে বাপ!

(জিন-বাদশা ফিরোজ শা ও উদাসিনীবেশে
হুজ্‌মুন্নীসার প্রবেশ)

মাদারি। ও খসরু! ব্যন্দেগী, শাহান্‌শা ব্যন্দেগী।

(পুনঃপুনঃ সেলাম করণ)

ফিরোজ শা। (হুজমুন্নীসার প্রতি)
উজীরকুমারি, ইনিই কি সেই যুবরাজ ?

হুজ্। হাঁ জিন্‌রাজ, ইনিই সে হারানিধি।
(বেনজীরের প্রতি) যুবরাজ!
সুখরাজ্য পরীস্তান,
ইনিই তথাকার রাজা;
সাক্ষাৎ ইনি কৃপা-অবতার।
ইঁহারি সাহায্যগুণে—ইঁহারি কৃপায়
স্বপ্নলব্ধ সম পুনঃ পাইনু তোমায়।

বেন। হে হিতৈষী জিন্‌রাজ! কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তোমারে
করি হে নমস্কার!

ফিরোজ শা। নমস্কার, নমস্কার।
এ বে গোলাম, ম্যহ্রুখ প্যারী কাঁহা ?
মাদারি। এই থী ইহাঁ। অ্যব মালুম হোতা
পাহাড়কে উস্ ত্যরফ হউঙ্গী।
ফিরোজ শা। চ্যল্ দ্যোনো মেরে সাথ।
মাদারি। যো হুকুম, যো হুকুম, শাহান-শা!
ফিরোজ শা। (হুজমুন্নীসার প্রতি)
কিছুক্ষণ তুই জনে রহ এক ঠাঁই,
এখনি আসিব ফিরি ;

[ফিরোজ শা, মাদারি ও খস্রুর প্রস্থান।

বেন। সখি সখি!
কে বলিল নিগূঢ় সন্ধান ?
কিরূপে আইলে এই স্থান ?
হুজ। সে সব অনেক কথা,
বলিব পশ্চাতে সখা,
বল হে এখন আছ হে কেমন ?
বেন। শঠ নই ধূর্ত্ত নই—প্রবঞ্চক নই,
হয় কি বিশ্বাস ?
হুজ। কেন লজ্জা দাও যুবরাজ!
বেন। সখি সখি, বল বল,—
রাজপুত্রী আছে হে কেমন ?
তুমি বা কেমন ?

হুজমুন্নীসা। (গীত)

সখা হে তোমারে পেয়ে,
আমি এখন আছি ভাল।
তোমার সে যে কেমন আছে,
কেমনে বলিব বল ?
ভেসে ভেসে নয়ন-জলে,
যখন আমায় বিদায় দিলে,
দেখে এলেম আসার কালে,
পুতলী প্রায় রহিল ,—
অনাথিনী উন্মাদিনী, জানি না,
আছে কি ম'লো ॥

বেন। ডাক সখি, জিন্‌রাজে, বলিব তাঁহায়,
যদি তিনি এ বিপদে করেন উপায়।
আমি তো যাইতে চাই,
যাবার যে পথ নাই,
পরীহস্তে দুর্গতি আমার!
বিধাতা হে! কোথা তুমি ?
দয়াময়! কর দয়া—
প্রাণ রাখ সরলা বালার।

(মহরুখ্ পরীর সহিত ফিরোজ শার
পুনঃপ্রবেশ)

ফিরোজ শা। (ঘৃণা-রোষে)
ধিক্ ধিক্ কামাতুরা পিশাচিনি!
ধিক্ মোরে! ধিক্ মদনেরে!
ততোধিক ধিক্ তোর মদন-পূজায়!
উচ্চজাতি পরী হয়ে তুই
ভূ-বাসী মানুষে তোর পাপ কাম-আশা!
কষ্ট দিলি রাজার কুমারে,
কষ্ট দিলি রাজ-কুমারীরে,
কষ্ট দিলি হিতৈষিণী উজীর-কন্যারে,
কষ্ট দিলি মোরে বনে বনে!
একমাত্র তোর কামলালসার দোষে,
তুই পড়িলি আমার রোষে।
কর্ম্মের মতন তোর
উচিত কঠিন দণ্ড করিব বিধান!
(উচ্চৈঃস্বরে) মাদারি! খ্যসরু!
মাদারি। শাহান্ শা! শাহান্ শা! ফরমাইয়ে।
ফিরোজ শা। জ্যল্‌দি ইএ দুসম্যন্ ম্যহরুখকা মুঁ
বাঁধ ক্যর্ (নেপথ্যে দেখাইয়া)
উহঃ কুঁয়েকে অ্যন্দর ফেঁক দে। যা, জ্যলদি যা।
বেন। (শশব্যস্তে) না না, না না, জিন্‌রাজ,
না করিহ হেন কাজ,—
জ্ঞানহীনা বুদ্ধিহীনা পরী।
না লইও প্রতিশোধ,
ক্ষমা কর হে সুবোধ,
সবিনয়ে এ মিনতি করি।
ফিরোজ শা। আচ্ছা যুবরাজ!
তব অনুরোধে এই মহাপাপিষ্ঠারে
নিক্ষেপ করিব নাহি কূপের মাঝারে ;
কিন্তু এর পরীস্তানে নাহি আর স্থান,
সেথা এর প্রবেশ নিশেধ।
দুষ্কর্ম্মের চিরশাস্তি ভুঞ্জুক্ পিশাচী
অনন্ত অনন্তকাল ভাসি আঁখি-জলে
দুঃখময় ধরাতলে।
মম দত্ত বহুমূল্য বসন-ভূষণ
অবিলম্বে পরিহরি, ছিন্নবাস পরি,
রে, কামুকী পরী, দূর হ', দূর হ' পিশাচিনি।
মহ্। (নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরস্বরে)
জিন্‌রাজ! জিন্‌রাজ!
ফিরোজ শা। দূর হ দূর হ, নিশাচরি!

[মহ্রুখ পরীর প্রস্থান।

এস এস, বাদশাকুমার !
এস এস, উজীরকুমারি !
জিনিগণ সনে মিলি তোমা দুইজনে
নিয়ে যাই হলব শহরে।
শাহজাদা বেনজীর !
শাহজাদা বদ্‌রেমুনীরে
নিজে আমি তব করে করিব অর্পণ।
দারুণ বিচ্ছেদে হবে আনন্দ-মিলন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ।

(তুর্‌খানের প্রবেশ)

তুর্। বাসনা পূরিল মোর,
রূপগর্ব্ব খর্ব্ব একেবারে।
এত সাধা—এত কাঁদা—এত প্রলোভন,
কিছুতেই, কোনমতে না টলিল মন।
এইবার দুষ্টা পরী,
বহুকষ্টে নয়নের জলে
ধা ধা ধুয়ে তোর রূপ !
ভাল, বারেক আবার চেষ্টা করি—
তৃষ্ণা যদি পারি মিটাইতে।
এ কূল ও কূল তার গিয়াছে দু'কূল,
অকূলপাথারে ভাসে দারুণ বিষাদে !
সকলেই প্রতিকূল,
আমিও তো প্রতিকূল,
কিন্তু আজ হব অনুকূল,
যদি আজ ভজে সে আমারে
এই যে আসিছে পরী,
গোপনে লুকাই আমি !

(বৃক্ষান্তরালে গমন)

(ভিখারিণীবেশে মহ্‌রুখ পরীর
গাইতে গাইতে প্রবেশ)

মহ্। (গীত)

প্রেমের ছলা—জুয়োখেলা—
খেল্‌তে গিয়ে এ কি হ'লো।
জিৎবো ব'লে ভরসা ছিল,
সব যে আমার হারিয়ে গেলো !
রূপের ঘুমের সুখের স্বপন,
কে জানে রে হবে এমন,
অঙ্কুরিত আশালতা
নিরাশ-বিষে জ্ব'লে ম'লো ;—
ডুবে গেল হৃদয়ের চাঁদ,
নিবে গেল চাঁদের আলো।

তুর্। (বৃক্ষান্তরাল হইতে) সুন্দরি ! সুন্দরি !
কি হেতু হতাশ হও ?
হৃদয়ের চাঁদ তব ডোবেনি, ডোবেনি।
মহ্। কে তুমি ?
তুর্। (সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে) তব হৃদয়ের চাঁদ—
সুলতান্ তুর্‌খান্।
মহ্। (ঘৃণা-রোষে) ছি ছি, এখানেও তুই !
দূর হ—দূর হ !
তুর্। দূর তো হবই
কিন্তু মোরে দয়া ক'রে বে কর্—বে কর্ !
মহ্। ধিক্ তোরে ! শত ধিক্।
তুর। ততোধিক ! ততোধিক !
মোদ্দা যাই হোক্ ক'রে,
রূপসি, আমায় বে কর্—বে কর্ !
হারায়েছ এক পরীস্তান,
দিব তোরে শত পরীস্তান্।
হিন্দুগণ যেইরূপ সজ্জিত প্রতিমা
বিসর্জ্জিলে জলে, তার নাহি রহে শোভা,
মরি মরি, লো সুন্দরী পরী,
তোরো আজ সেই দশা !
তা ভয় কি, চিন্তা কি ?
যেইরূপ ছিলি আগে, ওলো রূপরাণি !
তার চেয়ে কোটিগুণে সাজাইব তোরে।
এখন পায়ে ধ'রে সাধি—
আমায় বে কর্—বে কর্।
মহ্। দূর দূর, পাপিষ্ঠ পামর !
পরী না হইবে কভু প্রেমের প্রেতিনী।

[বেগে প্রস্থান।

তুর্। (হতাশ) ভাঙে তো মচকায় না,
ছুঁড়ী নেহাত কাঠ-গোঙারী,
কিন্তু আমারো ভাঙছে না রূপ-খোঁয়ারি।
ফের দেখি, পারি কি হারি ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হলব্ শহর—মুবারক্‌বাগ—রোশনাই মজলিস।

বেন্‌জীর, বদ্‌রেমুনীর, জিন্ বাদশা,
জ্ঞজমুন্নীসা, সখীগণ ও জিনিগণ।

ফিরোজ শা। দয়াময় ঈশ্বর ইচ্ছায়
অতি শুভদিন আজ,
স্বর্গের আনন্দ-ছবি এ উদ্যান-মাঝে।
রাজপুত্রী বদ্‌রেমুনীর,
বিধির কৃপায় হারানিধি পাইলে
আবার।
রাজপুত্র বেনজীর, তুমিও পাইল
হারানিধি।
এর চেয়ে কি আনন্দ মোর ?
না না, আনন্দের এখনো বাকি,
এস এস, প্রেমময় বেনজীর,
তব করে প্রেমময়ী বদ্‌রেমুনীরে
পূর্ণানন্দে করি সমর্পণ।
(সম্প্রদান করিয়া)
দারুণ বিচ্ছেদে এই আনন্দ-মিলন।

বেন। জিন্‌রাজ,
চিরকৃতজ্ঞতা-ডোরে বাঁধিলে আমায় !

বদ্‌রেমুনীর। (গীত)

এ অধীনী চিরঋণী রহিল তোমার পায়।
হে হিতৈষী জিন্‌রাজ,
আমার অন্তর আজ,
একটি অমূল্য নিধি তব করে দিতে চায় ;—
আজ আমারে দয়া ক'রে,
তোমায় নিতে হবে তায়।

ফিরোজ শা। (সানন্দে)
সে কি, রাজপুত্রি ?
তুমি যা আদর ক'রে,
প্রদান করিবে মোরে,
ততোধিক সমাদরে করিব গ্রহণ।
দাও দাও সেই অমূল্য রতন।

বদ্‌রে। (জ্ঞজমুন্নীসার হস্ত ধরিয়া)
এই নাও এই সেই অমূল্য রতন।
তোমার কৃপায় আমি
পাইনু প্রাণের স্বামী,
সখীরেও ফিরে পেনু তোমার কারণ।
তুমি দিলে হারা-ধনে,
তুমি নাও ফেরা-ধনে,
আনন্দ-মিলনে আরো আনন্দ-মিলন।

(ফিরোজ শার হস্তে জ্ঞজমুন্নীসা-সমর্পণ)

ফিরোজ শা। রাজপুত্রি,
মোরেও করিলে চিরঋণী !
এত দিনে পাইলাম জীবন-সঙ্গিনী !

পরীগণ। (গীত)

চাঁদের গায়ে চাঁদ, চাঁদের বাঁয়ে চাঁদ,
চাঁদে চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা।
চাঁদের পাশে পাশে চাঁদে চাঁদে হাসে,
নতুন প্রেমের ফাঁদে চাঁদের খেলা।
চাঁদে চাঁদে গায়, চাঁদে চাঁদে চায়,
চাঁদে চাঁদে গড়ে চাঁদের মালা।

যবনিকা-পতন

লয়লা-মজনু

করুণরসাত্মিকা গীতিনাটিকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

কায়েস্ (মজনু)	...	...	আরবদেশের বাদশার পুত্র।
কাসেম্	...	...	আরবদেশের সদাগর।
ইবি শ্লাম্	...	...	জেদ্দানিবাসী ওমরা।
আবদুল্লা	...	...	কায়েসের ভৃত্য।

এতদ্ব্যতীত ঘাতক, কাফ্রিসম্প্রদায় ইত্যাদি।

স্ত্রী

জোবেদী	...	...	কাসেমের স্ত্রী।
লয়লা (লহরী)	...	...	কাসেমের কন্যা।
মোতিয়া	...	...	লয়লার সখী।
সাকী	...	...	ঐ
আমিনা	...	...	ঐ
দেল্‌জান	...	...	ঐ
জহরা	...	...	ঘটকিনী।
মুন্না	...	...	কাসেমের বাটীর বাঁদী।

হুরীগণ অর্থাৎ পরীগণ।

লয়লা-মজনু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরব-রাজধানী—পাঠাগারসংলগ্ন উদ্যান।

মোতিয়া, সাকী, আমিনা, দেল্‌জান ইত্যাদি সখীগণ।

সাকী। ওলো সই, লয়লা কই ?
মোতিয়া। পড়ার ঘরে পড়্‌চে বই।
আমিনা। ছুটী হয়ে গেছে কখন্‌, এখনো
বয়েতে মন।
দেল্‌জান। রাত-দিন বয়ে মুখ
ভাল লাগে না, বোন্‌ !
সাকী। বয়ের সঙ্গে মুখোমুখী,
তোরা যেমন নেকী !
নতুন খেলা, নতুন পড়া,
ব'সে কোথা গেঁথে জোড়া,
চল্‌ সকলে চক্ষু চেয়ে দেখি।
মোতিয়া। এ রঙ্গে কার সঙ্গে ?
সাকী। জান না ?—এখনো বোঝো না ?
কায়েস্‌—কায়েস্‌—কায়েস্‌ !
সকলে। বেশ—বেশ—বেশ—!
বাদশার ছেলে—বড় সরেস—বড় সরেস।

(গীত)

লয়লা কি খেলা খেলে, এ যেন নতুন খেলা।
নাইকো ছেলে-খেলা, এখন প্রেমে এলা॥
উঠ্‌লো, সই, যৌবন ফুটি,
ভাল লাগে কি ছুটোছুটি
নিরিবিলি ব'সে দুটি,
ধ'রে দুটির গলা,—
পাঠশালের পাঠ সাঙ্গ হ'ল
দেখ্‌সে প্রেমের খেলা॥

[সকলের প্রস্থান।

(কায়েস্‌ (মজনু) ও লয়লার প্রবেশ)

কায়েস।—লয়লা !
একটি একটি ক'রে তোড়ার ফুলের মত,
গায়ে গায়ে জেগে আছে শৈশবের খেলা।
এই যে পাঠাগার, দু'জনে পড়েছি হেথা,
দু'জনে শিখেছি কথা সেই ছেলেবেলা॥
তোমার কতই লেখা—সরলতা সুধামাখা,
সুখের স্বপনসম আজো জাগে মনে।
চ'লে গেছে ছেলেবেলা,
সঙ্গে সঙ্গে ছেলেখেলা,
নবভাবে ভালবাসা বয়সের সনে !
মজেছি ও রূপ-রাগে,
তাই আশা মনে জাগে,
বিবাহ করিতে তোরে, ভুবনসুন্দরি !
লয়লা। বাদশার ছেলে তুমি,
বণিকের কন্যা আমি,
সম্মত তোমার পিতা হবে কি না, ডরি।
কায়েস্‌। পিতারে বুঝায়ে কব,
অবশ্য তোমার হব,
যদিই কপাল ভাঙে, তা হ'লে নিশ্চয়,
অন্য কোন কামিনীরে
না করিব পরিণয়।
লয়লা। মোরো ওই পণ—
আমি তোমা ছাড়া নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। দেখ একবার রঙ্গখানা,
এই জন্যেই আনাগোনা ?
গাছের আড়ে, বাঁকা ঘাড়ে, কান পেতে,
সব শুনেছি, সব বুঝেছি, মাথা খেতে।
এই তো আমি চাই,
আর কেন ? যাই।—
বলি গে, ও গিন্নি, দাও
সিন্নী পীরের কাছে ;
তোমার লয়লা মেয়ে
কেতাব নিয়ে চেয়ে চেয়ে
খোঁপায় ফুল গুঁজে,
বের ক'রে সেজে,
ঘুরছে বরের পাছে পাছে।

যেমন ছুঁড়ী, তেম্নি ছোঁড়া,
ও মা! এর নাম কি লেখাপড়া,
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ দেখ—
ছোঁড়াটার হাত ধ'রে,
লয়লী ছুঁড়ী লিলি করে,
এমন লেখাপড়ার মুখে আগুন,
রোসো, বার ক'চ্চি আজ গুণাগুণ।
আমি কি তেম্নি বাঁদী? খাঁটি চাঁদী।
বাদশার ছেলেটা দেখ্‌তে বেশ,
আগাপাস্তলা রূপের বেস্,
বেস্ কেশ, বেস বেশ,
তাই তো ছুঁড়ী ম'জে
ওর রূপ-কাজল চোখে গুঁজে,
বাঁ-হাতে কেতাবখানি,
ডান হাতে ছোঁড়ার বাঁ হাতখানি ধোরে,
কেবল ঘুর ঘুর কোরে ঘোরে।
ঐ রূপটোই লয়লীরো কাল—আমারো কাল,
ঐ রূপটোই আমার বিষের রঙ্‌মশাল!
ও অপরূপ রূপ আমারো নয়,
লয়লারো নয়,
ওদের ও আশ্নাই আমার কি আব প্রাণে সয়?
গিন্নীর কাছে আগেই নেড়েছি কল,
লোকে বলে বলুক খল,
আজ—বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ!
এই আমার স্বেদ, তবে ঘুচ্‌বে
মনের খেদ।
ঐ না আবার আসচে?
মুখোমুখি ক'রে হাস্‌ছে?
আ রে আমার পিরীত!
কিঁ ভাঁল ই বাঁসচেঁ।
(বৃক্ষান্তরালে গুপ্ত হওন)

(কায়েস্ ও লয়লার পুনঃপ্রবেশ)

কায়েস্। লয়লা! লয়লা!
আমার গোলাপ নাও,
তোমার গোলাপ দাও,
ওটিরে দেখিব আমি,
এটিরে দেখিও তুমি।
(গোলাপফুল বিনিময়)
মুন্না। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত)
বা মামু! বা মামী!
লয়লা। কায়েস্! মজ্‌নু! প্রিয়তম!
গোলাপ শুকায়ে যাবে,
যেটি নাহি শুকাইবে,
সেইটি আমারে দাও।
কায়েস্। কি, প্রিয়ে, কি চাও?
লয়লা। তোমার মুখের রূপ।
হাত বুলাইয়ে, লইব তুলিয়ে,
রূপ—রূপ—অপরূপ।
(কায়েসের মুখমণ্ডলে হস্তাবমর্ষণ)

মুন্না। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত)
ওলো ছুঁড়ি, আলুগোছা আলুগোছা,
গোঁপ ভারি কাঁচা, ভারি কাঁচা।
দেখিস, যেন কালি লাগে না হাতে।
পিরীত চোটে যাবে তাতে।
কায়েস্। লয়লা! প্রিয়তমে!
তোমার নয়ন দুটি
যেন সুধা-রসে ফুটি,
রয়েছে লো নীল-ইন্দীবর;
চোখ দিয়ে ওই চোখে,
প্রেম দিয়ে রাখি ঢেকে,
আশা-ভরা বুকের ভিতর।
(স্বীয় বক্ষঃস্থলে লয়লার মুখমণ্ডল রক্ষা)
মুন্না। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত)
ওরে ছোঁড়া,
ও চোখ নয়, চোখা বাণ,
ফুট্‌বে বুকে, টুট্‌বে প্রাণ।
দূর হোক্, আর সয় না,
চাপা কথা ছাপা রয় না।

কায়েস্।— (দ্বৈত-গীত)

মম মন নয়ন, তোরে অনুখন,
চাহে রাখিতে কাছে।
কি যে মোহন ছবি, তুই রে লয়লা,
তুয়া সম কে আর আছে?
লয়লা। তব অপরূপ রূপে, লয়লী পাগলী,
তুয়া বিনা কিছু নাহি চায়।
চাঁদ বিনিন্দিত, তুয়া হাসিমাখা মুখ,
অচল লোচন মোরি ধায়।
কায়েস্। তব রূপ-জ্যোতিমে,
মজ্‌নু রে লয়লা,
তেঁই সে মজ্‌নু নাম মোর!
তুয়া বিনা দুনিয়া, ঘোর আঁধিয়ারা,
মজ্‌নু-রোশ্‌নি রূপ তোর।

লয়লা। রবি-ছবি-রূপ লেই, চন্দ্রমা দীপত,
তুয়া রূপ—রূপা হামারি।
কায়েস। রূপ গুণ তুহুঁ তোহে,
মজনু তোহারি,
লয়লা। নেহি নেহি, লয়লী তোহারি।
কায়েস। মজনু তোহারি।
লয়লা। লয়লী তোহারি।

(দূরে মুন্নার প্রবেশ)

কায়েস। (চমকিয়া) কে ওখানে ?
মুন্না। (নিকটে আসিয়া) আমি মুন্না।
লয়লা। শাজাদা, তোমার বুকের গোলাপ-কাঁটাটা ভাগ্যে দাঁত দে বার কল্লুম, নৈলে কিছুতেই বেরুতো না।
মুন্না। (স্বগত) লুকুনো পিরীতে
ভুগুণো ফিকির!
কায়েস। মুন্না, তুমি আছ কেমন ?
মুন্না। শাজাদা রেখেছেন যেমন।
তা যাক্, এখন নিবেদন করি
একটা কথা,
আজ থেকে এই রৈল ঢাকা
কেতাবের পাতা।
কায়েস। বুঝিতে না পারি তব ভাষ।
মুন্না। (স্বগত) ন্যাকা আর কি !
এই বয়সে এত পিরীত বোঝেন,
কেবল,—"বুঝিতে না পারি তব ভাষ।"
(প্রকাশ্যে) শুনুন তবে—ব'লে দেছেন
গিন্নী-মা,
তাঁর কন্যের আর লেখাপড়া
শেখা হবে না।
আর এই পাঠশালে
এ জন্মে কোন কালে,
ইনি এসে, সপে ব'সে,
বল্‌বেন না আলেফ বে পে তে সে।
কায়েস। সে কি, মুন্না,
এখনো অনেক বাকি লয়লার বিদ্যা।
মুন্না। গিন্নী-মা ব'লে দেছেন
এই অবধি হুদ্দা।
ওগো বেলা হলো, ঘরে চল।
লয়লা। (সবিষাদে স্বগত)
আচম্বিতে বজ্রপাত শিরে ;
সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার।
কেমনে যাইব গৃহে ফিরে ?
চারিধারে গভীর আঁধার।

মুন্না। ভাবচো কেন ?
আমার হাতে কেতাব দাও,
ধীরে ধীরে পা বাড়াও !
লয়লা। (স্বগত) কুমারী রমণী আমি,
না সরে বচন,
লজ্জা ভয় একসঙ্গে করে উৎপীড়ন।
নির্দ্দয় হইয়ে মাতা সাধিলেন বাদ,
মনেই লুকাল সাধ !—দারুণ বিষাদ ;
মুন্না বাঁদী সম্মুখে আমার,
চাহিতে না পারি ওঁর পানে।
হতাশে উথলে অশ্রুধার,
যন্ত্রণা-বৃশ্চিক দংশে প্রাণে।
যা হবে তা হবে, এবে কৌশল করিয়া,
মুখখানি দেখে যাব আশা মিটাইয়া।
মুন্না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন আর ?
বুঝি পাঠশালের মায়া কাটানো ভার ?
কেন ? কিসের মনস্তাপ ?
ঘরে ব'সে দিন দু'বেলা
প'ড়ো কাফ্ কাফ্।
লয়লা। (গমন-সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তামালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া)
মুন্না মুন্না, ছিঁড়িল মোতির মালা।
মুন্না। (শশব্যস্তে) আঃ, কি জ্বালা !
চাদ্দিকে যে ফুটকড়াই।
কোন্‌টা কুড়াই, কোনটা মাড়াই।

(নিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলি সঞ্চয়করণ)

লয়লা। (স্বগত) প্রিয়তম ! প্রিয়তম !
এই বুঝি শেষ দেখা মোর।
(পুনঃ পুনঃ সন্তর্পণে কায়েসের মুখ প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ)

কায়েস। (বিষাদে স্বগত)
যা ভাবিনি, তাই হ'ল ;
যা ভাবিনু, ফুরাল সে আশা ;
নীরবে আমার পানে লয়লা
জানায় ভালবাসা।
লয়লার গলার মুকুতা ভূমিতলে
গড়াগড়ি খায় ;
লয়লার আঁখির মুকুতা বুক
বেয়ে গড়াইয়া যায়।
ওহো, আর না, আর যে চক্ষে
দেখিতে না পারি ;
বিধাতা হে, দেখ দেখ,
চারিচক্ষে বিষাদের বারি।

(অশ্রুমুঞ্চন করিয়া অধোমুখে চিন্তা)

লয়লা। (বিষাদে স্বগত) অভাগিনী লয়লা রে,
প্রাণের চন্দ্রমা তোর রাহুর গরাসে ;
অভাগী চকোরী তুই মরিলি পিয়াসে।

(আচম্বিতে লয়লার অশ্রুবিন্দু মুন্নার অঙ্গে পতন)

মুন্না। (বিস্মিত হইয়া)
জল ? কিসের জল ?
(লয়লার মুখের দিকে দেখিয়া) ও মা,
চোখের জলে বুক ভেসে যায় !
তোমার তো আর পর নয় মুন্না,
বল বল, কেন হেন কান্না ?
লয়লা। (নীরব)
কায়েস। মুন্না !
ছিঁড়ে গেছে মুক্তামালা,
ভয় পেয়ে তাই বালা
করিতেছে নীরবে রোদন।
মুন্না। আচ্ছা, শাজাদা,
তাই যেন কল্লুম বিশ্বাস,
কিন্তু আপনার চক্ষে কেন ছেরাবণ মাস ?
কায়েস। আমার সমক্ষে কেহ করিলে রোদন,
আমারো নয়নে বহে উষ্ণ প্রস্রবণ।
মুন্না। (স্বগত) উন্নি স্যায়না, মুন্নি হাবা,
চোখের জলে বুকে ভাসিয়ে
খাবি খাও থাবা থাবা।
(প্রকাশ্যে) শাজাদা
কেউ কাঁদ্‌লে আপনার পাশে,
আপনার চোখে জল আসে।
কেন তবে আর কষ্ট দি ?
ঘরে চল, শেঠের ঝি।
লয়লা। শাজাদা ! আসি তবে।
মুন্না। আঃ, বেলা হ'ল, চল না গা।

[বিমর্ষচিত্তে লয়লার প্রস্থান।

শাজাদা, মেহেরবাণি ক'রে কসুর মাপ কর্‌বেন। (স্বগত) উঃ, ছোঁড়ার কি চেহারা, রূপের ফোয়ারা, আমি দিশেহারা ! এ যেমন শাজাদা, আমিও যদি হতুম তেম্নি শাজাদী,—উঃ, তা হ'লে কি আর গুম্‌রে কাঁদি ? না, হই এর প্রেমের বাঁদী ? আমি যে বাঁদী। যখন আমার আশার বুকে কাঁটা, তখন এদেরো প্রেমসাগরে ভাঁটা (প্রকাশ্যে) বন্দেগি, শাজাদা !

[প্রস্থান।

কায়েস। (গীত)

আমার সাধের সাধে কে রে সাধিল বাদ।
প্রমোদে বিষাদ ঘোর, ঘটিল রে পরমাদ।
বিজলী গেল রে ছেড়ে
জলদ রহিল প'ড়ে,
হতাশ-হৃদয়ে যুড়ে বিষম বিষাদ
ওই ওই ওই যায়,
ফিরিয়ে হেরিতে চায়,
লাজ বাদী হয়ে তায়, করে গো মানা ;—
যাই যাই আড়ে থাকি,
দেখা দিয়ে মুখ দেখি,
নি গে ওর বুক থেকে দুখ অবসাদ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরব-রাজধানী, কাসেমের বাটীস্থ একটি কক্ষ।

(জোবেদী ও জহরার প্রবেশ)

জহরা। বাছা, তোমরা বোঝো
অথবা বোঝো না।
আরব ভাবি গরম দেশ,
ছেলে-বেলাই সাদি বেশ,
দেখ্‌চো না মা, দেখ্‌চো না ?—
এই আজ যে মেয়ে মায়ের ছা,
কাল সে মেয়ে মেয়ের মা।

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। সত্যি সত্যি সত্যি, মিছে নয় এক রত্তি !
আজকে মোর পিত্তি—যাক্,
সে কথা থাক্।
এখন ঘটকবিবি কি বল ?
কোথাও যোগাড় টোগাড় হ'ল ?
জহরা। আহা বর বোলে বর,
দেখলে লাগে তাক।
মুন্না। অ্যাঁ, কও কি ! এমন ঘটকালি ?
জহরা। মিথ্যে কয় কোন্ শালী।
মুন্না। (জোবেদীর প্রতি)
তুমি মা সব শুনেছ ? কি নাম ?
জোবেদী। ইবি স্লাম, বড় ওমরা,
জেদ্দায় ধাম।
মুন্না। খোদা, জেল্‌দি পূরাও মনস্কাম।
জোবেদী। লয়লা কোথা ?

মুন্না। সইদের সাথে ক'চ্চে কথা।
জোবেদী। তোর কাপড়-খুঁটে কি?
মুন্না। মোতির হার ছিঁড়েছে তোমার ঝি।
আর কিছু বল না, পড়তে যাওয়া বন্ধ,
আমি হার গেঁথে দেবো,
কাজ নি ও সব নাম গন্ধ।
জোবেদী। এস যাই, ঘটকিনী, স্বামীর নিকটে।

[জোবেদীর প্রস্থান।

মুন্না। বটে বটে বটে, যাও ছুটে,
বায় আসচে যাহায় শাদী ঘটে,
ঘটকবিবি তাই কর চৌচাপটে।
আচ্ছা, বরের বাপ মা আছে?
জহরা। ম'রে গেছে।
বর এখন একলাই সব,
সীমে নেই এত বৈভব।
মুন্না। হু! খুব ভাল, খুব ভাল।
আচ্ছা, দেখতে কেমন, সাদা না কাল?
জহরা। যখন কচ্ছি ঘটকালি,
মিছে কথা চোক্ষের বালি!
ঠিক্ বলি,—দেখ্‌তে কাল,
কিন্তু রঙ খুব চট্‌কাল।
মুন্না। (স্বগত) এ চট্‌কালই হোক্,
আর পট্‌কালই হোক্,
যখন কাল
তখন মোর পক্ষেই ভাল।
আমি তো ঐ চাই,
লয়লার কপালে পড়ুক ছাই।
উনি সদাগরের ঝি।
আর আমি বাঁদী।
কায়েস শাজাদা,
খুব ফর্সা সাদা,
তার সঙ্গে লয়লার সাদি,
আমার সয় না প্রাণে—আমি বাঁদী।
হলেই বা বাঁদী,
আমি কি বুড়ী থুথুড়ী?
না বদরঙের ঝুড়ী?
আমার সাঁচা রূপ—কাঁচা বয়েস,
তবে লয়লার কেন হবে কায়েস্?
হওয়াচ্চি—দাঁড়াও
ফাঁদ পেতেছি—পা বাড়াও।
জহরা। চুপ ক'রে ভাবচো কি?
মুন্না। ইচ্ছে হয়,
আজি তোমায় বক্‌সিস্‌টে পাইয়ে দি।
জহরা। মুন্না দিদি, থাক্‌তে তুমি
পূরবে মনস্কাম।
মুন্না। খুব খুব, হুঁ হুঁ,
আচ্ছা বর ইব্‌নি ইস্‌লাম।
জহরা। ডেকে গেলেন গিন্নী-মা;
চল, দুই জনেই কেন যাই না?
মুন্না। বেশ বেশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

(লয়লার সহিত মোতিয়া, সাকী, আমিনা, দেলজান
ও অন্যান্য সখীগণের প্রবেশ)

লয়লা। (গীত)

প্রাণের গোপন-কথা বলিব লো গোপনে।
এস, প্রিয়-সখীগণ, এস মোর ভবনে।
অরি ঘুরে পায় পায়, তাই সই, ভয় পায়,
কি জানি কি ঘটে দায়, বলিব না এখানে॥

মোতিয়া। (কথায়) চল তবে বিধুমুখি,
মৃদুমন্দ-গমনে।
লয়লা। পা যে চলে না সই,
আমি যে আমি নই,
মোতিয়া। কাঁধে হাত দাও সই,
নিয়ে যাই যতনে॥

সখীগণ। (তৌর্য্য-গীত)

হাসিভরা মুখে, ফুল্ল নলিনী,
গিয়াছিল হেলে দুলে।
মনমরা মুখে, ম্লান নলিনী,
ভেসে এল আঁখিজলে॥

মোতিয়া। কেন লো সজনি, এমন বেশ?
দেল। কেন লো, এলায়ে পড়িল কেশ?
সাকী। কেন লো, নাই তোর হাসির লেশ?
আমিনা। বল না, সখি, বল না খুলে?
সকলে। হেম-প্রতিমা, কেন কালিমা,
কে রে কাঁদায়ে দিলে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আরব রাজধানী—কাসেমের বাটীর সম্মুখ।

সময়—সন্ধ্যা।

(ফকিরবেশে কায়েসের প্রবেশ)

কায়েস। (গীত)

মওলা প্রেম কি আওতারা।
সারে দুনিয়া মে, প্রেম কি লীলন রে,
হাম্ তুম্ প্রেম কি ফুয়ারা।
প্রেম কি লিয়ে, সব কোই জীয়ে,
কোই কোই রোয়ে হোই বাউরা।

(গান শুনিতে শুনিতে উপরের বাতায়নসমীপে লয়লার আগমন)

লয়লা। (স্বগত) এ ফকির কে ? কে ?
আমার কায়েস্!
"কোই কোই রোয়ে, হোই বাউরা।"
হায়, আমার কারণ এই
ফকিরের বেশ!
(সবিষাদে প্রকাশ্যে) কায়েস্! প্রাণেশ্বর!
অবশেষে এই বেশ করেছ ধারণ!

কায়েস্। প্রাণেশ্বরি!
এই বেশ বেশ বেশ-তোমার কারণ।
আর তো যাবে না তুমি,
কেমনে হেরিব আমি, ও চাঁদবদন ?
এই বেশে রোজ এসে, যন্ত্রণার দিন-শেষে,
দাঁড়াব ভিক্ষার ছলে, দিও দরশন।

লয়লা।—
ফকির সেজেছ তুমি বড় ভালবাসি আমি,
ও বেশ ধরিতে।
এ বেশ নাহিকো চাই, ইচ্ছা হয় সঙ্গে যাই,
কিন্তু আমি নারী ধরণীতে।
দারুণ কলঙ্ক-ভয়, পিতা মাতা কত কয়,
হা বিধাতা, কেন নারী করিলে আমারে।
আমার কারণে আজ, প্রেমময় যুবরাজ,
ভিখারী ফকির-বেশে দাঁড়ায়ে দুয়ারে।

কায়স্।—
প্রেমময়ি, এ তো নয় খেদের সময় ;
বেশীক্ষণ রব না কো মনে বড় ভয়।
সদা হেরিতাম যারে, দেখিতে পাব না তারে,
অসহ্য যন্ত্রণা সে যে সবে না হৃদয়।
(তাই) দোঁহার অঙ্গুরী
প্রিয়ে, করি বিনিময়।
তোমার অঙ্গুরী দাও, আমার অঙ্গুরী নাও,
স্মরণ কারণ।
আমার অঙ্গুরী আমি, তোমার অঙ্গুরী তুমি,
উভয়ের বিচ্ছেদে মিলন।

(রুমালযোগে উভয়ের অঙ্গুরী বিনিময়)

লয়লা। (গীত)

আবার যেন পাই হে দেখা,
হৃদয়সখা এই মিনতি।
এম্নি কোরে দেখবো এসে,
করবো কেঁদে প্রেম-আরতি॥

কায়েস। আমিও যেন হেথায় এসে,
দেখি তোমায় মোহন-বেশে,
আসি তবে—

লয়লা। এস, কায়েস!

কায়েস। আসি আসি—প্রেম-মূরতি।

[বাটীর মধ্যে লয়লা ও অন্য দিকে কায়েসের প্রস্থান।

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। আমার ওই চিন্তে,
বাকি থাকে কি চিন্তে ?
বা রে প্রেমের ফিকির,
রাত না পোহাতেই ফকীর।
ভ্যালা খেলা! ভ্যালা ছলা!
আচ্ছা, আমার কেন এত জ্বালা ?
তা কে জানে ?
যা হোক্, কথা ভাল নয়,
রোজ যদি দেখা হয়,
তবেই তো ভয়।
রোসো রোসো, ফকীর ফিকির গোল্লায় দিচ্চি,
তবে আমি মুন্না! টের পাওয়াচ্চি!
এই যে, আবার ছোঁড়া ফিরেচে।
এইবার ফাঁদে প'ড়েচে।

(গোপনে অবস্থিতি)

(কায়েসের পুনঃপ্রবেশ)

কায়েস্। মনে করি ফিরে যাই,
মন তো আমার নাই!
নীরবে দাঁড়ায়ে হেথা, যদি সে কনকলতা,
আসে রে আবার,
আঁখি ভ'রে নেহারিব মুখখানি তার।

(বাতায়নের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান)

(মুন্নার পুনঃপ্রবেশ)

মুন্না। বলি কে এখানে,
চেয়ে আছ জান্‌লা পানে ?—
দেখ্‌চি ফকীর,
কিন্তু ফিকির মনে তোমার জাগে !
কে তুমি ? কও না কথা ?
হেথায় কিসের লেগে ?
ওহো, আপনি ? শাজাদা ?
এ কি বেশ !
বাদশার ছেলে ফকীর ?
গোল ঘটবে শেষ।
শেঠ শেঠিনী সব জেনেচে,
খুব রেগেচে মনে ;
জান পড়েচে, কান নড়েচে,
(শেষ কি) লয়লা ম'রবে প্রাণে ?
আপনকার ভালর তরে,
লয়লার ভালর তরে,
বল্‌চি ভাল কথা ;—
গোল হয়েচে কুল ভেঙেচে,
আর এস না হেথা।
ভাল বিনে মন্দ কারু মুন্না করে নাকো।
আর এস না, আর এস না,
আমার কথা রাখো।
নৈলে—

[বাটীর ভিতর মুন্নার প্রস্থান।

কায়েস্। (বিষাদে) গুপ্ত প্রেম লুপ্ত নয়,
সুপ্ত জনে ধরে।
কে জানে কে ব্যক্ত করে,
ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।
আমার কারণে লয়লা বিপদে পড়িবে।
পিতৃমাতৃরোষে শেষে হয় তো মরিবে।
কাজ নাই, আর আমি
আসিব না হেথা।
জন্মের মতন যাই, মন যায় যেথা।
জনক জননী আছে, যাব না তাঁদের কাছে,
আর না পশিব গৃহে থাকিতে জীবন ;
দরবেশ-বেশে যাই নিবিড় কানন।
সেখানে নির্জ্জনে বসি, লয়লার মুখশশী,
দিবানিশি করিব ধেয়ান।
ভাবিতে ভাবিতে তারে,
ভেসে ভেসে অশ্রুধারে,
হয় রবে, নয় যাবে প্রাণ !
লয়লা ! লয়লা ! যাই।
এ জন্মে যদি না ঘটে,
দেহান্তে যেন রে তোরে,
বিনা বিঘ্নে পাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লয়লার কক্ষ।

লয়লা ও মোতিয়া।

লয়লা। মোতিয়া !
দে লো দরবেশ-বেশ,
খুলী বেণী এলায়ে দে কেশ।
এনে দে লো জপমালা,
নাম জ'পে নাশি জ্বালা,
একা নয়—ফকীর দুজন।

মোতিয়া।—
প্রিয়সখি ! কেন হেন উচাটন মন ?

লয়লা।—
হাঁ সই, গোপনে যদি সেজে ফকীরিণী,
কায়েসের কাছে যাই,
তাতে কি ঘটিবে দোষ ?

মোতিয়া। ও কথা তুল না বিষাদিনি !
পুরুষে সকলি পারে, নারী তা করিতে নারে।

লয়লা। হা কপাল ! আমি অভাগিনী !

(সাকী, আমিনা, দেলজান্ প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ)

সাকী। প্রমোদ-কাননে, সরসী-তীরে,
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি, সই আইনু ফিরে।

মোতিয়া। কোথাও দেখিতে পাওনি তাঁরে ?

লয়লা। হতাশ হইনু, সই লো !

সখীগণ। (গীত)

এমন কোরে নয়ন-লোরে দিবানিশি কাঁদলে সই,
কি হবে লো, বল বল, সুধাই তোরে, প্রেমময়ই।
চাঁদবদনে হাসি লুকালো লো তোর,
সুখের চাঁদনী রাতে বিষাদ আঁধার ঘোর ;
হয় তো প'ড়বে ধরা হবে লাজে সারা,
সদাই মনে ভয় ওই ;—
অবোধ মনকে প্রবোধ দে লো,
নৈলে উপায় কই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—০—

প্রথম দৃশ্য

নিবিড় অরণ্য

দরবেশবেশে কায়েস

কায়েস।—

কই? শান্তি নাহি পাই কেন শান্তিময় বনে?
অগ্নি নাই তবু যেন, দাবানলে জ্বলে বন,
ততোধিক অগ্নি জ্বলে মোর বুকে মনে।
কোথা যাই কোথা যাই,
কোথা গেলে তারে পাই,
যাই যাই, ফিরে যাই আবার সেথায়।
না না, আর যাবো নাকো মরিব হেথায়।
(বৃক্ষগাত্রে গাত্র রাখিয়া দণ্ডায়মান)
(আবদুল্লার প্রবেশ)

আবদুল্লা।— (দ্বৈত-গীত)

বন্দেগী দরবেশ, ম্যাঞ্, এন্তেজার তুমারে।

কায়েস।—

ক্যা হ্যায় তেরা নাম, মুঝে বাতা রে।

আব।—

আবদুল্লা নাম ম্যা কায়েসকা গুলাম্।

কায়েস।—

কেঁও ইহাঁ আয়ে হো
ক্যা হ্যায় তেরা কাম?

আব।—

শুনা হ্যায় হাম্, শাজাদে হামারে লয়লা কি আস্নাই
মে হুয়া হ্যায় মতুয়ারা।
বাপ মাতারি বাদশাহি ছোড়্কে।
ভগ্ কর্ আয়া হ্যায় জঙ্গল্ মে তড়্কে।

কায়েস।—

হাঁ হাঁ, মায় জান্তা হুঁ, উও ইহাঁ আয়া।
এহি অঙ্গুঠি উও মুঝকো দে গেয়া।

(অঙ্গুরী প্রদান)

আব। (অঙ্গুরী দেখিয়া সবিস্ময়ে)—

তাজ্জব কি বাৎ কভি এয়সা ন দেখা!
লয়লা কি নাম হ্যায় অঙ্গোঠীপর লিখা।
বন্দে নেওয়াজ ক্যা খেল্ মে বনা হ্যায়
দরবেশ।
আপহি হামারে শাজাদে কায়েস।
মওলা নে মিলায়া, চলিয়ে মকান্।
রোতে হ্যায় তুম্হারে মা বাবাজান্।

কায়েস।—

আওর না যাউঙ্গা, জঙ্গলমে রহুঙ্গা,
লয়লা মিলে তো যাউ।
লয়লা বিম্ রে, কুছু নেহি মেরা,
ক্যায়সে সো লয়লাকো পাঁউ?

আব। ভলা লিজেয়ে অঙ্গোঠী,
দিজিয়ে জী দোয়া,
চলে হাম্ শেঠ্কো মকান।
খোদা ন হোয় বাদী, দেলাউঙ্গা সাদি,
তুম্হারে সাথ্ লয়লা জান্।

[অঙ্গুরী পুনঃপ্রদান ও সেলাম করিয়া প্রস্থান।

কায়েস।—

আহা, জনক-জননী মোর,
আকুল হইয়ে কাঁদে,
প্রিয় ভৃত্য আবদুল্লা কাঁদে।
ও দিকে লয়লা কাঁদে, এ দিকে অরণ্যে আমি
ভগ্নমনে কাঁদি নানা ছাঁদে।
পলকে উঠেচে ঘোর কান্নার তুফান।
বিধাতা হে, এ কান্নার কর অবসান।

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরব-রাজধানী—কাসেমের বাটীর বহির্দ্বার।

কাসেম্, জোবেদী ও মুন্না।

কাসেম্। বিবি!
আরব দেশের মাঝে আমি আওল সদাগর,
তেম্নি আমার লয়লা মেয়ে রূপের আকর।

মুন্না। আহা, যেন হীরের মোহর,
রূপের নাই গো বহর।

জোবেদী। লয়লা আমার রূপের পুতুল,
যেন আহা মরি!

মুন্না: সবুজ পরী, লাল পরী, নীল পরী,
কালা পরী।

জোবেদী। (সরোষে) কি বাঁদী, কালা
পরী?

মুন্না। ও মা! ভুল্ ভুলেছি,—
শাদা পরী, শাদা পরী।
(আজ) পরীর সাথে পরার সাদি,
পুরো মনস্কাম।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

ঐ ঐ বাজনা বাজে,
বরের সাজে ঘোড়ায় গুণধাম।
(স্বগত) আহা, ঘোড়ায় গুণধাম।
হি হি, যেন কালো জাম।

[জোবেদী ও মুন্নার প্রস্থান।

(কাড়া, নাগারা, ডঙ্ক, রওসনচৌকি বাদ্য ও কাফ্রি সম্প্রদায় সহ বরবেশে ইবি স্লামের প্রবেশ)

কাসেম। এস, বাবা, এস এস,
এস মোর ভবনে।
এরা কারা? সং না কি?
ঢং নানা ধরণে!

ইবি। হাঁ সাব্! সাদিকা সং।
এ যে কাফ্রি, লাগাও নাচ্ গানা কি রং।

কাফ্রিসংগণ।—(বাদ্যসহযোগে বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্যগীত)

(গীত)

ধগ ধগ ধিন্ তাঁক্ ধগ ধগ ধিন্।
ধগ কটেন্ তা, থ্ক থাক্, এক দো তিন॥
ধবড়, ধুম, ধবড় ধুম চপট্ চপট্ চাঁই,
আই উল্লা, গুল্ গুল্লা,
কিস্ মিস্ কিস্ মিস্ কাঁই,
রে রে রে, রে রে রে রে রে শিন্ ঘিন্ সিন্॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লয়লার সুসজ্জিত উপবন।

লয়লা, জহরা ও মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণ।

জহরা।
ও মা ছি, ও কি কথা, কনক-লতা,
রূপের সোহাগিনি!
লোকে কি বোল্‌বে তোমায়,
বিয়ের কথায় বোল্লে অমন বাণী?
তোমার মা বোল্লে আমায়,
ডাকতে তোমায়, চল বরের কাছে,
পথটি ছেয়ে, হয়ে হাপুস্,
বরটি ব'সে আছে!

লয়লা। বার বার ওই কথা, দূর হোক্ ছাই।
রব না এখানে আর, অন্য ঠাঁই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

জহরা। (সখীদের প্রতি কাতরভাবে)
হেঁই মা, হেঁই মা,
বল না তোরা বরের কাছে যেতে।
ঘটকালিটি ঘটিয়েছি মা, খেটে দিনে রেতে।
ফোসকে না যায় যায়,
তোরা কর্ মা সে উপায়,
মন যে আমার টাকার লোভে
দু'হাত আছে পেতে!

সাকী। যার যত লোভ তার তত ক্ষোভ।
যার বে, সে নয় রাজী
হার হয়েছে তোমার বাজি।

জহরা। (স্বগত) উঃ লয়লী ছুঁড়ী ভারি পাজী।
ইচ্ছে হয়, গায়ে ছুড়ি ছুঁচোবাজী।
যাই, বলি গিয়ে গিন্নী মাকে,
ধ'রে নে যাক্ ধ'রে নাকে।

[প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। (নৃত্যসহ গীত)

কেন সব খোঁজের মাঝে,
ভাবচো ব'সে মাথা গুঁজে।
রূপসীর আজ যে সাদি, চল না সেজে গুজে।
এসেছি ক'নে নিতে, সঁপে দেবো বরের হাতে,
দেখ না নাচ্‌চি কেমন থেকো না চক্ষু বুজে।

(লয়লা ও জহরার সহিত জোবেদীর বেগে প্রবেশ)

জোবেদী। বলি, এ কি তোর ব্যবহার?
মা-বাপের মুখে দিবি কালি?
বর এসে ব'সে আছে সেথা,
তোর হেথা ঢলাঢলি খালি।
ধিক্ তোরে কুলকলঙ্কিনি!

লয়লা। কেন মা গো বল হেন বাণী?
কলঙ্কিনী নহি আমি, আছে আমার স্বামী,
বিবাহ করিব পুনঃ কাবে?
কলঙ্কিনী নহি এবে, কলঙ্কিনী হ'তে হবে,
সতী হয়ে বরি যদি পরে।

জোবেদী। কি বলিলি, কি বলিলি,
স্বামী তোর আছে?
(মুন্নার প্রতি) ওলো বাঁদী,
এ কথা এ পেলে কার কাছে!

মুন্না। খোদাকে মালুম মা,
আমাকে বেমালুম।

জোবেদী। লয়লি, কে তোর খসম্?

লয়লা। জননি গো, পায়ে পড়ি,
ভুলে যাও রোষ।

ক্ষমা কর মেয়েটিরে, যদি দেখ দোষ,
শাজাদা কায়েসে আমি করেছি মানস-স্বামী,
ক'র না নরক-গামী কন্যারে তোমার।
ভ্রষ্টা নষ্টা নহি মা গো, কহি বার বার!

জোবেদী। (সরোষে) ছি ছি ছি,
কি লজ্জার কথা।
শুভদিনে নিদারুণ ব্যথা,
উন্মত্ত পাগল সেই লম্পট কায়েস।
ধিক্ কলঙ্কিনি, কুলে কালি দিলি শেষ,
হোক্ সে রাজার বেটা,
আমাদের কুলে কাঁটা,
সে তোর খসম! ছি ছি, বড় ঘৃণা পাই।
যা বলিলি—বল্, আর শুনিতে না চাই।

লয়লা। পতিরে বলিব পতি, কিবা দোষ তায়?
কায়েস্ বিহনে পতি না বলিব কায়।

জোবেদী। (রোষে)
আমার আদেশ ধরি, ঘটকিনী ত্বরা করি,
ইবি শ্লামে আনহ এখানে।

[জহরার প্রস্থান।

তার সনে এব সাদি, দেখি কেবা হয় বাদী,

লয়লা। তা হ'লে মরিব বিষপানে।

জোবেদী। তোর মত মেয়ে মোর
মরিলেই বাঁচি।
সাদিটে দি তো যতক্ষণ আশ।

(বেগে কাসেমের প্রবেশ)

কাসেম। কেন ছাই, এত দেরী হেথা?
বর যে বিরক্ত বড় সেথা।

জোবেদী। (কাসেমের কানে কানে কি বলিল)

কাসেম। (সরোষে) কি কি,
এত তেজ, এত অহঙ্কার,
কুলে কালি দিলে আমার।

লয়লা। (গীত)

ভুল রোষ, ক্ষম দোষ, আমি যে তনয়া।
ওগো মাতা, ওগো পিতা, কর মোরে দয়া।
তোমরা নিঠুর হ'লে, বসিব কাহার কোলে,
স্নেহভরে দেহ মোরে চরণের ছায়া,—
পতিব্রতা সতী মেয়ে মা-বাপের মায়া।

কাসেম। কোন কথা শুনিব না।
যাও মুন্না, বরসভা থেকে
আন মোর দামাদকে ডেকে।

জোবেদী। ঘটকিনী গেছে বরে
আনিতে হেথায়।

কাসেম। লয়লীরে সম্প্রদান করিব তাহায়।

(ইবি শ্লামের সহিত জহরার পুনঃপ্রবেশ)

এস বাপু, এই মোর কন্যা রূপবতী,
তোমারে প্রদান কৈনু, তুমি এর পতি।

[কাসেম ও জোবেদীর প্রস্থান।

লয়লা। আমিও সবারে বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করি—
শাজাদা কায়েস মোর একমাত্র পতি।

ইবি শ্লাম। তব্ হামি তোমার কে?

লয়লা। তুমি আমার ভাই।

ইবি। তোবা! তোবা! তব্ হামি কাঁহা যাই!

মুন্না। বাবা আর কাঁহা?
লয়লা মোর বহিন্ তুম মোর বোন্‌ভাই।

লয়লা। ছাখ্ মুন্না, ছাখ বাঁদী,
ফের এমন বলিস যদি,
শিক্ষা দেবো বিশেষ শিক্ষায়।

মুন্না। পোড়া মন বোঝে না, তাই রই পরের
কথায়।
কর্ত্তা গিন্নী, দিলেন লেড্কীর সাদি,
নাথি খেয়ে মরে মুন্না বাঁদী।

লয়লা। পাপীয়সি! তুই এই অনিষ্টের মূল।

মুন্না। তোমার কিরে, এব আমি জানিনি
এক চুল।
যদি জানি, হোক্ আমার বুকশূল!

ইবি। আরে ফকৎ বেফায়দা বখেড়া কেঁও?

জহরা। নূতন বৌ, অমন হয়।
এখন আমার বক্‌সিস্‌টা?

ইবি। আরে রও জী, পহেলা শুনে জানিকা
বাৎ মিঠা।

জহরা। (লয়লার প্রতি)
ওগো ও শেঠীর মেয়ে, রুষ্ট হয়ে আর
থেকো না।
মনের মত বর পেয়েচো, মনের সুখে
ঘর কর না?
পাঁচ ফকীরের মেহেরবাণি, আইবড়
নাম ঘুচে গেল।
মুচ্‌কি হেসে, কাছে ঘেঁসে বোসে দুটো
মিঠে বল।

লয়লা। দূর হ লো পাপিষ্ঠা ঘটকী!

[বেগে প্রস্থান।

ইবি। আরে আরে, ভাগলো মেরা জান্।
এ জহরা, জল্‌দি ছুটে আন্।

জহরা। আমার কর্ম্ম নয়, আমি পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

ইবি। তব তুম্ যাও।

মুন্না। মোর মাথা আর কেন খাও ?

ইবি। তব ক্যা হোগা ?

মুন্না। তোর নসিবে দাগাদারিকা ভোগ।

ইবি। এঁ এঁ ! সব মেটি হুয়া রে ?

এয়সা পরী নেহি মিলা রে ?

এ লয়লি, তু কাঁহা গিয়া রে ?

ইহাঁ ধড়ফড়াতা তেরি নয়া মিঞা রে,

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

মোতিয়া। ওমরা সাহেব, বড় কষ্ট হয়েছে ?

ইবি। ছাতি ফট যাতি রে !

এই ছোকৃড়ি, তোম্ লোগ নাচ-গানা

জান্‌তি হায় ?

মোতিয়া। হাঁ, ওমরা সাহেব, কুছ কুছ।

ইবি। আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, জল্‌দি নাচ-গান সুরু করো, মেরা দিল্‌কা বিচ্‌মে আগ্ লাগা হায়, ঠাণ্ডা করো। ওহো, জান্ লেকে বিবিজান ভাগ গেই ! জল্‌দি জল্‌দি—

মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণ।—

(সনৃত্য গীত)

যে চায় যারে, পায় না তারে,
প্রেমের এ কি উল্‌টো খেলা।
যে যারে চায় না ফিরে, সেই
ও লো সই ঘটায় জ্বালা।
প্রেমিক অলির কমলিনী
অলি বিনে পাগলিনী,
গুব্‌রে পোকার ভ্যান্‌ভ্যানানি
ক'রে লো সই, ঝালাপালা,—
পালালো আকুল হয়ে, প্রাণের ভয়ে কমলবালা।

ইবি। (গানের সঙ্গে বিবিধ ভঙ্গীতে নাচিতে নাচিতে)

বাহবা বাহবা, শোহন তেরি—

রি রি রি রি !

মোতিয়া। ওমরা সাহেব ! ও কি হচ্ছে ?

ইবি। (গীত)

আরে লয়লা হামারি, হামারি লয়লা।
আরে নয়না হামারি হো গেয়া ময়লা।
হো হো, লয়লা মুখ্‌কে ময়লা কর্ দিয়া।
(আরে) ম্যাঁঞ বাউরা হুয়া জী, বাউরা হুয়া।

মোতিয়া। বহুৎ আচ্ছা, ওমরা সাহেব, খুব মিঠি সুর, আমরা মজ্‌গুল হয়ে গিছি।

ইবি। হাঁ ! একদম মজগুল্ ! বা মেরি জান্ ! অওর মজগুল্ করেঙ্গে, উস্কো জল্‌দি বোলাও।

মোতিয়া। কিস্কো ? তোমরা বহিন্‌কো ?

ইবি। আরে হাত্তেরি কম্‌বক্তি বেহুদা-আওরাৎ ! ইয়ে কি মেরা বাপকা মকান্ যো ইহাঁ মেরে বহিন রহতি ?

মোতিয়া। তব ইয়ে কিস্কো মকান ?

ইবি। মেরা জরুকা বাপকা মকান। বোলাও মেরে দিল্‌খোস, দিল্‌হোঁস্ জরু লয়লীকে। নেহি তো, ছোকৃড়ি, তোম্ সবকো সাদি কর্‌কে জেন্দাকা হুন্দামে লে যায়েঙ্গে। আও আও, এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছও, বাঃ, ছও জরু মেরা, আউর লয়লী হায় সেরা তব হুয়া সাত—বাঃ, আও, আও সাদি বন যায়। (মোতিয়া প্রভৃতিকে ধরিবার চেষ্টা)

মোতিয়া। আ মোলো, এটা কে লো ?

সাকী। হাঁড়িখেকো হুলো।

[সখীগণের বেগে প্রস্থান।

ইবি। আরে আরে, পকড় পকড়। এ মুন্নি, এ বাৎ ক্যায়সা হায় ? কাসেম্ সদাগর কি মুঝকো ঠাট্টা তামাসা করতে হায় ? বোলো, অভি ম্যাঁঞ উস্কো জাহান্নমমে ভেজে।

মুন্না। (স্বগত) মেড়া ছোঁড়া এইবার হাড়ে চটেছে, ঠাণ্ডা করি। (প্রকাশ্যে) রাগ কেন ? শোনো শোনো, এ দেশের এই ধরণ, সাদির দিনে মাগ-ভাতারে এম্নি হয়, এ সব পিরীতির নক্সা !

ইবি। (সহাস্যে) হুঁ ! আচ্ছা আচ্ছা মুন্নাবিবি, তুম্ একঠো মিঠা গান গাও !

মুন্না। আচ্ছা, ওমরা সাহেব।

(সনৃত্য গীত)

ও পিয়া রে কেঁও করো দাগাদারি।
(আরে) এ জী মিঞা, ম্যাঁঞ তো তুম্‌হারি।
তু বিনু সারি রাত ক্যারসে গুজারি ;—
গরম্ হো তুম্ নরম্ দিল্ পর
মারো হো কাটারি।

(মুন্নার সহিত ইবিম্লামের নৃত্য)

এই তো গান গাইলুম, গানের বক্‌সিস্ ?

ইবি। আও, তুম্‌কো নেকা করেঙ্গে।

(ধরিবার চেষ্টা)

মুন্না। মে গে, যে মুখের ছিরি ! ও আক্ ! থু !

[বেগে প্রস্থান।

ইবি। সবকো ছোড়েঙ্গে, ও ভি বেহতর,

লেকেন তুম্‌কো ছোড়েগা কওন্ শালা ?

পকড়—পকড়। [বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্য ও পার্শ্বে সনির্ঝর শৈলশ্রেণী

দরবেশবেশে কায়েস

কায়েস্। (গীত)

দে দে নিবায়ে, প্রকৃতি গো, উজল বিভারাশি;
নে নে মুছায়ে শোভা, সকল যাতনা নাশি,
কানন রে, ঢাকা দে রে,
ও তোর হরিতহাসি!
নির্ঝর রে, থামা না রে, ও তোর মধুর বাঁশী।
আমি যারে চাই,
সে আমার নাই,
তারে পেলে তোদের ভালবাসি,
তোরা যা রে, এনে দে রে,
এ আঁধারে হৃদয়শশী!

(কথায়) এক দুই তিন ক'রে
কত দিন গেল,
আবদুল্লা প্রিয় ভৃত্য কেন নাহি এল?
সংবাদ নাহি কো পাই,
বড়ই চিন্তিত তাই,
লয়লা কেমন আছে না পারি বুঝিতে।
পলকে প্রলয় হয়, না পারি থাকিতে।

[প্রস্থান।

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। কেমন ফিকির ক'রে আমি ঘুরিয়ে দিছি কল। লয়লা পাবার আশায় ছাই, শেষ ফলটা ফলিয়ে যাই, ফোঁস-ফোঁসিয়ে কাঁদুক ছোঁড়া, মুছুক চোখের জল। কই, গেল কোথা? হুঁ, ঐ যে হোথা! আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে, গাছের তলায় পড়লো শুয়ে। একবার ডাকি, খোস্‌খবরটা শুনিয়ে যাই। "খোস্‌খবরের ঝুটোও ভাল" লোকে বলে শুনতে পাই। (উচ্চৈঃস্বরে) বন্দেগি শাজাদা! বাঁদী হাজির।

নেপথ্যে কায়েস। কে? মুন্না?

মুন্না। হাঁ গরীবপরবর! মুন্না।

(কায়েসের পুনঃ প্রবেশ)

কায়েস্। মুন্না! মুন্না!
কাসেম্‌বণিক্‌পুত্রী লয়লা রূপসী
আছে তো কুশলে?
আদর যতন স্নেহে তারে দিবানিশি
দেখ তো সকলে?
অসুখ তো নাই তার মনে?

মুন্না। অসুখের কিছুই দেখিনে।
অসুখের যত কিছু আছে,
তা কেবল তোমারই কাছে।

কায়েস। বুঝিতে না পারি তব কথা
পরিহাসে দিতেছ কি ব্যথা?

মুন্না। না শাজাদা, ঠাট্টা নয়, খাট্টা কথা,
বল্‌তে ভয়,
তা কি করি, না ব'ল্লেও নয়, শুনুন্ তবে—

(দ্বৈত-গীত)

যার কারণে, নিবিড় বনে কোচ্চো হাহাকার।
ফুল্লমনে, ফুল-বাগানে খেল্‌ছে সে তোমার॥

কায়েস।—
যার কারণে, মাথায় আমার রুখু চুলের ভার।

মুন্না। তার চুলেতে টেক্কা খোঁপায় ফুলের
কি বাহার॥

কায়েস। যার কারণে, গাছের তলায় ভুঁয়ে থাকি প'ড়ে।

মুন্না। সোনার খাটে ঘুমোয় সে জন, চামর-
বাতাস ওড়ে।

কায়েস। যার কারণে মলিন-বদন, নাই কো
হাসির ছটা।

মুন্না।—
তার মুখটি ফুল্ল কমল, কিবা হাসির ঘটা॥

কায়েস্। যার কারণে, হতাশ মনে, ফেল্‌চি
চ'খের জল।

মুন্না। তোমার সে যে, প্রেমে ম'জে হাসচে
অবিরল॥
বিধি বাদী, তোমার সাদি ঘটলো না কো তাই।
সে করেচে সাধের সাদি, তোমায় ব'লে যাই॥
(গমনোদ্যোগ)

কায়েস্। শোনো শোনো, সত্যিই কি লয়লা
সুন্দরী বিবাহ করেছে, মুন্না, প্রতিজ্ঞা
পাসরি?

মুন্না। এ সব কথায় ঝুট যে বলে,
দুষমন্ ডুবুক তার দরিয়াব জলে।

কায়েস্। (স্বগত) তবে এ কি স্বপ্ন-লীলা?
কিম্বা প্রহেলিকা?
কিছুই বুঝিতে নারি—ধাঁধা মরীচিকা।
(প্রকাশ্যে) না না, মুন্না,
এ তোমার পরিহাস,
অথবা সে অনাথিনী, ভেবে ভেবে উন্মাদিনী,
বলিতে উন্মাদ-বাণী তোরে মোর পাশ
পাঠাইল—তবু হয় না বিশ্বাস?

কায়েস্। তবে তুই উন্মাদিনী।

মুন্না। বালাই, আমি অমন উন্মাদিনীর ধার ধারি নি।

কায়েস্। তবে আমিই উন্মাদ।

মুন্না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ঠিক শাজাদা!
তা যদি না হবে, বনে বনে তবে,
বাপ-মা ছেড়ে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে,
কালিয়া পোলাও ফেলে,
চোখের জল ঢেলে
আহা, এমন হাড়ীর হাল কেন হবে?

কায়েস্। (স্বগত) তাই তো,
লয়লা কি মায়াবিনী ডাকিনী?
না না, সে তা নয়,
আমিও তা ভাবি নি।

মুন্না। শাজাদা, আর কেন ভাবনা মিছে?
লয়লা এখন বিষেব বিছে!
ছাড় তার আশা, আশার ভালবাসা,
এখন খেয়ে লাজ,
বলি ক'ত্তে একটা কাজ,
যদিও আমি বাঁদী,
তবু নই প্যাঁচা খাঁদী।
যদি হয় মেহেরবাণী,
ধর তবে আমার পাণি,
হয়ো না বাদী, কর আমায় সাদি;
তোমারো বিরহ ঘুচবে, আমারো তাই;
তোমার কসম্, খসম্, তোমাকেই চাই।
তুহুঁ চাঁদ মুহুঁ চকোরী,
তুহুঁ পিয়ারা, মুহুঁ পিয়াবী;
মুহুঁ লতা, তুহুঁ তরু,
তুহুঁ খসম, মুহুঁ জরু,
তুহুঁ মজনু, মুহু মুন্না,
হলেই বা বাঁদী? এস করি ঘরকন্না।
(হস্তধারণচেষ্টা)

কায়েস্। (বিরক্ত হইয়া সবোষে)
দূর হ কামুকা!
[বেগে প্রস্থান।

মুন্না। অ্যাঁ, খামোকা কামুকা বল্লে গা!
হাঃ, আমি বাঁদী, নসিবে নেই সাদি।
বিধিও আমার বাদী?
ইচ্ছে হয় ডাক ফুকুরে কাঁদি!
ফের দৌড়ে গে ছোঁড়ার
পায় ধ'রে সাধি।
না, ছি, যাব না,
লজ্জাই মেয়েমানুষের চ'খের নয়ন-চুর,
সে নয়ন-চুর চুর করবো না।
ওর রূপে আগ্ লাগুক্,
আমায় যেমন কাঁদালে,
তেম্নি লয়লীর তরে দিনরাত কাঁদুক।

(বেগে আব্দুল্লার প্রবেশ)

আব্। আরে তু কোন্ হায়?
মরদ না মাদী?

মুন্না। (স্বগত) আ মর, এটারো চোখে
কি বিচ্ছেদের ছানি পড়েছে? আমি
পুরো মাদী, মুন্না বাঁদী; মিন্সে বলে তু
মরদ না মাদী?

আব্। আরে, বোল্ না,
তু মরদ না মাদী?

মুন্না। তুই কে? মরদ না মাদী?

আব্। হাম্ মরদ।

মুন্না। হাম্ মাদী।

আব। আও তব্ আজি তুম্‌কো
করুঙ্গা সাদি।

মুন্না। মুখে আগুন, যেমন রূপ তেম্নি গুণ,
আঁতুড়-ঘরে পাওনি নুণ?

আব্। আও আও।

মুন্না। তফাৎ যাও।

আব্। আও জী আও,
চায় নেকা চায় সাদি।

মুন্না। আ, মর্, এ শালার ঘরের শালা কে গা,
মুখের ছিরি দেখলে চোখে ঠুলী দিতে ইচ্ছে হয়।

আব্। তু বড়ী খুপ্‌সুরৎ।

মুন্না। তা তোর চোখ টাটায় কেন?

আব্। বিরহ-বিকার!

মুন্না। তবে দাওয়াইখানায় যা না, মুখপোড়া নচ্ছার বেকার! এখানে কেন? এখনি চোরা-সন্নিপাত হবে যে।

আব্। যো হোগা সো হোগা;
তু আর দে মৎ দাগা।
আও, ছোক্‌ড়ি, তু সে মু সে হো
যায় সাদি। (হস্তধারণোদ্যোগ)

মুন্না। আরে মর, আটকুঁড়ো,
এখনি মার্‌বো মুখে ঝাঁটার মুড়ো,
জানিস্, আমি কাসেম্ নাখোদার বাঁদী,
নাম মুন্না?

আব্। (কৃত্রিম আবদারে)
আ রে ওহো! তুম্ মুন্না?
নাম শুনা হুঁ তুমারা,
নেহি দেখা হুঁ চেহারা।

বাহবা, বাহবা, বড়ী অচ্ছি সুরৎ,
কচ্চি মুরৎ,
আরে, উও লয়লা, তুমারে
পাশ ময়লা কয়লা!
তুম্ সে সেরা কোহি নেহি জেরা,
তুম্ সচ্চা হীরা, লয়লী
এক দমড়ী কি জীরা!

মুন্না। (সহাস্যে) অ্যাঁ, সত্যি?—
আমার মাথার কিরে?

আব্। সচ্ কহতা হুঁ,
সব ছোক্‌ড়ীসে চটক তেরে।

মুন্না। কিন্তু আমি আছি প্রাণে ম'রে।

আব্। কেঁও?

মুন্না। (দীর্ঘনিশ্বাসে) থাক সে কথা, মনেই রইলো মনের ব্যথা।

আব্। ম্যাঞ সমঝ লিয়া হুঁ।

মুন্না। হুঁ?

আব্। হুঁ।

মুন্না। কি বল দিকি?

আব্। মেরে শাজাদে কায়েস কো সাথ তেরে সাদি।

মুন্না। হ্যাঁ, তাই বটে,
কিন্তু আমি যে বাঁদী!

আব্। খুপ্‌সুরৎ মে তুম্ পক্কা চাঁদি,
তুম্‌সে উন্‌সে হো যায়গা সাদি।

মুন্না। পূবের সূয্যি পচ্ছিমে উঠলেও তা হবার নয়।

আব। ডরো মৎ মুন্না! জরুর সাদি হোয়গি। শুনো, লয়লী পরী থি, দুনিয়ামে আই হ্যায় ফিকির খেল্‌নেকো লিয়ে। মেরে শাজাদাকে যাদু বনাই দি হ্যায়। উস্কী মৎলব হ্যায়, কায়েসকো জান্ লেনেকো।

মুন্না। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, বল কি?

আব্। আউর শুনো, পহেলা উও লয়লী মেরে শাজাদাকো যাদুমে গদ্ধা বনায়কে তব মার্ ডালেগি।

মুন্না। গাধা বানাবে? এই যে আমি শাজাদাকে খাসা মানুষ দেখে এলুম।

আব। অভি গদ্ধা হো যাগা। আউর শুনো, অগর ম্যাঞ কোই খুপ্‌সুরতিঁঞা ছোকড়ী কি সাথ মেরে শাজাদেকো সাদি দেনে শকেতো উন্‌কো গদ্ধাই ছুট যায়েগা। আউর ওহি ছোক্‌ড়ীকি সাথ বড় আশ্নাই, এক্কা মহব্বৎ হোয়গা। আব্ কহে মুন্না, তুম্ রাজী ইয়া গর্‌রাজী?

মুন্না। এ তো নয় তোমার কার্‌সাজী?

আব্। ঝুট কহতা কওন্ পাজী। ম্যাঞ নিমক্‌হালাল —প্রেমকে দালাল! দো চার রোজকে বিচমে তেরে কসম্, মেরে শাজাদে হো যায়গা তেরে খসম্।

মুন্না। এ যদি পার তুমি,
তোমার পায়ে বাঁধা রব আমি।

আব্। এহি জঙ্গলমে তুম্ হর্‌রোজ মেরে সথে মুলাকাৎ করো।

মুন্না। আমি তো মুলাকাৎ কর্‌বো, কিন্তু তুমি যেন কুঁপোকাৎ কোরো না।

আব্। (সহাস্যে) নেহি নেহি।

মুন্না। তবে এখন আসি, মিঞা, সেলাম।

আব। সেলাম বিবি, সেলাম।

[প্রস্থান।

বাহবা রে আশ্নাইকা লড়াই! মুন্না মেরে মুটঠি কি অন্দর আ চুকি। ইয়ে হারামজাদী বিলকুল বখেড়া কা জড়। অব্ ইস্কো ম্যাঞ জাহান্নমমে ভেজুঙ্গা। দেখে অব্ কাঁহা মেরে শাজাদা।

[প্রস্থান।

(মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

ওলো, ভাঙ্গবো আজ লুকোচুরি ধর্‌বো ফকিরে,
নাগর, পড়ে কি না পড়ে দেখি নারীর ফিকিরে।
জেগে আজ সারা-রাতি,
খুঁজি বন পাতি পাতি,
আছে কোথা ছল পাতি,
চল চল দেখি রে;—
ভাসাব সোহাগ-সরে সখা-সখীরে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

লয়লার দ্বিতল-গৃহ ও পার্শ্বে উদ্যান।

(দর্‌বেশবেশে কায়েসের প্রবেশ)

কায়েস্। (বাতায়নের প্রতি চাহিয়া)
ঘোর আঁধারে ঘুমায় ধরণী।
অগণন পাখীগণ, মুদিত-লোচনে,
প্রকৃতি মলিন-বরণী।
মলিনে মলিন হয়ে,
হৃদয়ে নিরাশা ব'য়ে,
এসেছি বিদায় নিতে,
মনোমোহিনি!

কব না প্রেমের কথা,
দিব না প্রাণে ব্যথা,
শেষ দেখা দেখে যাব
ওই মুখখানি ;
ভালবাসা রেখে যাব, (একবার)
দেখা দাও ধনি !

(বংশীধ্বনি)

(উপরে বাতায়ন-সম্মুখে মোতিয়ার প্রবেশ

মোতিয়া। (দ্বৈত গীত)

নীরব নিশীথে, বাজিল কার
বিষাদের তানে হতাশ বাঁশী ?

কায়েস্। সখি হে সখি হে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে
হতাশ ভিখারী বিষাদে আসি।

মোতিয়া। কাতরে ফুকারি কি চাও ভিখারী,
মোরা পরাধীনা বালা।

কায়েস্। পরাধীনা বই, হেন জন কই,
নিভায় প্রাণের জ্বালা ?

মোতিয়া। পুরুষের প্রাণে, রমণীর প্রাণ,
পারে কি হে জ্বালা দিতে ?

কায়েস্। জ্বালা তো হে ছার, খর ক্ষুরধার,
নারী পারে বসাইতে।

মোতিয়া। ছি ছি এ কি কথা,
বুকে বাজে ব্যথা,
ব'ল না ব'ল না আর।

কায়েস। পণ ভুলে যাওয়া, পরপ্রেমে ধাওয়া,
নয় কি হে ক্ষুরধার ?

মোতিয়া। (কথায়) কে বলিল, প্রিয়সখা,
তোমার রমণী,
তব প্রেম পরে দিয়ে পরের ঘরণী ?
ছি ছি ! কি লজ্জার কথা,
কে দিল দারুণ ব্যথা,
সর্ব্বত্যাগী অনুরাগী প্রেমিকের প্রাণে,
মরুক্ মরুক্ সেই, তার মত বৈরী নেই,
পাই যদি তারে আমি বধি বিষবাণে !

কায়েস্। তবে কি শুনেছি ভুল ?
মিথ্যাকথা ব্যথা দেছে প্রাণে ?

মোতিয়া। নিশ্চয় নিশ্চয় সখা !
মিথ্যাকথা শুনেছ হে কাণে

কায়েস। এখনো বুঝিতে নারি,
চারিদিকে স্বপনের খেলা।

মোতিয়া। স্বপন কোথায় পেলে ?
সজাগে শতধার খোলা।

বিশ্বাস কর হে মোর ভাষে,
কেবল তোমার প্রেম-আশে,
অশ্রুধারে হতাশ-নিশ্বাসে,
কাঁদে তব প্রাণের পুতলি।
কায়েস্ ! মজনু ! ব'লে ধায়,
দিবানিশি ধূলায় লুটায়,
শূন্য প্রাণে শূন্য-পানে চায়,
বিরহেতে আকুলি-বিকুলি।
সন্দেহে এসেছ তুমি, লয়লা-জীবন !
করুণায় এসে কর সন্দেহ ভঞ্জন।
এস এস প্রিয়সখা, দেখা নিয়ে দাও দেখা,
দুই প্রাণে একতানে হউক মিলন ;
হতাশে আশায়, হোক আশার বন্ধন।

কায়েস্। হতাশে আশার, না হবে সঞ্চার,
কিরূপে পশিব ভবনে, সই ?

মোতিয়া। আশা আছে যার, বাধা কিবা তার,
উঠে এস, এই দিলাম মই।

(মোতিয়া কর্ত্তৃক বাতায়ন হইতে মই অবতারণ,
তৎসাহায্যে কায়েসের উপরে উত্থান ও
গৃহমধ্যে প্রবেশ এবং মোতিয়া কর্ত্তৃক
মই অপসারণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

(আবদুল্লার প্রবেশ)

আব্। (গীত)

সারে জঙ্গল মে ঢুঁড়ত হুঁ রে।
না মিলে পাতা শাজাদাকো রে ॥
ক্যা জানে কাঁহা, গ্যায় মেরে মিঞা,
কওন বতাওয়ে মুঝকো রে।
পেড় পঁর পঞ্ছী অব নিদ যাওয়ে,
বাজা ন বাজে হাওয়া না ধাওয়ে,
কিস্কো পুছোঁ ম্যাঞ, কওন বতাওয়ে,
জঙ্গলমে আদমী নেহি একো রে ॥

(ইব্রিয়ামের প্রবেশ)

ইবি। কেঁও নেহি ? ম্যাঞ হুঁ।

আব্। (স্বগত) ইয়ে ভেড়ুয়া ওহি না ?
মুয়া হারামজাদী
বাঁদী ইসিকা মরনাগিরি কর্ চুকি না ?
ভালা হুয়া।

ইবি। আরে ক্যা শোচ করতে তো ?
জঙ্গলমে আদ্‌মী নেহি একো রে,
ইয়ে দেখে, আদ্‌মী ম্যাঞ হুঁ রে।
আব্। গরীবপরবর, আপকো নাম ?
ইবি। লয়লী কি খসম্ ইবিশ্লাম।
আব্। সাহেব।
লিজিয়ে গুলাম্‌কা সলাম্।
ইবি। সলাম, সলাম্।
আব্। (স্বগত) ইয়ে উল্লু ঠিক হ্যায়;
সহলায়কে ইস্কো বনাউঙ্গা গাধা,
কহুঙ্গা এহি মেরে শাজাদা।
পাঁওমে গিরকে রোয়েগি মুন্না
হারামজাদী,
দেখে, গন্ধীসে বন যায়গি গন্ধেকা সাদি।
(প্রকাশ্যে) আপ লয়লীকো ছোড়
কর্ জঙ্গলমে কেঁও ?
ইবি। উও ছোক্‌ড়ী বড়ী বেটিট, উস্‌সে হম্‌সে আশ্নাইমে বন্‌তা নেহি, হম্‌কো ঘর্‌কো অন্দর ঘুস্‌নে দেতি নেহি। ইয়ে দেখো জী, মিহি দাঁতসে মেরে তিনঠো অংলী কাট্‌ লিয়া হ্যায়। ম্যাঞ উস্কো নেহি মাঙতা; জেদ্দামে চলা যাউঙ্গা।
আব্। এয়সা! তব জঙ্গলকে কেঁও আপ ঘুস পড়ে ?
ইবি। দিল্ ঘবড়া গিয়া জী, জান অল্ গিয়া। তকৃলিফকে সববসে জঙ্গলমে রোনে আয়া হুঁ।
আব্। হুঁ! আচ্ছা অওর ঘবড়াইয়ে মৎ; দেখিয়ে মেরে কেরামৎ—হকিকৎ—খোসখৎ—এনায়ৎ—আমানৎ—সেলামৎ—নিজামৎ—গজল গৎ—
ইবি। আরে তেরে এৎনি নং মং গং কা মৎলব ন হোতা মালুম।
আব্। আপকা আশ্নাইকা ফতে কর্ দেউঙ্গা বেমালুম।
কাটুঙ্গা চসম্‌কা ময়লা, মিলাউঙ্গা খসম্‌কা লয়লা।
ইবি। (সবিস্ময়ে) হাঁ, এয়সা! তেরা নাম ?
আব্। জঙলী।
ইবি। এ জী জঙলী! মিলাও লয়লী, ইনাম মোহর থইলী।
আব্। আইয়ে মেহেরবান্ মেরে সাথ,
এক করুঙ্গা দোনো হাত।
লেকেন এক বাৎ,
আপকো এক চীজ বন্‌নে হোগা।
ইবি। ক্যা চীজ বতাও ?
আব্। এক বড়ে উম্‌দে জান্‌ওয়ার।
ইবি। কোন্ জান্‌ওয়ার ?
আব। গন্ধে।
ইবি। গন্ধে! গন্ধে কেঁও ?
আব্। এ জী সাহব, আপ জান্‌তে নহি, লয়লী পরী থি, অব আদমী বনী হ্যায়; উন্‌হি কি সব বড়ে তাজ্জব খেয়াল। লয়লী বিবি শাজাদা কায়েসকো হর রাত যাদুমে গন্ধে বনায়কে পিয়ার করতি হ্যায়। আপ ভি গন্ধে বন যাইয়ে, উও লয়লী সুরৎসে ভুল যাওগি। গন্ধে বড়ে উম্‌দে জান্‌ওয়ার, বড়ে খুপসুরৎ, বড়ে আকলমন্দ, বড়ে—
ইবি। (বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া) আরে চুপ রও। মেরা চেহারা ক্যা গন্ধে সে কম্‌তি হ্যায় ? ম্যাঞ তো বেমালুম গন্ধে হুঁ।
আব্। হাঁ হাঁ, সাহব, উও বাৎ নেহায়েৎ ঠিক্। গন্ধেকো দঙ্গলমে আপকো ছোড় দেনে ফের চুন্না বড়া মুস্কিল কি বাৎ।
ইবি। (সহাস্যে) কেঁও, ঠিক না ?
আব্। খুব ঠিক।
ইবি। তব চলো।
আব্। চলিয়ে। লেকেন এক বাৎ শুনিয়ে, দরকার হোয় তো চ্যাঞ গন্ধেকো একঠো পোষাক দেউঙ্গা।
ইবি। দরকার নেহি হোয়েগা, চলো ঝট্‌পট্!

[উভয়ের প্রস্থান।

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। ঘুরে ঘুরে ঘুম পায়, ঘুমুই খানিক গাছতলায়।
(আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন)

(কিয়ৎক্ষণ পরে ইবিশ্লাম ও আবদুল্লার পুনঃপ্রবেশ)

ইবি। আরে জঙলী, কুছ নেহি হুয়া ফায়দা।
আব্। অব দেখিয়ে মেরে কায়দা। মন্তরমে লয়লাকো ইহাঁ উড়া কর্ লায়া হুঁ। উও দেখিয়ে, লয়লী বিবি ওড়না উঢ়ায়কে নিদ্ যাতি হ্যায়। মেরা যানেকা বাদ আপ উস্‌কো তোয়াজ কিজিয়ে, পকড় লিজিয়ে, জেদ্দামে ভেজিয়ে। ম্যাঞ অব যাতা হুঁ।
ইবি। মোহরকা থালিয়া লে, বড় খোস্ কিয়া।
আব্। (মোহরের থলিয়া লইয়া) বন্দেগি, খোদাবন্দ!
ইবি। জেদ্দামে যাইও, তুম্‌কো ঢাল তলোয়ার দেউঙ্গা, জায়গীর দেউঙ্গা, শিরপেঁচ পগড়ী দেউঙ্গা, খেলাৎ দেউঙ্গা।
আব্। বেশক যাউঙ্গা। (স্বগত) অ্যায়সা উজবুক উল্লু কাঁহা নেহি।

[প্রস্থান।

ইবি। (গীত)

আরে মেরি জানি, তু বড়ী সিয়ানী,
খাট পালঙ তেরি কাঁহা রে।

পেড় কি নীচে, জর কি পিছে, লটপট,
খাতি ইহাঁ রে।
উঠ্ বঠ্ ছোক্‌ড়ি উঠ্ বঠ্
জেদ্দামে চল ঝট্‌পট্
চট্‌পট করো তো লট্‌পট
করে গা অব তেরি মিঞা রে।

মুন্না। (সবেগে উঠিয়া) তু কোন্ হ্যায় রে ?
ইবি। ম্যাঞ গদ্ধে।
মুন্না। ক্যা ? গদ্ধে ?
ইবি। হাঁ মেরি জানী,, ম্যাঞ গদ্ধা, গদ্ধা, গদ্ধা।
মুন্না। ঝুট বাৎ। তু সয়তান্। ভাগ ইহাঁসে, ম্যাঞ সয়তানী আদ্‌মীকো মু নেহি দেখুঙ্গি।
ইবি। হো হো! মেরি পিয়ারী লয়লী ভাগ গেই রে! ছু ছু, ম্যাঞ আদ্‌মী, গদ্ধে নেহি ? বড়ি তাজ্জব কি বাৎ। তব ক্যা হোগা! আরে জঙলী!—জঙলি! এ জী জঙলী!

(বেগে আবদুল্লার পুনঃপ্রবেশ)

আব্। ক্যা হুয়া, ওম্‌রা সাহব ?
ইবি। আরে, লয়লী মুঝকো আদ্‌মী বোল্ কর্ ভাগ গেই।
আব্। ম্যাঞ নো কহাথা সাহব, গদ্ধেকা পোষাক জরুর চাহি। অপ্‌তো গদ্ধে কা মাফিক্ হ্যায়, লেকেন ঠিক গদ্ধে নেহি।
ইবি। কেঁও ?
আব্। আপকো দুম্ কঁহা ? বেগর্ দুম্ গদ্ধে কিস্ সুরৎ সে বনিয়ে গা।
ইবি। হাঁ হাঁ, সচ্ বাৎ। লেও তব তেরে দুম্‌দার গদ্ধেকা পোষাক।
আব্। যো হুকুম, ওমরা সাহব!
ইবি। আরে, শুনো তো ভলা, কেৎনা বড়া দুম্ ?
আব্। দো হাত—পূরা গজ।
ইবি। উসমে নেহি হোগা। পুরা পাঁচ গজভর্ দুম দেনা চাহি।
আব্। এৎনা বড়া দুমমে ক্যা হোগা সাহব!
ইবি। লয়লী ফের দুষমনি করে তো উও লম্বা দুমসে উস্কো লটকাউঙ্গা, জোর জবরদস্তি করে তো পটকাউঙ্গা।
আব্। ঠিক্ ঠিক্। গদ্ধা ন হোনে সে এয়সা উম্‌দা আকল কিস্কো হোনে শকে!
ইবি। আরে, বেফায়দা কেঁও দেরী কর্‌তে হো? লয়লী ভাগেগি তো আউর নেহি মিলেগি। তুরন্ত্ চলো, ঝট্‌পট্ চলো, জলদি চলো।
আব্। কুছ পরওয়া নেহি সাহব! ম্যাঞ জরুর গদ্ধেকা সাথ গদ্ধী মিলা দেউঙ্গা। আইয়ে চলিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লয়লার রঙ্‌মহল।

বরবেশে কায়েস ও লয়লা চতুর্দ্দোলে উপবিষ্ট,
মোতিয়া, আমিনা, সাকী, দেলজান্ প্রভৃতি
সখীগণ দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণ। (সনৃত্য-গীত)

মঞ্জু রজনী, আও সজনি, গাও মধুর মিলন-গান।
নিরখ নিরখ, প্রেম-পরখ,
সখি সহ দুহুঁ একপ্রাণ।
উজল চাঁদ কিরণরাশি,
ডারত কত হাসি হাসি;
পিয়ত নিয়ত দুহুঁ পিয়াসী,
রূপ-অমিয় খুলি নয়ান॥
হৃদয়-যন্ত্র-তন্ত্র বাজে,
প্রেম-পুতুলি যুগল সাজে,
প্রেম দুহুঁকি প্রাণ-মাঝে,
তুলত অতুল নব তুফান।
দুহুঁকো দুহুঁ, বাঁধি বাহু,
করত কতহি প্রেমদান॥

(মুক্ত তরবারিহস্তে বেগে ঘাতকের প্রবেশ)

(ঘাতক-দর্শনে কায়েস ও লয়লার উত্থান
এবং সখীগণের সহিত চমকিত হওন)

লয়লা। কে তুই ভীষণ-মূর্ত্তি তীক্ষ্ণ অসি করে ?
ঘাতক। তোমার পিতার আজ্ঞা, বধিব তস্করে।
লয়লা। কোথায় তস্কর তুই দেখিলি হেথায় ?
ঘাতক। ওই ওই; সর তুমি, বধিব উহায়।
লয়লা। স্থির হও, দূরে রও, ফেল তরবার।
তস্কর নহেন উনি, পতি যে আমার।
বিধবা করিতে মোরে,
পাঠাল কি পিতা তোরে,
আমার পিতার প্রাণে হেন ক্ষুরধার!
ভাল, আমারে বধিয়া পাল আদেশ পিতার
বধ বধ—(ঘাতকের সম্মুখে ভূতলে পতন)
কায়েস। না ঘাতক! না ঘাতক!
প্রফুল্ল নলিনী কভু বধ্য নহে তোর,
হান হান তীক্ষ্ণ অসি মস্তকেতে মোর;

লয়লা যদ্যপি মরে,
প্রাণে না রাখিব তোরে,
তোরে মেরে মরিব আপনি।
আমারো কি অস্ত্র নাই,
হের এই তরবারি,
শত্রুগণ-শিরে ইহা নির্ঘাত অশনি।

ঘাতক। (সরোষে) তবে রে তস্কর,
আয় তোল্ তরবার ;
হয় আজ তোর, নয় আমার সংহার।
পালিব প্রভুর বাক্য, নাহি করি ভয়।
দু'জনের এক জন মরিবে নিশ্চয়।

কায়েস। আয় তবে, মানব-রাক্ষস !

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

লয়লা। (সরোদনে) ঘাতক রে,
ফেলে দে রে তীক্ষ্ণ তরবার !
হায় হায়, হইনু বিধবা !
রক্ষা কর বিভু দয়াময়। (মূর্চ্ছা)

কায়েস। (সখীগণের প্রতি)
রক্ষ সবে লয়লারে মোর—
সরায়ে লইয়ে যাও।
আয় রে পিশাচ,
নিমেষে জীবন তোর মিশাই বাতাসে।

(দ্বন্দ্বযুদ্ধ)

ঘাতক। (মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া যন্ত্রণায়)
ওহো, চোট্টাকা তলোয়ারকা চোট বড়া
লাগা, জান নিকাল্ যাতা রে বাপ্ !

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

লয়লা। (সচেতন হইয়া শশব্যস্তে)
কই কই ? কোথা প্রাণেশ্বর ?

কায়েস। এই যে কায়েস তব
অক্ষত-শরীরে।

লয়লা। সে রাক্ষস কোথা গেল ?

কায়েস। অস্ত্রে মোর মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া,
গেছে পলাইয়া।
বাঁচিবে না, বাঁচিবে না আর।
ওই দেখ রক্তরাশি তার
কলঙ্কিত করেছে ভূতল।

লয়লা। (ভয়ে) সর্ব্বনাশ ঘটিবে এখনি,
পিতা মোর জলন্ত আগুনি,
আহত ঘাতকে হেরি নিদারুণ রোষে,
এখনি আসিবে ছুটি,
তোমারে পাড়িবে কাটি,
সঙ্কটে পড়িলে তুমি আজি মোর দোষে।

কায়েস। কায়েস না ডরে প্রিয়ে,
ত্যজিবারে প্রাণ।
কিন্তু প্রিয়ে তব তরে,
প্রাণ যে কেমন করে,
পিতৃকরে আজি তব ঘোর অপমান।

লয়লা। তুমি স্বামী,
পত্নী আমি সতীত্বের বলে,
পিতারে সান্ত্বিব পড়ি তাঁর পদতলে।
তুমি এবে প্রাণেশ্বর !
পরিহরি বরবেশ,
দরবেশ-বেশ ধরি করহ প্রস্থান।
নিজ প্রাণ রাখি, রাখ অধীনীর প্রাণ।

কায়েস। প্রিয়তমে !

লয়লা। বিলম্ব ক'র না আর,
মোর দিব্য, রাখ কথা,
যাও যাও, সখীগণ, গুপ্তদ্বার দিয়া
প্রাণেশে পাঠায়ে দাও,
যাও স্বামী, যাও যাও,
নিশ্চয় সংবাদ পরে দিব পাঠাইয়া !

কায়েস। প্রাণময়ি, দিব্য তব না পারি লঙ্ঘিতে
তুচ্ছ প্রাণ লয়ে মোরে হইল যাইতে।
আসি তবে প্রিয়তমে, দাও হে বিদায়।
আবার হইবে দেখা।

লয়লা। ভুল না আমায়।

কায়েস। প্রেমময় জগদীশ ! আমরা তোমার,
রক্ষা কর লয়লারে, মিনতি আমার।
প্রাণ রাখি এইখানে, চলিলাম শূন্যপ্রাণে,
প্রাণ রেখো মহাপ্রাণ এই অবলার।

[লয়লা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লয়লা। হায় হায়, এ কি মোর ভাগ্যবিড়ম্বনা !
সরল প্রণয়ে ঘোর গরল-গঞ্জনা !
কেন সদা হেন হয়, কেন প্রেম পরাজয়,
কেন নিদারুণ ভয় অসহ্য যন্ত্রণা !

(মুক্ত তরবারিহস্তে বেগে কাসেমের প্রবেশ)

কাসেম। কই সেই চোর দুরাচার ?
মূর্ত্তিমান্ কলঙ্ক আমার ?
দুরাত্মার নাহি প্রাণে ত্রাস,
ঘাতকেরে করেছে বিনাশ।
প্রতিশোধ এখনি লইব,
অনন্ত নরকে পাঠাইব।
এ কে ? এ কে ? হা পিশাচি !
ধিক্ কলঙ্কিনি !
তো হ'তেই কোটি প্রাণ চেয়ে।

মূল্যবান্ মান গেল মোর।
গৃহে আসে চোর ছি ছি,
গোপনে গোপনে,
তার সনে প্রেমালাপ করিস পিশাচি!
কুলে কালি দিলি কলঙ্ক রটালি,
ঘটালি দারুণ জ্বালা।
বাপ-মায়ে নাহি ডর?
বিবাহ দিলাম তোর ইবিল্লাম সনে,
তাহাকেও না করিস ভয়?
পতিরে না ভালবেসে,
ছি ছি, দুষ্টে, উপপতি প্রতি তোর
পাপের প্রণয়।
আজ তোরে বধিব জীবনে,
অগ্রে বধি উপপতি তোর।
দেখি কোথায় লুকালি তারে,
কুলটা পিশাচি!

(গমনোদ্যোগ)

লয়লা। (কাসেমের পদমূলে পতিত হইয়া সরোদনে)
পিতা! পিতা! বধ মোরে
তীক্ষ্ণ তরবারে।
তাহে নাহি কষ্ট তত কন্যার তোমার,
যত কষ্ট বাক্যধারে তব।
শাজাদা কায়েস উপপতি মোর,
আমি তাঁর উপপত্নী—কুলটা—পিশাচী
—পিতৃ-মাতৃ-কুল-কলঙ্কিনী!
পিতা তুমি গুরু তুমি
তোমারে কি কব আমি,
এইমাত্র বলি ছুঁয়ে চরণ তোমার,
যারে উপপতি বল,
পতি সে আমার।
কুলটা হইনু যদি পতিরে সেবিয়ে,
কাজ নাই ছার প্রাণে, এখনি সংহার কর,
শান্তি পাও, শান্তি পাই জীবন ত্যজিয়ে।

কাসেম। আরে রে পিশাচি!—

লয়লা। পিতা, কেন আর ক্রোধভরে
কষ্ট পাও প্রাণে?
বিলম্ব করিবে যত, যন্ত্রণা পাইবে তত,
আমিও যন্ত্রণা পাব কুবাক্য শ্রবণে।
মহাবলে হান অসি, শান্তির জগতে পশি,
অন্তিম বিদায়, পিতা তোমার চরণে।

কাসেম। না না, বধিব না তোরে পাপীয়সি!
যে মোরে অশান্তি দেছে,
তার কোথা শান্তি আছে,
কলঙ্কিনী জন্যে নহে নিষ্কলঙ্ক অসি।
এই সুখগৃহ তোর হবে কারাগার,
চৌদিকে প্রহরী রবে ধরি তরবার।
ইবিল্লাম জামাতা আমার,
তোর কাছে রবে অনিবার,
সেই তোর প্রিয় পতি, তার প্রতি ভক্তিমতী,
হ রে নিশাচরি!
নতুবা অশান্তি তোর দিবস-শর্ব্বরী।
দেখি দেখি, কোথা সেই পাষণ্ড তস্কর,
নারকী কায়েস তার প্রাণে নাহি ডর?

[বেগে প্রস্থান।

লয়লা। (গীত)

আর কেন, ও রে প্রাণ,
আছিস দেহ-কারাগারে।
আমায় নিয়ে পালিয়ে যা রে।
আঁধারে আঁধারে।
পতি হ'ল উপপতি, সতী হ'ল রে অসতী,
(আমার) পিতার বিচারে;—
ব'ব না আর এ দেহভার,
মরবো ডুবে পারাবারে।
(আমি) পতি-প্রেম-পাগলিনী,
আমায় বলে কলঙ্কিনী,
এ দারুণ মর্ম্মব্যথা আর সহে না রে;
নিষ্কলঙ্কে থাক পিতা, ভোলো তনয়ারে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য-পথ।

দরবেশবেশে কায়েস।

কায়েস। কেবা দেবে সমাচার,
না জানি সে অবলার কি দশা ঘটিল!
হয় তো আমার তরে, নির্দ্দয় পিতার করে,
জীবন টুটিল।
যত ভাবি তত ডুবি, দুশ্চিন্তার পারাবারে,
আকুল জীবন।
কিবা করি, কোথা যাই, আর যে উপায় নাই,
এ কি বিড়ম্বন!

(অত্যন্ত অস্থিরভাবে) লয়লা! লয়লা!
কেন ভালবেসেছিলে, তাই এত দুঃখ পেলে,
উঃ, না জানি কি দশা হ'ল তার।
যাই যাই দেখে আসি আর একবার।
যদ্যপি বিপদে পড়ে, বাধার বন্ধন ছিঁড়ে,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ তার করিব উদ্ধার।
বৃথা নাহি ধরি করে এই তরবার!
(তরবারি নিষ্কাশন)

(গাহিতে গাহিতে মোতিয়ার প্রবেশ)

মোতিয়া। (গীত)

এসেছি ব্যথা নিয়ে, যাব হে ব্যথা দিয়ে,
আকুল প্রাণ মনে, অকূলে ভেসেছি হে।
সখীরে হারাইয়ে, সুখেরে ডুবাইয়ে,
শোকেরে বুকে ব'য়ে ধাইয়ে এসেছি হে।
কাঁদায়ে আমা সবে, কোথা সে গেল,
আর কি পাব তারে, হায় কি হ'ল,—
আঁধার ক'রে পুর, গেল সে কত দূর,
অমৃত হারাইয়ে গরলে ডুবেছি হে।

কায়েস্। (ব্যাকুলভাবে) মোতিয়া, মোতিয়া!
আমার প্রাণের প্রাণ লয়লা আমার
নাহি কি হে আর।
বল ত্বরা, কার দোষে, কার অবিচার রোষে
অকালে সে ত্যজিল সংসার?
প্রেমের ভিখারী হই, দরিদ্র ফকির নই,
রাজার কুমার আমি, ঐশ্বর্য্য অপার;
আরবের যুবরাজ, পরেছি ভিখারী-সাজ,
শুধু প্রেমে তার।
সেই মহাপ্রেমে নাম মজনু আমার!
(আজ) হারাইনু লয়লারে,
আর ভয় করি কারে,
এই ধরিয়াছি করে তীক্ষ্ণ তরবার;
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক সখি, বড়ই দুর্ব্বার;
শুধু লয়লার তরে, ছিলাম জীবন ধ'রে
সামান্য ফকির-সাজে লুকায়ে আকার;
ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে তারে, বেঁধেছি বিবাহ-ডোরে,
সে ডুরি ছিঁড়িল আজি, যেই দুরাচার,
হোক সে প্রিয়ার পিতা করিব সংহার।

মোতিয়া। প্রিয়সখে, রোষ ছাড়,
এই লও লিপি পড়,
এ লিপি লিখিয়ে সখী হ'ল নিরুদ্দেশ।
খুঁজিতে খুঁজিতে তারে, এ লিপি শয়ন-ঘরে,
পেয়েছি, এনেছি করি তোমার উদ্দেশ।
(লিপিপ্রদান)

কায়েস। (লিপিপাঠান্তে অত্যন্ত বিষাদে)
প্রেমময়ী সতী পত্নী লয়লা আমার
নিদারুণ কলঙ্কের ডরে,
যন্ত্রণায় পেতে ত্রাণ, ত্যজিতে গিয়েছে প্রাণ,
সুগভীর ভীষণ সাগরে।
এই অরণ্যের পাশে গভীর সাগর,
চল চল ছুটে চল, আকুল অন্তর।
আর সব সখী কোথা?

মোতিয়া। খুঁজে খুঁজে হেথা সেথা,
আসিছে এখানে সবে ভাসি অশ্রুনীরে।

কায়েস। তবে তুমি হেথা রও,
তা সবারে সঙ্গে লও,
অগ্রে আমি ধেয়ে যাই সমুদ্রের তীরে।
[তরবারিহস্তে বেগে প্রস্থান।

(আলোকহস্তে গাহিতে গাহিতে আমিনা প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ)

আমিনা প্রভৃতি সখীগণ।—

(গীত)

আঁধারে আঁধারে, এ ধারে ও ধারে
ভাসি আঁখি-ধারে খুঁজি সবাই।
হায় হায় বিধি, কোথা হারানিধি,
কি হবে কি হবে, কোথায় পাই।
আকুল হয়েছি, সখী রে,
রোদনের সুরে ডাকি রে,
ব'লে দে লতিকে, পাখী রে,
ব'লে দে পাখী রে কোথায় যাই,—
বল রে কানন, কোথা সে রতন,
বুকে তুলে তারে নিয়ে পালাই।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

আবদুল্লা ও মুন্না।

মুন্না। আমার কিরে? সত্যি সত্যি লয়লী ছুঁড়ী শাজাদা কায়েসকে গাধা বানিয়েচে?

আব। ঝুট বাতকে মুমে ঝাড়ু ঝাড়ো।

মুন্না। ও মা, যাব কোথা! বড় তাজ্জবের কথা!
লয়লী ছুঁড়ী এমন যাদু জানে,
তাই শাজাদা পড়েচে ওর হেঁচ্‌কা টানে।
আচ্ছা আবদুল, একটা কথা পুছি,
লয়লী আমায় তো করবে না খোঁচাখোঁচি?
আমি নেহাৎ গরীব বাঁদী,
আমায় বানাবে না তো গাধার গাধী?

আব। আরে বিবি, তু ডরতি কেঁও? লয়লী পরীকি যাদু আউরৎ পর চল্‌তা নেহি। আউর ফকৎ উও শাজাদেকো চড়তি হ্যায়। তুম্‌কো তো ম্যাঞ পহলে কহ চুকা, ম্যাঞ ভি ফিকিরসে যাদু শিখা। অগর তুম্‌সে লয়লী কিয়ে দুষমনি, মেরে যাদু সে টুটেগা উসী কি শয়তানি। অব তু তেরি দিল্‌কো ঘবড়া মৎ। গদ্ধে বেনে হুয়ে শাজাদেকো পর্ কর্ মহব্বৎ। তেরি ভি নাফা, মেরি ভি নাফা। ইয়ে হ্যায় মেরে বাৎ সাফা।

মুন্না। তবে আর শুভ কর্ম্মে কেন দেরী?

আব। আরে দেরী তো তেরি। তু জেরা ইহাঁ গম খা যা, ম্যাঞ্‌ গদ্ধেকো লে আতা হুঁ

[প্রস্থান।

মুন্না। লোকে কথায় বলে—
থাকলে কপালে, অন্নিশ্তি ফলে,
আমায় কামুকা ব'লে ঠেলে ফেলে,
লয়লীর প্রেমে মজেছিলে।
এইবার এস যাদু!
দেখি তুমি কার বঁধু।

(গর্দ্দভবেশধারী ইবিন্‌প্রাম্‌কে লইয়া আবদুল্লার পুনঃপ্রবেশ)

আব। আইয়ে গরীবপরবর! তস্‌রিফ্‌ লে যাইয়ে। এহি আপকো দেওয়ানখানা হ্যায়। এহি মছ্‌লন্দ পর আরাম কিজিয়ে। অভি হুক্কা আ যাগা, পানদান আ যাগা, লয়লী বিবি অভি আয়েগা। (জনান্তিকে মুন্নার প্রতি) মুন্না বিবি, এই আচ্ছা বক্ত্‌, অভি আয়কে উন্‌কো জেরা পিয়ার করো, মেরা বাৎ ইয়াদ্ রক্‌খো, শাজাদা ন বোলো, গদ্ধা কহ কর্ পিয়ার করো, দেখো মেরা বাৎ সাচ্চা ইয়া ঝুটা। অভি যাদু ছুট্‌ যায়গা, গদ্ধেকা মুরৎ বদল্‌কে শাজাদেকা সুরৎ আ যায় গা।

মুন্না। (স্বগত) প্রেমের তরে আদর কোরে গাধার খুরে ধরি।
পশুর কায়া, পরীর মায়া ভাঙ্‌তে যদি পারি।

(গীত)

তোমাকে প্রেম-গোয়ালে রাজার হালে রেখে দেবো।
কোরে যতন নিত্য নূতন
কচি কচি ঘাস খাওয়াবো।
চারটি খুরে ধোরে সাধি,
কর নাগর, আমায় সাদি,
আমি তোমার প্রেমের বাঁদী,
ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়াবো।

আব। দেখিয়ে জানাব! ক্যায়সী খুপ্‌সুরতী বিবি আই হ্যায়। জেরা পিয়ার কিজিয়ে, অপনে হোঁসমে আইয়ে।

ইবি। (সানন্দে) বাহবা! আও মেরি জান্।

(হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য)

মুন্না। (ভয়ে) ও বাবা! এততেও যে যাদু টোটে না।

আব। ডরো মৎ, ভড়্‌কো মৎ।
পাক্‌ড়ো বিবি পাক্‌ড়ো কান্।
খিঁচো জোরসে মারো টান।
যাদু টুটে গা, খসম্ মিলে-গা।

মুন্না। (কান ধরিয়া গাধার মুখোস খুলিয়া অত্যন্ত ঘৃণায়) মেগে! এটা সেই মুখপোড়া ইবনে মড়া! ওয়াক্—থু।

[বেগে প্রস্থান।

ইবি। (অস্থিরচিত্তে) পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো! জঙ্‌লী মিলাও লয়লী, পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো।

[বেগে প্রস্থান।

আব। দুষমন্ কা শাজা, দিল্লগী কা খতম্।
অব হো যায় গা শাজাদা লয়লী কি খসম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সমুদ্র-তট।

(লতাপুষ্পে সজ্জিত হইয়া পাগলিনীবেশে লয়লার প্রবেশ)

লয়লা। (সহাস্যে) হাঃ হাঃ! এই তো আমার বেশ! এই তো আমার দেশ! এই তো আমার ঘর! মস্ত ঘর, জলের ঘর! যেমন জ্ব'লে মরুচি, তেম্নি ঠাণ্ডা হব! (সরোদনে) আমার মজনু কই? আমার কায়েস কই? আমার স্বামী কই?—বলে।

আর আমি ?—এখানে। দূরে দু'জনে! তাই তো, কি হবে? (অন্যভাবে) কেন? তার জন্যে কান্না কেন? দূরেই তো পতির সঙ্গে সতীর অটুট প্রেম হয়। এই দেখ না, কুমুদিনী জলে, চাঁদ ঐ অনেক দূর আকাশে, কিন্তু দু'জনে কেমন প্রেম—কেমন ভালবাসা, কেমন কি এক আশা পিয়াসা! (সরোদনে) বাবা-মা আমায় কলঙ্কিনী ব'লেছে, কুলটা বলেচে, (অন্যভাবে) বেশ করেচে, আমি তো মজ্নুর প্রেমে কলঙ্কিনী। চাঁদের কলঙ্ক আর আমার কলঙ্ক এক জিনিস। তাই চাঁদের অত আদর, আমারও এত আদর! আমার চাঁদ আমায় কত যে আদর করে, কত যে ভালবাসে, কত যে সুখের স্বপ্ন দেখায়, তেমন কার কপালে ঘটে? (সহাস্যে) ঐ আমার চাঁদ! ঐ আমার মজনু! (উচ্চহাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এস প্রাণেশ্বর, এস প্রাণের ভালবাসা! এস স্বর্গের প্রেম! এস অপরূপ রূপ! এস লয়লার কলঙ্ক! তোমা হেন কলঙ্ক বুকে ধ'রে আমি কলঙ্কিনী, জন্ম জন্ম যেন এম্নি কলঙ্কিনী হই।

(করতালিযোগে নাচিতে নাচিতে গীত)

ওগো কে দেখবি আয়, প্রেমের কলঙ্কিনী।
আয় ছুটে আয়,
খানিক পরে আর যে পাবি নি॥
কলঙ্ক-পসরা শিরে,
নেচে বেড়াই সাগরতীরে,
'চাই কলঙ্ক'—কে নিবি আয়,
কর্বো বিকি-কিনি॥

(সহাস্যে) কই, কেউ যে এলো না। ও, আমার কলঙ্ক কেউ চায় না! পৃথিবীর মানুষ স্বর্গের কলঙ্ক ছুঁতে সাহস পাবে কেন? যা যা, দেবো না; কেন দেবো? কত কষ্ট পেয়ে, কত জ্বালা সয়ে, কত কেঁদে, কত যত্নে প্রাণ দিয়ে, তবে এই স্বর্গের কলঙ্ক পেয়েচি; পোড়া পৃথিবীর মানুষকে কেন দেবো? আর দেরি কর্বো না, রাত পুইয়ে যায়, স্বর্গের কলঙ্ক নে স্বর্গে যাই। বাঃ বাঃ, স্বর্গের সিঁড়ি কত উঁচু দেখেচো। এ সিঁড়ি যে না ভাঙ্তে পারে, সে কি স্বর্গে যেতে পারে? পৃথিবীর মানুষ! এ সিঁড়ি তোদের নয় রে, তোদের নয়, এ আমার। অমৃত পান না কোল্লে এ সিঁড়ি ভাঙা যায় না। অমৃত পান করি। (বস্ত্রমধ্য হইতে লুক্কায়িত বিষ গ্রহণ করিয়া পানকরণ ও ক্রমে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতন)

নেপথ্যে কায়েস। (শশব্যস্তে উচ্চৈঃস্বরে) লয়লা! লয়লা! প্রিয়তমে! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি এসেচি, দাঁড়াও।

লয়লা। কি গেরো, স্বর্গেও যেতে দেয় না—আহা, স্বর্গ কি বিশাল রাজ্য! নীলবর্ণ! ঐ পরীরা গান গেয়ে গেয়ে নাচ্চে। যাই, আমিও নাচি গে।

(বেগে কায়েসের প্রবেশ)

কায়েস। আমি এসেছি, চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, আমি তোমার কায়েস।

লয়লা। এখানে না, এখানে না; ঐখানে ঐখানে—দু'জনে। ঐ পরীরা নাচ্চে। চল—যাই—যাই—যা—(মৃত্যু)

কায়েস। (অত্যন্ত শোকে সরোদনে) লয়লা! লয়লা! সব নীরব! ফুরিয়ে গেল!—এখানকার খেলা ফুরিয়ে গেল! আগে গেলে—গেলে—গেলে!

(গীত)

হ'ল না হ'ল না এখানে মিলন।
পেলিনি পেলিনি, প্রাণ, প্রাণেরি রতন॥
যার কান্না কোলে করি,
ঢালিতেছি আঁখিবারি,
চ'লে যায় সে আমারি, চির-নিকেতন॥
আমার মোহিনী বালা,
ছড়ায়ে বিমল আলা,
যেতে যেতে শূন্যপথে করে আবাহন;—
ধীরে যাও—ধীরে যাও—যাবে প্রিয়জন॥

ওই লয়লা যাচ্চে। আমি কি কোলে ক'রে কাঁদ্চি? আর না, আর না, আমায় ডেকে গেচে, একা যেতে পার্বে না, ধীরে যাও, ধীরে যাও, এই আমি যাই। (বক্ষে ছোরাঘাত ও মৃত্যু)

(বেগে মোতিয়ার প্রবেশ)

মোতিয়া। সখা! সখা! সখি! সখি! এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! যা ভয় করেছিলাম, তাই! এই জন্যে যে এক দণ্ডও তোমায় কোথাও যেতে দিতেম না! পালিয়ে গেলে, দুজনেই আমাদের ফেলে পালিয়ে গেলে! নির্ম্মল প্রেমের খেলা এ জগতে কুলুলো না! প্রেমের মুকুল ফুটলো না, শুকিয়ে গেল! বাদশা, দেখে যাও, পাগল ফকীর আর তোমার সিংহাসন কলুষিত কর্বে না। কাসেম সদাগর, তুমিও নিশ্চিন্ত হ'লে, আজ তোমার কলঙ্ক ঘুচে গেল। আয় আয় সখিগণ! ফুল-শয্যা নয়, ফুলশয্যা নয়,—লয়লা-মজনুর কবরশয্যা করবি আয়।

[সরোদনে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্রপার্শ্বস্থ অরণ্য

(সরোদনে মোতিয়ার প্রবেশ)

মোতিয়া। (গীত)

ফিরে যেন কেউ কখনো করে না প্রেম ক্ষিতিতলে।
প্রাণের মিলে দেয় গো দাগ। ধরাভরা ছলে খলে ॥
দুটি কমল আমোদভরে,
ফুট্‌তেছিল সোহাগ-সরে,
মুকুলে শুকায়ে গেল, বিরহের হলাহলে।

দৈববাণী। না কর না কর, বালা, না কর রোদন।
পরীবাসে সুখে ভাসে প্রেমিক দু'জন ॥
শাপ-জ্বালা মর-লীলা হলো অবসান।
লয়লা-মজনু এবে পুলকিত প্রাণ ॥

[মোতিয়ার প্রস্থান।

যবনিকা-পতন।

পরিশিষ্ট

—:*:—

অতিরিক্ত দৃশ্য

পরীস্থান—পরী-মন্দির

লয়লা-মজনু ও হুরী বা পরীগণ।

হুরীগণ। (গীত)

মুকুলিত প্রেম-কলি ফুটিল লো।
জুড়াইল আকুলিত প্রাণ দুটি লো ॥
দুখাধার দেহভার করি বিসর্জ্জন,
আলোক-শরীরে ধরি নবীন জীবন ;—
অপ্সরা-আবাসে প্রেম লুটিল লো।
কাল আঁখি শশিমুখী চল হুরীদলে,
প্রেম-ফুল-মালা দিই যুগলেরি গলে ;—
প্রেমিক-পিয়াসা আজি মিটিল লো ॥

সমাপ্ত